ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

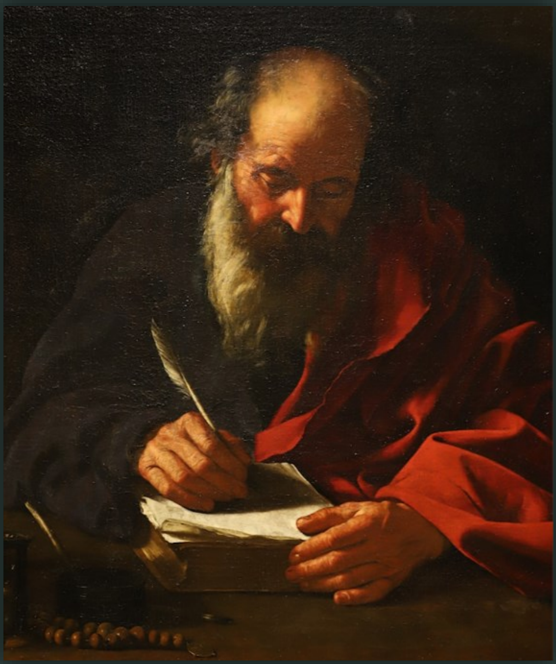

ইব্রীয়দের প্রতি লিখিত পত্রের টীকাপুস্তক

Commentary on the Letter
to the Hebrews

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

ইব্রীয়দের প্রতি লিখিত পত্রের উপর ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

BACIB

International Bible CHURCH

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Letter to the Hebrews

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)
   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

ভূমিকা

এই পত্রটি বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে:-

ক. পত্রটির স্বর্গীয় কর্তৃত্ব; কারণ অনেকে এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, যাদের ছানি পড়া চোখে এই পত্রটির অত্যুজ্জ্বল সত্যের আলো সহ্য হয় নি, কিংবা যাদের ভ্রান্তি ও অপরাধগুলোকে এই পত্রে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে রয়েছে এরিয়ানবাদী দল, যারা খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব এবং মানবদেহে অস্তিত্ব লাভ করাকে অস্বীকার করেছিল; সেই সাথে রয়েছে সোকিনীয়রা, যারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অস্বীকার করেছিল; কিন্তু এই সমস্ত লোকেরা এই পত্রটিকে মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রমাণ করতে চেষ্টা করার পরও এর খাঁটি স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য এমন তীব্র ও শক্তিশালী কিরণ ছড়িয়েছিল যে, তা বাইবেল ক্যাননে এক অন্যতম প্রধান স্থান দখল করে নিয়েছে। বিষয়বস্তুর স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্নতা, রচনাশৈলীর উৎকৃষ্টতা, রূপরেখা ও কাঠামোর বস্তুনিষ্ঠতা, পবিত্র শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের সাথে সুসামঞ্জস্যতা এবং পৃথিবীর সকল যুগে সকল স্থানে ঈশ্বরের মণ্ডলীর জন্য গ্রহণযোগ্যতা – এর সবই পত্রটির স্বর্গীয় কর্তৃত্বের প্রমাণ দর্শায়।

খ. কে এই পত্রটি স্বর্গীয় কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ও পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন, অর্থাৎ সহজ কথা কে এই পত্রটি লিখেছেন সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। পত্রটির শুরুতে লেখক সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই, যা অন্যান্য পত্রে রয়েছে এবং এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ কিছু মতবিরোধ রয়েছে যে, কাকে তারা এই পত্রটির লেখক বলে অভিহিত করবেন। অনেকে মনে করে থাকেন যে, রোমের ক্লেমেন্ত এই পত্রটি লিখেছেন; অন্যরা মনে করেন লূক লিখেছেন। আবার অনেকে পত্রটির রচনাশৈলীতে উদ্দীপনা, কর্তৃত্ব ব্যঞ্জকতা, স্নেহশীল মনোভাবের কারণে এটি বার্ণবার লেখা বলে মনে করেন, কারণ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক এমনই ছিল বলে আমরা প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ শাস্ত্র থেকে জেনেছি; এবং প্রাচীন যুগের মণ্ডলীর একজন পণ্ডিত এই পত্রের একটি বাক্য বার্ণবার উক্তি বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে এই পত্রটি প্রেরিত পৌলের লেখা বলে মনে করা হয়ে থাকে; এবং পরবর্তী সময়ের কিছু অনুলিপি এবং অনুবাদে পত্রের লেখক হিসেবে পৌলের নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন যুগে সাধারণত পৌলকেই পত্রটির লেখক বলে সাধারণভাবে স্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। পত্রটির রচনাশৈলী এবং এর বিষয়বস্তু তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা এবং একাগ্রতা পূর্ণ চেতনার সাথে খুব ভাল মেলে, কারণ তিনি ছিলেন এমনই খোলা মনের এবং উষ্ণ হৃদয়ের ব্যক্তি, যার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা ছিল খ্রীষ্টকে উচ্চীকৃত করা। অনেকে মনে করে থাকেন যে, প্রেরিত পিতর পৌলকে এই পত্রের লেখক হিসেবে স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য দিয়েছেন, কারণ তিনি ইব্রীয়দেরকে তাঁর নিজের একটি

পত্রে বলেছিলেন যে, পৌল তাদের কাছে একটি পত্র লিখেছেন, ২ পিতর ৩:১৫। আমরা এমন আর কোন পত্রের কথা জানি না যা পৌল ইব্রীয়দের উদ্দেশে লিখেছেন। আর যদিও এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে, পৌল তাঁর অন্য সমস্ত পত্রের শুরুতেই নিজের নামটি উল্লেখ করেছেন, সেহেতু নিশ্চয়ই এই পত্রটি তাঁর লেখা হলে তিনি এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটাতেন না; তথাপি অন্যরা যথার্থ ভাবেই অভিযোগটির প্রতি এই জবাব দিয়েছেন যে, যেহেতু পৌল অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত ছিলেন এবং যিহূদীদের কাছে অবজ্ঞাত ছিলেন, সেহেতু তিনি তাঁর নাম গোপন করাটাই শ্রেয় বোধ করেছিলেন; পাছে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার কারণে যিহূদী তথা ইব্রীয়রা পত্রটি পাঠ করা এবং তা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকে।

গ. পত্রটির বিষয়বস্তু এবং রূপরেখা থেকে এ বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় যে, এই পত্রটির মধ্য দিয়ে আসলে ইব্রীয়দের কাছে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও আইন-কানুনের উপরে খ্রীষ্টের সুসমাচারের উৎকৃষ্টতা ও চমৎকারিত্ব প্রমাণ করার মধ্য দিয়ে পৌল তাদের মনকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছেন, তাদের চেতনা ও বিবেচনা বোধকে বস্তুনিষ্ঠ পথে আনতে চেয়েছেন এবং ব্যবস্থার যোয়ালি থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, যে যোয়ালিতে তারা আষ্টেপৃষ্টে বাধা পড়ে গিয়েছিল, যা তাদের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল, যার উপরে তারা তাদের জীবন মরণের ব্যাপারে নির্ভরশীল ছিল। সেই সাথে তিনি সেই সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্যও এই পত্রটি লিখেছিলেন, যারা বিশ্বাসী হয়েও সেই পুরাতন খামির প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে আসক্ত ছিল এবং তাদেরকে তা থেকে সরিয়ে আনা প্রয়োজন ছিল। এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসী ইব্রীয়দেরকে সকল প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করে হলেও খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের প্রতি যথাযথভাবে বাধ্যতা ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য এবং তাতে স্থির থাকার জন্য চাপ দেওয়া ও প্ররোচনা দান করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লেখক সুসমাচারের মধ্যমণি যীশু খ্রীষ্টের মহত্ব ও তাঁর মহিমা ও গৌরব নিয়ে কথা বলেছেন, তাঁকে তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং তাঁকে তিনি যথার্থভাবে সকলের সামনে উপস্থাপন করেছেন, তাঁকে তিনি সর্বেসর্বা হিসেবে দেখিয়েছেন এবং অত্যন্ত পবিত্রতা ও ধার্মিকতার সাথে তিনি খ্রীষ্টের জন্য তাঁর গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, এই পত্রে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা বোঝা বেশ কঠিন, কিন্তু এখানে আমরা যে সুমিষ্ট ফল খুঁজে পাই তা আমাদেরকে এমন এমন অমূল্য আশ্বাস দান করে যার কারণে এই কষ্ট স্বীকার আমাদের কাছে সামান্য ও নগণ্য মনে হবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যদি আমরা নতুন নিয়মের সবগুলো পত্রের মাঝে তুলনা করি, তাহলে আমরা অন্য আর কোন পত্রকে ইব্রীয়দের প্রতি লিখিত এই পত্রটির মত এতটা পবিত্র ও স্বর্গীয় অনুপ্রেরণাযুক্ত, প্রভাবান্বিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে অভিহিত করতে পারি না।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ১

এই অধ্যায়ে আমরা একটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট তুলনাধর্মী বক্তব্য দেখতে পাই:

ক. সুসমাচারের প্রত্যাদেশ এবং ব্যবস্থার প্রত্যাদেশের মধ্যে তুলনা; এবং ব্যবস্থার উপরে সুসমাচারের উৎকৃষ্টতা ও মহত্ব ব্যখ্যা ও প্রমাণ করা হয়েছে, পদ ১-৩।

খ. যীশু খ্রীষ্টের মহিমা এবং স্বর্গদূতদের মহিমার তুলনা করা হয়েছে; যেখানে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা দান করা হয়েছে এবং তাঁকেই সমস্ত গৌরব, মহিমা ও কর্তৃত্বের মনিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে, পদ ৪-১৪।

ইব্রীয় ১:১-৩ পদ

এখানে প্রেরিত পৌল ব্যবস্থার প্রত্যাদেশের উপরে সুসমাচারের প্রত্যাদেশের উৎকৃষ্টতা ও মহত্ব বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে তাঁর এই পত্রটি শুরু করেছেন, যা তিনি তাঁর প্রতি ঈশ্বরের যোগাযোগ করার প্রক্রিয়া এবং মানুষের প্রতি এবং মানুষের প্রতি তাঁর মনের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার বিভিন্ন পন্থা ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে। এই উভয় প্রত্যাদেশই ঈশ্বরের, এবং এর উভয়ই ছিল উত্তম, কিন্তু এ দু'টো ঈশ্বরের কাছ থেকে যেভাবে এসেছে সেখানেই ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. যে প্রক্রিয়াতে ঈশ্বর তাঁর নিজের সাথে মানুষের যোগাযোগ সাধন করেছেন এবং পুরাতন নিয়মের অধীনস্থ লোকদের কাছে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এখানে আমরা এর বর্ণনা পাই:-

১. যে লোকদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর পুরাতন নিয়মের অধীনে তাঁর পরিকল্পনা ও ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন; তাঁরা ছিলেন ভাববাদী, অর্থাৎ তাঁরা ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত এবং তাঁর দ্বারা যোগ্যকৃত ব্যক্তি। তাঁদের দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষের কাছে ব্যক্ত করা। কোন মানুষই এই সম্মান নিজে থেকে নিতে পারে না যদি না তাঁকে এই কাজের জন্য আহ্বান জানানো হয়। আর যে কেউ এই আহ্বান লাভ করে সে ঈশ্বরের কাছ এই দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে।

২. যে লোকদের কাছে ঈশ্বর ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন: পূর্বপুরুষদের কাছে, পুরাতন নিয়মের সকল সাধু ব্যক্তি ও ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিদের কাছে, যারা পুরাতন নিয়মের প্রত্যাদেশের অধীনে ছিলেন। ঈশ্বর তাদেরকে অনুগ্রহ দান করেছিলেন এবং প্রচুর পরিমাণে সম্মানিত করেছিলেন যার কারণে তিনি তাদেরকে পবিত্র ও ধার্মিক আলো দান করেছিলেন,

যার অধীনে তিনি বাদবাকি পৃথিবীকে রেখেছিলেন।

৩. যে প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন সেই সময়ে যখন সুসমাচার মানুষের কাছে পৌঁছে নি: ঈশ্বর পূর্বকালে বহুবার ও বহুরূপে ভাববাদীদের দ্বারা প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কাছে কথা বলেছেন।

(১) বহুবার, বা বিভিন্ন অংশে, যা এই শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করে, যা আমাদেরকে এ কথা বোঝাতে পারে যে, পুরাতন নিয়মের যুগের বিভিন্ন সময়ে এই সকল প্রত্যাদেশ আমাদেরকে দান করা হয়েছিল– পূর্বপুরুষদের যুগ, মোশির যুগ এবং ভাববাদীদের যুগ। কিংবা পরিত্রাণকর্তার বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকবার একাধিক ঘোষণা দান করেছেন: আদমের কাছে তিনি বলেছেন যে, নারীর বংশ থেকেই খ্রীষ্ট আসবেন; অব্রাহামের কাছে তিনি বলেছেন যে, তাঁর উরু থেকে তাঁর বংশধরের সূচনা হবে; যাকোবের কাছে তিনি বলেছেন যে, এহুদার বংশ থেকে পরিত্রাণকর্তার সূচনা হবে; দায়ূদকে তিনি বলেছেন যে, তার গৃহ থেকেই পরিত্রাণকর্তার সূচনা হবে; মীখাকে তিনি বলেছেন যে, তিনি অবশ্যই বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করবেন; যিশাইয়কে তিনি বলেছেন যে, তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন।

(২) বহুরূপে, যেভাবে ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের কাছে তাঁর অন্তরের চিন্তা ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করে থাকেন এবং তা উপযুক্ত বলে মনে করেন। অনেক সময় তিনি আত্মার অবসন্নতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেন, অনেক সময় স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, অনেক সময় দর্শনের মধ্য দিয়ে, অনেক সময় শ্রবণ যোগ্য কোন কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে, অনেক সময় তাঁর নিজের অধীনস্থ কোন বস্তুর মধ্য দিয়ে, যেভাবে তিনি দশ আজ্ঞা পাথরের ফলকে খোদাই করে লিখে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের এই বিভিন্ন রূপের বিষয়ে একটি বর্ণনা আমরা দেখতে পাই গণনা ১২:৬-৮ পদে: তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ভাববাদী হয়, তবে আমি সদাপ্রভু তার কাছে কোন দর্শন দ্বারা আমার পরিচয় দেব, স্বপ্নে তার সঙ্গে কথা বলবো। আমার দাস মোশি তদ্রূপ নয়, সে আমার সমস্ত গৃহের মধ্যে বিশ্বাসের পাত্র। তার সঙ্গে আমি সম্মুখাসম্মুখি হয়ে কথা বলি, গূঢ় বাক্য দ্বারা নয়, বরং প্রকাশ্যরূপে কথা বলি এবং সে সদাপ্রভুর রূপ দর্শন করে।

খ. যে প্রক্রিয়াতে ঈশ্বর নতুন নিয়মের অধীনে তাঁর নিজ লোকদের সাথে যোগাযোগ সাধন করেছেন এবং তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন: এই সময়কে বলা হয়েছে এই শেষ সময়ে, এর অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীর সময় শেষ হওয়ার ঠিক আগে, কিংবা যিহূদী শাসন ব্যবস্থার ইতি ঘটার আগে। সুসমাচারের কাল হচ্ছে শেষ কাল, সুসমাচারই সর্বশেষ প্রত্যাদেশ যা আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আশা করতে পারি। প্রথমে প্রকৃতিগত প্রত্যাদেশ ঘটেছিল, এর পরে ঘটেছে পূর্বপুরুষদের কাছে,, স্বপ্নের মধ্য দিয়ে, দর্শনের মধ্য দিয়ে এবং কণ্ঠ স্বরের মধ্য দিয়ে; এরপর এসেছে মোশির প্রত্যাদেশ, যা আদেশ নামা লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে দান করা হয়েছে; এরপর এসেছে ভাববাদীয় প্রত্যাদেশ, যা ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং খ্রীষ্টের সুস্পষ্ট আবিষ্কার সাধন করেছে; কিন্তু এখন আমাদের নিশ্চয়ই এই আশা করা উচিত নয় যে, আরও প্রত্যাদেশ ঘটবে, কারণ ইতোমধ্যে যে প্রত্যাদেশ দান করা হয়েছে সেগুলো

ব্যাখ্যা করার জন্যই এখন আমাদেরকে খ্রীষ্টের আত্মা দান করা হয়েছে। এখন পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশের উপরে সুসমাচারের প্রত্যাদেশের উৎকৃষ্টতা নিহিত দু'টি বিষয়ে:-

১. এটি হচ্ছে সর্বশেষ এবং সমাপনী প্রত্যাদেশ, যা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের শেষ দিনগুলোতে দান করা হয়েছে, যার সাথে আর কোন কিছু যুক্ত করার নেই, বরং এর মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের ক্যানন স্থিরীকৃত করা হয়েছে এবং সীলমোহর করা হয়েছে। এই কারণে মানুষের মন আর কোন নতুন আবিষ্কারের কথা চিন্তা করে অপেক্ষমান থাকবে না, বরং তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার পূর্ণ প্রত্যাদেশ লাভ করে আনন্দ করবে এবং এর ভিত্তিতে নিজেদেরকে প্রস্তুত করবে এবং লক্ষ্য স্থির করবে, কারণ এখানেই তারা জানতে পারবে যে, তাদেরকে ঠিক কোন পথে এগোতে হবে এবং তাদের সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করার জন্য ঠিক কী করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ সুসমাচারে সেই মহান ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে, যা পৃথিবীর শেষ কালে ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রতি ঘটবে।

২. এটি এমন একটি প্রত্যাদেশ যা ঈশ্বর তাঁর নিজ পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, যিনি এই পৃথিবীতে আগত সর্বকালের সর্ব সেরা সংবাদদাতা, তিনি সকল প্রাচীন পূর্বপুরুষ এবং ভাববাদীদের উর্ধ্বতন ও সম্মানিত ব্যক্তি, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে তার ইচ্ছা জ্ঞাত করেছেন পূর্ব কালে। আর এখানে আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গৌরব ও মহিমার এক অভূতপূর্ব বিবরণ দেখতে পাই।

(১) তাঁর পদমর্যাদার গৌরব এবং তা তিন দিক থেকে গৌরবের:-

[১] ঈশ্বর তাঁকে সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য স্থির করেছেন ঈশ্বর হিসেবে তিনি ছিলেন পিতার সমান; কিন্তু ঈশ্বর– মানুষ হিসেবে এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক সমস্ত জিনিসের উপরে উত্তরাধিকার হিসেবে ধার্যকৃত হয়েছেন, তিনি হয়েছের সার্বভৌম প্রভু, সার্বজনীন মনিব, পরিচালনাকারী এবং সমস্ত মানুষ ও সমস্ত বস্তুর শাসনকর্তা, গীতসংহিতা ২:৬, ৭। স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে; বিচারের সকল কর্তৃত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয়েছে, মথি ২৮:১৮; যোহন ৫:২২।

[২] তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এই দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, এই পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টি করেছন; তবে শুধুমাত্র তার কার্যকারিতা ও গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে নয়, বরং সেই সাথে তার অপরিহার্য বাক্য এবং জ্ঞানের কারণেও। তাঁর মধ্য দিয়েই পুরাতন সৃষ্টি সাধিত হয়েছিল, তাঁরই মধ্য দিয়ে আবার নতুন সৃষ্টি সাধিত হল এবং তিনি তাঁকে এই দুই সৃষ্টির উপরেই শাসন ও কর্তৃত্বের দায়িত্ব ভার দিয়েছেন।

[৩] তিনি তাঁর বাক্যের শক্তিতে সমস্ত কিছু ধরে রেখেছেন: তিনি এই পৃথিবীকে বিনাশের পথে চলে যাওয়া থেকে বাধা দিয়ে রেখেছেন। তিনি তাঁর পরাক্রমের বাক্য দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি ধারণ করে আছেন। সমগ্র সৃষ্টি জগতের ভার তাঁর উপরে ন্যস্ত রয়েছে: তিনি এর সম্পূর্ণ অংশ ধরে রেখেছেন এবং তাঁরই উপরে তা নির্ভর করে রয়েছে। মানুষের অধার্মিকতা ও অপবিত্রতার জন্য যখন এই পৃথিবী ঈশ্বরের ক্রোধে ও অভিশাপে ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছিল, ঠিক সে সময় ঈশ্বরের পুত্র তাঁর পরিত্রাণ দানের কাজের মধ্য দিয়ে তা আবারও জোড়া

দিলেন এবং সেখানে তাঁর সর্বশক্তিমান ক্ষমতা ও মঙ্গলময়তা প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রাচীন ভাববাদীদের মধ্যেও কেউ তার মত এমন ক্ষমতাশালী দায়িত্ব লাভ করেন নি, কেউ এর যোগ্য ছিলেন না।

(২) এখানে লেখক খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের গৌরবের কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন, যিনি এমন একটি পদমর্যাদা গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন: এই পুত্র হলেন ঈশ্বরের মহিমার প্রভা ও তাঁর স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন, পদ ৩। এটি হচ্ছে আমাদের গৌরবময় পরিত্রাণকর্তার এক মহান ও অলঙ্কৃত বিবরণ, এটি তাঁর ব্যক্তিগত মহিমার একটি বর্ণনা।

[১] তিনি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের একমাত্র ও একজাত পুত্র, এবং তিনি ঈশ্বরের মত সম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সব সময়ই এক থাকে এবং তা অপরিবর্তনীয়। মানুষের প্রতিটি সন্তানই মানুষ; তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যদি এক না হত, তাহলে এক প্রজন্মের পরবর্তী প্রজন্ম হত দানবকুল।

[২] পুত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে পিতার মহিমা, যা এক প্রকৃত স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়। যেহেতু এই প্রভা হচ্ছে সূর্যের অতন্দ্র কিরণ, আলোরজনক ও উৎস, যিনি যীশু খ্রীষ্ট, যিনি ঈশ্বর হয়েও মাংসে মূর্তিমান হয়েছেন, তিনিই সকল আলোর মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো, সত্যিকার সকিনা (Shechinah)।

[৩] পুত্রের ব্যক্তিত্ব হচ্ছে পিতার ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি চিত্র এবং চারিত্রিক রূপ। তিনি একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, এবং তিনি সুস্পষ্টভাবে একই প্রতিরূপ এবং প্রতিচ্ছবি ধারণ করে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শক্তি, জ্ঞান এবং মঙ্গলময়তা লক্ষ্য করলে আমরা পিতা ঈশ্বরের শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান এবং মঙ্গলময়তা লক্ষ্য করতে পারি, কারণ তাঁর ও ঈশ্বর একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং একই রকম নিখুঁত। যে পুত্রকে দেখেছে সে পিতাকেই দেখেছে; এর অর্থ হচ্ছে, তাঁরা দুজনে সাদৃশ্য পূর্ণ সত্ত্বার অধিকারী। যে ব্যক্তি পুত্রকে জেনেছে, সে পিতাকেও জেনেছে, যোহন ১৪:৭-৯। কারণ পুত্র পিতাতেই অবস্থান করেন এবং পিতা অবস্থান করেন পুত্রে; তখন তাঁদের ব্যক্তিগত পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয় তা একাকার হয়ে যায় তাদের অনিবার্য সম্মিলনের মধ্য দিয়ে। এটাই খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের গৌরব ও মহিমা। ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এবং প্রকৃত ভাবেই অবস্থান করে।

(৩) খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের মহিমা ও গৌরবের মধ্য দিয়ে লেখক তার অনুগ্রহের মহিমার কথা উল্লেখ করেছেন; তার স্নেহবাৎসল্য সত্যিই মহিমাময়। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ তাদেরকে দান করেছে এক অভূতপূর্ব সম্মান, তাঁর লোকদের পাপের বিপরীতে তাদেরকে দিয়েছে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও শান্তি: তিনি নিজে আমাদের পাপ মুছে দিয়েছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর মৃত্যু এবং রক্তপাতের প্রকৃত সহজাত গুণের মধ্য দিয়ে, তাঁর অপরিমেয় মৌলিক মূল্যের মাধ্যমে। তারাই ছিল তাঁর দুঃখ ভোগের মূল কারণ, যেহেতু তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়ার জন্যই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি নিজে তাঁর সমস্ত গৌরব ও মহিমা ছেড়ে আমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, পীড়িত হয়েছিলেন, যাতে করে এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন, যিনি মানুষের এই সকল পাপের কারণে প্রতিনিয়ত দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করে যাচ্ছিলেন।

(৪) তাঁর কষ্ট ভোগের মহিমার মধ্য দিয়ে তিনি অবশেষে তাঁর অত্যুচ্চ মহিমা আবার ফিরে পেতে সক্ষম হলেন: তিনি মানুষের পাপ ধৌত করে উর্ধ্বলোকে মহিমাময়ের ডান পাশে উপবিষ্ট হলেন, তাঁর পিতার ডান পাশে। একজন মধ্যস্থতাকারী এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মানে, কর্তৃত্বের এবং পদমর্যাদয় ভূষিত করেছেন, যাতে করে তিনি তাঁর লোকদের মঙ্গল সাধন করতে পারেন; এখন পিতা তাঁর মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছু করবেন এবং তাঁর লোকদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করবেন তারই মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের কথা বিচার করে এবং পৃথিবীতে এর জন্য কষ্ট ভোগ করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সাথে তা স্বর্গে নিয়ে গেছেন এবং সেখানে তিনি ঈশ্বরের পাশে সম্মানের সাথে উপবিষ্ট হয়েছেন, আর এটিই ছিল তাঁর অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করার পুরস্কার।

এখন এটি একেবারেই স্পষ্ট করে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, ঈশ্বর এই শেষ দিনগুলোতে মানুষের কাছে মানুষের রূপ ধরেই কথা বলেন; এবং যেহেতু বার্তাবাহকের সম্মান এই বার্তাকে আরও বেশি কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক এবং মহান করে তুলেছেন, সে কারণে সুসমাচারের প্রত্যাদেশ ব্যবস্থার প্রবর্তনের চেয়ে আরও শতগুণ বেশি ক্ষমতাশালী এবং তা আরও বেশি কর্তৃত্বপূর্ণ।

ইব্রীয় ১:৪-১৪ পদ

লেখক ভাববাদীদের উপরে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে ব্যবস্থার উপরে সুসমাচারের কর্তৃত্ব প্রমাণ করেছেন। এখন তিনি দেখাতে চলেছেন যে, খ্রীষ্ট শুধু যে ভাববাদীদের উপরেই ক্ষমতাশালী তা নয়, সেই সাথে তিনি স্বর্গদূতদের উপরেও সমানভাবে কর্তৃত্ব পরায়ণ। এই প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেছেন যা গোড়া যিহূদীরা তৈরি করতে পারে, আর তা হচ্ছে, ব্যবস্থা কেবল মাত্র মানুষের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয় নি, কিন্তু তা স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়েও অভিষিক্ত করা হয়েছে (গালাতীয় ৩:১৯), যারা ব্যবস্থা দানের সময় উপস্থিত ছিল, যারা স্বর্গের পরিচর্যাকারী হিসেবে প্রভু যিহোবাকে এই চমৎকার অনুষ্ঠানে সাহায্য দান করেছিল। এখন স্বর্গদূতেরা অত্যন্ত গৌরবময় সত্তা, মানুষের চেয়ে আরও বেশি গৌরব ও মহিমার অধিকারী। পবিত্র শাস্ত্রে সব সময়ই স্বর্গদূতদেরকে উপস্থাপন করা হয়েছে সমস্ত জীবের চাইতে উৎকৃষ্ট জীব হিসেবে, এবং আমরা জানি না আর কোন প্রাণীকে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের চেয়ে উঁচু পদমর্যাদার করে তৈরি করেছেন কি না। এই কারণে ব্যবস্থা স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন এর পবিত্রতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুক্তি ক্ষুন্ন করার জন্য এই পত্রের লেখক যীশু খ্রীষ্ট এবং স্বর্গদূতদের মধ্যে তুলনাধর্মী বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। তিনি তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং পদমর্যদার মধ্যে তুলনা করেছেন এবং এ কথা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করেছেন যে, খ্রীষ্ট স্বর্গদূতদের চাইতে আরও অনেক বড় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত: তিনি স্বর্গদূতদের অপেক্ষা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট নামের অধিকার পেয়েছেন, তিনি সেই পরিমাণে তাঁদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. খ্রীষ্টের উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রমাণিত হয়েছে তাঁর উৎকৃষ্ট নামের মধ্য দিয়ে। পবিত্র শাস্ত্র কখনোই প্রকৃত ভিত্তি এবং স্বভাবগত যুক্তি না থাকলে মহান ও উচ্চ উপাধি দান করে না। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে এত মহান বিষয় লেখা হত না যদি তিনি এই কথাগুলোর মতই মহান ও উচ্চীকৃত না হতেন এবং তিনি যদি এই মহান কাজের দিশারী না হতেন। যখন বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টকে স্বর্গদূতদের চেয়ে অনেক মহান করে সৃষ্টি করা হয়েছে, আমাদের তখন এ কথা কল্পনা করা উচিত হবে না যে, তিনি সাধারণ কোন প্রাণী, স্বর্গদূতদের মত। এখানে খ্রীষ্টের উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া সঙ্গত, যেহেতু তিনি তার কাজের মতই মহান ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন এবং ক্ষমতাপপন্ন ছিলেন। ঈশ্বর সত্য এবং আমাদেরকে তা স্বীকার করতেই হবে।

খ. পবিত্র শাস্ত্রে স্বর্গদূতদের উপরে যীশু খ্রীষ্টের নাম ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেখান থেকেই আমাদের সিদ্ধান্তে আসা যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয়ই পবিত্র শাস্ত্র ব্যতীত যীশু খ্রীষ্ট বা স্বর্গদূতদের সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতাম না; আর এই কারণেই আমাদেরকে এই পবিত্র শাস্ত্রের আলোকেই তাদের মধ্যকার পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে হবে। এখন পবিত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত একাধিক উক্তি ও বাক্যাংশ বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্টকে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যা স্বর্গদূতদেরকে কখনোই বলা হয় নি।

১. খ্রীষ্টকে এই কথা বলা হয়েছে যে, তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিয়েছি (গীতসংহিতা ২:৭), যা তার অনন্তকালীন প্রজন্মের কথা বোঝাতে পারে, কিংবা তাঁর পুনরুত্থানের কথা বোঝাতে পারে, কিংবা গৌরবময় স্বর্গীয় রাজ্যে তাঁর পুনরায় প্রবেশ ও মহান পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে উপবিষ্ট হওয়ার কথা বোঝাতে পারে। এখন এই কথা কখনোই স্বর্গদূতদেরকে বলা হয় নি এবং সেই কারণে উত্তরাধিকারের মধ্য দিয়ে তিনি স্বর্গদূতদের চাইতে আরও বেশি প্রকৃতিগত উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহান নাম অর্জন করেছেন।

২. খ্রীষ্ট সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কখনোই স্বর্গদূতদের সম্পর্কে বলা হয় নি, আর তা হচ্ছে, আমি তাঁর পিতা হব ও তিনি আমার পুত্র হবেন; যা নেওয়া হয়েছে ২ শমূয়েল ৭:১৪ পদ থেকে। শুধু এ কথা নয় যে, "প্রকৃতিগত ও অনন্তকালীন সম্পর্কের কারণে আমি তাঁর পিতা এবং সে আমার পুত্র;" বরং "আমি তার পিতা হব এবং সে আমার পুত্র হবে, আর তা সাধিত হবে তার পুত্রত্বের অসাধারণ কৃতিত্বের মধ্য দিয়ে, আর সে হবে আমার ও প্রতিটি পতিত পাপী মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক পুনস্থাপনের গৌরবময় উৎস ও ভিত্তি।"

৩. খ্রীষ্ট সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে যে, যখন ঈশ্বর তাঁর প্রথমজাতকে আবার পৃথিবীতে আনয়ন করেন, তখন বলেন, "ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর উপাসনা করুক"। এর অর্থ হচ্ছে, যখন তাঁকে এই নিম্নতর পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে, যা তাঁর আবাস স্থল, তখন সমস্ত স্বর্গদূতকে তাঁর সম্মান ও গৌরব ও মহিমা করতে হবে, কিংবা যখন তাঁকে উর্ধ্বস্থিত পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া হবে, অর্থাৎ স্বর্গে তিনি আরোহণ করবেন, যখন তিনি তাঁর মধ্যস্থতাসূচক রাজ্যে প্রবেশ করবেন, কিংবা যখন তিনি আবারও এই পৃথিবীতে ফিরে

আসবেন, এই পৃথিবীর বিচার করার জন্য, তখন এই উচ্চতর সত্ত্বা তাঁর প্রশংসা গৌরব করুক ও তাঁর উপাসনা করুক। ঈশ্বর এমন একজন স্বর্গদূতকেও স্বর্গে স্থান দেবেন না, যে খ্রীষ্টের অধীনে আসবে না এবং তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করবে না, তাঁকে উপাসনা করবে না। আর তিনিই শেষ পর্যন্ত সমস্ত পতিত স্বর্গদূত এবং মন্দ মানুষকে তাঁর স্বর্গীয় শক্তি ও ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে পরাভূত করবেন এবং তারা তাঁর পায়ের কাছে পতিত হবে। যারা তাঁকে রাজত্ব করতে দেবে না, তাদেরকে অবশ্যই সামনে নিয়ে আসা হবে এবং তাঁর সামনে এনে বিনাশ করা হবে। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি গীতসংহিতা ৯৭:৭ পদ থেকে, সকল দেবতারা তাঁর উপাসনা কর; এর অর্থ হচ্ছে, "তোমরা সকলে যারা মানুষের চেয়ে উচ্চ পদস্থ, তারা নিজেদেরকে বৈশিষ্ট্যে এবং ক্ষমতায় খ্রীষ্টের চেয়ে নিম্নতর বলে স্বীকার করে নাও।"

৪. ঈশ্বর খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলেছেন, হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী, পদ ৮-১২। কিন্তু স্বর্গদূতদের বিষয়ে তিনি এ কথা বলেছেন কেবল যে, তিনি তাঁর স্বর্গদূতদেরকে বায়ুস্বরূপ করেন, তাঁর সেবকদেরকে অগ্নিশিখা স্বরূপ করেন, পদ ৭। এখন, তিনি স্বর্গদূতদের বিষয়ে যা বলেছেন তার সাথে খ্রীষ্টের বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তার তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি খ্রীষ্টের তুলনায় স্বর্গদূতদের এক ব্যাপক পরিমাণ পার্থক্য দেখিয়েছেন এবং স্বর্গদূতদেরকে খ্রীষ্টের তুলনায় অত্যন্ত নিচু অবস্থানে রেখেছেন।

(১) ঈশ্বর এখানে স্বর্গদূতদের বিষয়ে কী বলতে চেয়েছেন? তিনি তাঁর স্বর্গদূতদেরকে বায়ুস্বরূপ করেছেন এবং তাঁর সেবাকারীদেরকে আগুনের শিখাস্বরূপ করেছেন। এটি আমরা দেখতে পাই গীতসংহিতা ১০৪:৪ পদে, যেখানে আমাদেরকে মূলত বাতাস এবং বজ্রধ্বণির কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু এখানে তা স্বর্গদূতদের ক্ষেত্রে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে স্বর্গীয় কর্তৃত্বে ও ক্ষমতায় বাতাসের মত করে এবং বজ্র ও বিদ্যুৎ চমকের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] এই স্বর্গদূতদের দায়িত্ব: তারা ঈশ্বরের সেবক, কিংবা দাস, যারা তার ইচ্ছা অনুসারে কাজ। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য গৌরবস্বরূপ যে, তার এ ধরনের দাস রয়েছে। তবে এই কাজ ব্যতীত তাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

[২] কীভাবে স্বর্গদূতেরা এই দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকে: ঈশ্বর তাদেরকে বায়ু এবং আগুনের শিখা হিসেবে তৈরি করেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদেরকে আলো এবং উদ্দীপনা দিয়ে তৈরি করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে কাজের স্পৃহা এবং সক্ষমতা, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার জন্য তাৎক্ষণিক উদ্যম এবং একাগ্রতা। তারা আর ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বা পরিকল্পানা ব্যতিরেকে কোন কাজে জড়িত হয় না, এবং তারা যেমন পিতার সেবাকারী, তেমনই পুত্রেরও সেবাকারী। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(২) পিতা খ্রীষ্টের বিষয়ে আরও কত মহান কথা বলেছেন। এখানে পবিত্র শাস্ত্র থেকে দু'টি অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

[১] এর মধ্যে একটি নেওয়া হয়েছে গীতসংহিতা ৪৫:৬, ৭ পদ থেকে, যেখানে ঈশ্বরের খ্রীষ্টকে ঘোষণা করেছেন:-

প্রথমত, তাঁর বাস্তব ও প্রকৃত স্বর্গীয় সত্তায়, এবং সেই সাথে তার প্রতি অপরিমেয় স্নেহ ও ভালবাসা সহকারে, যেখানে তিনি পুত্রের প্রতি তার মহিমা ও গৌরব প্রকাশে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেন নি: হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন। এখানে একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করছেন, হে ঈশ্বর। আর যদি পিতা ঈশ্বর নিজেই পুত্রকে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সত্যিই ঈশ্বর, কারণ ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষ বা বস্তুকে তাদের সঠিক পরিচয়ে সম্বোধন করে থাকেন। আর এখন যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পছন্দনীয় ব্যক্তিকে অস্বীকার করবে এবং অবজ্ঞা করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কারণে প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরকে সম্মান করতে হবে এবং স্বীকৃতি জানাতে হবে; কারণ যদি তিনি ঈশ্বর না হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না এবং ঈশ্বরের ডান পাশে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে মধ্যস্থতাকারীর মুকুট পরতে পারতেন না।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর খ্রীষ্টকে একটি সিংহাসন, একটি রাজ্য, এবং সেই রাজ্যকে শাসন করার জন্য একটি রাজদণ্ড দান করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দান করার মধ্য দিয়ে তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন ও খ্রীষ্ট হিসেবে তাঁকে ঘোষণা করেছেন। আর তাই তিনি তার মধ্যস্থতা সূচক রাজ্যের সমস্ত উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন।

তৃতীয়ত, ঈশ্বর খ্রীষ্টের অনন্তকালীন রাজত্ব এবং সম্মানের কথা ঘোষণা করেছেন, যা তার স্বর্গীয় সত্ত্বার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছিল: হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন অনন্তকাল স্থায়ী, যুগ যুগ ধরে চিরকাল তা স্থায়ী, সকল কালে ও সকল প্রজন্মে তা স্থায়িত্ব লাভ করবে। পৃথিবীর সকল শক্তি এবং নরকের সকল অপশক্তি তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করবে, তাকে ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করবে, কিন্তু তাদের কোন অপচেষ্টাই ফলপ্রসূ হবে না। এটি খ্রীষ্টের সিংহাসনকে সকল পার্থিব সিংহাসন থেকে আলাদা করেছে। পার্থিব সিংহাসন টলে ওঠে এবং তা এক সময় ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় সিংহাসন চিরকাল স্বর্গে অটুট থাকবে।

চতুর্থত, ঈশ্বর এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, খ্রীষ্ট হলেন তাঁর প্রশাসন কাজে ন্যায্যতা ও ধার্মিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন– ক্ষমতা প্রয়োগ এবং শাসন ও পরিচালনা কাজে তিনি অপরিমেয় ন্যায় ও নিষ্ঠা সম্পন্ন: ন্যায়ের শাসনদণ্ডই তাঁর রাজ্যের শাসনদণ্ড, পদ ৮। তিনি ন্যাযতা নিয়ে রাজদণ্ড হাতে নিয়েছেন, আর এখন তিনি ন্যায্যতার সাথে তাঁর রাজ্য শাসনের জন্য তা ব্যবহার করবেন। তাঁর শাসনের ধার্মিকতা সূচিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ধার্মিকতার মধ্য দিয়ে, যা ন্যায়ের প্রতি তাঁর চিরকালীন ভালবাসা ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা থেকে জাগ্রত হয়েছে। তিনি শুধু যে প্রজ্ঞা বা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করেন তা নয়, বরং তাঁর মাঝে রয়েছে এক সুদৃঢ় অভ্যন্তরীণ নীতি: তুমি ধার্মিকতাকে ভালবাসা করেছ ও দুষ্টতাকে ঘৃণা করেছ, পদ ৯। খ্রীষ্ট সকল ধার্মিকতাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন, এবং তিনি চিরকালীন শান্তিময় ধার্মিকতা আনয়ন করেছেন; আর তিনি তাঁর সকল কাজের পথ এবং

পবিত্রতায় ধার্মিক ও ন্যায়বান ছিলেন। তিনি মানুষকে ধার্মিকতার পথে চলার জন্য সব সময় আহ্বান জানিয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে তাতে স্থির থাকতে সব সময় আহ্বান জানিয়ে এসেছেন, কারণ তাদের জন্য ধার্মিকতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কাঙ্খিত বস্তু। তিনি সকল কলুষতা ও দূষণের সমাপ্তি ঘটাতে এসেছেন এবং তিনি পাপের বিনাশ সাধন করতে এসেছেন, যা একাধারে ঘৃণিত এবং বিঘ্নজনক সমগ্র মানব জাতির জন্য।

পঞ্চমত, ঈশ্বর এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, কীভাবে খ্রীষ্ট একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর পদমর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন এবং কীভাবে তিনি তাতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ও যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছেন (পদ ৯): এই কারণে ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমার সাথীদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দ-তৈলে তোমাকে অভিষিক্ত করেছেন।

১. যীশু খ্রীষ্ট তাঁর এই অভিষেকের মধ্য দিয়েই খ্রীষ্ট নামটি ধারণের যোগ্যতা লাভ করেছেন। ঈশ্বর কর্তৃক খ্রীষ্টকে অভিষেক দানের বিষয়টি একাধারে তাঁর মধ্যস্থকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং সেই সাথে তিনি যে পবিত্র আত্মা ও সকল প্রকার অনুগ্রহে ভূষিত হয়েছিলেন তার জন্য যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছেন, আর তিনি সেই সাথে খ্রীষ্টকে তাঁর দায়িত্বে সে ভাবেই অভিষেক দান করেছেন, যেভাবে সকল ভাববাদী, পুরোহিত এবং রাজাকে পুরাতন নিয়মে অভিষেক দান করা হয়েছে। ঈশ্বর, এমন কি যদিও খ্রীষ্ট নিজেই ঈশ্বর, তথাপি তিনি তাঁকে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে আনুষ্ঠানিক অভিষেক দান করেছেন এবং তিনি তাঁকে পরিত্রাণ ও শান্তির চুক্তিতে ভূষিত করেছেন, যা ঘটেছে পিতা ও পুত্রের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য চুক্তির আদলে। ঈশ্বর হলেন খ্রীষ্টের ঈশ্বর, এবং খ্রীষ্ট হলেন মানবীয় সত্তা ও মধ্যস্থতাকারী।

২. খ্রীষ্টের এই অভিষেক ঘটেছিল আনন্দের তৈলের মধ্য দিয়ে, যা প্রকাশ করে ঈশ্বরের আনন্দ এবং সেই সাথে তাঁর সন্তুষ্টি, কারণ তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক খ্রীষ্ট মহান মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব পদ গ্রহণ করেছেন এবং তা পালন করেছেন, কারণ তিনি নিজেকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য বলে জেনেছেন এবং সেই সাথে তিনি এই বিষয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সামনে তাঁর এই দায়িত্ব পালনের জন্য পুরস্কার পাবেন, আর তা হচ্ছে গৌরব ও সম্মান এবং আনন্দের মুকুট, যা তাঁর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ও মহিমাময় পুনরুত্থানের পর চিরকাল তাঁর অধিকার ভুক্ত হবে।

৩. খ্রীষ্টের এই অভিষেক ছিল তাঁর সঙ্গীদের অভিষেকের চেয়ে মহত্তর: ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমার সাথীদের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দ-তৈলে তোমাকে অভিষিক্ত করেছেন। কারা খ্রীষ্টের সাথী? তাঁর সমপর্যায়ের কি কেউ রয়েছে? ঈশ্বর হিসেবে পিতা এবং পবিত্র আত্মা ছাড়া তাঁর সম পর্যায়ের আর কেউ নেই, কিন্তু এখানে তাদের কথা উল্লেখ করা হয় নি। তবে মানুষ হিসেবে এবং অভিষিক্ত মানুষ হিসেবে খ্রীষ্টের সাথী রয়েছে; তিনি তার পরও তাদের সকলের বহু উর্ধ্বে।

(১) স্বর্গদূতদের উর্ধ্বে, যাদেরকে তাঁর সাথী বলা যেতে পারে, যেহেতু তারা সৃষ্টির বিচারে ঈশ্বরের পুত্র, এবং সেই সাথে ঈশ্বরের দূত, যাদেরকে তা সেবা কাজে নিয়োজিত করা

হয়েছে।

(২) সমস্ত ভাববাদী, পুরোহিত এবং রাজাদের উর্ধ্বে, যাদেরকে তেল দ্বারা অভিষেক করা হয়েছে, যাতে করে তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের সেবা ও পরিচর্যা কাজে নিয়োজিত হতে পারে।

(৩) সমস্ত সাধু ব্যক্তি ও ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিদের উর্ধ্বে, যারা তাঁর ভাই, একেই পিতার সন্তান, যেহেতু তিনি তাদেরই মত রক্ত ও মাংসের দেহ ধারণ করে মানুষ হয়েছিলেন।

(৪) তাদের সকলের উর্ধ্বে, যারা তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল মানুষ হিসেবে, দাউদের বংশের সকলে, এহুদার বংশের সকলে, মানব দেহে রূপ লাভ করার পর তাঁর সমস্ত ভাই এবং আত্মীয় স্বজনেরা। ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত অন্য সকলে যারা পবিত্র আত্মার দান পেয়েছিল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে। কিন্তু খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন কোন নির্দিষ্ট সীমা না মেনে, অপরিমেয় পরিমাণে। এই কারণে আর কেউই সেভাবে কাজ করতে পারে নি যা খ্রীষ্ট করেছিলেন, আর কেউই এই কাজে এতটা আনন্দিত হয় নি যতটা খ্রীষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তাঁকে তাঁর সাথীদের উর্ধ্বে আনন্দ তৈলে অভিষিক্ত করা হয়েছিল।

[২] পবিত্র শাস্ত্রের অন্যান্য স্থান, যেখানে স্বর্গদূতদের উপরে খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে, সেখান থেকে গীতসংহিতা ১০২:২৫-২৭ পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং তা ১০-১২ পদে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে পৃথিবী সৃষ্টি করা এবং তা পরিবর্তিত করার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনন্য সাধারণ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথমত, পৃথিবী সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে (পদ ১০): হে প্রভু, তুমিই আদিতে পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছ, আসমানও তোমার হাতের রচনা। প্রভু যীশুও হাতে এই পৃথিবী শাসন করার প্রকৃত ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে, কারণ তিনিই শুরুতে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর অধিকার এসেছিল পিতার কাছ থেকে, আর তা ছিল সর্বশক্তিশালী ক্ষমতা, যা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই ক্ষমতা তিনি পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই লাভ করেছিলেন এবং তিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করার এবং তাতে প্রাণের সঞ্চার ঘটানোর মধ্য দিয়ে এই ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এই কারণে তিনি অবশ্যই পৃথিবীর কোন অংশ নন, যেহেতু তাঁর কোন সৃষ্টি নেই বা কোন বিনাশ নেই। তিনি ছিলেন ***pro panton*** – তিনি সমস্ত কিছু আগে অস্তিত্ব ধারণ করেছেন এবং তাঁর মধ্য দিয়েই সমস্ত কিছু অস্তিত্ব টিকিয়ে আছে, কলসীয় ১:১৭। তিনি শুধু যে বর্তমান সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে তা-ই শুধু নয়, তিনি সমস্ত সৃষ্টির আগে থেকেই সমস্ত কিছু উর্ধ্বে; আর এই কারণে তিনি অবশ্যই ঈশ্বর এবং তিনি স্ব অস্তিত্ববান। তিনি পৃথিবীর ভিত্তি রচনা করেছেন, তিনি কোন বিদ্যমান সত্তাকে পরিবর্তন করে নতুন সত্ত্বার রূপ দেন নি, বরং তিনি শূন্য থেকে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করে তাকে একটি কাঠামোতে ও সত্ত্বার রূপ দান করেছেন, *primordia rerum* – সমস্ত বস্তু প্রথম নীতি। তিনি শুধু যে এই পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন তা নয়, সেই সাথে স্বর্গেও তাঁর হাতের কাজ, এর অধিবাসী ও প্রবাসী, স্বর্গের পরিচারকেরা এবং স্বর্গদূতেরা সকলেই তাঁর হাতের সৃষ্টি, আর এই কারণে অবশ্যই তিনি তাদের উর্ধ্বে অপরিমেয় ক্ষমতা ও অধিকারে পূর্ণ এক স্থান দখল করে আছেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি যে পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন তা পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে; আর এখানে পৃথিবীর পরিবর্তনশীলতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে খ্রীষ্টের অপরিবর্তনশীলতার কথা তুলনা করে ঘোষণা করার জন্য। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. এই পৃথিবী পরিবর্তনীয়, এর সমস্ত সৃষ্টি ও প্রকৃতিও তাই; এই পৃথিবী অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ এই অবস্থায় এসেছে, এবং তা আরও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবে। এই সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে খ্রীষ্টের অনুমতি সাপেক্ষে ও তাঁর নির্দেশনা, যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (পদ ১১, ১২): সেগুলো বিনষ্ট হবে, কিন্তু তুমিই নিত্যস্থায়ী; সেগুলো বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হয়ে পড়বে। তুমি পরিচ্ছদের মত সেসব জড়াবে, বস্ত্রের মত সেই সমস্তের পরিবর্তন হবে। এটি আমাদের দৃশ্যমান পৃথিবী (একাধারে পৃথিবী এবং স্বর্গে দৃশ্যমান), ধীরে ধীরে যার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র মানুষ এবং পশু এবং বৃক্ষ বৃদ্ধ হচ্ছে তা নয়, বরং এই পৃথিবীর ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হয়ে পড়ছে এবং তা ক্ষয় পাচ্ছে। এটি পোশাকের মতই পরিবর্তিত হচ্ছে, এর সৌন্দর্য এবং শক্তি অনেক অংশে লোপ পেয়েছে; এটি প্রথম বার পাপে পতনের সময় প্রথম বারের মত ক্ষয় পেতে শুরু করেছিল, আর সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত তা প্রতি নিয়তই ক্ষয় পাচ্ছে এবং তা ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই ক্ষয় একটি মৃতপ্রায় পৃথিবীর লক্ষণ প্রকাশ করে। কিন্তু এই ক্ষয় লাভ এর চূড়ান্ত ধ্বংস নয়, বরং এর পরিবর্তনই এতে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীকে এমনভাবে কাপড়ে মোড়ানোর মত করে জড়িয়েছেন যেন তা আর কোন ধরনের অপব্যবহারের সম্মুখীন না হয়, কিংবা আর যেন তা পাপে পরিপূর্ণ না হয়। এই কারণে আমাদের আত্মাকে এমনভাবে স্থির ও দৃঢ় প্রত্যয়ী করা প্রয়োজন যেন আমরা নিজেরা আর এই পৃথিবীকে আমাদের মন্দ অভিলাষ দিয়ে অপব্যবহার না করি, যা এখন পর্যন্ত ঘটছে। পাপ এই পৃথিবীতে এক দারুন নেতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, আর খ্রীষ্ট এর ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছেন একে আরও উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর জন্য দৃষ্টিপাত করছি, যেখানে ধার্মিকতা বাস করে। এই বিষয়ে বিবেচনা করে আমাদের এই বর্তমান পৃথিবী থেকে নিজেদেরকে পৃথক রাখা উচিত, সতর্ক থাকা উচিত এবং অধ্যবসায়ী হওয়া উচিত, সেই সাথে এক উন্নততর এবং উত্তম পৃথিবীর আকাঙ্খা করা উচিত। আমাদের উচিত খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করা, যেন তিনি আমাদের জন্য যে নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন সেই সময় পর্যন্ত আমরা স্থির থাকতে পারি এবং আমাদের নিজেদেরকে সমস্ত পার্থিব কলুষতা ও মন্দতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি, আমরা যেন সম্পূর্ণ নতুন প্রাণী হয়ে সেই নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারি।

২. খ্রীষ্ট অপরিবর্তনীয়। এভাবেই পিতা তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেছেন: তুমি যে, সেই আছ এবং তোমার বৎসর সকল কখনও শেষ হবে না। খ্রীষ্ট সেই একই রকম রয়েছে, তিনি গতকাল যেমন ছিলেন আজও তেমনই আছেন এবং চিরকাল তেমনই থাকবেন, আর তিনি সময় ও যুগের সকল পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর লোকদের কাছে একই রকম রয়েছেন। যারা পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবর্তনের কারণে ক্লান্ত, তাদের অবশ্যই এই চিন্তা করে শক্তি ফিরে পাওয়া উচিত যে, খ্রীষ্ট সব সময়ই অপরিবর্তনীয়, এবং সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে তারা

নিজেদেরকে এই কথা চিন্তা করে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। খ্রীষ্ট একাধারে অপরিবর্তনীয় এবং অমর: তার বছর সকল কখনো শেষ হয় না। এই বিষয়টি আমাদেরকে প্রকৃতির সকল ক্ষয় সত্ত্বেও সাহস যোগাতে পারে, বিশেষ করে যখন আমরা আমাদের বন্ধুদের, পরিবারে লোকদের এবং আমাদের নিজেদেরকে ক্ষয় ও পরিবর্তন ঘটতে দেখি। যদিও আমাদের মাংসিক দেহ এবং আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে পড়তে চায় এবং আমাদের দিনগুলো ক্রমাগতভাবে শেষের পথে ধাবিত হয়, কিন্তু আমাদের প্রভু চিরকাল স্থায়ী, আর তিনিই আমাদেরকে ধরে রেখেছেন। খ্রীষ্ট আমাদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য এবং আমাদের ক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের মাঝে অবস্থান করেন, আর যখন আমরা এই পার্থিব জীবন থেকে মুক্ত হই অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করি, সে সময় তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যান এবং তিনি আমাদেরকে এক আত্মিক ও অনন্ত জীবনে ভূষিত করেন, যাতে করে আমরা খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের সাথে চিরকাল জীবন যাপন করতে পারি।

গ. স্বর্গদূতদের উপরে খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব এই বিষয়টির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টকে যা বলেছেন তা তিনি কখনোই স্বর্গদূতদেরকে বলেন নি, পদ ১৩, ১৪।

১. ঈশ্বর খ্রীষ্টকে কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, "তুমি আমার ডান পাশে বস, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদেরকে তোমার পায়ের তলায় রাখি, গীতসংহিতা ১১০:১। তোমার গৌরব, কর্তৃত্ব এবং বিশ্রাম গ্রহণ কর; এবং মধ্যস্থতা সূচক রাজ্যের প্রশাসন গ্রহণ কর, যে পর্যন্ত না তোমার সমস্ত শত্রু তোমার মিত্রতে রূপান্তরিত হয় কিংবা তোমার পায়ের নিচে পতিত না হয়।" লক্ষ্য করুন:-

(১) খ্রীষ্ট যীশুও অনেক শত্রু ছিল (কেউ কী এ কথা চিন্তাও করতে পারে?), এমন কি মানুষের মধ্যেও তার শত্রু ছিল– যারা ছিল তার সর্বশক্তিমত্তা এবং সার্বভৌমত্বের শত্রু, তাঁর মহান পরিকল্পনার শত্রু, তাঁর লোকদের শত্রু; তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করতে না দেওয়া। আমাদের কখনোই এ কথা চিন্তা করে অবাক হওয়া উচিত হবে না যে, আমাদেরও প্রত্যেকের শত্রু রয়েছে। খ্রীষ্ট এমন কোন কাজ কখনোই করেন নি যার কারণে মানুষের মধ্যে তাঁর শত্রু তৈরি হবে। তিনি সব সময় তার নিজের সকল বন্ধু এবং তাঁর পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন, তথাপি তাঁর শত্রু তৈরি হয়েছে।

(২) খ্রীষ্টের সকল শত্রুকে তাঁর পায়ের নিচে আনা হবে, হতে পারে তাদেরকে নত নম্র করে বশ্যতার অধীনস্থ করে এবং তার ইচ্ছার অধীনে সম্পূর্ণ বশীভূত করে, তাঁর পায়ের কাছে নত করে, কিংবা সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে। তিনি তাদের উপরে আঘাত হানবেন, যারা ক্রমাগতভাবে উদ্ধত ভঙ্গি বজায় রাখবে এবং তিনি তাদেরকে নিরস্ত করবেন।

(৩) পিতা ঈশ্বর এই কাজের জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তিনি এই কাজ সম্পন্ন করবেন এবং তিনি হে কাজ শেষ পর্যন্ত সমাধা করবেন। হ্যাঁ, তিনি নিজেই এই কাজ করবেন, নিশ্চয়ই তিনি তা করবেন, আর সেই জন্যই খ্রীষ্ট অপেক্ষা করে আছেন; আর সেই কারণে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে যে পর্যন্ত না ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ

সম্পন্ন করেন যা তিনি তাদের জন্য, তাদের মধ্য দিয়ে এবং তাদের মধ্যে সাধন করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

(৪) খ্রীষ্ট এই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শাসন ও রাজত্ব করবেন; তিনি তাঁর কোন মহান পরিকল্পনাই অসমাপ্ত রাখবেন না, তিনি বিজয় লাভ করতে থাকবেন এবং তিনি জয় লাভের জন্যই এগিয়ে যেতে থাকবেন। আর তাঁর লোকদের অবশ্যই তাদের দায়িত্বে স্থির থেকে এগিয়ে যেতে হবে, তিনি তাদেরকে যে অবস্থায় দেখতে চান, যে কাজ তাদেরকে দিয়ে তিনি করাতে চান, যা তারা বর্জন করুক বলে তিনি চান, যা তারা সহ্য করুক বলে তিনি চান, সেটাই তাদেরকে করে যেতে হবে, যে পর্যন্ত না তিনি তাদেরকে বিজয়ী করেন এবং তাদের সকল আত্মিক শত্রুকে তাঁরা পরাজিত করতে পারে।

২. ঈশ্বর স্বর্গদূতদেরকে কী বলেছিলেন? তিনি খ্রীষ্টকে যেভাবে বলেছেন সেভাবে স্বর্গদূতদেরকে কখনোই বলেন নি যে, তোমরা আমার ডান পাশে এসে বস। বরং তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, তারা হলেন তাঁর পরিচর্যাকারী বা সেবক আত্মা, যাদেরকে সেই সমস্ত মানুষের পরিচর্যা করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যারা পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী হবে। লক্ষ্য করুন:-

(১) স্বর্গদূতদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য কেমন: তারা আত্মা, তাদের কোন দেহ নেই বা দেহের সাথে সংযুক্ত কোন বৈশিষ্ট্যও তাদের নেই, আর তথাপি তারা যে কোন একটি মানব দেহের রূপ ধারণ করতে পারে এবং মানুষের সামনে আবির্ভূত হতে পারে, যখন ঈশ্বর চান। তারা আত্মা, অশরীরী, বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন, কর্মঠ, বস্তুগত; তারা জ্ঞানে ও শক্তিতে ভরপুর।

(২) স্বর্গদূতদের পদ মর্যাদা আসলে কী: তারা পরিচর্যাকারী আত্মা। খ্রীষ্ট একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পরিত্রাণের কাজের জন্য ঈশ্বরের এক মহান পরিচর্যাকারী। পবিত্র আত্মা পরিত্রাণের কাজ বাস্তবায়িত করার জন্য ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের উত্তম সহযোগী ও পরিচর্যাকারী। স্বর্গদূতেরা এই মহান ত্রিত্বের অধীনে তাদের পরিচর্যা ও সেবা কাজে নিয়োজিত এবং তাদের ইচ্ছা অনুসারে ও স্বর্গীয় কর্তৃত্ব অনুসারে সমস্ত কাজ নির্দেশন অনুসারে পালন করতে তারা বাধ্যগত। তারা স্বর্গীয় মহান সত্ত্বার পরিচর্যাকারী।

(৩) স্বর্গদূতদেরকে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে: যাতে করে তারা পরিত্রাণের উত্তরাধিকারীদের পরিচর্যা করে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিদের যে বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে: তারা পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী। বর্তমানে তারা এখনো নাবালক, তারা উত্তরাধিকারী, কিন্তু এখনই তা ভোগ করার যোগ্য তারা নয়। তারা উত্তরাধিকারী হয়েছে, যেহেতু তারা ঈশ্বরের সন্তান; আগে সন্তান, তার পরে উত্তরাধিকারী। আমাদেরকে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে, আমরা নতুন জন্ম ও মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্তান বলে গণ্য হয়েছি কি না এবং আমরা তার সামনে সুসমাচারের নির্দেশিত পথ ধরে চলছি কি না, আর এই সব কিছু থেকে যদি ইতিবাচক ফলাফল আসে, তবেই কেবল আমরা ঈশ্বরের বংশধর হব এবং খ্রীষ্টের সাথে সহ উত্তরাধিকারী হব।

[২] ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিদের সম্মান এবং সুযোগ: ঈশ্বর ভক্ত ও পবিত্র ব্যক্তিরা স্বর্গদূতদের কাছ থেকে সেবা ও পরিচর্যা পেয়ে থাকেন, স্বর্গদূতদেরকে তাদের সেবা করার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। এভাবেই তারা বিভিন্ন কাজে সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বরের ভক্ত ও পবিত্র ব্যক্তিদের সেবা ও পরিচর্যায় নিয়োজিত হয়ে আসছে: ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রদান, ঈশ্বরের লোকদের লড়াইয়ের নেতৃত্ব দানে এবং তাদের শত্রুদের ধ্বংস সাধনে। তারা এখন পর্যন্ত দুষ্ট আত্মার শক্তি ও আক্রোশের বিপক্ষে পবিত্র ব্যক্তিদেরকে সহায়তা দান করে আসছে ও তাদের পরিচর্যায় নিয়োজিত রয়েছে। স্বর্গদূতেরা ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিদের দেহকে রক্ষা করে, তাদের চারপাশে সুরক্ষার জাল বিছিয়ে রাখে এবং তাদের আত্মাকে সব সময় খ্রীষ্টের ও পবিত্র আত্মার তরফ থেকে নির্দেশনা দেয়, উৎসাহ দেয় এবং সান্ত্বনা দেয়। আর এভাবেই শেষ দিনে সকল পবিত্র ও ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিদের প্রতি তারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে। স্বর্গদূতদের এই অসাধারণ দায়িত্বে নিযুক্ত করার জন্য ঈশ্বরের মহিমা হোক। তিনি স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে মানুষকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা এবং তিনি যে তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন সেই আশ্বাসও তিনি তাদের মধ্য দিয়ে দান করছেন। তিনি তাঁর স্বর্গদূতগণকে তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন, যেন তাঁরা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন। তাঁরা তোমাকে হস্তে করে তুলে নিবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে, গীতসংহিতা ৯১:১১, ১২।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে লেখক যা বলেছেন:-

ক. তিনি বিগত অধ্যায়ে খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন ও পরামর্শ দানের মাধ্যমে যে যুক্তি অবতারণা করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ নিয়েই তিনি তাঁর বক্তব্য দিয়েছেন, পদ ১-৪।

খ. তিনি আবারও স্বর্গদূতদের উপরে যীশু খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার জন্য পবিত্র শাস্ত্র থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, পদ ৫-৯।

গ. তিনি ক্রুশে যীশু খ্রীষ্টের কলঙ্ক মুছে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেছেন, পদ ১০-১৫।

ঘ. তিনি খ্রীষ্টের মানব দেহে মূর্তিমান হওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন, তাঁর স্বভাবগত দিক থেকে তিনি তাঁকে স্বর্গদূতদের সাথে তুলনা করেন নি, বরং অব্রাহামের বংশ হিসেবে প্রকাশ করেছেন এবং কেন তিনি তা করেছেন তার যুক্তি দিয়েছেন, পদ ১৬-১৮।

ইব্রীয় ২:১-৪ পদ

লেখক এই সমগ্র পত্র জুড়ে মতবাদ, যুক্তি এবং প্রয়োগের সুফলজনক ও সরল পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখানে আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে, তিনি বিগত অধ্যায়ে যে সত্যগুলো উত্থাপন ও প্রমাণ করেছেন, সেগুলোকেই তিনি এখন প্রয়োগ করছেন। এখানে তিনি মূলত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়টি শুরু হয়েছে এবং যা আগের অধ্যায়টির সাথে এর সম্পর্ক প্রকাশ করেছে, যেখানে প্রেরিত পৌল এ কথা প্রমাণ করেছিলেন যে, খ্রীষ্ট স্বর্গদূতদের চেয়ে মহান, যাদের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে ব্যবস্থা মানুষের কাছে দেওয়া হয়েছিল। আর এই কারণে সুসমাচারের প্রত্যাদেশ অবশ্যই ব্যবস্থার প্রত্যাদেশ থেকে আরও বেশি মহান ও শ্রেষ্ঠতর। তিনি এখন যুক্তি প্রদর্শন ও পরামর্শ দানের মধ্য দিয়ে তার এই মতটি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন।

ক. পরামর্শ দানের মধ্য দিয়ে: এজন্য যা যা শুনেছি তাতে অধিক আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগ করা আমাদের উচিত, পদ ১। এটিই হচ্ছে প্রথম উপায়, যার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টের প্রতি এবং সুসমাচারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারি। সুসমাচারের অধীনে থাকা প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্খা করা উচিত, যেন তারা সুসমাচারের আবিষ্কার এবং নির্দেশনার প্রতি সবচেয়ে বেশি মনযোগ দেয় এবং এভাবে তারা সুসমাচারকে সর্বোচ্চ মূল্য ও গুরুত্ব দানের মধ্য দিয়ে তার উদ্দেশ্য অনুসারে সমস্ত বিবেচনা করে তা যথাযথভাবে মান্য করে এবং তারা যেন তা ভাবগাম্ভীর্য সহকারে পাঠ করার মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে তা

নিয়ে ধ্যান করে, এবং তার সাথে বিশ্বাস জড়িত করে। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের হৃদয়ে ভালবাসার সাথে সুসমাচারকে আকড়ে ধরতে হবে, আমাদের স্মৃতিতে তা গেঁথে রাখতে হবে এবং সব শেষে আমাদের কথা ও কাজকে এই সুসমাচার অনুসারেই চালিত করতে হবে।

খ. আলোচনার প্রেক্ষিতে লেখক তার পরামর্শ ও উৎসাহ দানকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলার জন্য কিছু যুক্তি উত্থাপন করেছেন।

১. আমরা যা শুনেছি তার প্রতি যদি আমরা কান না দিই এবং সে অনুসারে জীবন যাপন না করি, তাহলে আমার মহা ক্ষতির সম্মুখীন হব: যেন কোনক্রমে তা থেকে দূরে সরে না যাই। এই মহান সুসমাচার থেকে আমরা দূরে সরে যেতে পারি, এবং আমাদের মাথা, ঠোঁট, মুখ এবং জীবন থেকে তা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, আর আমরা অবহেলা করার কারণে সবচেয়ে বড় ক্ষতির শিকার হতে পারি। লক্ষ্য করুন:-

(১) যখন আমরা আমাদের অন্তরে সুসমাচারের সত্য গ্রহণ করি, তখন আমাদের সেই সুসমাচারকে হারিয়ে ফেলার এবং তা থেকে আমাদের নিজেদের দূরে সরে আসার ভয় থাকে। আমাদের মন এবং স্মৃতি ফুটো কলসির মত, সেখানে যা রাখা হয় তা আমরা সব সময় ধরে রাখতে পারি না, এই কারণেই আমাদের সত্তায় কলুষতার সৃষ্টি হয়, শয়তান আমাদের অন্তরে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং আমাদেরকে মন্দতায় পর্যবসিত করে ফেলে। শয়তান আমাদের অন্তর থেকে সুসমাচারের বাক্য চুরি করে সরিয়ে ফেলে। এই লক্ষ্যে যে এই পৃথিবীর বাধনে আমাদেরকে জড়িয়ে ফেলে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে আমাদেরকে জর্জরিত করে ফেলে। এই সমস্ত কাটার মাঝে পড়ে সুসমাচারের বাক্য হারিয়ে যায়।

(২) যারা সুসমাচারের সত্য থেকে দূরে সরে যায়, তারা এক অকল্পনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যা তারা গ্রহণ করেও শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে হারিয়ে ফেলে। তারা এমন এক সম্পদ হারায় যা হাজারো স্বর্ণ এবং রৌপ্যের চেয়েও উত্তম। বীজ হারিয়ে যায়, তারা সুসমাচারের বাক্য শ্রবণ করায় যে সময় এবং শ্রম তারা ব্যয় করেছে তার সবই বৃথা যায় এবং তাদের উত্তম ফল লাভের আশাও শূন্য হয়ে যায়। সুসমাচার যদি হারিয়ে যায়, তাহলে সবই বৃথা হয় ও সবই হারিয়ে যায়।

(৩) এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের উচিত অবশ্যই সুসমাচারের প্রতি আমাদের মনযোগ দানের ক্ষেত্রে এবং তাতে আমাদের সর্বদা স্থির থাকার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নিজেদেরকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলা। আর যদি আমরা সঠিকভাবে সুসমাচারের প্রতি নিজেদেরকে স্থির করতে না পারি, যদি আমরা আর ঈশ্বরের বাক্যে মনযোগী না থাকি, তাহলে আমাদের মাঝেও ঈশ্বরের বাক্যের উপস্থিতি আর থাকে না। অমনোযোগী শ্রোতারা এক সময় সবই ভুলে যায়।

২. আমরা যদি এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে না পারি তাহলে আমাদের যে ভয়ঙ্কর শাস্তি সম্মুখীন হতে হবে সে বিষয়ে লেখক আরেকটি যুক্তির অবতারণা ঘটিয়েছেন। যারা

এই মহান আইন অমান্য করবে এবং অবহেলা করবে, তারা এক সুকঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে, পদ ২, ৩। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) কীভাবে এই আইনকে বর্ণনা করা হয়েছে: এটি হচ্ছে স্বর্গদূতদের দ্বারা কথিত বাক্য, যা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ছিল স্বর্গদূতদের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা বাক্য, কারণ এটি স্বর্গদূতদের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে দান করা হয়েছিল, তারা তূরী বাজিয়ে এবং সম্ভবত ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসারে বাক্যগুলোকে সাজিয়ে সেগুলোকে উপস্থাপন করেছিল। আর ঈশ্বর নিজে বিচারক হিসেবে স্বর্গদূতদেরকে ব্যবহার করে দ্বিতীয় বারের মত আবারও এই তূরী ধ্বনি করবেন এবং সকলকে তাঁর বিচারে উপস্থিত করাবেন, যেন সকলে তাদের বিচার পায়, আর তা নির্ধারণ করা হবে এই আইন কে কে গ্রহণ করেছে আর কে কে গ্রহণ করে নি তার ভিত্তিতে। এই আইন বা বাক্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল; এটি ছিল একটি প্রতিজ্ঞার মত। হ্যাঁ, এই বাক্যই সত্য এবং বিশ্বস্ততার প্রতীক এবং তা চিরকাল টিকে থাকবে। মানুষ মানুক আর না মানুক তা অবশ্যই মানুষের উপরে শাসন কার্য চালাবে। কারণ প্রত্যেক আইন লঙ্ঘণ এবং অবাধ্যতার জন্য প্রত্যেকে তাদের সমুচিত প্রতিফল ভোগ করবে। মানুষ যদি ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে ছেলেখেলা করে, তাহলে ব্যবস্থা তাদেরকে নিয়ে ছেলেখেলা করবে না; পূর্বের যুগে পাপীদেরকে ব্যবস্থার অধীনে শাস্তি দান করা হত, এখনও তাই করা হবে। ঈশ্বর একজন ন্যায় বিচারক এবং ধার্মিক শাসনকর্তা হিসেবে যখন আইন প্রণয়ন করবেন, সে সময় তিনি এই ব্যবস্থার অধীনে যে কেউ দোষী সাব্যস্ত হবে তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু তিনি বিভিন্ন সময়ে এর লঙ্ঘনকারীদের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে তাদের অপরাধ এবং অবাধ্যতার মাত্রা অনুসারে প্রতিফল দান করেছেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, ঈশ্বর পাপীদের উপরে যত শাস্তিই দেন না কেন, কখনোই তিনি তাদের পাপের জন্য যতটুকু শাস্তি প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি দেন না: এটি এক ন্যায্য প্রতিফল। শক্তি ও বিচার অবশ্যই যথাযথ ও ন্যায্য হতে হবে এবং বাধ্যতার পুরস্কারও হবে হবে ন্যায্য।

(২) কীভাবে সুসমাচারকে বর্ণনা করা হয়েছে। সুসমাচার হচ্ছে পরিত্রাণ, এক মহান মুক্তি; এটি এমনই এক মহা মুক্তি যার সাথে অন্য কোন মুক্তির তুলনা করা যায় না, এমনই এর মহত্ব যে, কেউই এর মহত্ব পরিমাপ করতে পারে না বা তা কল্পনাও করতে পারে না। সুসমাচার আমাদেরকে এক মহান পরিত্রাণের সংবাদ জানায় বলেই তা আমাদের কাছে মুক্তিস্বরূপ। এটি আমাদেরকে মহান পরিত্রাণকর্তার কথা বলে, তাঁর সংবাদ জানায়, যিনি ঈশ্বরের সাথে আমাদেরকে আবারও সংযুক্ত করবেন এবং আমাদেরকে আবারও ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলবেন, আমাদের সকল পাপ ও অপরাধ মুছে দিয়ে তিনি আমাদের শুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলবেন। এটি আমাদেরকে দেখায় যে, কীভাবে আমরা মহা পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি এবং মহা দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারি, সেই সাথে কীভাবে আমাদের জীবনে ফিরে আসতে পারে মহান পবিত্রতা এবং মহা আনন্দ। সুসমাচার আমাদের সামনে আবিষ্কার করে এক মহান পবিত্রকারী, যিনি আমাদের পরিত্রাণ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে তোলেন এবং এই সুসমাচারই আমাদেরকে

পরিত্রাণকর্তার কাছে নিয়ে যায়। সুসমাচার অনুগ্রহের এক চমৎকার বহু স্তর বিশিষ্ট প্রত্যাদেশ উন্মোচিত করে, যা এক ন তুন চুক্তি। এই মহান চুক্তিনামা এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যম সবই নির্ধারিত হয়েছে এবং যারা এই চুক্তির অধীনে আসবে ও চুক্তি বদ্ধ হবে, তাদের সকলের মধ্য দিয়ে এই চুক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

(৩) কীভাবে সুসমাচারের বিরুদ্ধে পাপ করার বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে: একে বর্ণনা করা হয়েছে এই মহান সুসমাচারকে অবহেলা করা হিসেবে। এটি হচ্ছে খ্রীষ্টের ঈশ্বরের মহান পরিত্রাণদানকারী অনুগ্রহকে অবজ্ঞা বা প্রত্যাখ্যান করা, একে তিরস্কার করা, এর প্রতি যত্নবান না হওয়া, এর প্রতি কোন মূল্য প্রদর্শন না করা, যথাযথভাবে সুসমাচারেরর অনুগগ্রহের মূল্য অনুধাবন না করা এবং তা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরে থাকা। এর সত্যের প্রতি সহমত পোষণ না করা, এবং তা গ্রহণ না করা, এর মঙ্গলময়তাকে স্বীকৃতি না জানানো, কিংবা তা নিজের জীবনে প্রয়োগ না ঘটানো ও সেই সাথে অন্যকে তা গ্রহণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করা এর সবই সুসমাচারের প্রতি পাপ হিসেবে ধার্য হবে। এই সমস্ত কাজ করার মধ্য দিয়ে মানুষ এই মহান সুসমাচারের প্রতি পরিষ্কারভাবে তাদের অবহেলা প্রদর্শন করে থাকে। আমাদের সকলকে অবশ্যই এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যেন আমাদেরকে কখনোই সেই মন্দ ব্যক্তিদের ও পাপীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া না যায়, যারা সুসমাচারের মহান অনুগ্রহকে অবহেলা করে।

(৪) কীভাবে এই ধরনের পাপীদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করা হয়েছে: তাদের এই দুর্দশা হবে অপ্রতিরোধ্য ও অনিবার্য (পদ ৩): আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাব? এর অর্থ হচ্ছে এই যে:-

[১] সুসমাচারের প্রতি যারা অবহেলা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল তারা ইতোমধ্যে শাস্তি ভোগ করেছে, তাদেরকে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আইনের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। তারা আগে থেকেই আদমের পাপের দায়ে পতিত ছিল, আর এখন তারা নিজেদের ব্যক্তিগত পাপের কারণে অবশ্যম্ভাবীভাবে পাপের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। যে বিশ্বাস করবে না, সে ইতোমধ্যে দোষীকৃত হয়েছে, যোহন ৩:১৮।

[২] এই অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই, বরং তাঁকে অবশ্যই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত মহান পরিত্রাণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে; কারণ যে এই আমন্ত্রণ অবহেলা করবে তার উপরে ঈশ্বরের মহা ক্রোধ নেমে আসবে এবং তা তাকে গ্রাস করবে। তারা নিজেদেরকে এই শাস্তির আওতা থেকে মুক্ত করতে পারবে না, এবং এর অভিশাপ থেকে তারা নিজেদেরকে বের করে নিয়ে আসতে পারবে না।

[৩] তাদের জন্য আরও বেশি কঠিন অভিশাপ রয়েছে এবং অভিযোগ রয়েছে, যারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রদত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি অবহেলা করবে। এটাই তাদের জন্য সবচেয়ে ভারী অভিশাপ যা তারা কোনভাবে তাদের উপর থেকে মুছে ফেলতে পারবে না এবং তা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। তারা কোনভাবে এই অভিযোগ থেকে রেহাই পেতে পারবে না, তারা এই মহান বিচারককে ঘুষ দিতে পারবে না, কিংবা কারাগার থেকে পালাতেও

পারবে না। তাদের জন্য আর কোন দয়ার দরজা খোলা থাকবে না। সে সময় আর কোন পাপ উৎসর্গের সুযোগ থাকবে না; তারা তখন চির কালের জন্য হারিয়ে যাবে। এখানে এ ধরনের দুর্দশা থেকে কোনভাবেই মুক্তি না পাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে: কীভাবে আমরা পরিত্রাণ পাব? এটি একটি সার্বজনীন প্রশ্ন যা আমাদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত পাপীদেরকে অবশ্যই এই প্রশ্নটি বিবেচনায় রেখে তাদের বিবেককে প্রস্তুত করতে হবে। এটি তাদের সকল ক্ষমতা ও কৌশলের প্রতি চ্যালেঞ্জ, তাদের সকল স্বার্থ এবং মিত্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ, কারণ তারা যেখানেই থাকুক এবং যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাদেরকে খুঁজে বের করা হবে এবং ঈশ্বর ক্রোধপূর্ণ ন্যায় বিচারে তাদেরকে হাজির করা হবেই। এই ন্যায় বিচার থেকে রেহাই পাওয়ার বা এর থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় তাদের নেই। এটি প্রকাশ করে যে, এই মহান সুসমাচারের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করলে তাদের শুধু যে কোন শক্তি বা ক্ষমতা থাকবে তাই শুধু নয়, সেই সাথে তারা কোন ধরনের অনুরোধ এবং অজুহাতও দেখানোর সুযোগ পাবে না সেই মহা বিচারের দিনে। যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে যে, এই শাস্তি যেন তাদেরকে দান করা না হয় সে জন্য তাদের কী বলার আছে তাহলে অবশ্যই তার নির্বাক হয়ে থাকবে এবং তাদের নিজেদের বিবেকই তাদেরকে দোষী ও অভিযুক্ত করবে। এমন কি যারা ব্যবস্থা অমান্য করার দায়ে অভিযুক্ত হয় এবং ব্যবস্থা কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়, তারাও এতটা মারাত্মকভাবে অপরাধী হিসেবে সাজা পায় না এবং তাদের বিচার এতটা নির্দয় হয় না।

৩. এই পরার্মশ ও আবেদনকে আরও জোরালো করে তোলার জন্য সেই ব্যক্তির সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যার উক্তির মধ্য দিয়ে সর্ব প্রথম সুসমাচারে এই বিষয়ে কথা বলা শুরু হয়েছে (পদ ৩): এই কথা তো প্রথমে প্রভুর দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল, অর্থাৎ তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি যিহোবা, জীবন ও গৌরবের প্রভু, সকলের প্রভু এবং যিনি অপ্রতিরোধ্য ও অব্যর্থ জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ প্রভু, যার মাঝে রয়েছে অসীম ও অপরিমেয় মঙ্গলময়তা, প্রশ্নাতীত ও অপরিবর্তনীয় বিশ্বস্ততা ও আস্থা, সর্বশক্তিমত্তা ও সার্বভৌম কর্তৃত্ব, এবং অপ্রতিরোধ্য ও অদম্য ক্ষমতা। সকলের উপরে এই মহান প্রভু ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি সর্ব প্রথমে স্পষ্টভাবে এবং পরিষ্কার ভাষায় এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি সেভাবে আসেন নি যেভাবে তিনি এর আগে ছায়ার মধ্য দিয়ে এবং প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়ে এসেছিলেন। এখন নিশ্চিতভাবে এ কথা আশা করা যায় যে, এই প্রভুকে সকলে অবশ্যই সম্মানিত করবে এবং সুসমাচারের কথায় মনযোগী হবে, কারণ এখানে এমন একজন ব্যক্তি কথা বলছেন এবং এমনভাবে বলছেন যাকে কেউ কথা বলতে শোনে নি এবং এভাবে কথা বলতে শোনে নি।

৪. তাদের চরিত্র থেকে আরেকটি যুক্তি নেওয়া হয়েছে যারা খ্রীষ্টের ও তার সুসমাচারের সাক্ষী ছিলেন (পদ ৩, ৪): যারা তা শুনেছিল তাদের দ্বারা আমাদের কাছে তা প্রমাণিত হল। তখন ঈশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) সুসমাচারের ঘোষণা তাদের মধ্য দিয়ে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে, যারা খ্রীষ্টের বাণী শুনেছিলেন, যারা ছিলেন সুসমাচার প্রচারক এবং প্রেরিত, যাঁরা

ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের সকল বাণী ও বক্তব্যের প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রত্যক্ষ শ্রোতা। তারা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে জানতেন যে, যীশু খ্রীষ্ট কী করেছিলেন এবং কী শিক্ষা দিয়েছিলেন, প্রেরিত ১:১। এই সাক্ষীরা এভাবে তাদের পরিচর্যা কাজ করার জন্য কোন ধরনের পার্থিব স্বার্থ বা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন নি, কিংবা এর পেছনে তাদের নিজেদের লাভের কোন স্বার্থও ছিল না। কোন বিষয় লাভের জন্য তারা তাদের পরিত্রাণকর্তার মহিমা ও গৌরব প্রচার করেন নি, এবং তাদের নিজেদের ও অন্যদের নাজাদের জন্য সেবা কাজ করেন নি। তারা নিজেদেরকে সুসমাচারের সাক্ষ্য বহনকারী হিসেবে প্রকাশ করেছেন, যদিও তারা এই কাজ করতে দিয়ে তাদের জীবন এবং তাদের জীবনে যা কিছু প্রিয় ছিল তার সবই বিপন্ন করেছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের রক্ত দিয়ে সুসমাচারে সীলমোহর অঙ্কিত করেছেন।

(২) ঈশ্বর নিজে তাদের কাছে সাক্ষ্য বহন করেছেন, যারা খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষী হয়েছিলেন; তিনি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তারা কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক এবং তাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে যেন তারা খ্রীষ্টের কথা প্রচার করতে পারেন এবং সমগ্র পৃথিবীর কাছে তাঁর নাজাদের বাণী ঘোষণা করতে পারেন। আর কীভাবে তিনি তাদের কাছে সাক্ষ্য বহন করেছিলেন? এর জন্য তিনি শুধু যে তাদের মনে শান্তি দান করেছিলেন তা-ই নয়, তিনি তাদেরকে শুধু তাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগের ক্ষেত্রে অপরিমেয় ধৈর্য দান করেন নি এবং তাদের মনে অবর্ণনীয় সাহস ও আনন্দের সঞ্চার ঘটান নি, যদিও এগুলো তাদের কাছেই প্রথমত সাক্ষ্য হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই সাথে তাদের কাছে সাক্ষ্য দান করেছেন নানা চিহ্ন-কার্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও নানা রকম কুদরতি-কাজ এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে পবিত্র আত্মার নানা রকম বর বিতরণ দ্বারা।

[১] চিহ্ন কার্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাদের সাথে তাঁর মহান উপস্থিতির প্রমাণ দিয়েছেন এবং তিনি তাদের মধ্যে যে শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে কাজ করছেন তার প্রমাণ দান করেছেন।

[২] অদ্ভুত লক্ষণ, যা করা হয়ে থাকে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে এবং প্রকৃতির স্বাভাবিকত্বের বাইরে, যার মধ্য দিয়ে এর দর্শকরা বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়, তাদের মধ্যে সুসমাচারের প্রতি আকর্ষণ জাগ্রত হয় এবং তারা সুসমাচারের প্রতি আগ্রহী হয়ে তা গ্রহণ করে।

[৩] নানা রকম কুদরতি-কাজ, কিংবা বিভিন্ন অলৌকিক কাজ, যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে, পরিচর্যাকারীদের সকল কাজের পেছনে এর অপরিমেয় ক্ষমতাশালী শক্তি অবস্থান করছে এবং তারা এই শক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং এই শক্তিরই কথা আমাদের কাছে প্রচার করছেন।

[৪] পবিত্র আত্মার নানা রকম বর, যা প্রচারক ও পরিচর্যাকারীদেরকে তাদের কাজ করার জন্য সমর্থ, যোগ্য এবং উজ্জীবিত করে তোলে এবং তারা যে অবস্থায় আহ্বান লাভ করেছে সে অবস্থায় থেকেই তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে – তারা পবিত্র আত্মার নানা ধরনের শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করে থাকে, যা তাদেরকে বিভিন্ন কাজ করতে সমর্থ করে তোলে, ১ করি ১২:৪।

আর এই সমস্ত কিছুই ঘটে থাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে। ঈশ্বর ইচ্ছা প্রকাশ করেন বলেই আমরা আমাদের বিশ্বাসে সঠিকভাবে নির্ভর করতে পারি এবং তাতে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারি। ব্যবস্থা প্রদান করার সময় যেমন বিভিন্ন চিহ্ন-কার্য এবং আশ্চর্য কাজ ঘটেছিল, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এর যথার্থতা নিরূপণ করেছিলেন এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই এখন তিনি সুসমাচারের জন্য নানা ধরনের ও আরও বেশি পরিমাণে কুদরতি কাজ, আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেছেন এবং সুসমাচারকে তিনি ব্যবস্থার চেয়েও আরও মহান ও শ্রেষ্ঠতর প্রত্যাদেশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

ইব্রীয় ২:৫-৯ পদ

লেখক স্বর্গদূতদের উপরে খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও প্রয়োগের পর এখন আবারও সেই সন্তোষজনক আলোচনায় ফিরে এসেছেন, যা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে এবং তিনি এ বিষয়ে আরও যুক্তি উত্থাপন করেছেন (পদ ৫): বাস্তবিক যে ভাবী পৃথিবীর কথা আমরা বলছি, তা তিনি স্বর্গদূতদের অধীন করেন নি।

ক. এখানে লেখক একটি নেতিবাচক মত পোষণ করেছেন এবং সেই সাথে এখানে ইতিবাচক মতও রয়েছে– সুসমাচারের মণ্ডলীর অবস্থা, যাকে এখানে বলা হচ্ছে ভাবী পৃথিবী, তা স্বর্গদূতদের অধীনস্থ হবে না, বরং পরিত্রাণকর্তা নিজে এর যত্ন নেবেন ও এর রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা করবেন। এখন মণ্ডলী যে অবস্থাতে রয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে তা যে অবস্থাতে যাবে, বিশেষ করে যখন এই পৃথিবীর রাজাকে বিতাড়িত করা হবে এবং পৃথিবীর সকল রাজ্য খ্রীষ্টের রাজ্যে পরিণত হবে, সে সময় সেই ভাবী পৃথিবী অবশ্যই স্বর্গদূতদের শাসনাধীনে ছেড়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই এই মহা ক্ষমতা গ্রহণ করবেন এবং তিনিই এই পৃথিবী ও তার মণ্ডলীর উপরে রাজত্ব করবেন। তিনি স্বর্গদূতদের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তাঁর মণ্ডলীকে চালাবেন না, যে মণ্ডলীকে পরিচালনা দানের জন্য তিনি তাঁর নিজ সুসমাচারের প্রত্যাদেশ দান করেছেন, তাদেরকে তিনি কখনোই স্বর্গদূতদের পরিচালনা করার ভার দিয়ে ছেড়ে দেবেন না। এই নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবেন খ্রীষ্ট, এবং তিনি তা শুধুমাত্র একান্তভাবে তাঁর নিজের অধিকারে ও অধীনে রাখবেন, এর সমস্ত আত্মিক ও অনন্তকালীন বিষয় সমূহ তিনি একান্তই তাঁর নিজ আওতায় রাখবেন। খ্রীষ্ট নিজেই সুসমাচারের মণ্ডলীর পরিচালনা ভার গ্রহণ করবেন, যা একাধারে বলে খ্রীষ্টের সম্মানের কথা এবং সেই সাথে মণ্ডলীর আনন্দ ও সুরক্ষার কথা। এটি সুনিশ্চিত যে, সুসমাচারের মণ্ডলীর প্রথম সৃষ্টি, কিংবা পরবর্তীতে এর সমৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন কিংবা প্রশাসন, কিংবা এর শেষ বিচার কিংবা যথার্থ ও নিখুঁত রূপ দান, এর কোন কিছুই স্বর্গদূতদের দ্বারা হয় নি এবং হবেও না, বরং একমাত্র খ্রীষ্টই শেষ পর্যন্ত এর একমাত্র কার্যকারী হবেন। ঈশ্বর তাঁর পবিত্র বাহিনীর উপরে এতটা আস্থা রাখেন না; তাঁর স্বর্গদূতেরা এত মহান একটি দায়িত্ব পালন করার পক্ষে প্রচণ্ডভাবে দুর্বল।

খ. আমরা পবিত্র শাস্ত্রের সেই মহান যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে কিছু বিবরণ দেখতে পাই, যার

অধীনে সুসমাচারের পৃথিবীকে রাখা হবে। এটি নেওয়া হয়েছে গীতসংহিতা ৮:৪-৬ পদ থেকে: **মর্ত্য কি যে, তুমি তাকে স্মরণ কর? মানুষ সন্তানই বা কি যে, তার তত্ত্বাবধান কর? তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাদের অল্পই ন্যূন করেছ, গৌরব ও মহিমার মুকুটে বিভূষিত করেছ। তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছ, তুমি সকলই তার পদতলস্থ করেছ।** এই বাক্যগুলোকে একাধারে যেমন সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, ঠিক তেমন শুধুমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

১. সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে বলতে হয় যে, আমাদের অন্তর থেকে মহান ঈশ্বরের প্রতি এই ভেবে কৃতজ্ঞতা বোধ করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে এই চমৎকার সুযোগ ও সম্মান দান করেছেন এবং আমাদেরকে এই দয়া দেখিয়েছেন, যাতে করে আমরা মানব সন্তান হিসেবে আমাদের সর্বোচ্চ অধিকার ও কর্তৃত্ব লাভ করতে পারি।

(১) তিনি তাদেরকে স্মরণ করেছেন কিংবা তাদের কথা মনে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে স্বর্গীয় ভালবাসার অধীনে এনে তাদেরকে বিশেষভাবে তাঁর অনুগ্রহের অংশীদার করেছেন। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আনুকূল্য জাগ্রত হয়েছে তাদের প্রতি তাঁর চিরকালীন চিন্তা ও মঙ্গলজনক পরিকল্পনার কারণে। ঈশ্বর সব সময়ই আমাদের কথা চিন্তা করেন এবং তিনি আমাদেরকে কখনোই ভুলে যান না। আমাদের উচিত তাঁর প্রতি সব সময় শ্রদ্ধাবনত থাকা এবং তিনি আমাদের জন্য যে দয়া করেন তার জন্য সব সময় তাঁর প্রতি অনুগত থাকা।

(২) তিনি তাদেরকে দর্শন দান করেছেন। ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ দান করার ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও চিরকালীন মঙ্গলজনক পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি আমাদের কাছে এসে দেখতে চান যে, আমরা কেমন আছি, আমাদের জীবন ধারা কেমন, আমরা কী কী বিপদের সম্মুখীন রয়েছি, আমাদের কী কী অভাব রয়েছে, আমাদেরকে কী কী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়; আর তাঁর দর্শন লাভের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মা সুরক্ষিত হয়। আমাদেরকে প্রতি দিনই ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত, বিশেষ করে যখন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনের অগ্রসর হই।

(৩) ঈশ্বর মানুষকে এই নিম্নতর পৃথিবীতে সকল জীবের উপরে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে ভূষিত করেছেন, দালানের সর্বোচ্চ চূড়ার পাথর করেছেন, পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাছে গমনাগমনের সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম করেছেন এবং স্বর্গদূতদের চেয়ে খুব সামান্যই নিচু অবস্থানে রেখেছেন। আর এই কারণে যিনি ঈশ্বর হয়েও মাটিতে নেমে এসেছিলেন এবং মানুষের রূপ ধারণ করেছিলেন, তিনি আসলে স্বর্গদূতদের চেয়েও বহু গুণে সম্মানিত, কারণ তিনি নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। আর তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনি আবারও তাঁর স্বর্গীয় সত্তায় ফিরে গিয়েছিলেন, লূক ২০:৩৬।

(৪) ঈশ্বর এই মানব সন্তানকে মহিমা ও সম্মানের মুকুটে ভূষিত করেছেন, মহান ক্ষমতা ও নিখুত আত্মা লাভের সম্মান, চমৎকার দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাভের সম্মান, যেহেতু তিনি

উভয় পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। তিনি দুই পৃথিবীর স্বার্থেই কাজ করতে সমর্থ এবং তিনি উভয় পৃথিবীর আনন্দ ও সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম।

(৫) তিনি তাকে নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীদের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার ও ক্ষমতা দান করেছেন, যা সে সেই সময় পর্যন্ত করতে পেরেছিল, যে সমস্ত পর্যন্ত সে ঈশ্বরের সাথে তার সুসম্পর্ক রাখতে পেরেছিল এবং ঈশ্বরের প্রতি তার সমস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছিল।

২. যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা এখানে বলা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই এই সমস্ত কথা তাঁর প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব, পদ ৮, ৯। আর এখানে আপনি লক্ষ্য করতে পারেন:-

(১) ঈশ্বর মানুষকে খ্রীষ্টকে দান করার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত দয়া ও করুণা দেখিয়ে থাকেন তার অবিস্মরণীয় কারণ আসলে কী, আর তা হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ। কারণ মানুষ এমন কী?

(২) ঈশ্বরের খ্রীষ্টের সম্মানার্থে আমাদেরকে এই যে বিনামূল্যে অনুগ্রহ দান করে থাকেন, ব্যবস্থা অনুসারে এর কী কী সাক্ষ্য প্রমাণ ও প্রতিজ্ঞার বর্ণনা আমাদের কাছে রয়েছে:

[১] ঈশ্বর আমাদের সকলের পরিত্রাণের চুক্তি সম্পাদনের জন্য খ্রীষ্টকে নির্বাচন করেছিলেন।

[২] ঈশ্বর খ্রীষ্টকে আমাদের কাছে প্রেরণ করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন, যেন খ্রীষ্ট সময়ের পূর্ণতায় এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেন এবং সেই মহান প্রায়শ্চিত্তসূচক উৎসর্গতে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

[৩] ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্য নিচু করে তৈরি করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, যেহেতু তাকে এই পৃথিবীতে আসার জন্য মানুষ হতে হয়েছিল, যাতে করে তিনি মানুষের মত করে কষ্ট ভোগ করতে পারেন এবং নিজেকে নত ও নম্র করে অবশেষে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

[৪] ঈশ্বর খ্রীষ্টের মানবীয় স্বভাবকে গৌরব ও সম্মানে ভূষিত করেছেন, তিনি তাঁকে নিখুঁতভাবে পবিত্র করেছেন এবং তাঁকে তিনি অপরিমেয় পবিত্র আত্মা দান করেছেন, সেই সাথে এক অসাধারণ চমৎকার স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য ধারণের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্মান দান করেছেন, যার মাধ্যমে তাঁর মধ্যে যে ঐশ্বরীক সত্ত্বা বসবাস করছিল তা চূড়ান্তভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে; আর তাঁর কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অন্তরের সন্তুষ্টি আনয়ন করেছেন, তিনি প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর স্বাদ লাভ করেছেন, তিনি তাদের জন্য নিজে লজ্জাজনক, বেদনাদায়ক এবং ঘৃণিত ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছেন, আর এভাবেই তিনি সকল মানব জাতিকে এক অসাধারণ নতুন জীবনে প্রবেশ করার জন্য সুযোগ দান করেছেন।

[৫] তাঁর যন্ত্রণা দায়ক মৃত্যুবরণ এবং কষ্ট ও দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে তিনি যে লক্ষ্য অর্জন

করেছেন তাঁর পুরস্কার হিসেবে তিনি গৌরব ও সম্মানের মুকুটে ভূষিত হয়েছেন, তিনি স্বর্গে এক মহান মহিমান্বিত স্থান লাভ করেছেন এবং সমস্ত কিছুর উপরে চূড়ান্ত ক্ষমতা লাভ করেছেন, এভাবেই খ্রীষ্ট সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্রে যে সমস্ত বাণী উল্লেখ করা হয়েছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তার সবই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যা এই পৃথিবীতে অন্য কোন মনুষের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করা সম্ভব হত না।

ইব্রীয় ২:১০-১৩ পদ

খ্রীষ্টের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে লেখক এখানে খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যুর কলঙ্ক মুছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছেন। তিনি এই কাজটি করছেন এটি দেখানোর মধ্য দিয়ে যে, কীভাবে ঈশ্বর নিজেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টকে ক্রুশে এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং কীভাবে পৃথিবীর মানুষ তাঁর এই আত্ম ত্যাগের মধ্য দিয়ে উপকৃত হবে।

ক. কীভাবে ঈশ্বর এই পরিকল্পনা করলেন যে, খ্রীষ্টকে দুঃখভোগ করতে হবেঃ কেননা এটাই উপযুক্ত ছিল যে, ঈশ্বর, যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই সৃষ্টি হয়েছে, তিনি অনেক সন্তানকে প্রতাপে আনয়ন করার উদ্দেশ্যে তাদের পরিত্রাণের আদিকর্তাকে দুঃখভোগ দ্বারা পূর্ণতা দান করেন, পদ ১০। এখানে লক্ষ্য করুনঃ-

১. ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং সমস্ত বস্তুর সূচনার কারণ হিসেবে। এই কারণে তিনি নিজেই তাঁর গৌরব রক্ষণে উদ্যোগী এবং তিনি চান না যে, কোনভাবেই তাঁর অসম্মান হোক বা তিনি অপমানিত হন। কিন্তু তিনি চান যেন সমস্ত কিছু থকে তিনি গৌরবান্বিত হন এবং তিনি মহিমা ও সম্মান লাভ করেন।

২. পরিত্রাণ দানের কাজে তাঁর গৌরবময় চরিত্রের কথা এখানে ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে তিনি উভয় দিক থেকেই তাঁর গৌরব রক্ষা করেছেন এবং সেই সাথে তাঁর লক্ষ্য অর্জন করেছেন।

(১) তিনি তাঁর লক্ষ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন। আর এতে করে তিনি বহু মানব সন্তানকে সুসমাচারের মহান গৌরবময় সুযোগের আওতায় আনতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন এবং তাদেরকেও মহিমান্বিত করেছেন। সেই সাথে তিনি তাদের জন্য দিতে পেরেছেন স্বর্গের ভবিষ্যৎ গৌরব ও মহিমার নিশ্চয়তা এবং এক অতুলনীয় পার্থিব মহিমা ও সম্মান। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারিঃ-

[১] আমাদেরকে অবশ্যই দত্তক হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং নতুন জন্ম লাভের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্তান হতে হবে, যদি আমরা স্বর্গে আমাদের গৌরবের ও সম্মানের স্থান অর্জন করতে চাই। স্বর্গ আমাদের উত্তরাধিকার; এবং একমাত্র যারা সসন্তান হিসেবে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী হবে, তারাই স্বর্গের এই উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে।

[২] প্রত্যেক খাঁটি বিশ্বাসী ঈশ্বরের সন্তান: যত লোক তাঁকে গ্রহণ করলো, সেই সকলকে, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে তাদেরকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন, যোহন ১:১২।

[৩] যদিও ঈশ্বরের সন্তানেরা একটি স্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংখ্যা খুব অল্পও হতে পারে, তথাপি যখন তাদের সকলকে একত্রিত করা হবে, সে সময় তারা সকলে বহু সংখ্যক হবে। খ্রীষ্ট এই সকল ভাইদের মধ্যে হবেন প্রথম জাত।

[৪] তারা সকলেই হবে ঈশ্বরের সন্তান, কারণ এখন তাদের মধ্যে অনেকেই পৃথক অবস্থানে রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে তাদের জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু শেষ কালে তাদের সকলকে একত্রিত করা হবে যেন তারা সকলে মিলে গৌরব ও মহিমা করতে পারে।

(২) সঠিকভাবে এর মাধ্যম নির্বাচন করা হয়েছে।

[১] তিনি এমন একজন মানুষকে খুঁজে বের করেছেন যিনি সত্যিকার অর্থেই আমাদের পরিত্রাণের নেতৃত্ব দানকারী হওয়ার যোগ্য; যারা পরিত্রাণ পেয়েছে তাদেরকে অবশ্যই এই পরিত্রাণ লাভের জন্য এই নেতার অধীনে চলতে হবে এবং তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট। তাদেরকে অবশ্যই এই নেতার পতাকাতলে একত্রিত হয়ে নামভুক্ত করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের উত্তম সৈনিক হিসেবে প্রাণপণ করতে হবে এবং যারা তা করবে তারা তাদের জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হবে। তারা উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করবে মহা সম্মান ও গৌরব।

[২] তিনি আমাদের পরিত্রাণের এই নেতাকে উপযুক্ত দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত করেছেন। পিতা ঈশ্বর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের পরিত্রাণের নেতা হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাঁকে নির্বাচন করেছেন, তিনি তাঁকে এই পদে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছেন, তিনি তাঁকে এর জন্য দায়িত্ব ভার দিয়েছেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টকে একজন যোগ্য নেতা হিসেবে তৈরি করেছেন। তিনি তাঁকে দিয়েছেন যথার্থ জ্ঞান, সাহস, এবং শক্তি। এর সকই খ্রীষ্ট লাভ করেছেন প্রভুর আত্মা দ্বারা, যা তিনি পেয়েছেন কোন পরিমাপ ব্যতীত, তাঁকে উপযুক্ত ও যথার্থ করা হয়েছে কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ তিনি আমাদের পরিত্রাণের কাজকে নিখুঁত করেছেন তাঁর রক্ত পাতিত করার মধ্য দিয়ে, আর তিনি এভাবেই ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যোগ্য বলে গণিত হয়েছেন। তিনি তাঁর মুকুট পাওয়া উপায় হিসেবে খুঁজে পেয়েছেন ক্রুশকে এবং তাঁর লোকদেরও সেটাই করা প্রয়োজন। ড. ওয়েন চমৎকার একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যেহেতু কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে পবিত্রীকৃত ও নিখুঁত হয়েছেন, সে কারণে তিনি তাঁর সমস্ত অনুসারীদেরকে গৌরব ও মহিমার মধ্য দিয়ে আসার জন্য তাদেরকে দুঃখভোগের পথ বেছে নেওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন; আর সেই কারণে তাদের কষ্ট ভোগ প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে করে তোলা যাবে সম্মানিত, কার্যকরী এবং সুফলজনক।

খ. তিনি দেখিয়েছেন যে, তারা ক্রুশ এবং খ্রীষ্টের কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে কতটা উপকৃত

হবে। যেহেতু ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের মাঝে আর কোন পন্থা নেই, সে কারণে এই কষ্ট ভোগই মানুষের জীবন লাভের জন্য সবচেয়ে সুফলজনক। এই কারণে তাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে সম্মিলিত করা হয়েছে এবং তারা এক অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে।

১. খুব নিকট সম্পর্ক (পদ ১১): যিনি পবিত্র করেন ও যারা পবিত্রীকৃত হয়, সকলেরই একজন পিতা আছেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, খ্রীষ্ট হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্রীকৃত হয়েছেন। তিনি পবিত্রকারী আত্মাকে ক্রয় করেছেন এবং আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনিই সমস্ত পবিত্রকারী সত্ত্বার প্রধান। সত্যিকার বিশ্বাসীরা, যারা পবিত্র হয়, তারা পবিত্র আদর্শ ও ক্ষমতা নিয়ে ভূষিত হয়, তারা পবিত্র ও উচ্চ মানসিকতা ও আদর্শ নিয়ে পূর্ণ হয় যা তাদের মধ্যকার মন্দ ও হীন চিন্তা-ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং পবিত্র উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে সাধন করে। আর এর সবই করা হয়ে থাকে যেন তাদেরকে মহিমা মণ্ডিত করা সম্ভব হয়। এখন খ্রীষ্ট, যিনি এই পবিত্র করণ কাজের প্রতিনিধি এবং খ্রীষ্টানদেরও প্রতিনিধি, যারা এই পবিত্রকরণ কাজের ভোক্তা, তারা সকলেই এক। কীভাবে? কারণ:-

(১) তাদের একজনই স্বর্গীয় পিতা রয়েছে এবং তিনি হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর হলেন খ্রীষ্টের পিতা, যিনি চিরকাল ধরে তাঁর পিতা এবং তা এক অলৌকিক ও আশ্চর্য আত্মিক সম্পর্ক, যা খ্রীষ্টানদেরকে অর্জন করতে হয় দত্তক হওয়া এবং পুনর্জন্ম লাভ করার মধ্য দিয়ে।

(২) তাদের পার্থিব পিতা এক, আর তিনি হচ্ছেন আদম। খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীরা একই পার্থিব স্বভাবের অধিকারী।

(৩) তারা সকলে এক আত্মায় জাত, তাদের একটিই পবিত্র ও স্বর্গীয় সত্তা রয়েছে; খ্রীষ্টের মধ্যেও এই একই মন ছিল, যদিও একই পরিমাণে নয়। এই একই আত্মা আমাদেরকে মস্তককে এবং দেহের অন্যান্য অংশকে এক রাখে।

২. অত্যন্ত প্রিয় ও স্নেহশীল এক সম্পর্ক। এটি সম্ভব হয়েছে এই সম্মিলনের কারণে। আর এখানে তিনি প্রথমে এই ঘোষণা দিচ্ছেন যে, এই সম্পর্ক আসলে কী, আর এর পরে তিনি পুরাতন নিয়ম থেকে তিনটি বাক্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন তা প্রমাণ করার জন্য।

(১) তিনি ঘোষণা করছেন যে, এই সম্পর্ক আসলে কী: তিনি এবং সকল বিশ্বাসী আসলে একই, এই কারণে তিনি তাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করতে লজ্জিত হন না। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসীরা সকলে ভাই; তারা শুধু যে একই হাড় থেকে জাত হাড় এবং একই মাংস থেকে জাত মাংস তাই নয়, সেই সাথে তারা একই আত্মা থেকে জাত আত্মিক ভাই, যাদের দেহের রক্তের ধারাও এক এবং তারা আত্মিক ও পার্থিব উভয় দিক থেকে এক।

[২] খ্রীষ্ট তার নিজের সাথে তাদের সম্পর্ক ব্যক্ত করার জন্য লজ্জিত হন না। তিনি তাদেরকে ভাই বলে ডাকতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, যা তার অসীম মহানুভব সত্তা এবং তাঁর চরিত্রগত পবিত্রতা ও ধার্মিকতার পরিচয় দেয়। তিনি তাদের স্বভাবগত পাপ এবং মন্দতা বিবেচনা করেও কোনভাবে তাদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন নি, বরং তিনি

তাদের আরও আপন হয়েছেন এবং তিনি তাদের যত্ন সহকারে গ্রহণ করে নিতে কোন ধরনের লজ্জা বোধ করেন নি, এমন কি তিনি তাদেরকে তিরস্কারও করেন নি কোনভাবে বা দোষারোপও করেন নি।

(২) তিনি পবিত্র শাস্ত্রের তিনটি অংশ থেকে এই বিষয়গুলোকে চিত্রিত করেছেন।

[১] প্রথম অংশটি হচ্ছে গীতসংহিতা ২২:২২, আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করবো; সমাজের মধ্যে তোমার নামের প্রশংসা করবো। এই জবুরটি হচ্ছে খ্রীষ্টের এক অনবদ্য ভবিষ্যদ্বাণী। এটি শুরু করা হয়েছে ক্রুশের উপরে খ্রীষ্টের উক্ত এই বাণী দিয়ে, ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ? এখন এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

প্রথমত, খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীতে অবশ্যই একটি মণ্ডলী বা একটি জমায়েত থাকতে হবে, এক দল স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গী থাকতে হবে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে আগ্রহী হবে।

দ্বিতীয়ত, এরা শুধুমাত্র যে একে অপরের ভাই হবে সেটাই শুধু নয়, বরং সেই সাথে তারা খ্রীষ্টেরও ভাই হবে।

তৃতীয়ত, তিনি তাদের কাছে তাঁর পিতার নাম ঘোষণা করবেন, অর্থাৎ তাঁর স্বভাব ও তাঁর স্বরূপ তাদের কাছে প্রকাশ করবেন, তাঁর অন্তর ও তাঁর চিন্তার কথা তাদের কাছে প্রকাশ করবেন। তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই কাজ করেছেন যখন তিনি আমাদের মাঝে স্বশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তা ছিল যথার্থ। আর তিনি যখন নিজে চলে গিয়ে তাঁর পবিত্র আত্মাকে তার লোকদের মাঝে অভিষেক দান করে গেলেন, তাদের উপরে তাঁর পবিত্র আত্মাকে ঢেলে দিলেন, সে সময় তিনি তাদেরকে এই পৃথিবীর সকল স্থানের সকল সময়ের লোকদের কাছে ঈশ্বরের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকে সমর্থ করেছেন এবং তিনি তাদেরকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই কাজ করার লক্ষ্যে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশনা দিয়েছেন।

চতুর্থত, খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে তাঁর পিতার নামের প্রশংসা গান গাইবেন। খ্রীষ্টের চোখে যা ছিল তা হচ্ছে তাঁর পিতার গৌরব ও মহিমা; তাঁর অন্তর এর প্রতি নিবেদিত ছিল এবং তিনি নিজেকে এই কাজে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর লোকদেরকে এই কাজে নিবেদিত হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।

[২] দ্বিতীয় অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে গীতসংহিতা ১৮:২ পদ থেকে, সদাপ্রভু আমার শৈল, আমার দুর্গ, ও আমার উদ্ধারকর্তা, আমার ঈশ্বর, আমার দৃঢ় শৈল, আমি তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছি; আমার ঢাল, আমার পরিত্রাণের শৃঙ্গ, আমার উচ্চদুর্গ। এই গজলে দায়ূদ তার সম্মুখে যে সমস্ত সমস্যা উপস্থাপিত হয়েছিল সেগুলোর প্রেক্ষিতে নিজেকে খ্রীষ্টের প্রতিরূপ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, এবং কীভাবে এই সমস্ত সমস্যা ও বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন ঈশ্বরের উপরে আস্থা রেখে সে বিষয়ে তিনি বলেছেন। এখন এটি আমাদেরকে দেখায় যে,

তাঁর স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি, যার কোন ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না, তিনি তাঁর উপরে আরেকটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারতেন, যাতে করে তাঁর এমন সাহায্যের প্রয়োজন হত যা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউই তাঁকে দিতে পারতেন না। তিনি আমাদের মস্তক এবং প্রধান হিসেবে বহু ঝড় ঝাপ্টা সহ্য করেছেন এবং আমরা সকলে তাতে বিশ্বাস করেছি।

[৩] তৃতীয় অংশটি নেওয়া হয়েছে যিশা ৮:১৮ পদ থেকে, এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানগণ, যাদেরকে সদাপ্রভু আমাকে দিয়েছেন, সিয়োন-পর্বত-নিবাসী বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নিরূপণক্রমে আমরা ইস্রায়েলের মধ্যে চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ। এই কথা প্রমাণ করে যে, খ্রীষ্ট বাস্তবে এবং সত্যিকার অর্থেই মানুষ ছিলেন, কারণ পিতা এবং সন্তানেরা একই স্বভাববিশিষ্ট। খ্রীষ্টের সন্তানদেরকে তাঁর পিতার কাছ থেকে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর অনন্তকালীন ভালবাসার অনুপ্রেরণায় এবং তাদের মধ্যকার শান্তির চুক্তির মধ্য দিয়ে। আর তাদেরকে খ্রীষ্টের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। যখন তারা তাঁর এই চুক্তির অধীনে আসে, তখন খ্রীষ্ট তাদেরকে গ্রহণ করেন, তাদের উপরে শাসন করেন, তাদের মাঝে আনন্দ করেন, তাদের সকল কাজকে পূর্ণতা দেন, তাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যান এবং সেখানে তাদেরকে পিতার কাছে উপস্থাপন করেন, এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানগণ, যাদেরকে সদাপ্রভু আমাকে দিয়েছেন।

ইব্রীয় ২:১৪-১৮ পদ

এখানে লেখক খ্রীষ্টের মানব দেহ ধারণের প্রসঙ্গে কথা বলেছেন এবং তিনি এখানে তাঁকে স্বর্গদূতের বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখিয়েছেন, বরং অব্রাহামের বংশধর হিসেবে দেখিয়েছেন; আর তিনি তাঁর এই কাজ করার কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন।

ক. খ্রীষ্টের মানব দেহ ধারণের সাক্ষ্য দান (পদ ১৬): তিনি তো স্বর্গদূতদের সাহায্য করেন না, কিন্তু অব্রাহামের বংশের লোকদের সাহায্য করেন। তিনি রক্ত ও মাংসের দেহ ধারণ করেছিলেন। যদিও ঈশ্বর হিসেবে তিনি কালের শুরু থেকেই অস্তিত্বমান, তথাপি সময়ের পূর্ণতায় তিনি তাঁর স্বর্গীয় সত্ত্বার সাথে তিনি আমাদের মানবীয় সত্তাকে নিজের মাঝে ধারণ করে তা আত্মস্থ করলেন এবং তিনি সত্যিকার অর্থে বাস্তব মানুষ হলেন। তিনি স্বর্গদূতদের রূপ ধারণ করেন নি, তিনি মানুষের রূপ ধারণ করেছিলেন, তিনি অব্রাহামের বংশের রূপ ধারণ করেছিলেন। স্বর্গদূতেরা পতিত হয়েছিল, আর তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং প্রান্তরে তাদের পাপ বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে ও নিঃশেষ হয়ে যেতে দিয়েছিলেন, যাতে করে তারা কোন আশা বা কোন সাহায্য ব্যতীত টিকে থাকে। খ্রীষ্ট কখনোই পতিত স্বর্গদূতদের পরিত্রাণকর্তা হওয়ার পরিকল্পনা করেন নি; একবার যখন তাদের পতন ঘটেছে, চিরকালই তাদেরকে পতিত অবস্থায় থাকতে হবে; আর এই কারণেই তিনি তাদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে চান নি। স্বর্গদূতদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া সম্ভ ব ছিল না। এখন খ্রীষ্ট অব্রাহামের বংশকে পুনরুদ্ধার করতে চাইছেন এবং তাদেরকে পতিত অবস্থা থেকে উত্থিত করতে চাইছেন, তিনি এই কারণে মানবীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্য

ধারণ করেছেন এবং তা তিনি করেছেন অব্রাহামের বংশের একজন বংশধর হিসেবে, যাতে করে তিনি সেই একই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তাঁর সমগ্র বংশের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিতে পারেন, মানবীয় সত্তাকে এক আশা ও পরীক্ষার অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেন এবং যেন তাদের সকলে এখন বিশেষ অনুগ্রহ ও পরিত্রাণের মধ্য দিয়ে এক দয়ার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এখন খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে গুরুতর পাপীদেরও পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এখানে সকলের জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা হয়েছে, যা সকলের জন্য উপযুক্ত, কারণ এটি আমাদের স্বভাবজাত। আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন যে, কোন দিন আমাদের অনুগ্রহপূর্ণ দর্শন আমরা লাভ করবো এবং আমরা সেই সুস্পষ্ট করুণা ও দয়া লাভ করবো, যা পতিত মানুষের প্রতি প্রদান করা হয়েছে, পতিত স্বর্গদূতদের প্রতি নয়।

খ. খ্রীষ্টের মানব দেহে রূপ লাভের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা এখানে ঘোষণা করা হয়েছে:-

১. সেই সন্তানেরা যখন রক্তমাংসের সহভাগী, তখন তিনি নিজেও তদ্রূপ তার সহভাগী হলেন; যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর অধিপতি ব্যক্তিকে অর্থাৎ শয়তানকে শক্তিহীন করেন এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল তাদেরকে পরিত্রাণ করেন, পদ ১৪, ১৫। কারণ মানুষের চেয়ে উচ্চতর বা নিম্নতর এমন আর কোন সত্তা নেই যাকে এই মহান পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান করা যায় এবং তাঁকে আবারও উত্থিত করে আশাজনক একটি অবস্থানে নিয়ে আসা সম্ভব হয়; এতে করে খ্রীষ্টান হয়ে উঠবে ঈশ্বরের সন্তান এবং খ্রীষ্টের ভাই।

২. তিনি মানুষ হলেন যেন তিনি অবশ্যই মৃত্যুবরণ করেন; যেহেতু ঈশ্বর হিসেবে তিনি কখনোই মরতে পারেন না, সেহেতু তিনি জানতেন যে, তাঁকে ভিন্ন রূপ ও বৈশিষট্য ধারণ করতে হবে, যাতে করে সেই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তিনি মৃত্যুবরণ করতে পারেন, তথাপি তিনি খুব স্বচ্ছন্দে এই রূপ ধারণ করলেন। ঈশ্বর আইনগত উৎসর্গ ও উৎসর্গকে কোনভাবেই আর গ্রহণ করেন না। খ্রীষ্টের জন্য একটি দেহ প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন, "দেখ! এই যে আমি, আমি তোমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে ইচ্ছুক।"

৩. তাঁকে অবশ্যই মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর অধিপতি ব্যক্তিকে অর্থাৎ শয়তানকে শক্তিহীন করতে হবে, পদ ১৪। শয়তান ছিল প্রথম পাপী এবং পাপের সর্ব প্রথম প্রলোভন দানকারী। শয়তান অবশ্যই এ কথা বলতে পারে যে, মৃত্যুর উপরে তাঁর ক্ষমতা আছে, কারণ সে শয়তানকে পাপে পতিত করে, যেখান থেকে মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হয়, আর এভাবেই সে মানুষকে মৃত্যুর ভয়ে ভীত করে তোলে এবং সে স্বর্গীয় বিচারের অপেক্ষায় থাকে। যখন ঈশ্বর মানুষকে তাদের মন্দ কাজ ও পাপের জন্য অভিযুক্ত করেন এবং তাদের আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করে নিয়ে নির্যাতনকারীর কাছে তুলে দেন, সে সময় সে এই আত্মাকে গ্রহণ করে এবং সে তাকে দোযখে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করতে থাকে। এই অর্থে বলা যায় যে, তাঁর মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট তাকে ধ্বংস করে ফেলেছেন, যে মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা ধারণ করে এবং সে কাউকেই আত্মিক মৃত্যুর অধীনে আনতে পারে না, তার আত্মিক মৃত্যুর ক্ষমতা তার হাতে নেই। সে আর কাউকে পাপে পতিত করতে পারবে না (মৃত্যুর অনিবার্য কারণ); কিংবা সে কারও দেহ থেকে আত্মাকে আলাদা করে

ফেলতে পারে না, কিংবা যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তার দাসত্ব গ্রহণ করে এবং ঈশ্বরের সাথে শত্রুতা শুরু করে, তাদের ব্যতীত আর কারও উপরে তার শাস্তি দেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই।

৪. যেন তিনি তাঁর নিজের লোকদেরকে গোলামিস্বরূপ মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত করে আনতে পারেন। এটি তুলনা করা যেতে পারে পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর ভক্ত লোকদের সাথে, যারা ছিলেন বন্দীত্বের আত্মার অধীনে, যেহেতু জীবন ও অমরত্ব এখনকার মত আর কখনো এতটা পরিপূর্ণভাবে আলোতে নিয়ে আসা হয় নি, যেভাবে এখন সুসমাচারের অধীনে তা প্রকাশ করা হয়েছে। কিংবা এখানে ঈশ্বরের সমস্ত লোকদের কথা বোঝানো হতে পারে, হতে পারে তারা পুরাতন নিয়মের অধীনস্থ বা নতুন নিয়মের অধীনস্থ, যাদের মন প্রায়শই মৃত্যু ভয়ে ভীত ছিল। খ্রীষ্ট একজন মানুষ হয়েছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যাতে করে তিনি তাদেরকে তাদের আত্মার সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্ত করতে পারেন এবং তাদেরকে এই আশ্বাস দান করতে পারেন যে, মৃত্যু শুধু যে তাদের পরাজিত শত্রু তা-ই নয়, বরং এক পরিবর্তিত বন্ধু, যা আর আত্মাকে কষ্ট দেয় না, কিংবা ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে মানুষকে পৃথক করে ফেলে না, বরং তাদের সকল কষ্ট, দুঃখ ও অভিযোগের অবসান ঘটায় এবং তাদেরকে অনন্ত জীবন ও অনুগ্রহ লাভের পথ দেখিয়ে দেয়; এই কারণে মৃত্যু এখন আর শয়তানের হাতে কুক্ষিগত নয়, বরং খ্রীষ্টের হাতে এর অবস্থান। মৃত্যু এখন আর শয়তানের দাস নয়, বরং খ্রীষ্টের দাস। মৃত্যুর পরবর্তী স্থান এখন আর দোযখ নয়, বরং স্বর্গ, যেখানে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন।

৫. খ্রীষ্টকে অবশ্যই তাঁর ভাইদের মত হতে হবে, যাতে করে তিনি তাদের কাছে গিয়ে একজন করুণাময় ও বিশ্বস্ত মহা-পুরোহিত হতে পারেন এবং তাদের ধার্মিকতার বিষয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতাকারী হতে পারেন, সেই সাথে যেন তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের সম্মান জ্ঞাপনের প্রতি যথাযথ মনযোগী করে তুলতে পারেন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে তার লোকদের জন্য সাহায্য ও সান্ত্বনা দান করতে পারেন। তাঁকে অবশ্যই মানুষের কাছে দয়াময় ও ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্ত হতে হবে।

(১) ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক বিচারিত হওয়ার জন্য, তাঁর বিচার ও তাঁর সম্মানের কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য – তাঁর লোকদের পাপ বিলোপন করে তাদেরকে তাঁর সাথে পুনর্মিলিত করে তোলার জন্য, তাঁর সকল স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ধারণ করার জন্য এবং তাঁর সকল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল রাখার জন্য, মানুষের নতুন জন্ম লাভকে পরিপূর্ণতা দান করতে এবং ঈশ্বরের সাথে মানুষকে পূর্ণাঙ্গভাবে সম্মিলিত করে তুলতে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এক মহা কলহ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই কারণে তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন ছিল, যাতে করে ঈশ্বর তাদেরকে আবারও গ্রহণ করে নেন এবং তারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আবারও ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তাঁর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

(২) তাঁর লোকদের এই পাপ মোচন কাজের জন্য, তাদের স্বস্তি ও শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য: তিনি নিজে পরীক্ষিত হয়ে দুঃখভোগ করেছেন বলে যারা পরীক্ষিত হয় তাদের

সাহায্য করতে পারেন, পদ ১৮। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] খ্রীষ্টের কষ্ট ভোগ: তিনি পরীক্ষিত হয়েছিলেন, কষ্ট ভোগ করেছিলেন এবং তাঁর এই পরীক্ষা তাঁর কষ্ট ভোগের তুলনায় খুব সামান্য ছিল না। তিনি আমাদেরই মত সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হয়েছিলেন, আর তথাপি তিনি পাপ বিহীন ছিলেন, ইব ৪:১৫।

[২] খ্রীষ্টের সহানুভূতি: তিনি তাদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ ছিলেন যারা পরীক্ষিত হয়েছিল। তিনি আমাদের অক্ষমতার কারণে করুণাগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং তিনি একজন সমব্যথী চিকিৎসকের মত আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, আমাদেরকে সেবা করেছেন এবং আমাদের দুর্বলতাগুলোকে অনুভব করেছেন। তিনি জানেন যে, কীভাবে পরীক্ষিত ও দুঃখার্ত আত্মাকে সান্ত্বনা দান করতে হয়, কারণ তিনি নিজে এই একই পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, তবে পাপের নয়, বরং পরীক্ষার এবং আত্মার পীড়নে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার নিজের দুঃখের অনুভূতি এবং পরীক্ষা ও প্রলোভন তাঁকে তাঁর লোকদের বিচার করার ক্ষেত্রে সমবেদনা যুগিয়েছে এবং এভাবেই তিনি তাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

প্রথমত, সবচেয়ে উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরাই সর্ব প্রথমে পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তারা বহু প্রলোভন ও পরীক্ষার সামনে পড়ে থাকেন, যখন তারা এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতে থাকেন। আমাদের কখনোই নিজেদেরকে এই পৃথিবীর সমস্ত প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়াতে বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ পার্থিব জীবনের অর্থই আমাদের নিজেদের সমস্ত প্রকার প্রলোভনের ও পরীক্ষার জন্য সব সময় প্রস্তুত করে রাখা।

দ্বিতীয়ত, প্রলোভন আমাদের আত্মাকে এমন দুর্দশা এবং বিপদের মধ্যে ফেলে যে, তার জন্য সাহায্য এবং সহায়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্ট তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সদা ইচ্ছুক এবং প্রস্তুত হয়ে আছেন, যারা সব সময় পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তার কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছে; আর তিনি মানুষ হয়েছেন এবং পরীক্ষিত হয়েছে, যাতে করে তিনি নিজে পরীক্ষিত মানুষদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ হন।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ৩

বিগত অধ্যায়ে লেখক খ্রীষ্টের পৌরহিত্য নিয়ে যে কথা বলেছিলেন সেটাই তিনি এই অধ্যায়ে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন:-

ক. তিনি অত্যন্ত দুঃখার্ত স্বরে তাদেরকে এই বলে অনুযোগ করেছেন যে, এই গৌরবময় মহা-পুরোহিত, যিনি নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, তাঁকে তাদের অবশ্যই অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল, পদ ১-৬।

খ. এরপর তিনি বেশ কিছু গুরুগাম্ভীর্যপূর্ণ পরামর্শ এবং সাবধান বাণী দান করেছেন, পদ ৭ -১৯।

ইব্রীয় ৩:১-৬ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখি, বিগত অধ্যায়ে লেখক আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পৌরহিত্যের বিষয়ে যে সমস্ত মতবাদ ও শিক্ষা দান করা হয়েছিল, তা এখানে বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. কতটা একাগ্র এবং আন্তরিক মনোভাব নিয়ে লেখক খ্রীষ্টানদেরকে এই মহা-পুরোহিতের প্রতি তাদের মনযোগ নিবদ্ধ করতে আবেদন করছেন এবং তাদের চিন্তায় ও চেতনায় তাঁর প্রতি সমস্ত আকাঙ্খা পুঞ্জীভূত করার আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি চাইছেন যেন সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এই মহান মহা-পুরোহিতকে তাদের একমাত্র এবং ঐকান্তিক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে; আর নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে বা স্বর্গে কেউ আর তাঁর মত সম্মান ও মর্যাদা লাভের দাবী রাখেন না। তিনি তাদেরকে খ্রীষ্টের প্রতি যথাযথভাবে একাগ্র মনোভাব পোষণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. যাদেরকে তিনি এই পত্রটি লিখেছিলেন, তাদেরকে লেখক যথেষ্ট সম্মানে ভূষিত করেছেন: হে পবিত্র ভাইয়েরা, স্বর্গীয় আহ্বানের অংশীদারগণ।

(১) ভাইয়েরা, শুধুমাত্র আমার ভাই নয়, বরং খ্রীষ্টের ভাই এবং তাঁর মধ্য দিয়ে সকল পবিত্র ও ঈশ্বর ভক্ত লোকদের ভাই। ঈশ্বরের সমস্ত লোকেরা পরস্পরের ভাই এবং তাদের উচিত একে অপরকে ভাইয়ের মত করে ভালবাসা।

(২) পবিত্র ভাই; শুধুমাত্র পেশা ও উপাধির দিক থেকে পবিত্র নয়, বরং নীতি ও কাজেও পবিত্র, এবং সেই সাথে অন্তর ও জীবনেও পবিত্র। অনেকে এই সম্বোধনটিকে ব্যঙ্গাত্মক বলে মনে করে থাকেন। তারা বলে থাকেন যে, "এরা আমাদের পবিত্র ভাই।" কিন্তু এ ধরনের মানুষদেরকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করা অবশ্যই উচিত নয়। আমরা যাতে রঙ্গ

তামাশা না করি, পাছে আমাদের বন্ধন শক্তিশালী হয়। যারা এভাবে অবজ্ঞাত হয় এবং ব্যঙ্গের শিকার হয়, তারা অবশ্যই পবিত্র লোক এবং তারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে যোগ্য বলে প্রমাণ করেছেন। আর তাদের নিজেদের উপাধি নিয়ে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই এবং তা মিথ্যে বলে অন্যরা যে অপবাদ দেয় তাতে কর্ণপাত করারও কিছু নেই। এমন এক দিন আসছে যখন এই মুহূর্তে যারা তাদেরকে অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গ করছে, সে সময় তারাই তাদেরকে নিয়ে তাদের পবিত্র ভাই বলে জড়িয়ে ধরতে চাইবে এবং এটিই হবে তাদের সম্মান এবং আনন্দের বিষয়।

(৩) স্বর্গীয় আহ্বানের অংশীদারগণ– অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের অংশীদারগণ, এবং অনুগ্রহের আত্মার অংশীদারগণ, যা স্বর্গ থেকে আসে এবং যার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টানরা কার্যকরীভাবে অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোতে আসে, যে আহ্বান মানুষের অন্তরে নিয়ে আসতে পারে স্বর্গের শান্তি, তাদের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারে স্বর্গীয় আবেশ এবং স্বচ্ছন্দ এবং তাদেরকে চিরকাল ঈশ্বরের সাথে স্বর্গে বসবাস করার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে।

২. তিনি খ্রীষ্টকে যে উপাধি দান করেছেন, যাকে তিনি তাদেরকে কাছে মূল বিবেচ্য ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চাচ্ছেন:-

(১) বর্তমান সময়ে কথা চিন্তা করলে একজন প্রেরিত ছিলেন আদি মণ্ডলীর প্রধানমন্ত্রীস্বরূপ, ঈশ্বরের কাছ থেকে মানুষের কাছে আগত একজন দূত, যিনি ঈশ্বরের প্রধান বার্তাবাহক এবং তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পালনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন, তিনি সেই বিশ্বাসের সবচেয়ে মহান প্রকাশকারী যিনি আমাদের সামনে বিশ্বাসের নিশান তুলে ধরেন ও এর ছায়াতলে সমবেত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের পক্ষ হতে আমাদেরকে দাওয়াত দেন। তিনি আমাদেরকে এমন এক আশা দান করেন যা আমাদের অনন্ত জীবনের জন্য আকাঙ্খা করার পূর্বশর্ত।

(২) শুধু মাত্র প্রেরিতরা নন, বরং মহা-পুরোহিতরাও আমাদের বর্তমান সময়ে পেশাগত স্তর অনুসারে যেমন পুরাতন নিয়মে তেমনি নতুন নিয়মেরও মণ্ডলীর প্রধান ছিলেন। তারা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন, যাদের কাছে লোকেরা পাপের ক্ষমা লাভের জন্য এবং ঈশ্বরের কাছে পুনরায় গৃহীত হওয়ার জন্য সাহায্য কামনা করতে আসতো।

(৩) খ্রীষ্ট সেই প্রতিজ্ঞতা মেসাইয়াহ্ (খ্রীষ্ট) হিসেবে একাধারে প্রৈরিতিক ও পুরোহিত কাজ দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য ছিলেন এবং তিনি এর জন্য অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

(৪) যীশু আমাদের পরিত্রাণকর্তা, আমাদের ত্রাণকর্তা, আত্মার মহান চিকিৎসক হিসেবে সেই পিতলের সাপের প্রতীক ধারণ করেছিলেন, যা মোশি প্রান্তরে উঁচুতে টাঙ্গিয়েছিলেন, যাতে করে যাদেরকে সাপে কামড়েছিল তারা সেই মূর্তির দিকে তাকালে সুস্থ হয়।

খ. আমাদের এই দায়িত্ব রয়েছে যেন আমরা আমাদের সমস্ত উচ্চ ও সম্মানিত পদবীর জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ও দায়বদ্ধ থাকি এবং তাঁকে আমাদের ঠিক যেভাবে উপস্থাপন করা এবং

সম্মান জানানো প্রয়োজন ঠিক সেভাবেই সম্মান জ্ঞাপন করি। তিনি যে সত্তায় গঠিত তা আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন, আমাদের কাছে তিনি যেমন তা আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। তিনি আমাদের কাছে আসলে কী এবং কীভাবে তিনি আমাদেরকে ধরে রেখেছেন এবং ভবিষ্যতে প্রতিটি সময় আমাদেরকে তিনি সুরক্ষায় পরিচালনা দান করবেন তা বিবেচনা করুন এবং এতে করে আমাদের প্রতি তাঁর চিন্তা আমাদের কাছে উন্মুক্ত হবে এবং তাঁর প্রতি আমরা যথাযথভাবে সম্মান জানাতে সক্ষম হব। যীশুও দিকে দৃষ্টি দিন, যিনি আপনার রচয়িতা এবং আপনার জীবনের নির্মাণকারী। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. অনেকেই আছে যারা খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাসের ঘোষণা দান করে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাদের মধ্যে তাঁর প্রতি কোন সম্মান বোধ করে না এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসও রাখে না। তিনি তাদের কাছে আকাঙ্খার পাত্র নন এবং তারা তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ লাভের আশাও করে না।

২. খ্রীষ্টের বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং আন্তরিক বিবেচনা আমাদেরকে এক দারুন সুযোগ দেয় যেন আমরা তাঁর সাথে আমাদের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি করতে পারি এবং আমাদের ভালবাসা ও বাধ্যতায় তাঁর সাথে সংযুক্ত হতে পারি।

৩. এমন কি যারা আমাদের পবিত্র ভাই এবং আমাদেরবে স্বর্গীয় আহ্বানের অংশীদার, আমাদের অবশ্যই একে অপরকে এই বলে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে যেন তারা খ্রীষ্টকে তাদের অন্তরে গেঁথে তুলতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে একে অপরকে পবিত্রতায় বন্ধন যুক্ত করতে পারে। এটাই মানুষের জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় যার মধ্য দিয়ে আমরা তার প্রতি আরও বেশি করে নিবদ্ধ হতে পারি।

৪. আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টকে বিবেচনা করতে হবে এমনভাবে যেভাবে তাঁকে পবিত্র শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর প্রতি আমাদের যে কল্পনা ও ধারণা রয়েছে তা থেকে, কোন মিথ্যে বা অসার চিন্তা থেকে বা আমাদের মনের বানানো কাল্পনিক কোন কিছু থেকে নয়।

গ. আমাদের সামনে একাধিক যুক্তি রয়েছে যার ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ পাই যে, খ্রীষ্ট আমাদের প্রধান প্রেরিত ও আমাদের মহা-পুরোহিত, আর এর ভিত্তিতে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি।

১. প্রথমটি নেওয়া হয়েছে তার বিশ্বস্ততা থেকে, পদ ২। তিনি তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, যিনি তাকে নিযুক্ত করেছিলেন, যেভাবে মোশি তাঁর সমস্ত জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনের ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন।

(১) খ্রীষ্টকে নিয়োগ দান করা হয়েছে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে; পিতা ঈশ্বর তাঁকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে সেই পদে সীলমোহরকৃত করেছেন, আর সেই কারণে তাঁর মধ্যস্থতা পিতার কাছে গৃহীত হয়েছিল।

(২) তিনি এই নিয়োগ দানের প্রতি বিশ্বস্ত এবং তিনি অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে তাঁর এই মধ্যস্থতাসূচক দায়িত্বের সমস্ত নীতি ও আইন পালন করেছেন এবং তিনি তাঁর বিশ্বস্ততা ও

আস্থাকে প্রমাণিত করে যথাযথভাবে তাঁর পিতার কাছে এবং তাঁর লোকদের কাছে আস্থা ভাজন হয়েছেন।

(৩) তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন যিনি তাঁকে নিয়োগ দান করেছিলেন, আর তিনি তা করেছিলেন ঠিক যেভাবে মোশি তাঁর লোকদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন। মোশি পুরাতন নিয়মে তাঁর দায়িত্বভার যিহূদী মণ্ডলীর উপরে অর্পণ করার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন, আর এখন খ্রীষ্টও নতুন নিয়মে সেই একই বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন, এটি একটি যথার্থ এবং উপযুক্ত যুক্তি যা যিহূদীদের কাছে দারুনভাবে গ্রহণযোগ্য, কারণ যীশু ঠিক মোশির মতই একই প্রক্রিয়ায় বিশ্বস্ততার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তথাপি তাঁর বিশ্বস্ততা ছিল খ্রীষ্টের অনুরূপ।

২. আরেকটি উদাহরণ নেওয়া হয়েছে মোশির উপরে খ্রীষ্টের মহিমা, গৌরব ও চমৎকারিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব থেকে (পদ ৩-৬); এই কারণে অন্য যে কোন ভাববাদী ও পরিচর্যাকারীর চাইতে খ্রীষ্টের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব আরও বেশি বিবেচ্য।

(১) খ্রীষ্ট ছিলেন গৃহের নির্মাতা, আর মোশি ছিলেন গৃহের বাসকারী। গৃহকে আমরা মণ্ডলী বুঝি আর ঈশ্বরের লোকদেরকে একত্রিত করে বোঝানো হয় মণ্ডলীর দেহ, যার মস্তক হলে খ্রীষ্ট স্বয়ং। খ্রীষ্ট হচ্ছেন অধিপতি এবং অন্য সকলে তার অধীনস্থ কর্মকর্তা। আইন অনুসারে তিনি এই বিধান স্থাপন করেছেন এবং এই আদর্শ প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। খ্রীষ্ট সকল যুগের সকল মণ্ডলীর নির্মাতা: মোশি ছিলেন গৃহের একজন পরিচর্যাকারী, তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের অধীনে কার্যকারী একজন ব্যক্তি, যিনি গৃহের পরিচর্যা কাজ করতেন এবং এর উন্নতি কল্পে বিভিন্ন দয়িত্ব পালন করতেন, কারণ খ্রীষ্ট সমস্ত কিছুর নির্মাতা, সৃষ্টিকর্তা। যেহেতু তিনিই ঈশ্বর, সেহেতু তিনি ব্যতীত আর কেউ এই স্বর্গীয় মণ্ডলী নির্মাণ করতে পারে না, কিংবা এক বিশাল অবকাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে যে শক্তি ব্যয় হয়েছিল, এই মণ্ডলী নির্মাণ করতে তার চেয়ে কম শক্তি ব্যয় হয় নি; এই পৃথিবী শূন্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, মণ্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছিল এমন উপকরণ থেকে যা এককভাবে বিবেচনা করলে নির্মাণ কাজের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে হবে, তিনি তার সর্বশক্তিমান ক্ষমতা দিয়ে এই সকল বস্তুকে এক করেছেন এবং মণ্ডলীকে একটি কাঠামোতে রূপ দিয়েছেন। খ্রীষ্ট, তিনি নিজেই ঈশ্বর, তিনিই মণ্ডলীর ভিত্তির নকশা একেছেন, সমস্ত উপকরণ যোগান দিয়েছেন এবং সর্বশক্তিমানের ক্ষমতায় তাদেরকে এমন রূপ দান করেছেন যেন তারা সকলে মিলে একটি মণ্ডলী গঠনে সক্ষম হয়। তিনি এই গৃহকে একীভূত করেছেন এবং এর সমস্ত উপকরণকে একত্রিত করে একটি কাঠামোয় রূপ দিয়েছেন, তিনি এর সঠিক বিন্যাস সাধন করেছেন এবং তিনি এই গৃহকে তাঁর নিজ উপস্থিতি দ্বারা ভূষিত করেছেন, যা ঈশ্বরের গৃহের সত্যিকার মহিমা ও গৌরব।

(২) খ্রীষ্ট ছিলেন গৃহের মনিব, সেই সাথে এর নির্মাতা, পদ ৫, ৬। এই গৃহ তাঁর মনের মত করে তৈরি করা হয়েছে, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের পুত্র। মোশি ছিলেন কেবল একজন বিশ্বস্ত দাস,যেন তিনি এমন কিছু বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেন যা পরবর্তীতে কোন এক সময় প্রকাশিত হবে। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের অনন্তকালীন পুত্র হিসেবে মণ্ডলীর যথাযোগ্য মনিব এবং

সার্বজনীন শাসনকারী। মোশি ছিলেন একজন প্রতীকী শাসক মাত্র, যেন তিনি মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত কিছুর সাক্ষ্য বহনকারী হতে পারেন এবং তা পূর্ণাঙ্গ হয়। তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল যেন তিনি সুসমাচারের মাধ্যমে প্রকাশিত খ্রীষ্টের আত্মাকে আগেই মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন; আর সেই কারণে খ্রীষ্ট মোশির চাইতে আরও অনেক বেশি মহিমা ও গৌরব পাওয়ার যোগ্য এবং তিনি আরও বেশি সমম্মান ও শ্রদ্ধা লাভের যোগ্য। লেখক এই প্রসঙ্গে আলোচনাটি এভাবে শেষ করেছেন:-

[১] তাঁর নিজের ও সকল বিশ্বাসীদের প্রতি এই সত্যটি যে অপূর্ব সান্ত্বনা বয়ে নিয়ে আসে তা বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে (পদ ৬), আমরাই তাঁর সেই গৃহ: আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মণ্ডলী, ঠিক যেভাবে আমরা সকলে পবিত্র আত্মার আবাস স্থল এবং খ্রীষ্ট আমাদের মাঝে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বাস করেন। আমরা সকলে সমন্বিতভাবেও খ্রীষ্টের মণ্ডলী, কারণ আমরা সকলে মণ্ডলীতে অনুগ্রহ, সত্য, বিধান, সুসমাচারের পরিচালনা এবং উপাসনার মধ্য দিয়ে এক বন্ধনে আবদ্ধ থাকি।

[২] যারা এই গৃহকে ধারণ করে রাখে তাদের বিষয়ে তিনি এক সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছেন: "যদি আমরা আমাদের গর্বের বস্তু সেই প্রত্যাশাকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করি; এর অর্থ হচ্ছে, যদি আমরা এক সাহসিকতা পূর্ণ এবং মুক্ত চিন্তা ও সুসমাচারের সত্যের প্রতি দৃঢ় একাগ্রতা ধারণ করি, যার উপরে আমাদের অনুগ্রহের সকল আশা ও গৌরব নিহিত, আর এভাবেই আমাদের প্রয়োজন জীবন ধারণ করা এবং আশায় নিজেদেরকে উজ্জীবিত রাখা, যা আমাদেরকে জীবনের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং দৃঢ়ভাবে একই অবস্থানে স্থির থাকতে সাহায্য করবে। যদি আমরা সুসমাচারের সত্যের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও অবস্থান ধরে রাখতে পারি, যাঁর উপরে আমাদের অনুগ্রহ ও গৌরবের আশা নির্মিত এবং যাঁর উপরে নির্ভর করে আমরা জীবন ধারণ করি, আর এর মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের পবিত্র আনন্দ লাভ করে থাকি, যার কোন শেষ নেই, কিন্তু তার আগে আমাদেরকে অবশ্যই এই ধার্মিকতায় স্থির থাকতে হবে।" এই কারণে আপনি দেখতে পাবেন যে, খ্রীষ্টের পথে শুধু যে এক দারুন কর্মপন্থা রয়েছে তাই নয়, বরং শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার ও স্থির হয়ে থাকার এক দারুন দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় রয়েছে। এখানে আমরা এ বিষয়ে নির্দেশনা দেখতে পাই যে, তাদের অবশ্যই কোন কাজটি করা উচিত, যারা খ্রীষ্টের গৃহে অবস্থানের সম্মান ও সুযোগ লাভ করেছে।

প্রথমত, তাদেরকে অবশ্যই তাদের মাথায় এবং হৃদয়ে সুসমাচারের সত্য ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদেরকে অবশ্যই তাদের আনন্দ ও সুখের আশা এবং সত্যের উপরে নির্ভর করে নির্মাণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, তাদেরকে অবশ্যই এই সকল সত্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

চতুর্থত, তাদেরকে এমনভাবে জীবন ধারণ করতে হবে, যাতে করে তারা তাদের সমস্ত সাক্ষ্য স্পষ্টভাবে দান করতে পারে, যাতে করে তারা আশায় উজ্জীবিত হয়ে আনন্দ করতে

পারে এবং এরপর তারা সকলে শেষ পর্যন্ত অধ্যবসায় ধারণ করতে পারে। এক কথায় তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হয়ে পথ চলতে হবে, একাগ্রতার সাথে, সাহসিকতার সাথে এবং প্রতিনিয়ত বিশ্বাসে ও সুসমাচারের আলোকে তাদেরকে পথ চলতে হবে, যাতে করে তাদের প্রভু যখন আসেন তখন তিনি তাদেরকে অনুমোদন ও গ্রহণ করেন।

ইব্রীয় ৩:৭-১৯ পদ

অধ্যায়ের এই শেষ অংশে এসে লেখক তার পাঠকদেরকে আন্তরিকভাবে কিছু সাবধনতা অবলম্বন করতে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তিনি গীতসংহিতা ৯০:৭ পদ থেকে উদ্ধৃতি করে তাদেরকে শোনাচ্ছেন, যেখানে আমরা লক্ষ্য করতে পাই:-

ক. তিনি তাদেরকে কী করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন: তিনি তাদেরকে খ্রীষ্টের আহ্বানের প্রতি এক তাৎক্ষণিক এবং প্রাণবন্ত সাড়া দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। "তাঁর কণ্ঠস্বর শোনো, তাকে কর্ণপাত কর, তা গ্রহণ কর ও তা বিবেচনা কর যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তোমাদের কাছে কী বলতে চান; এটি তোমাদের নিজেদের জীবনে প্রয়োগ কর যথাযথ ভালবাসার ও আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে এবং তা প্রতিদিন অনুসরণ কর, কারণ আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয়তো আসলে অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে।"

খ. তিনি তাদেরকে কোন বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন: তিনি তাদেরকে সাবধান করেছেন যেন তারা তাদের অন্তরকে খ্রীষ্টের পরামর্শের বিরুদ্ধে শক্ত করে না ফেলে এবং তাঁর আহ্বানের বিরুদ্ধে তাদের কানকে বধির করে না ফেলে। "যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের মন্দতার বিষয়ে বলবেন, পবিত্রতার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে বলবেন, তাঁকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমাদের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়ার কথা বলবেন, তখন তোমাদের কান এবং হৃদয় এমন মহান একটি কণ্ঠস্বরের বিরুদ্ধে বন্ধ করে রেখো না।" এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, আমাদের অন্তর কঠিন করে রাখার অর্থ হচ্ছে সেখানে সমস্ত ধরনের পাপ আশ্রয় পাবে এবং তৈরি হবে।

গ. তিনি তাদেরকে কার উদাহরণ দেবার মধ্য দিয়ে সতর্ক করেছেন– সেই ইস্রায়েলী ও তাদের পিতৃপুরুষদের উদাহরণ দিয়ে, যারা প্রান্তরে ছিল: যেমন সেই বিদ্রোহ স্থানে, মরুভূমির মধ্যে সেই পরীক্ষার দিবসে ঘটেছিল; এটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় মঃসা ও মরীবার সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা, যাত্রা ১৭:২-৭। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. পরীক্ষার দিন অনেক সময় বিদ্রোহের দিন হয়ে পড়ে।

২. ঈশ্বর যখন আমাদেরকে পরীক্ষা করেন এবং আমাদেরকে দেখাতে চান যে, আমরা আসলে পুরোপুরিভাবে তাঁর উপরেই নির্ভরশীল এবং তাঁকে অবলম্বন করেই বেঁচে থাকি, তখনও আমরা যদি বিদ্রোহ করি তখন তা হয়ে দাঁড়ায় অত্যন্ত মারাত্মক, কারণ তখন আমরা প্রমাণ হাতে পেয়েও বিদ্রোহ করি।

৩. অন্যদের পাপ, বিশেষ করে আমাদের যারা নিকট সম্পর্কীয় তাদের পাপ অবশ্যই আমাদের জন্য সর্তকতামূলক। আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপ এবং তার শাস্তি অবশ্যই আমাদের স্মরণ করা উচিত, যাতে করে আমরা তাদের সেই সকল মন্দ দৃষ্টান্তের পথে পা না বাড়াই। এখন যেহেতু এখানে যিহূদীদের পূর্ব পুরুষদের সকল পাপের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে, এখন লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) এই পিতারা যে অবস্থানে ছিলেন, যখন তারা পাপ করেছিলেন: তারা মরুভূমিতে অবস্থান করছিলেন, তারা মাত্র মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তারা তখনো কনানে পৌঁছান নি, যে কথা চিন্তা করে তাদের উচিত ছিল পাপ করা থেকে বিরত থাকা।

(২) তারা যে পাপের জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন: তারা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি বিদ্রোহ করেছিলেন। তারা ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করেছিলেন, মোশির বিরুদ্ধে বচসা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের কণ্ঠের সামনে সমবেত হন নি।

(৩) তাদের পাপের আরও কিছু গুরুতর দিক: তারা মরুভূমির মাঝে বসে পাপ করেছিল, যেখানে তাদের অবশ্যই কোন সন্দেহ ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপরে নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছিল। তারা এমন সময় পাপ করেছিল যখন ঈশ্বর নিজে তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। তারা এমন সময় পাপ করেছিল যখন তারা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের হাতের কাজ দেখতে পাচ্ছিল, তারা মিসর থেকে তাদের উদ্ধারের জন্য বিস্ময়কর কাজ দেখতে পাচ্ছিল এবং সেই মরুভূমিতে তাদের প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য যে সাহায্য ও যোগান প্রয়োজন ছিল তা তারা সব সময় পেয়ে যাচ্ছিল। এভাবেই তারা চল্লিশ বছর ধরে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে গেছে। এটি ছিল অত্যন্ত ঘৃণিত পাপ ও বিপক্ষতা।

(৪) এ ধরনের মারাত্মক পাপের উৎস এবং সঞ্চার স্থল, যা ছিল:-

[১] তারা তাদের অন্তরে এই ভুলটি প্রথমে করেছিল; আর তাদের অন্তরের এই ভুল আরও অনেককে মুখের কথায় এবং জীবন ধরণের কাজে ভুল করতে উৎসাহিত করেছিল।

[২] তারা ঈশ্বরের পথ জানতো না, যদিও তিনি তাদের সামনেই হাঁটতেন। তারা তার পথ চিনতো না; এমন কি সেই পথও চিনতো না, যা তিনি তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছিলেন এবং যে পথে তিনি নিজে হেঁটে এসেছেন, কিংবা যে পথে অনুসরণ করে তাদের বিবেক অনুসারে চলা উচিত ছিল সেই পথও তারা অনুসরণ করে নি। তারা কখনোই সঠিকভাবে তার প্রত্যাদেশ বা তার বিধান পালন করে নি।

(৫) ঈশ্বর তাদের এই পাপের কারণে তাদেরকে যে ন্যায্য শাস্তি দান করলেন এবং তথাপি তিনি তাদের প্রতি যে মহা ধৈর্য দেখালেন (পদ ১০): এজন্য আমি এই জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হলাম। লক্ষ্য করুন:-

[১] সকল পাপ, বিশেষ করে যে পাপ সাধিত হয় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত ও বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত জাতির মধ্য থেকে, তা ঈশ্বরকে শুধু যে ক্রোধান্বিত ও বিঘ্নিত করে তা-ই শুধু নয়, সেই সাথে তাকে দুঃখও দেয়।

[২] ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে তাদের পাপের কারণে শাস্তি দেওয়ার জন্য আর দ্বিধা করবেন না, কারণ ইতোমধ্যে তিনি তার লোকদের জন্য অনুগ্রহের সাথে বহু দিন অপেক্ষা করেছেন ও ধৈর্য ধরেছেন, কিন্তু তারা পথে ফেরে নি।

[৩] ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, যে সময়ের মধ্যে তারা পাপ করার মধ্য দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের পাপের মধ্য দিয়ে তাঁকে দুঃখ দিয়েছেন; কিন্তু অবশেষে যদি তারা তাদের পাপের মধ্য দিয়ে ক্রমাগতভাবে ঈশ্বরের আত্মাকে কষ্ট দিতে থাকে, তাহলে তারা তাদের নিজেদের আত্মার উপরেই মারাত্মক পাপ করবে এবং তারা তাদের উপরে মারাত্মক বিচার ও শাস্তি নিয়ে আসবে।

(৬) তাদের পাপের জন্য এখন তাদের উপরে নেমে আসবে এমন এক শাস্তি ও বিনাশ, যা ফেরানোর আর কোন উপায় নেই। ঈশ্বর তাদের উপরে এমনভাবে তাঁর ক্রোধ ঢেলে দেবেন যে, তারা আর তাদের বিশ্রাম স্থলে প্রবেশ করতে পারবে না, তারা আর তাদের স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞাত স্থানে প্রবেশ করতে পারবে না, সেই স্বর্গীয় কনানে প্রবেশ করতে পারবে না। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] পাপ, যা দীর্ঘদিন ধরে করা হয়ে থাকে, যা স্বর্গীয় ক্রোধ জ্বালিয়ে তোলে এবং এর শিখাকে পাপীদের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তোলে।

[২] ঈশ্বরের ক্রোধ অনুতাপ বিহীন পাপীকে খুঁজে বের করবে এবং তা তাকে ধার্মিক ক্রোধ সহকারে ধ্বংস করে দেবে। সে তার ক্রোধে ধ্বংস হয়ে যাবে, কারণ সে ধার্মিকতার বিরুদ্ধে পাপ করেছে এবং এই কারণে এর মধ্য দিয়ে সে নিজের ধ্বংসই ডেকে নিয়ে এসেছে। তার জীবন হয়ে উঠবে অশান্ত ও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ, কারণ ঈশ্বরের ক্রোধের নিচে যে থাকে সে কখনোই জীবনে শান্তি লাভ করতে পারে না।

ঘ. লেখক এখানে তাদের কিছু ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্তের কথা বলছেন, পদ **১২, ১৩**। তিনি ইব্রীয়দেরকে একটি সাধারণ সাবধান বাণী শুনিয়েছেন এবং তাদেরকে স্নেহের সাথে তা পালন করতে পরামর্শ দান করেছেন।

১. তিনি ইব্রীয়দেরকে একটি যথার্থ সাবধান বাণী দান করেছেন; কথাটি ছিল এমন, ভাইয়েরা, দেখ– ***blepete***; দৃষ্টি দাও, মনযোগ দাও। "তোমাদের আশেপাশে তাকাও; তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষিত কর যেন তোমাদের ভেতরে কোন মন্দতা প্রবেশ করতে না পারে এবং সেই সাথে তোমাদের ভেতর থেকেও কোন মন্দতা বের হয়ে আসতে না পারে; সব সময় সতর্ক থাক। তোমরা জানো যে, কী কারণে তোমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই কনান দেশে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে নি এবং তারা শেষ পর্যন্ত সেই মরুভূমির প্রান্তরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। দেখ, সতর্ক হও, পাছে তোমরাও তাদের মত সেই একই পাপ এবং পরিণামে ভয়ঙ্কর শাস্তির মুখে পতিত হও। যেহেতু তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, খ্রীষ্টই মণ্ডলীর মস্তক, যিনি মোশির চাইতেও অনেক বেশি মহান ব্যক্তি, সেহেতু তাঁর প্রতি তোমরা যে বিরোধিতা করবে ও তাঁর প্রতি বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, তা হবে মোশির প্রতি করা পাপের চাইতেও অনেক বড় পাপ; আর সেই কারণে তোমরা

এখন তাদের চাইতে আরও বড় ও মারাত্মক শাস্তি ভোগের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছ।” লক্ষ্য করে দেখুন, অন্যদের ধ্বংস ও শাস্তি আমাদের জন্য একটি সাবধান বাণী স্বরূপ হওয়া উচিত, যেন আমরা সেই পাথরের দিকে চোখ রেখে সাবধানে পথ চলি, যে পাথরে উছোট খেয়ে তারা পড়ে গিয়েছিল। ইস্রায়েলের পতন তাদের সকলের জন্য একটি চিরকালীন সাবধান বাণী স্বরূপ, যারা তাদের পরে আসবে, কারণ এর সব কিছুই ঘটেছে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে (১ করি ১০:১১) এবং তা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত। দেখ; যারা যারা নিরাপদে স্বর্গে গমন করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের প্রতি সঠিকভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. তিনি এক স্নেহপূর্ণ পরামর্শ দানের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি তার বক্তব্যকে আরও জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন: “ভাইয়েরা, শুধু মাত্র মাংসিক সম্পর্কে কারণে নয়, বরং প্রভুতে যাদের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে, যে ভাইদেরকে আমি ভালবাসি, আমার সেই ভাইদের মঙ্গলের জন্য আমি এত পরিশ্রম করেছি এবং তাদের মঙ্গল কামনা করে গেছি।” আর এখানে তিনি ব্যাপকভাবে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি আসলে কী বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করতে চেয়েছিলেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) যে হৃদয়ে বিশ্বাস থাকে না, সেই হৃদয় শয়তানীতে পূর্ণ হৃদয়। বিশ্বাসহীনতা এক মহা পাপ, এটি মানুষের হৃদয়কে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে যায়।

(২) একটি মন্দ হৃদয়, যা বিশ্বাসহীনতায় পূর্ণ থাকে, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের পাপপূর্ণ প্রস্থানের সবচেয়ে বড় একটি ধাপ। এটি ধর্ম ত্যাগের সবচেয়ে বড় স্তর। একবার যদি আমরা আমাদের ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাকে ত্যাগ করি।

(৩) খ্রীষ্টান ভাইদেরকে অবশ্যই ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। যারা ভাবে যে, তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, তাদের অবশ্যই এ কথা শুনে সতর্ক হওয়া উচি, পাছে তারা পড়ে যায়।

৩. তিনি এই উত্তম উপদেশের সাথে সাবধানতা যুক্ত করেছেন এবং তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন যেন তারা এই বিশ্বাসহীন হৃদয়ে পরিণত হওয়ার মন্দতা থেকে রেহাই পেতে পারে, যাতে করে তারা প্রতি দিন একে অন্যকে চেতনা দেয় ও উজ্জীবিত করে তোলে, পদ ১৩। লক্ষ্য করুন:-

(১) আমরা যখন এক সাথে রয়েছি তখন আমাদের অবশ্যই একে অন্যের প্রতি যা কিছু মঙ্গল সাধন করতে পারি তা করা প্রয়োজন, যা এক সংক্ষিপ্ত এবং অনির্ধারিত সময়ের মাঝে করতে হবে।

(২) যেহেতু আগামীকালের উপরে আমাদের কোন হাত নেই, সে কারণে আমাদেরকে অবশ্যই আজকের দিনটিকে যথা সম্ভব উন্নতি সাধন করতে হবে।

(৩) যদি খ্রীষ্টানরা প্রতিনিয়ত একে অপরকে চেতনা না দেয় এবং উজ্জীবিত করে না

তোলে, তাহলে তারা সকলে পাপের প্রতারণার কারণে প্রতিনিয়ত তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে ওঠার ঝুঁকিতে রয়েছে। লক্ষ্য করুন:-

[১] পাপের মাঝে এক বিরাট প্রতারণার বিষয় রয়েছে। এটি আমাদের সামনে খুব স্বাভাবিক রূপ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু তা আসলে প্রচণ্ডভাবে কলুষিত। এটি আমাদের সামনে আনন্দের আত্মা নিয়ে আসে, কিন্তু তা আসলে কণ্টকময়; এটি আমাদেরকে অনেক কিছুর প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু তা আসলে কিছুই করে না।

[২] পাপের কাঠিন্য আমাদের আত্মার কঠিন হয়ে ওঠার প্রবণতাকে বাড়িয়ে তোলে। একটি পাপ আমাদেরকে আরেকটি পাপের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। প্রতিটি পাপ আমাদের এই মন্দ অভ্যাসকে আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে। চেতনার বিরুদ্ধে পাপ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ একটি বিষয়, কারণ তা আমাদের বিবেককে করে তোলে কলুষিত। আর সেই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই একে অন্যকে পাপের বিষয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা উচিত এবং তাদেরকে চেতনা দেওয়া উচিত, যেন তা আমাদের জন্য ও তাদের জন্য সমানভাবে ফলপ্রসূ হয়।

৪. তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যারা শুধুমাত্র যে উত্তমভাবে নিজেদেরকে একটি অবস্থানে নিয়েছে তাই নয়, সেই সাথে সেখানে দৃঢ়ভাবে দাড়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছে (পদ ১৪): কেননা আমরা খ্রীষ্টের সহভাগী হয়েছি– অবশ্য যদি আমাদের আদি ভরসা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় করে ধারণ করি। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) পবিত্র ব্যক্তিদের সুযোগ সমূহ: তারা খ্রীষ্টের সহভাগী হয়েছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তারা খ্রীষ্টের পবিত্র আত্মার সহভাগী হয়েছেন, তাঁর প্রকৃতি, তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর অনুগ্রহ, ধার্মিকতা এবং খ্রীষ্টের জীবনের সহভাগী হয়েছেন; যা কিছু খ্রীষ্টের, যা কিছুতে খ্রীষ্ট রয়েছেন, যা কিছু খ্রীষ্ট সাধন করেছেন এবং যা কিছু তিনি করতে পারেন তাঁর সমস্ত কিছুর প্রতি তারা আগ্রহী।

(২) কোন ধরনের পরিস্থিতিতে তারা এই সুযোগ লাভ করতে পারেন: শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টান খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি যথাযথ বিশ্বাস ও তা সাহসিকতার সাথে ঘোষণা করার মত মনোবল ধারণ করা। এমন নয় যে, তারা এর কারণে জীবন পাবেন, যেহেতু তারা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমানের প্রতি বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের নিশ্চয়তা লাভ করেছেন, কিন্তু এভাবে তারা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অধীনে থাকবেন, যা তাদেরকে অনন্ত জীবনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এতে করে তারা হয়ে উঠবেন সতর্ক এবং অধ্যবসায়ী, এবং এর ফলে তারা ধর্মচ্যুত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] যে চেতনা দিয়ে খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের পথে চলতে শুরু করেন সেই একই চেতনা দিয়ে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে ও টিকে থাকতে হবে। যারা আন্তরিকভাবে তাদের যাত্রা শুরু করে এবং যাদের মধ্যে থাকে জীবন্ত ভালবাসা ও পবিত্র প্রত্যয় ও বিনম্র নির্ভরতা, তারা আসলে একই চেতনায় ও উদ্দীপনায় চালিত হয়।

[২] কিন্তু এমন আরও অনেকে রয়েছে যারা তাদের কাজের শুরুতে অনেক সাহস ও আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয় প্রকাশ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তা ধরে রাখতে পারে না।

[৩] বিশ্বাসে অধ্যবসায় ধারণ করা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাসের আন্তরিকতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

৫. লেখক আবারও সেই কথায় ফিরে গেছেন যা তিনি এর আগে গীতসংহিতা ৯০:৭ পদ থেকে উদ্ধৃত করে আলোচনা শুরু করেছিলেন, আর তিনি এই প্রসঙ্গটিকে প্রয়োগ করেছেন সেই প্রজন্মের লোকদের প্রতি, পদ ১৫, ১৬। এই কথা উদ্ধৃত হয়েছে, অদ্য যদি তোমরা তাঁর রব শ্রবণ কর; অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, "এর আগে যা পবিত্র শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি করা হল তা আর শুধুমাত্র বিগত যুগের জন্য নয়, বরং এখন তা তোমাদেরই জন্য এবং সেই সমস্ত মানুষদের জন্য, যারা তোমাদের পরে আসবে; যাতে করে তোমরা সতর্ক হও। সেই একই পাপে যেন তোমরা পতিত না হও, পাছে তোমরা তাদের মত একই শাস্তি ভোগ কর।" লেখক তাদেরকে এ কথা বলছেন যে, যদিও যারা যারা ঈশ্বরের রব শুনেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই তার বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু তথাপি সকলেই তা করে নি। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) যদিও শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীনতার মধ্য দিয়ে তাদের অন্তরকে কঠিন করে তুলেছিল, তথাপি তাদের মধ্যে অনেকে ছিল যারা এই সংবাদ শুনে তাতে বিশ্বাস করেছিল।

(২) যদিও বাক্য শ্রবণ করা হচ্ছে পরিত্রাণ লাভ করার অতি প্রাথমিক একটি স্তর, তথাপি তা একেবারেই শ্রবণ না করলে মানুষ আরও বেশি করে ঈশ্বরের ক্রোধে পতিত হয়।

(৩) ঈশ্বরের কিছু লোক অবশিষ্ট থাকবে, যারা তার কণ্ঠের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং তিনি তাদের যত্ন নেবেন ও তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দান করবেন।

(৪) তারা সকলেই প্রাথমিক অবস্থায় পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও কিছু লোক অনন্ত পরিত্রাণের অংশীদার হতে পারবে, কিন্তু অবাধ্য শ্রোতারা চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬. লেখক পূর্ববর্তী উদ্ধৃতাংশের প্রেক্ষিতে কিছু প্রশ্ন সামনে এনেছেন এবং সেগুলোর যথাযথ উত্তর দান করেছেন (পদ ১৭-১৯): কাদের প্রতিই বা তিনি চল্লিশ বৎসর অসন্তুষ্ট ছিলেন? তাদের প্রতি কি নয়, যারা পাপ করেছিল, যাদের লাশ মরুভূমিতে পড়ে ছিল? এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র তাদের প্রতিই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যারা তার বিরুদ্ধে পাপ করেছিল এবং যারা ক্রমাগতভাবে পাপের মধ্যে জীবন যাপন করছিল।

(২) ঈশ্বর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই সমস্ত পাপের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, যা একটি জাতির অধিকাংশ মানুষ প্রকাশ্যে সাধন করে থাকে। যখন পাপ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে তখন তা সবচেয়ে দুঃখজনক হয়ে দাঁড়ায়।

BACIB International Bible CHURCH

(৩) যদিও ঈশ্বর বহু দিন দুঃখ করেন এবং বহু দিন সহ্য করেন, মন্দতাও চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করে থাকেন এবং তা সংশোধনের আশায় থাকেন, তথাপি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তিনি এক সময় আর ধৈর্য ধারণ করেন না, বরং তিনি তাদেরকে শাস্তি দানের মধ্য দিয়ে তাদের এই পাপের অবসান ঘটান।

(৪) বিশ্বাসহীনতা (এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে বিদ্রোহ) হচ্ছে এই পৃথিবীর এক মারাত্মক ধ্বংসকারী পাপ, বিশেষ করে তাদের জন্য, যারা ইতোমধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর চিন্তার প্রত্যাদেশ লাভ করেছে। এই পাপ ঈশ্বরের হৃদয়কে বন্ধ করে দেয় এবং স্বর্গের দরজা বন্ধ করে দেয় সেই সমস্ত পাপীদের বিপক্ষে। এটি তাদেরকে ঈশ্বরের ক্রোধ এবং অভিশাপের অধীনে পতিত করে এবং তাদেরকে সেখানেই ফেলে রাখে; এই কারণে তার নিজের সত্য এবং ন্যায় বিচার বজায় রাখার জন্য তিনি অবশ্যই তাদেরকে চিরকালের জন্য বহিষ্কার করবেন।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ৪

পত্রটির লেখক বিগত অধ্যায়ে প্রাচীন যুগের যিহূদীদের পাপ এবং শাস্তির বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন, যার ধারাবাহিকতায় তিনি এই অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা শুরু করেছেন:-

ক. তিনি এ কথা ঘোষণা করছেন যে, সুসমাচারের অধীনে খ্রীষ্টে আমাদের সকল সুযোগ মোশির অধীনে যিহূদী জাতির সকল সুযোগের চেয়ে অনেক বেশি মহত্তর, এই কারণে পূর্ববর্তী চুক্তির তুলনায় আমাদের চুক্তি অনেক বেশি শ্রেয়, পদ ১-৪।

খ. তিনি এই বিষয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কেন প্রাচীন থেকে এখন পর্যন্ত ইব্রীয়রা তাদের ধর্মীয় সুযোগ লাভ করেও যথাযথভাবে লাভবান হতে পারে নি, পদ ২।

গ. এরপর তিনি তাদের সুফলের কথা নিশ্চিত করেছেন, যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের দুর্দশার কথা বলেছেন, যারা তাদের বিশ্বাসহীনতায় পড়ে থাকবে, পদ ৩-১০।

ঘ. বিশ্বাস ও বাধ্যতার প্রতি যথাযথ ও শক্তিশালী যুক্তি এবং পরিকল্পনার কথা উল্লেখপূর্বক তিনি এই অধ্যায়টির সমাপ্তি টেনেছেন।

ইব্রীয় ৪:১-১০ পদ

এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. লেখক এখানে ঘোষণা করছেন যে, সুসমাচারের অধীনে খ্রীষ্টের কাছ থেকে আমরা যে সকল সুযোগ পেয়ে থাকি, তা মোশির ব্যবস্থার অধীনে যারা রয়েছে তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধার চেয়ে অনেক বেশি মহান। তিনি এ কথা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার জন্য আমাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। এর অর্থ হল, আমরা খ্রীষ্টের সাথে একটি চুক্তির সম্পর্কে প্রবেশ করবো, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হব এবং তাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হব, যে পর্যন্ত না আমরা গৌরবে ও মহিমায় পরিপূর্ণতা অর্জন না করি। কীভাবে আমরা এই মহা বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারি সে বিষয়ে আমরা প্রত্যাদেশ লাভ করবো, প্রস্তাবনা লাভ করবো এবং সর্বোৎকৃষ্ট দিক নির্দেশনা লাভ করবো। আত্মিক বিশ্রামের এই প্রতিজ্ঞাই হচ্ছে সেই প্রতিজ্ঞা যা আমাদের জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শেষ ইচ্ছা এবং চুক্তি, যা আমাদের এক মহা মূল্যবান উত্তরাধিকার। আমাদের কাজ হল এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা যে, আমরা যেন সেই উত্তরাধিকারী হতে পারি এবং আমরা যেন পাপ, শয়তান ও মাংসিকতার কবল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে এই বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারি, যার

মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মা মন্দতার গোলামি থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং আমরা সকল প্রকার পার্থিব বাধ্য বাধকতা এবং ব্যবস্থার যোয়ালির অধীনতা, এর অপ্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং কষ্টকর কার্যক্রম থেকে মুক্তি লাভ করি। সেই সাথে এ সবের ফলশ্রুতিতে যেন আমরা ঈশ্বরের চুক্তি ও তাঁর বিধানের অধীনে এসে শান্তিতে বসবাস করতে পারি এবং আমাদের নিজেদের বিবেককে শুচি রেখে যথাযথভাবে আমাদের কাঙ্খিত গন্তব্য অনুসারে চলতে পারি। এভাবে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে স্বর্গে যথার্থ এবং চিরন্তন বিশ্রাম লাভ করতে পারি।

খ. তিনি তার এই বক্তব্যের সত্যতা প্রকাশ করেছেন যে, আমরা অন্য সকলের চেয়ে অধিক সুযোগের অধিকারী। কারণ তিনি বলেছেন (পদ ২), আমাদের কাছে যেমন সুসমাচার প্রচার করা হয়েছে তেমনি তাদের কাছেও প্রচার করা হয়েছে; এই একই সুসমাচার উভয় নিয়মেরই সার হিসেবে প্রচার করা হয়েছে, যদিও তা সকল ক্ষেত্রে পরিষ্কার নয়; নতুন নিয়মে যেভাবে তা অত্যন্ত সহজভাবে এবং আমাদের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে চমৎকারভাবে আমাদের সামনে এনে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেভাবে তা পুরাতন নিয়মের করা হয় নি। প্রাচীন যিহূদীরা যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সুযোগ লাভ করেছে তা হচ্ছে সুসমাচারের সুযোগ। পুরাতন নিয়মের উৎসর্গ এবং অনুষ্ঠান সমূহ ছিল সুসমাচারের পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশ; আর এর মাঝে যা ছিল অত্যন্ত দারুন, সেটা ছিল এর মাঝে খ্রীষ্টের প্রতি সম্মাননা। এখন, যদি এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে ভাল সুযোগ হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নই, কারণ আমাদের কাছে যেমন সুসমাচার রয়েছে তেমনই তাদের কাছেও সুসমাচারে দেওয়া হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই সুসমাচার আমাদের কাছে আরও বেশি পবিত্র ও গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

গ. তিনি আবারও এ বিষয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কেন প্রাচীন যিহূদীদের মধ্যে এত কম লোক সুসমাচারের প্রত্যাদেশ লাভ করেছিল এবং তা উপভোগ করতে পেরেছিল, আর তা ছিল তাদের বিশ্বাসের অভাব: তারা যে সুসংবাদ শ্রবণ করেছিল তাতে তাদের কোন উপকার হয় নি, কেননা যারা তা শ্রবণ করেছিল তেমন শ্রোতাদের সংগে তারা বিশ্বাসে তাদের সংগে সংযুক্ত থাকে নি, পদ ২। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কাছে প্রচার করা হয়েছে যেন আমরা এর দ্বারা উপকৃত হই, যাতে করে আমরা এর মধ্য দিয়ে আত্মিক সম্পদ লাভ করতে সক্ষম হই। এটি এমন একটি মূল্য যা আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে যেন আমরা এর মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারি, আত্মার জন্য সমস্ত সম্পদ ও ধন অর্জন করতে পারি।

২. সকল যুগে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে ছিল যাদের প্রতি এই বাক্য কোন কাজে লাগে নি; অনেকেই প্রচারে অনেক বেশি অংশগ্রহণ করেছে এবং ঈশ্বরের বাক্য শুনেছে, কিন্তু সেখান থেকে তাদের আত্মার কোন প্রাপ্তি ঘটে নি, তারা কোনভাবেই উপকৃত হয় নি।

৩. বাক্যের অধীনে আসার পরও যখন আমরা এর থেকে কোনভাবে উপকৃত হতে পারি না, তখন এর মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় আমাদের বিশ্বাসহীনতা। আমরা যা শুনি তা বিশ্বাস

সহকারে শুনি না; শ্রোতার ভেতরে যখন বিশ্বাস দেখা যায়, তখন তা বাক্যকে জীবন্ত করে তোলে। যদিও প্রচারক সুসমাচারের বিশ্বাস করে থাকেন এবং তিনি তার প্রচারে বিশ্বাস সংযুক্ত করতে চান, আর এমনভাবে কথা বলতে চান যেন তিনি প্রকৃত অর্থে দারুনভাবে বিশ্বাসে প্রচার করেন এবং তিনি বিশ্বাসে কথা বলে থাকেন, তথাপি যদি তার শ্রোতারা যে বাক্য শুনছে তা বিশ্বাস সহকারে না শোনে, তাহলে অবশ্যই তাদের কোন উপকার হবে না। তারা প্রকৃত অর্থে যদি সেই বাক্যের সাথে একাত্ম হয়ে না যায় তাহলে তাদের কোন উপকার হবে না। এই বিশ্বাসকে অবশ্যই প্রতিটি বাক্যের সাথে মিশে যেতে হবে এবং যখন আমরা সেই বাক্য শুনবো তখন আমাদেরকে এর কাজ ও চর্চায় অভ্যস্ত হতে হবে; আর যখন আমরা সেই বাক্য শুনবো, এর সত্য সম্পর্কে নিজেরা অবগত হব, যখন তা গ্রহণ করবো, যখন এর প্রস্তাবিত দয়া ও অনুগ্রহ গ্রহণ করতে চাইবো, আমাদের নিজেদের প্রতি উপযুক্ত ভালবাসা সহকারে এই বাক্য প্রয়োগ করবো, তখনই কেবল আমরা এক মহা সুফল লাভ করতে পারবো এবং এই বাক্যকে আমরা সত্যিকার অর্থেই আমাদের জীবন পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো।

ঘ. এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেই লেখক ক্রমাগতভাবে এই বিষয়ে সাবধান করে গেছেন যে, যারা সুসমাচারের সুফল ভোগ করবে, তাদেরকে সব সময় একটি পবিত্র ভীতি এবং আগ্রহ বজায় রাখতে হবে এবং সেভাবেই চলতে হবে, পাছে সুপ্ত বিশ্বাসহীনতা তাদের বাক্যের এই সুফল কেড়ে না নেয় এবং তারা যে আত্মিক বিশ্রাম লাভ করতে শুরু করেছে তা তাদের কাছে মিথ্যে বলে পরিগণিত না হয়। আমাদের সাবধান হতে হবে যেন আমাদের মধ্যে কেউ সেই বিশ্রামে প্রবেশ করা থেকে বঞ্চিত না হয়, পদ ১। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. অনুগ্রহ এবং মহিমা সম্পূর্ণভাবে সুসমাচারের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব: একটি প্রস্তাবনা আমাদের জন্য রয়েছে এবং একটি প্রতিজ্ঞার তাদের জন্য রয়েছে যারা এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করবে।

২. যারা এই দান গ্রহণ করবে তারাও শেষ পর্যন্ত এর থেকে বঞ্চিত হতে পারে। যারা শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ লাভ করবে, তারা বিশ্বাসহীনতার কারণে এর থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

৩. সুসমাচারের পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি বিষয়, যার কারণে আমরা আমাদের সত্তাকে হারিয়ে ফেলতে পারি এবং আমাদের পবিত্র ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারি। আমাদের আশা ভরসা এর থেকে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আত্মিক বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ একটি বিষয়, যা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে। এ ধরনের হতাশা আসলেই প্রচণ্ড ধ্বংস সাধক হতে পারে।

৪. আমাদের প্রকৃত অর্থে বঞ্চিত হওয়া কিংবা আপাত দৃষ্টিতে পিছিয়ে পড়াকে প্রতিহত করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে একটি পবিত্র এবং ধর্মীয় ভীতি বোধের সঞ্চার ঘটানো,

যেন তা আমাদেরকে পিছিয়ে পড়া বা বঞ্চিত হওয়া থেকে বাধা দিয়ে রাখে। এটি আমাদেরকে করবে সতর্ক এবং অধ্যবসায়ী, আন্তরিক এবং কর্তব্য পরায়ণ; এই ভয় আমাদেরকে আমাদের বিশ্বাস এবং এর চর্চার পরীক্ষা করাবে; এর মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমে আরও বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে উঠবো।

ঙ. লেখক এখানে তাদের সেই সুখের কথা ঘোষণা করছেন ও এর নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করছেন, যারা যারা সত্যিকার অর্থে সুসমাচারে বিশ্বাস করবে এবং এটি তিনি করেছেন এভাবে:-

১. তিনি ইতিবাচকভাবে এর সত্যতার কথা ঘোষণা করেছেন, আর তিনি তা করেছেন তার নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্যদের অভিজ্ঞতার আলোকে: “বাস্তবিক বিশ্বাস করেছি যে আমরা, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারছি, পদ ৩। আমরা খ্রীষ্টের সাথে এক অনুগ্রহ পূর্ণ সম্মিলনে প্রবেশ করবো এবং এই পরিস্থিতিতে আমরা আসলে পাপের ক্ষমা ও এর সুমিষ্ট সমস্ত ফল লাভ করতে সক্ষম হই। আমরা লাভ করি বিবেকের শান্তি, পবিত্র আত্মার আনন্দ, অনুগ্রহের বৃদ্ধি লাভ এবং গৌরবের আনন্দ। আমরা পাপ থেকে মুক্তির আনন্দে বিশ্রাম লাভ করি এবং আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ করতে পারি, যে পর্যন্ত না আমরা তাঁর সাথে স্বর্গে বিশ্রাম লাভের জন্য প্রস্তুত না হই।”

২. লেখক এ বিষয়টি প্রকাশ করেছেন ও নিশ্চিত করেছেন যে, যারা বিশ্বাস করে তারা এভাবে সুখী হয় এবং তারা বিশ্রামে প্রবেশ করে।

(১) ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর সৃষ্টির কাজ সমাপ্ত করা এবং তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করা (পদ ৩, ৪)। এর থেকে আমাদের প্রথম পিতা-মাতা সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করার বিধান লাভ করেছিলেন এবং তারা প্রভুর সাথে সেই বিশ্রাম কাটাতেন। এখন প্রভু যেহেতু তাঁর কাজ শেষ করেছেন এবং এই কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন এবং একে বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন, সে কারণে তিনি তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন যারা বিশ্বাসে তার কাজ শেষ করার জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে এবং এর পরে তিনি তাদেরকে তাঁর কাছে বিশ্রাম দান করবেন।

(২) মানুষের পাপে পতনের পর থেকে ঈশ্বর বিশ্রামবার পালনের প্রথা শুরু করেছেন এবং তিনি একজন পরিত্রাণকর্তার প্রত্যাদেশ দান করেছেন। তাদেরকে অবশ্যই সপ্তম দিনকে প্রভুর উদ্দেশ্য পবিত্র বিশ্রামের দিন হিসেবে পালন করতে হবে। আর এভাবেই তারা তাঁকে প্রশংসা দান করে থাকে, কারণ তিনিই তাদেরকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মাঝে শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন। তারা এভাবেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করলো যে, তিনি এখন যেন তাদেরকে তার অনুগ্রহের আত্মায় নতুন জন্ম দান করেন এবং তাদেরকে সেই প্রতিজ্ঞাত পরিত্রাণকর্তার এবং সমস্ত বিষয়ের সম্মিলনকারীর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে পরিচালনা দান করেন, যে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তারা তাদের আত্মাকে বিশ্রামে নিয়ে যেতে পারবে।

(৩) যে সমস্ত যিহূদীরা বিশ্বাস করেছিল তাদের জন্য ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞা ছিল প্রতিজ্ঞাত

কনানের চাইতে আরও বেশি কাঙ্খিত এক বিশ্রাম। আর যারা বিশ্বাস করেছিল, যেমন কালেব ও যিহোশূয়, তারাই সত্যিকার অর্থে কনানে প্রবেশ করেছিল; এই কারণে যে এখন সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করবে, সে-ই বিশ্রামে প্রবেশ করবে।

(৪) সপ্তম দিনের বিশ্রামের বিধান তৈরি হওয়া এবং পালনের পাশাপাশি আরেকটি বি-শ্রামের নিশ্চয়তা স্থাপিত হয়েছিল যা ছিল সেই কেনানীয় বিশ্রামের পরবর্তী সোপান, যা থেকে অনেক যিহূদীই বঞ্চিত হয়েছিল; কারণ গীতসংহিতা রচয়িতা আরেকটি দিন এবং আরেকটি বিশ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রামাণ্য যে, এটি ঈশ্বরের লোকদের জন্য আরও বেশি আত্মিক এবং চমৎকার এক সাব্বাথ, যা যিহোশূয়ের নেতৃত্বের কানান দেশে প্রবেশ করা লোকদের বিশ্রামে চেয়েও চমৎকার (পদ ৬-৯)। আর এই যে বিশ্রাম এখনও আমাদের প্রবেশ করা বাকি রয়েছে তা হচ্ছে:-

[১] অনুগ্রহের বিশ্রাম, সান্ত্বনার বিশ্রাম এবং পবিত্রতার বিশ্রাম, যা সুসমাচারের আদর্শ অনুসারে আমরা লাভ করবো। এটাই সেই বিশ্রাম যা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট লাভ করেছিলেন, যিনি আমাদের যিহোশূয়, যিনি প্রত্যেক ভারাক্রান্ত আত্মা এবং সকল জাগ্রত ও সতর্ক চেতনাকে বিশ্রাম দান করবেন, আর তিনি এর মধ্য দিয়ে সকলকে সজীব ও সতেজ করে তুলবেন।

[২] মহিমার বিশ্রাম, স্বর্গের চিরকালীন সাব্বাথ, যা প্রকৃতি ও অনুগ্রহের যথার্থ অবস্থান, যেখানে ঈশ্বরের লোকেরা উপভোগ করে থাকে তাদের বিশ্বাসের ফল এবং তাদের সকল আকাঙ্খিত বিষয় যা তারা স্বর্গে লাভ করতে বলে আশা করেছে।

(৫) এটি পরবর্তীতে আবারও প্রমাণিত হয়েছে সেই সমস্ত গৌরবময় পথ প্রদর্শকদের মধ্য দিয়ে, যারা সত্যিকার অর্থে আমাদের এই বিশ্রামের জন্য পথ প্রস্তুত করেছেন – ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্ট। এটি সুনিশ্চিত যে, ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রামে প্রবেশ করেন; আর এটিও সুস্পষ্ট যে, যখন তিনি আমাদের পরিত্রাণের কাজ শেষ করলেন, তখন তিনি তার বিশ্রামে প্রবেশ করলেন এবং সেটি শুধুমাত্র উদাহরণ ছিল না, বরং সেই সাথে তা ছিল আমাদের জন্য এই একান্ত নিশ্চয়তা যে, বিশ্বাসীরা অবশ্যই তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করবে: যেমন ঈশ্বর তাঁর নিজের কর্ম থেকে বিশ্রাম করেছিলেন, তেমনি যে ব্যক্তি তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করেছে সেও তার নিজের কর্ম থেকে বিশ্রাম পায়, পদ ১০। প্রত্যেক সত্যিকার বিশ্বাসী তার নিজ নিজ ধার্মিকতার কাজ থেকে বিরত হয়েছে এবং ব্যবস্থার ভার থেকে মুক্তি লাভ করেছে, আর ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট তাদের সৃষ্টি ও উদ্ধারের কাজ থেকে বিরত হয়েছেন।

চ. লেখক তাদের দুর্দশার কথা নিশ্চিত করেছেন, যারা বিশ্বাস করবে না। তারা কখনোই সেই আত্মিক বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না, তারা এখানকার অনুগ্রহ কিংবা পরবর্তী সময়ের গৌরব কোন কিছুই লাভ করতে পারবে না। এটি একেবারেই সুস্পষ্ট যেহেতু তা ঈশ্বরের বাক্য এবং তিনি নিজে প্রতিজ্ঞা সহকারে এ কথা প্রকাশ করেছেন। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করেছেন এ কথা চির সত্য, ঠিক সেভাবে অবিশ্বাসীরা যে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হবে, সেটাও একান্তভাবে নিশ্চিত একটি বিষয়। ঠিক যেভাবে অবিশ্বাসী

যিহূদীদেরকে মরুভূমিতে ত্যাগ করা হয়েছিল এবং তারা কখনোই আর সেই প্রতিজ্ঞা কৃত দেশে প্রবেশ করতে পারে নি, ঠিক সেভাবেই এখনকার অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেওয়া হবে এবং তারা কখনোই স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না। যিহূদীদের নেতা যিহোশূয় যেমন তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে তাদেরকে প্রতিজ্ঞাকৃত দেশে প্রবেশ করতে দিতে পারেন নি, তার মহান বৈশিষ্ট্য ও সমুজ্জ্বল মর্যাদাও যা কোনভাবে শিথিল করতে পারে নি, ঠিক সেভাবেই যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের পরিত্রাণের নেতা, তার মাঝে অনুগ্রহ এবং ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে অবস্থান করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত তারা অবিশ্বাসী থাকে তাদেরকে কোনভাবেই আত্মিক ও অনন্ত বিশ্রাম দান করবেন না এবং করতে পারবেন না। এটি কেবল মাত্র ঈশ্বরের লোকদের প্রাপ্য; অন্যরা তাদের পাপের কারণে নিজেরা চিরকালের দুদর্শায় পতিত হবে।

ইব্রীয় ৪:১১-১৬ পদ

অধ্যায়টির এই অংশে লেখক তার পূর্ববর্তী প্রসঙ্গটির অবতারণা ঘটিয়েছেন; প্রথমত তিনি একটি আন্তরিক ও একাগ্রতা পূর্ণ আবেদন রেখেছেন এবং এর পরে তিনি একটি যথাযথ ও শক্তিশালী উদ্দেশ্য উত্থাপন করেছেন।

ক. এখানে আমরা দেখতে পাই একটি একাগ্রতাপূর্ণ ও আন্তরিক আবেদন: অতএব এসো, আমরা সেই বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করতে যত্ন করি, যেন কেউ অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিত না হয়, পদ ১১। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. প্রস্তাবিত লক্ষ্য: আত্মিক এবং অনন্তকালীন বিশ্রাম, যে বিশ্রাম এখানে আমাদের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ এবং পরবর্তী জীবনে মহিমাস্বরূপ। এই বিশ্রাম আমরা এই পৃথিবীতে পেয়ে থাকি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, আর খ্রীষ্টের সাথে আমরা তা স্বর্গে উপভোগ করবো।

২. প্রস্তাবিত এই লক্ষ্য অনুসারে চলার পন্থা: পরিশ্রম, অধ্যবসায় সমৃদ্ধ পরিশ্রম; এটাই বিশ্রাম গ্রহণের একমাত্র পন্থা। যারা এখন কাজ করবে না, তারা পরবর্তী জীবনে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারবে না। যথাযথ পরিমাণে এবং অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করার পর সুমিষ্ট ও সন্তোষজনক বিশ্রাম আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, আর পরিশ্রম আমাদের বিশ্রামকে আরও বেশি মনোহর করে তুলবে যখন তা আমাদের সামনে এসে দাড়াবে। পরিশ্রমী মানুষের নিদ্রা অত্যন্ত সুমিষ্ট, উপদেশক ৫:১২। এই কারণে আমাদের উচিত হবে পরিশ্রম করা এবং আমাদের সকলকে অবশ্যই এতে একমত হতে হবে। এছাড়া একে অন্যকে উৎসাহিত করে গেঁথে তুলতে হবে এবং একে অপরকে অধ্যবসায়ী করে তুলতে হবে। এটিই বন্ধুত্বের প্রকৃত নিদর্শনস্বরূপ কাজ, যখন আমরা আমাদের খ্রীষ্টীয় বন্ধু ও সঙ্গীদেরকে পিছিয়ে পড়তে দেখবো, তখন যেন আমরা তাদেরকে সঠিক পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করি এবং তাদেরকে যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য উৎসাহিত করে তুলি। "আসুন, ভাইয়েরা, আমরা সকলে আমাদের কাজ সঠিকভাবে করি; কেন আমরা বসে থাকবো? কেন আমরা পিছিয়ে পড়বো? এসো, আমরা পরিশ্রম করি, এখন আমাদের পরিশ্রমের সময়, কারণ কাজ শেষ হলেই আমরা বিশ্রাম নেব।" এভাবেই খ্রীষ্টানদের উচিত নিজেদেরকে এবং একে অন্যকে দায়িত্বে অধ্যবসায়ী হতে উদ্বুদ্ধ করে তোলা; আর আমরা যতই সেই দিনটিকে ঘনিয়ে আসতে দেখবো, ততই আমাদের আরও বেশি করে আমাদের দায়িত্ব সুচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠতে হবে।

খ. এখানে আমরা দেখতে পাই এক যথাযথ এবং শক্তিশালী উদ্দেশ্য যা আমাদের জন্য এই পরামর্শকে আরও বেশি কার্যকর করে তুলবে, যা এখানে প্রকাশ করা হয়েছে:-

১. ইতোমধ্যে যারা তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের ভয়ঙ্কর উদাহরণ থেকে: পাছে কোন মানুষ এই একই বিশ্বাসহীনতার দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিত না হয়। আমাদের সামনে যদি আমরা এত বেশি পতনের দৃষ্টান্ত দেখি তাহলে তা আমাদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় একটি পদক্ষেপ হবে। তাদের ধ্বংস আমাদের জন্য সতর্কতাস্বরূপ,

কারণ আমরা যদি সময় থাকতে সতর্ক হয়ে সঠিক পথে না ফিরি, তাহলে আমাদের পরিণতিও তাদের মতই হবে। তাদের হারিয়ে যাওয়া এবং দুর্দশাগ্রস্ত আত্মা আমাদের দিকে তাকিয়ে কাঁদবে এবং আমাদেরকে এই আবেদন করবে যেন আমরা তাদের মত পরিণতিতে পতিত না হই, আমরা যেন তাদের মত করে পাপ না করি, আমরা যেন নিজেদেরকে তাদের মত দুর্দশায় না ফেলি।

২. আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে যে দারুন সাহায্য ও সুযোগ পেতে পারি, যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবো এবং আমাদের অধ্যবসায়কে আরও উজ্জীবিত করবো, যাতে করে আমরা এই বিশ্রাম লাভ করতে পারি: ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্যসাধক, পদ ১২। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্য দিয়ে আমরা বাক্যের আক্ষরিক অর্থ বা ভাবগত অর্থ উভয়ই অনুধাবন করতে পারি: বাক্যের ভাবগত অর্থ, অর্থাৎ যে বাক্য শুরুতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং নিজেই ঈশ্বর ছিলেন (যোহন ১:১), আর সেই বাক্য হলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। নিঃসন্দেহে এই পদে যা বলা হয়েছে তা তাঁর ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে সত্যি; কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই এই অংশটিকে আক্ষরিকভাবে অর্থ করে থাকেন এবং পবিত্র শাস্ত্র হিসেবে ভেবে থাকেন, যা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য। এখন এই বাক্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে:-

(১) বাক্য জীবন্ত: এই বাক্যের জীবন আছে এবং তা সক্রিয়। যে কোন দিক থেকে এর প্রাণ বিদ্যমান এবং তা পাপীর বিবেককে বদ্ধ করতে পারে, তার হৃদয়কে খণ্ড বিখণ্ড করতে পারে এবং তার আত্মার আঘাত মোচন করে তাকে সান্ত্বনা দান করতে পারে। যারা ঈশ্বরের বাক্যের পরিচয় পায় নি, তারা একে মৃত পত্র বলে থাকে। এই বাক্য গতি সম্পন্ন, যাকে আলোর সাথে তুলনা করা যায়, কারণ আলোর চেয়ে দ্রুতগতির আর কিছুই নেই। এটি শুধু যে গতি সম্পন্ন তাই নয়, তা অপরের মাঝেও গতির সঞ্চার ঘটাতে পারে, যা এক অপরিহার্য আলো হয়ে উঠতে পারে। এই বাক্য এক জীবন্ত ও প্রাণযুক্ত বাক্য, ***zon***। পবিত্র ব্যক্তিরা মারা যাবেন এবং পাপীরা মারা যাবে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল বেঁচে থাকবে। মানুষ মাত্র তৃণের তুল্য ও তার সমস্ত প্রভা তৃণপুষ্পের তুল্য; তৃণ শুষ্ক হয়ে গেল এবং পুষ্প ঝরে পড়লো, কিন্তু প্রভুর বাক্য চিরকাল থাকে, ১ পিতর ১:২৪, ২৫। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কোথায়? এবং ভাববাদীদের কি চিরজীবী? কিন্তু আমি আপন দাস ভাববাদীগণকে যা যা আদেশ করেছিলাম, আমার সেসব বাক্য ও বিধি কি তোমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট পৌঁছায় নাই? সখরিয় ১:৫, ৬।

(২) ঈশ্বরের বাক্য কার্য সাধক। যখন ঈশ্বর তাঁর আত্মার মধ্য দিয়ে এই বাক্য স্থির করলেন, তখন তিনি তাঁকে ক্ষমতা ও শক্তি দিলেন, তাঁকে শক্তিমত্তা ও সান্ত্বনা সহকারে পরিবর্তিত রূপ দান করলেন। এটি এমনই ক্ষমতাশালী যে, তা শক্তিশালী দুর্গ ভেঙ্গে ফেলে (২ করি ১০:৪, ৫), যা মৃতকে জীবিত করে তোলে, বধিরকে শ্রবণ শক্তি দান করে, অন্ধকে দৃষ্টি দান করে, মূককে কথা বলার শক্তি দান করে এবং খঞ্জকে হাঁটার শক্তি দান করে। এই বাক্য এমনই শক্তিশালী যে, তা শয়তানের রাজ্যকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় এবং সেই ধ্বংস্তূপের উপরে খ্রীষ্টের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) এটি যে কোন দ্বিধার বিশিষ্ট ছোরার চেয়েও ধারালো; এর ফলার দুই দিকেই ধার রয়েছে; এই ছোরা হচ্ছে আত্মার তলোয়ার, ইফি ৬:১৭। এটি এমন এক দ্বিধার ফলা বিশিষ্ট ছোরা যা খ্রীষ্টের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, প্রকা ১:১৬। এটি যে কোন দুই ফলা রয়েছে এমন ছোরার চেয়ে ধারালো, কারণ তা এমন স্থানে প্রবেশ করতে পারে যেখানে অন্য কোন ছোরা প্রবেশ করতে পারে না। এটি আরও জটিল ও কঠিন যে কোন কিছু ভেদ করতে পারে: প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মভেদী। আত্মা এবং এর অভ্যাসগত মাংসিক প্রলোভন সৃষ্টিকারীকে এই বাক্যের ছোরা ভেদ করে। এটি যে কোন আত্মাকে ভেদ করে তাকে বিনম্র করে তোলে, যা আগে উদ্ধত ছিল, তাকে করে তোলে এক নম্র এবং বাধ্য আত্মা। এই সকল পাপ পূর্ণ অভ্যাস যা আত্মার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং তা অত্যন্ত গভীরে অবস্থান করে এবং যা সহজে ত্যাগ করা যায় না, তাকে এই বাক্যের দ্বিধার ছোরা দিয়ে নিমিষেই কেটে ফেলা যায় এবং তা চিরতরে আত্মা থেকে দূর করে দেওয়া যায়। এটি আমাদের উপলব্ধি থেকে সমস্ত প্রকার অজ্ঞতা মুছে ফেলে, ইচ্ছার বিদ্রোহ দমন করে এবং মন থেকে সমস্ত শত্রুতা মুছে ফেলে, যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমাদের মাংসিক সত্ত্বার শত্রুতা। এই ছোরা সকল গ্রন্থি ও মজ্জা বিভেদ করে, যা দেহের সবচেয়ে দূরবর্তী, অগম্য এবং জটিল অংশ; এই ছোরা মনের সকল মাৎসর্য দূর করার পাশাপাশি দেহের মাংসিকতা ও মাৎসর্যও দূর করে এবং মানুষকে পাপের বিমোচনের জন্য সবচেয়ে কঠিনতম পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইচ্ছুক করে তোলে।

(৪) এটি হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক, এমন কি সবচেয়ে গোপনীয় ও দূরবর্তী চিন্তা-ভাবনা এবং পরিকল্পনাকেও তা সনাক্ত করে ফেলে। এটি মানুষের বিভিন্ন চিন্তা ভাবনার মাঝ থেকে প্রতিটিকে আলাদাভাবে আবিষ্কার করে এবং এর মধ্য থেকে তাদের মন্দতা, তাদের যে সমস্ত মন্দ ও কুটিল নীতির দ্বারা তারা চালিত হচ্ছে এবং এর ফলে তারা যে ভয়ঙ্কর এবং ধ্বংসাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে এই বাক্য আবিষ্কার করে। বাক্য একজন পাপীর ভেতরের অংশটিকে উল্টে বাইরে নিয়ে আসে এবং তার অন্তরে কী আছে রয়েছে তা সকলের সামনে প্রকাশ করে। এই বাক্যের মত আর এমন কোন কিছুই আমাদের বিশ্বাস ও বাধ্যতার প্রতি এতটা সহায়ক হতে পারে না।

৩. প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদার পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে।

(১) তার ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে তার সর্বজ্ঞতা: আর তাঁর সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়, পদ ১৩। এটি অবশ্যই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে, বস্তুত খ্রীষ্ট নিজের সম্পর্কে কী বলছেন: আমি মর্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী, আর আমি তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্যানুযায়ী ফল দিব, প্রকা ২:২৩। কোন প্রাণীই খ্রীষ্টের সামনে থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে না; ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন জীবনই তা পারে না, কারণ খ্রীষ্ট নিজেই ঈশ্বর এবং তিনিই আসলে সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমাদের মাথায় ও মনে এমন কোন চিন্তা বা পরিকল্পনা নেই যা খ্রীষ্টের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে (যা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট), বরং আমরা সব সময় তার সামনে উন্মুক্ত ও প্রকাশিত অবস্থায় থাকি, আমাদের মনের সব কথা তিনি পড়তে পারেন। তিনি সহজেই জানতে পারেন যে, আমাদের অন্তরে আসলে কে

উপাসনার পাত্র, আমরা কার সেবা করছি এবং কাকে আমরা আমাদের প্রভু বলে স্বীকার করছি। তিনি তার সর্বময় জ্ঞান দ্বারা আমরা তার প্রতি আমাদের হৃদয়ের যে নিবেদন আনি তা উপলব্ধি করেন ও তা গ্রহণ করেন, যাতে করে তা প্রস্তুত করে পিতার কাছে উপস্থাপন করা যায়। এখন যেভাবে মহা-পুরোহিত উৎসর্গ কৃত পশু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখতেন, সেগুলোকে হাড় মজ্জা পর্যন্ত কেটে পরীক্ষা করে দেখতেন যে তাদের হৃদপিণ্ড সুস্থ কি না, ঠিক সেভাবেই আমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে, আর এই পরীক্ষার কাজটি করেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট। তিনি প্রতি নিয়তই আমাদের অন্তরকে পরীক্ষা করে দেখছেন এবং সেখানে পবিত্রতা রয়েছে না কলুষতা রয়েছে তা তিনি পরীক্ষা করে দেখছেন। আর এভাবেই আমরা এই মহান মহা-পুরোহিতের চোখের সামনে সব সময় পরীক্ষিত হচ্ছি। আর তিনি যিনি এখন আমাদের উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত করছেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বিচার করবেন। আমরা তার সাথে এমন একজন হিসেবে দাড়াবো, যিনি আমাদের অনন্ত জীবনে বসবাসের যোগ্যতা নিরূপণ করবেন। অনেকে এই অংশটিকে এভাবে পাঠ করবেন, যাঁর কাছে আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে, বা যার কাছে আমাদের কিছু দেনা রয়েছে। খ্রীষ্ট আমাদের সকলের যথাযথ হিসাব জানেন; আর তিনি আমাদের সকলকে এর জন্য জেরা করবেন: আমাদের সকলের হিসাব তাঁকে দিতে হবে। খ্রীষ্টের এই সর্বজ্ঞতা এবং আমরা আমাদের নিজেদের জন্য তাঁর কাছে যে জবাবদিহিতা করবো, তার মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাসে ও বাধ্যতায় তার কাছে পবিত্রীকৃত হব এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবো, যার মধ্য দিয়ে দিয়ে তিনি আমাদেরকে সকল কাজের জন্য একান্ত যোগ্য করে গড়ে তুলবেন।

(২) আমাদেরকে খ্রীষ্টের পদমর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব এবং পূর্ণাঙ্গতার কথা বলা হয়েছে এবং এই বিশেষ পদমর্যাদাটির নাম হচ্ছে মহা-পুরোহিত। লেখক প্রথমে খ্রীষ্টানদেরকে তাদের মহা-পুরোহিতের সম্পর্কে জ্ঞান দিতে চেয়েছেন, তিনি ঠিক কী ধরনের মহা-পুরোহিত তা তিনি জানাতে চেয়েছেন, এবং এর পরে তিনি তাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, এই জন্য তাদের কী কী দায়িত্ব রয়েছে তার প্রতি।

[১] খ্রীষ্ট কেমন মহা-পুরোহিত (পদ ১৪): ভাল, আমরা এক মহান মহা-পুরোহিতকে পেয়েছি; এর অর্থ হচ্ছে:-

প্রথমত, একজন মহান মহা-পুরোহিত, যিনি মহা-পুরোহিত হারোণের চেয়েও বেশি মহৎ, কিংবা এই পদমর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন এমন যে কোন পুরোহিতের চেয়ে বেশি মহৎ। ব্যবস্থার অধীনে যাদেরকে মহা-পুরোহিত হিসেবে নিয়ুক্তি দেওয়া হত, তাদেরকে অত্যন্ত মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হত; কিন্তু তারা ছিলেন খ্রীষ্টের আবছা ছায়া এবং প্রতীক মাত্র। আমাদের চূড়ান্ত মহা-পুরোহিতের প্রতিরূপ আমাদেরকে এভাবে দেখানো হয়েছে:-

১. তিনি স্বর্গ সকলের মধ্য দিয়ে গমন করেছেন। ব্যবস্থার অধীনে যে মহা-পুরোহিত রয়েছেন তিনি বছরে একবার মহা পবিত্র স্থানের পর্দার পেছনে লোক চক্ষুর আড়ালে চলে যেতেন, যেখানে ঈশ্বরের সকল পবিত্র চিহ্ন এবং উপস্থিতি পরিলক্ষিত হত; কিন্তু খ্রীষ্ট একবারের জন্য সকল স্বর্গ অতিক্রম করেছেন, যাতে করে তিনি নিজের শাসনভার নিতে

পারেন এবং তাঁর পবিত্র আত্মাকে তাঁর লোকদের মাঝে প্রেরণ করার জন্য তিনি নিজে একটি স্থান প্রস্তুত করে যেতে পারেন, যিনি তাঁর লোকদের সাথে তাঁর মধ্যস্থতা করবেন। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে তার পুরোহিত কাজের একটি অংশ সম্পন্ন করেছেন, আর এই সম্পন্ন করার কাজ করতে গিয়ে তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন; আর অন্যটি তিনি সম্পন্ন করেছেন স্বর্গে, সেখান থেকে তিনি তাঁর লোকদের জন্য উৎসর্গ উপস্থাপন করেছেন।

২. খ্রীষ্টের মহত্ব তাঁর নামের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে, যীশু – একজন আরোগ্য দানকারী, একজন পরিত্রাণকর্তা, একজন স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানুষ এবং ঈশ্বরের অনন্তকালীন পুত্র; সেই কারণে তিনি এক স্বর্গীয় পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। তিনি তাদের সকলকে পরিত্রাণ দিতে ও জীবন দান করতে সক্ষম, যারা তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে চায়।

দ্বিতীয়ত, তিনি শুধুমাত্র একজন মহান মহা-পুরোহিত নন, বরং তিনি মহিমান্বিত, অনুগ্রহ পূর্ণ, করুণাময়, সহানুভূতিশীল এবং তার লোকদের প্রতি দয়াবান: আমরা এমন মহা-পুরোহিতকে পাই নি, যিনি আমাদের দুর্বলতা ঘটিত দুঃখে দুঃখিত হতে পারেন না, পদ ১৫। যদিও তিনি অত্যন্ত মহান এবং আমাদের অবস্থানের চাইতে অনেক উপরে তাঁর বসবাস, তথাপি তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু এবং তিনি আমাদের বিষয়ে সদয় মনোভাব নিয়ে চিন্তা করে থাকেন। তিনি আমাদের সমস্ত অক্ষমতার কথা জানেন এবং এর জন্য বিশেষভাবে চিন্তা করেন ও দুঃখ পান, কারণ তিনি নিজে সেই সমস্ত পীড়ন এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, যা আমাদের পতিত অবস্থায় আমরা সম্মুখীন হয়ে থাকি প্রতি নিয়ত। আর এই বিষয়টি জানার কারণে আমরা শুধু যে সন্তুষ্ট হই তা নয়, সেই সাথে সান্ত্বনা ও সহানুভূতিও পেয়ে থাকি।

তৃতীয়ত, তিনি ছিলেন একজন পাপবিহীন পুরোহিত: তিনি সমস্ত কিছুতে আমাদের মতই ছিলেন, কিন্তু তারপরও তিনি ছিলেন সমস্ত প্রকাম পাপ থেকে মুক্ত। তিনি শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেখান থেকে পাপ বিহীনভাবে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। আমরা মাঝে মাঝে পাপের সম্মুখীন হই কিন্তু সেগুলো আমাদেরকে বেশ বড় সড় আঘাত দেয়। আমরাও পাল্টা আঘাত হানতে চাই, যদিও আমরা তা করতে পারি না সব সময়; কিন্তু আমাদের মহা-পুরোহিত তার সাথে শয়তানের মোকাবেলা মুহূর্তেই শেষ করেছেন, কারণ তিনি শয়তানকে প্রতিহত করেতে পেরেছেন সম্পূর্ণভাবে। শয়তান খ্রীষ্টের ভেতরে কোন পাপ খুঁজে পায় নি, কিংবা তাঁকে কোনভাবে দোষের দায়ে অভিযুক্তও করতে পারে নি। তিনি তাঁর পিতার দ্বারা মারাত্মকভাবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। প্রভু আঘাত পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, তারপরও তিনি কোনভাবেই পাপ করেন নি, কি চিন্তায় কি কথায়, কিংবা কাজে। তিনি কোন সহিংস পন্থা অবলম্বন করেন নি। তিনি ছিলেন পবিত্র, সুরক্ষিত এবং খাঁটি; আর তিনি আমাদের জন্য এমনই একজন মহা-পুরোহিত হয়েছিলেন। তিনি এভাবেই আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি আমাদের জন্য কেমন একজন মহা-পুরোহিত, যা লেখক আমাদের কাছে এখানে প্রকাশ করেছেন:-

[২] কীভাবে আমাদের নিজেদেরকে তার কাছে নত করা প্রয়োজন।

প্রথমত, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সমস্ত কাজে তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে চলতে হবে, পদ ১৪। আমাদের কখনোই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা চলবে না, কিংবা তাঁর জন্য কখনো মানুষের সামনে লজ্জিত হওয়া চলবে না। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের মাথায় খ্রীষ্টান মতবাদের শিক্ষাকে সমুজ্জ্বল রাখতে হবে, এর উজ্জ্বল নীতিকে আমাদের অন্তরে সব সময় ধারণ করে রাখতে হবে, এর বাক্য সব সময় আমাদের ঠোটের অগ্রভাগে রাখতে হবে এবং আমাদের বাস্তব ও সার্বজনীন অধীনতাকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টান জীবন যাপন করতে গেলে এর সমস্ত নীতি, শিক্ষা এবং কার্য ক্ষেত্রের চর্চা অনুশীলন করতে হবে।

২. যখন আমরা তা হব তখন আমাদের জীবন বর্তমান অবস্থা থেকে সরে আসার ঝুঁকিতে থাকে, আমাদের নিজেদের অন্তরে দেখা দেয় কলুষতা, শয়তানের প্রলোভন এবং এই মন্দ পৃথিবীর সমস্ত চাকচিক্য।

৩. আমাদের জন্য মহা-পুরোহিত যে চমৎকার দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তার কারণে আমাদের ধর্মের প্রতি সামান্যতম অবহেলা এবং বিচ্যুতি তাঁকে অনেক বেশি দুঃখ দেয়। এই কারণে তাঁর প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ থাকার একমাত্র পন্থা হচ্ছে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রকাশ করা।

৪. খ্রীষ্টানদের কখনোই উচিত নয় নিজেদের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দেওয়া, বরং তাকে অবশ্যই স্থির থাকতে হবে। তারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, তারা অবশ্যই জীবন পাবে এবং শুধু তারাই পাবে, আর কেউ নয়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই উৎসাহিত করা প্রয়োজন, কারণ আমাদের মহা-পুরোহিত যীশু খ্রীষ্ট তার মহত্ব দ্বারা আমাদেরকে সাহসিকতার সাথে স্থাপন করেছেন অনুগ্রহের সিংহাসনে, পদ ১৬। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. একটি অনুগ্রহের সিংহাসন স্থাপন করা হয়েছে, যা আমাদের তার প্রতি উপাসনা করার একটি পন্থা, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সম্মানের সাথে হতভাগ্য পাপীদের সাথে দেখা করেছেন এবং তাদের কাছে গেছেন, যাতে করে তারা তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে এবং মন পরিবর্তন করে বিশ্বাস করতে পারে। ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর সুকঠিন এবং অনমমনীয় বিচারের বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন, মৃত্যু শাস্তি হিসেবে দান করবেন, যা পাপের বেতন, এই শাস্তি তাদের সকলের জন্য যারা এর প্রাপ্য; কিন্তু তিনি একটি অনুগ্রহের সিংহাসন স্থাপন করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এটি এমন এক সিংহাসন হবে যা কর্তৃত্বের কথা বলবে এবং প্রভুর প্রতি ভয় যুক্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধার কথা বলবে। অনুগ্রহের সিংহাসন এমন কি সবচেয়ে গুরুতর পাপীদেরও সাহস ও সান্ত্বনা দান করেছে। সেখানে অনুগ্রহ রাজত্ব করে এবং চিরকালীন ও সার্বজনীন স্বাধীনতা, শক্তি ও পুরস্কারের জন্য তা কাজ করে।

২. আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে আমরা যে এই অনুগ্রহের সিংহাসনের প্রতি

আমাদের সমস্ত মনোযোগ ও লক্ষ্য অর্পণ করি। আমাদেরকে অবশ্যই প্রভুর প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও তার প্রতি আমাদের যথাযোগ্য সম্মান অবশ্যই অর্পণ করতে হবে। আমাদের জন্য এখানে থাকা মঙ্গলজনক।

৩. এই অনুগ্রহের সিংহাসনে আমাদের কাজ এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন আমরা দয়া অর্জন করতে পারি এবং প্রয়োজনের সময় সবচেয়ে ভালভাবে অনুগ্রহ খুঁজে পেতে পারি। দয়া এবং করুণাই আমাদের একমাত্র চাওয়া হওয়া উচিত, কারণ দয়া আমাদের পাপ ক্ষমা করে এবং অনুগ্রহ আমাদের আত্মাকে পবিত্রীকৃত করে।

৪. ঈশ্বরের উপরে আমাদের প্রতি দিনের যে নির্ভরতা রয়েছে তার পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন কারণে তাঁর দয়া ও করুণার জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়ি, আর আমাদেরকে অবশ্যই এই ধরনের ঘটনার জন্য প্রার্থনা করা উচিত, যেন আমরা কোনভাবেই প্রলোভন ও পরীক্ষায় ব্যর্থ না হই, তা হতে পারে বাধা বিঘ্নের কারণে কিংবা পার্থিব অবস্থার উন্নতি ও সমৃদ্ধির কারণে। আমাদের অবশ্যই প্রতি দিন যাচঞা করে যেতে হবে যেন ঈশ্বর আমাদেরকে প্রতি দিন দয়া করেন ও অনুগ্রহ দান করেন। প্রভু আমাদের সেই দিনে তার দয়া পেতে দেবেন, ২ তীম ১:১৮।

৫. দয়া লাভের জন্যই এই অনুগ্রহের সিংহাসনের প্রতি আমাদের এতটা অগ্রগামিতা আর এভাবেই আমরা পেতে পারি প্রভু দয়া ও অনুগ্রহ সমূহ। আমাদের অবশ্যই উচিত হবে একটি নম্র হৃদয় ও এর মাঝে স্বাধীনতা ও সাহসিকতা নিয়ে উপস্থিত হওয়া, আমাদের মাঝে থাকতে হবে আত্মার স্বাধীনতা এবং কথা বলার স্বাধীনতা। আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসে যাচঞা করতে হবে, কোন কিছু নিয়ে আমাদের মনে সন্দেহ থাকলে চলবে না; আমাদেরকে পরিবর্তনশীলতার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আত্মা থাকা প্রয়োজন, ঠিক যেভাবে সন্তান ফিরে আসে পিতার কাছে সেভাবেই আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে আসতে পারি ঈশ্বরের কাছে। আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান এবং ঐশ্বরীক ভীতি নিয়ে উপস্থিত হতে হবে, কিন্তু আমাদের মাঝে কোন প্রকার আতঙ্ক কিংবা হতবিহ্বল অবস্থা থাকলে চলবে না। আমরা সেখানে এমনভাবে যাচ্ছি না যে, আমাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে, বরং আমাদেরকে অত্যন্ত সুহৃদতার সাথে অনুগ্রহের সিংহাসনে আসন গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং আমাদেরকে এই আসনে চিরকালের জন্য অবস্থান করার আহ্বান জানানো হবে।

৬. খ্রীষ্টের পদমর্যাদা, আমাদের জন্য সর্বোচ্চ মহা-পুরোহিত। তিনি আসলে এমন একজন মহা-পুরোহিত যিনি সকল প্রকার অনুগ্রহের সিংহাসনে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। তিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যদি দায়িত্ব পালন না করতেন, তাহলে আমরা কখনোই এমন সাহসিকতার সাথে ঈশ্বরের সামনে এসে হাজির হতে পারতাম না; কারণ আমরা সকলে দোষী এবং কলুষিত মানুষ। আমরা যা কিছু করি, তা কলুষিত হয়; আমরা নিজেরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য সহকারে ঈশ্বরের সামনে যেতে পারি না। আমাদেরকে অবশ্যই একজন মধ্যস্থাকারীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে। আমাদের জন্য খ্রীষ্টই সেই মধ্যস্থতাকারী এবং তিনি আমাদের জন্য আশা ধারণ করেছেন যেন আমরা কোনভাবেই

হতাশ না হই, হতোদ্যম না হই, বরং আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে পারি। আমাদের সেই সাহসিকতা রয়েছে যার মধ্য দিয়ে আমরা মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারি, আর সেই সাহসিকতা আমাদেরকে দান করেছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত। তিনি আমাদের পরামর্শদাতা এবং তিনি যেহেতু তার লোকদের জন্য ওকালতি করবেন, কাজেই তিনি তার নিজের হাতে এর সমস্ত দায় ভার নিয়েছেন এবং তিনি নিজে এর মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সকলের আত্মা কিনে নিয়েছেন এবং তাঁর নিজের করে নিয়েছেন।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ৫

এই অধ্যায়ে লেখক খ্রীষ্টের পৌরহিত্য নিয়ে আলোচনা চালিয়ে গেছেন। প্রসঙ্গটি এতটাই মনোমুগ্ধকর যে, তিনি তা এত শীঘ্র শেষ করতে চান নি। আর এখানে আমরা দেখি:-

ক. তিনি সাধারণ অর্থে পুরোহিত কাজ পদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন, পদ ১-৩।

খ. এই পদের জন্য অবশ্যই যথাযথ এবং নিয়মতান্ত্রিক আহ্বান থাকতে হবে, পদ ৪-৬।

গ. এই কাজের জন্য আবশ্যকীয় যোগ্যতা সমূহ, পদ ৭-৯।

ঘ. খ্রীষ্টের পৌরহিত্যের অনন্য সাধারণ ক্রমানুসার; তাঁকে হারোণের পৌরহিত্যের ক্রমানুসারে গণনা করা হয় নি, বরং মল্কীষেদকের ক্রমানুসারে গণনা করা হয়েছে, পদ ৬, ৭, ১০।

ঙ. তিনি ইব্রীয়দেরকে এই বলে তিরস্কার করেছেন যে, তারা তাদের জ্ঞানের সেই সকল উন্নতি সাধন করে নি যার মধ্য দিয়ে তারা ব্যবস্থার আরও নিগূঢ় এবং রহস্যময় স্থানে প্রবেশ করে তার অর্থ উদ্ধার করতে পারতো, পদ ১১-১৪।

ইব্রীয় ৫:১-৯ পদ

আমরা এখানে সাধারণভাবে পুরোহিত পদের বৈশিষ্ট্যসূচক একটি বর্ণনা পাই, যদিও তা আসলে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুরোহিত কাজ পদকে কেন্দ্র করে বিরচিত হয়েছে। এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে:-

ক. একজন মহা-পুরোহিতের কেমন হওয়া উচিত। তাকে অবশ্যই মানুষের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হতে হবে; তাকে অবশ্যই একজন যথার্থ মানুষ হতে হবে, আমাদেরই একজন হতে হবে, আমাদেরই রক্তের রক্ত এবং মাংসের মাংস এবং আত্মার আত্মা হতে হবে, আমাদের চরিত্রের ও বৈশিষ্ট্যের সমরূপ হতে হবে এবং দশ হাজার মানুষের মাঝে একজন আদর্শধারী ব্যক্তি হতে হবে। এর অর্থ আসলে এই যে:-

১. মানুষ স্বভাবগতভাবে পাপী।

২. ঈশ্বর পাপী মানুষকে একাকী প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে আসতে দেন না, যদি না সে একজন মহা-পুরোহিতের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে আসে, যাঁকে মানুষের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

৩. ঈশ্বর মানুষের মধ্য থেকে একজনকে মহা-পুরোহিত হিসেবে বেছে নেওয়ায় সন্তুষ্ট ছিলেন, যাঁর মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য আশাবাদী হতে পারবে এবং তিনি তাদেরকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করতে পারবেন।

৪. প্রত্যেকেই এখন ঈশ্বরের কাছে স্বাগতম লাভ করবে, যারা তাঁর নিযুক্ত পুরোহিতের মধ্য দিয়ে তার কাছে উপস্থিত হবে।

খ. যার জন্য সকল মহা-পুরোহিত অভিষেক লাভ করে থাকেন: প্রত্যেক মহা-পুরোহিতকে মানুষের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কার্যে নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করেন এবং সকল মানুষের মঙ্গল সাধন করেন, যাতে করে তিনি ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মেলবন্ধন সৃষ্টি করতে পারেন। ঠিক এই কাজটিই খ্রীষ্ট করেছিলেন; আর এই কারণে আমাদের কখনোই খ্রীষ্টকে ব্যতীত ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করাও উচিত নয়, কিংবা খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা ব্যতীত ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ বা আনুকূল্য লাভের জন্য অগ্রসর হওয়াও উচিত নয়।

গ. যে উদ্দেশ্যে সকল মহা-পুরোহিতকে অভিষেক দান করা হয়ে থাকে: যেন তিনি পাপের জন্য উপহার দেন ও পশু উৎসর্গ করেন।

১. যেন তিনি উপহার বা স্বেচ্ছায় দানকৃত উৎসর্গ করেন, যা মহা-পুরোহিতের কাছে আনা হয়ে থাকে, যেন তা ঈশ্বর মহিমা ও গৌরবের জন্য উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। আর আমাদের এ কথা জানা প্রয়োজন যে, তিনি আমাদেরকে যা দিতে চান তা বাদে আমাদের আর কিছুই চাওয়ার নেই এবং আমরা তাকে যা দিতে পারি তা হচ্ছে আমাদের স্বীকৃতি এবং কৃতজ্ঞতা। এর অর্থ হচ্ছে:-

(১) আমরা ঈশ্বরের কাছে যা কিছুই নিয়ে আসি না কেন, তা হতে হবে স্বেচ্ছাকৃত এবং আন্তরিক, বাধ্যতামূলক নয়; এটি অবশ্যই হতে হবে একটি উপহার স্বরূপ, এটি একবার দেওয়া হলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।

(২) আমরা যা কিছু ঈশ্বরের কাছে আনি তা অবশ্যই মহা-পুরোহিতের মধ্য দিয়ে নিবেদন করতে হবে, যিনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার মহান মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধি।

২. তাকে অবশ্যই পাপের জন্য উৎসর্গ দিতে হবে; এর অর্থ হচ্ছে, পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে সকল উৎসর্গ রয়েছে তা তাঁকে অবশ্যই উৎসর্গ করতে হবে, যাতে করে পাপ ক্ষমা করা হয় এবং পাপীদেরকে গ্রহণ করা হয়। এভাবেই খ্রীষ্টকে উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন মহা-পুরোহিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আমাদের ভাল কাজগুলোকে অবশ্যই খ্রীষ্টের সামনে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে করে আমরা নিজেদেরকে এবং সেই কাজ গুলোকে তার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি; আর আমাদের মন্দ কাজগুলো অবশ্যই তাঁর নিজ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে মোচন করতে হবে, যাতে করে তা আমাদেরকে আর অভিযুক্ত করতে না পারে এবং আমরা ধ্বংস না হই। আর এখন, আমরা যেহেতু ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছি এবং ক্ষমা পেয়েছি, সে কারণে আমাদের

অবশ্যই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের এই মহান মহা-পুরোহিতের প্রতি আমাদের নিজেদেরকে নিবেদন করতে হবে।

ঘ. কীভাবে এই মহা-পুরোহিত নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণিত করেন, পদ ২।

১. তাঁকে অবশ্যই এমন একজন হতে হবে, যিনি দুই ধরনের মানুষের প্রতি সহানুভূতি ধারণ করতে পারেন:-

(১) অজ্ঞ যারা তাদের প্রতি, কিংবা যারা তাদের পাপের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন নয়, তাদের প্রতি। তাঁকে অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যিনি তাদের জন্য অন্তরে দয়া অনুভব করবেন এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতা করবেন, যিনি তাদেরকে সেই সকল নির্দেশনা সমূহ বোঝাতে ইচ্ছুক যারা তা বোঝে না।

(২) ভ্রান্ত যারা তাদের প্রতি, যারা সত্যের, দায়িত্বের ও আনন্দের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে; আর তাঁকে অবশ্যই এমন একজন হতে হবে যার মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ স্নেহ সঞ্চিত রয়েছে যার জন্য তিনি তাদের ভুল, পাপ এবং দুর্দশার পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন এবং সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর ধৈর্য এবং সহানুভূতি, এমন কি ঈশ্বরের কাছ থেকেও তাদের সহানুভূতি লাভের প্রয়োজন রয়েছে।

২. তাঁকে অবশ্যই সমস্ত অক্ষমতা ও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে; এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর নিজেকে আমাদের কাঠামো অনুভব করতে হবে এবং আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। এভাবেই খ্রীষ্ট যোগ্য বলে নিরূপিত হয়েছিলেন। তিনি আমাদের পাপের অযোগ্যতা তাঁর নিজের কাধে নিয়ে নিয়েছিলেন; আর এতে করে তিনি আমাদেরকে এক দারুন সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন যার কারণে আমরা নিজেদেরকে যে কোন দুঃখ কষ্টের মাঝেও তার প্রতি নিবেদিত থাকতে উৎসাহ পেয়েছি; যেহেতু তার লোকদের যে কোন কষ্ট ও পীড়নে তিনিও কষ্ট পান এবং পীড়িত হন।

ঙ. কীভাবে মহা-পুরোহিত ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান লাভ করতেন: তাঁকে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক থেকে তাঁর এই পদের জন্য আহ্বান লাভ করতে হবে, কারণ কোন মানুষই নিজে তার নিজের সম্মান লাভ করতে পারে না (পদ ৪), এর অর্থ হচ্ছে, কোন মানুষই তা করে না, কিংবা আইন সঙ্গতভাবে তা করা কখনো সম্ভব নয়; যদি কেউ তা করে, তাহলে তাঁকে একজন অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সেইভাবে তাঁর সাথে আচরণ করা হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. পৌরহিত্যের দায়িত্ব পদ ছিল অত্যন্ত মর্যাদার এবং সম্মানের, কারণ তাঁকে ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে দাঁড়াতে হত। তিনি এক দিকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং মানুষের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, আবার অপর দিকে তিনি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং ঈশ্বরের কাছে তার প্রার্থনীয় বিষয়গুলো জানাতেন, আর তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে ফয়সালা করতেন – তিনি ঈশ্বরের সম্মান ও মানুষের সন্তুষ্টি এই

উভয় নিয়ে উভয় পক্ষের কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন। এই কারণে তার পদমর্যাদাকে অবশ্যই সম্মানের চোখে দেখাটা বাধ্যতা মূলক ছিল।

২. পৌরহিত্য হচ্ছে এমন একটি পদমর্যাদা এবং সম্মান যা কোন মানুষ নিজে থেকে নিতে পারে না, যদি সে তা করে, তাহলে সে তাতে কখনোই সাফল্য লাভ করতে পারে না, কিংবা তা থেকে কোন পুরস্কার লাভ করতে পারে না, নিজের কাছ থেকে ছাড়া। সে এমন একজন বিশ্বাসঘাতক যে ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান লাভ করে নি, যে আহ্বান লাভ করেছিলেন হারুন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) ঈশ্বর সকল সম্মান ও মর্যাদার উৎস, বিশেষ করে সত্যিকার আত্মিক সম্মানের ক্ষেত্রে। তিনিই সকল প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস, কারণ তিনিই যে কাউকে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেও অত্যন্ত অসাধারণ উপায়ে পুরোহিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে পারেন, যেভাবে তিনি হারুনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিংবা অত্যন্ত সাধারণভাবেও আহ্বান জানাতে পারেন, যেভাবে তিনি হারোণের বংশধরদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

(২) তারাই কেবল মাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে সাহায্য লাভের আশা করতে পারে এবং তার কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে, এবং তার উপস্থিতি ও আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ তাদের উপরে এবং তাদের সমস্ত কাজের উপরে লাভ করতে পারে, যারা ঈশ্বর কর্তৃক আহ্বান লাভ করেছে; অন্যান্যরা তার কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভের পরিবর্তে তার ক্রোধের পাত্র হবে।

চ. কীভাবে খ্রীষ্ট এই পদমর্যাদা লাভ করলেন: খ্রীষ্টও খ্রীষ্টও মহা-পুরোহিত হবার জন্য নিজে নিজেকে গৌরবান্বিত করেন নি, পদ ৫। এখানে দেখুন, যদিও খ্রীষ্ট তাঁর নিজের মহা-পুরোহিত হওয়াকে এক গৌরবের বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন, তথাপি তিনি তাঁর নিজের প্রতি এই গৌরব আরোপ করেন নি। তিনি সত্যিকার অর্থেই এ কথা বলতে পারতেন যে, আমি আমার নিজ গৌরবের অন্বেষণ করি না, যোহন ৮:৫০। ঈশ্বর হিসেবে বিবেচনা করলে তাঁকে আর কোন গৌরব ও মহিমা দান করার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষ এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে গৌরব ও মহিমায় পূর্ণ না হয়ে আর প্রেরিত হন নি এবং যদি তিনিই নিজে এমনটি করে থাকেন, তাহলে অন্য আর সকলের অবশ্যই নিজে থেকে এ ধরনের গৌরব ধারণ করার চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

ছ. লেখক খ্রীষ্টকে হারোণের উপরে স্থান দিয়েছেন, একাধারে তাঁর আহ্বানের প্রকৃতির দিক থেকে এবং সেই সাথে তাঁর ব্যক্তিত্বের পবিত্রতার দিক থেকে।

১. তাঁর আহ্বানের প্রকৃতি বিচারে, যে আহ্বানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে এই কথা বলেছেন, তুমিই আমার পুত্র, আজই আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি (উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে গীতসংহিতা ২:৭ পদ থেকে), যেখানে তাঁকে ঈশ্বরের অনন্তকালীন পুত্র হিসেবে মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, মানুষ হিসেবে তাঁর অতুলনীয়তার কথা বলা হয়েছে এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর যথাযথ যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়ে এভাবেই খ্রীষ্টের প্রতি তার হৃদয়ের

ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি খ্রীষ্টকে যে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন সে কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাঁকে তিনি যেভাবে এই দায়িত্ব ভার অর্পণ করেছেন সে বিষয় বলেছেন, তাঁকে তিনি যেভাবে গ্রহণযোগ্যতা ও স্বীকৃতি দান করেছেন সে কথা বলেছেন এবং সেই সাথে তিনি তাঁকে এই পদমর্যাদা থেকে যেন কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে না পারে সে কারণে যা কিছু করেছেন সে সম্পর্কে বলেছেন। এখন ঈশ্বর কখনোই হারুন সম্পর্কে এ ধরনের কিছু বলেন নি। খ্রীষ্টের আহ্বানের ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের বক্তব্যের আরেকটি যে প্রকাশভঙ্গি দেখি তা আমরা পেয়ে থাকি তা আমরা দেখি গীতসংহিতা ১১০:৪ পদে, তুমি চিরকালীন একজন পুরোহিত, মল্কীষেদকের নিয়ম অনুসারে, পদ ৬। পিতা ঈশ্বর খ্রীষ্টকে হারোণের চাইতেও অত্যন্ত উঁচু পদের একজন পুরোহিত হিসেবে স্থান দিয়েছেন। হারোণের পুরোহিত কাজ ছিল অস্থায়ী ভিত্তিতে, কিন্তু খ্রীষ্টের পৌরহিত্য ছিল চিরকালীন ও পরম্পরা যুক্ত। হারোণের পৌরহিত্য ছিল বংশ পরম্পরা ভিত্তিক, যা তার মৃত্যুর পর তার সন্তানেরা ও পরবর্তী বংশধরেরা লাভ করেছিল, কিন্তু খ্রীষ্টের পৌরহিত্য ছিল মল্কীষেদকের পর, যা ছিল ব্যক্তিগত পদারোহণ এবং তিনি ছিলেন এমন এক মহা-পুরোহিত যিনি চিরকাল অমর থাকবেন, যার কোন বংশধর বা কোন উত্তরাধিকার থাকবে না, কিংবা তার দিনের কোন শুরু বা শেষ নেই, যা আরও ব্যাপকভাবে সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেখানেই এর রহস্য উন্মোচন করা হবে।

২. খ্রীষ্টকে এখানে হারোণের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিত্বের পবিত্রতার দিক থেকে। অন্যান্য পুরোহিতরা উৎসর্গ করতেন, যাতে করে অন্যদের পাপের পাশাপাশি তাদের নিজেদের পাপের মোচন হয়, পদ ৩। কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য তাঁর নিজের পাপ মোচনের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি কোন অপরাধ করেন নি, কিংবা তাঁর মুখেও কোন ছলনার ভাষা ছিল না, যিশা ৫৩:৯। আর এমনই একজন মহা-পুরোহিত আমরা পেয়েছি।

জ. এখানে আমরা খ্রীষ্টকে এই দায়িত্ব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা জানতে পারি এবং তাঁর এই অব্যাহতির প্রেক্ষাপট কী ছিল তা আমাদেরকে বলা হয়েছে, পদ ৭-৯।

১. খ্রীষ্টের পৌরহিত্য পদের অব্যাহতি (পদ ৭): যিনি এই পৃথিবীতে থাকবার সময়ে তীব্র আর্তনাদ ও অশ্রুপাত সহকারে প্রার্থনা ও বিনতি করেছিলেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, তার অর্থ তিনি মানব দেহ ধারণ করেছিলেন এবং কিছু দিনের জন্য তিনি এখানে বসবাস করেছিলেন। তিনি এককজন মরণশীল মানুষ হয়েছিলেন এবং তাঁর জীবন কাল দিনের হিসেবে আবদ্ধ করেছিলেন, আর এভাবে তিনি মানুষ হিসেবে আমাদের জন্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে এই আদর্শ দিয়ে গেছেন যে, কীভাবে আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন আমরা অতিবাহিত করবো এবং কী করে আমাদের প্রতিটি দিনে আমাদের সমস্ত কাজ আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি।

(২) খ্রীষ্ট তাঁর পৃথিবীতে থাকার দিনগুলোতে তিনি নিজেকে মৃত্যুর অধীন করেছিলেন; তিনি ক্ষুধার্ত হয়েছিলেন, তিনি প্রলোভিত হয়েছিলেন, তাঁর রক্তক্ষরণ হয়েছিল, তিনি মৃত্যুবরণ

করেছিলেন! তিনি এখন স্বশরীরে স্বর্গে উপনীত হয়েছেন, কিন্তু সেই শরীর এক স্বর্গীয়, আত্মিক ও গৌরব মণ্ডিত শরীর।

(৩) পিতা ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিলেন। তিনি তাঁকে মৃত্যুর কবলে পতিত হওয়া থেকে বিরত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি, কারণ তাহলে ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেত। আমাদের কী হত, যদি ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতেন? যিহূদীরা ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলেছিল, এখন তিনি নিস্তার করুন, যদি ওকে চান, মথি ২৭:৪৩। কিন্তু এটি ছিল আমাদের জন্য দয়া ও করুণার নিদর্শন যে, পিতা তার পুত্রের কাছ থেকে সেই তিক্ত পানপাত্র সরিয়ে দেন নি; কারণ তাহলে আমাদেরকেই সেই পানপাত্র থেকে সমস্ত বিষ পান করতে হত এবং সমস্ত দুর্দশা আমাদেরকে বহন করতে হত।

(৪) খ্রীষ্ট তাঁর মাংসিক জীবনের দিনগুলোতে তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা এবং আবেদন উপস্থাপন করেছিলেন, যেন স্বর্গের সাথে পৃথিবীর জন্য তাঁর মধ্যস্থতা গ্রাহ্য হয়। আমরা খ্রীষ্টের প্রার্থনা করার বহু নিদর্শন দেখতে পাই। এখানে আমরা দেখি তিনি তাঁর দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করার সময় প্রার্থনা করছেন (মথি ২৬:৩৯ এবং ২৭:৪৬), এবং এখানে তিনি দুঃখভোগের আগে প্রার্থনা করছেন (যোহন অধ্যায় ১৭), যা তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য এবং সেই সাথে যারা সকলে তাঁর নামের উপর বিশ্বাস করবে তাদের সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখেছেন।

(৫) খ্রীষ্ট যে প্রার্থনা এবং বিনতি করেছিলেন তার সাথে যুক্ত হয়েছিল তীব্র আর্তনাদ এবং চোখের পানি। এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে, আমাদের শুধুমাত্র প্রার্থনা করলেই চলবে না, বরং প্রার্থনায় একাগ্রচিত্ত এবং ভক্তিময় হতে হবে। আমরা ঈশ্বরের কাছে অনেক বেশি শুকনো প্রার্থনা করে থাকি, কিন্তু কত না সামান্যই অশ্রু ভেজা প্রার্থনা উপহার দিই!

(৬) খ্রীষ্ট তার ভক্তির কারণে প্রার্থনার উত্তর পেয়েছিলেন। কীভাবে? তিনি তাঁর চলমান দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন এবং ক্রমানুসারে তিনি মৃত্যুতে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সেখান থেকে এক গৌরবময় পুনরুত্থান লাভ করেছিলেন, যা ছিল তার প্রার্থনার উত্তরঃ তাঁর ভক্তির কারণে তিনি তাঁর প্রার্থনার উত্তর পেয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের ক্রোধ এবং পাপের ভার সম্পর্কে দারুনভাবে সচেতন ছিলেন। তার মানবীয় সত্তা এই মহা পাপের ভারে নিমজ্জিত ছিল এবং তিনি এর ভারে ডুবে যাচ্ছিলেন, এই কারণে তিনি ঈশ্বরের সাহায্য এবং সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি এর মাঝেও তিনি তাঁর প্রার্থনার উত্তর পেলেন, কারণ তিনি তাঁর মৃত্যুর সকল যন্ত্রণার মাঝেও যথেষ্ট পরিমাণে ঈশ্বরের সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। তাঁকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পার করে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং সত্যিকার অর্থে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পার না হয়ে আসলে কেউ মৃত্যুকে জয় করতে পারে না। আমরা হয়তো বা অনেক অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করবো, কিন্তু আমরা কখনোই মৃত্যু থেকে মুক্তি পাব না, যে পর্যন্ত না আমরা একবার মৃত্যুর স্বাদ লাভ না করি। আর যারা এভাবে মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভ করেছে তারা এর গৌরবময় পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েই

চিরকালের জন্য এই সুযোগ পেয়েছে, যার মধ্যে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ছিল সবচেয়ে মহিমান্বিত এবং তিনিই ছিলেন পুনরুত্থিতদের মধ্যে প্রথম জাত ফসল।

২. খ্রীষ্টের এই পদচ্যুতির ফলশ্রুতি, পদ ৮, ৯।

(১) খ্রীষ্ট তাঁর এই সকল দুঃখ কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে বাধ্য শিক্ষা করেছিলেন, যদিও তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, পদ ৮। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] খ্রীষ্টের সুযোগ: তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র; পিতার একমাত্র ও একজাত পুত্র। যে কেউ এ কথা চিন্তা করবে যে, পিতার উচিত ছিল অবশ্যই তাঁর পুত্রকে এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা লাভের হাত থেকে রেহাই দেওয়া, কিন্তু তিনি তা করেন নি। যারা ঈশ্বরের সন্তান তাদের কেউই এই যন্ত্রণা থেকে নিঃশেষে মুক্তি পেতে পারে না। পিতা যাকে শাসন করেন না সে কেমন সন্তান?

[২] খ্রীষ্ট তাঁর এই কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে উন্নতি লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর সুপ্ত বাধ্যতার মধ্য দিয়ে সক্রিয় বাধ্যতা অর্জন করেছিলেন; এর অর্থ হচ্ছে, তিনি এক দারুন শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং তিনি দেখিয়েছিলেন যে, তিনি উপযুক্ত ও উত্তমভাবে তা শিখেছিলেন; যদিও তিনি কখনোই অবাধ্য হন নি, তথাপি তিনি কখনো এমন বাধ্যতার চর্চা করেন নি যা তাঁকে এখন মৃত্যুর অনুগত হওয়ার মধ্য দিয়ে করতে হচ্ছে, এমন কি শেষ পর্যন্ত ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে। এখানে তিনি আমাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, আমাদের সকল প্রকার দুঃখ ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে এ কথা শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন যে, এর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করি এবং তার প্রতি নত নম্র হই। আমাদের যন্ত্রণা ভোগ করা প্রয়োজন, যেন আমরা আনুগত্য এবং বাধ্যতা শিখতে পারি।

(২) এই সকল যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়ে তিনি উপযুক্ত হয়েছিলেন এবং যারা যারা তাঁকে মান্য করবে তাদের সকলের অনন্তকালীন পরিত্রাণের রচয়িতা হয়েছিলেন, পদ ৯।

[১] খ্রীষ্ট তাঁর দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর পদমর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং তা তিনি তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা সীলমোহর করেছিলেন।

[২] তিনি তাঁর দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্বের সেই অংশটুকু পালন করেছিলেন যা তাঁকে এই পৃথিবীতেই পালন করতে হত, আর এর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের মন্দতা ও পাপ ধুয়ে মুছে তাদেরকে ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করিয়েছিলেন। এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে, তিনি তা উপযুক্ত করেছিলেন, এক যথার্থ মঞ্চ স্থাপন করেছিলেন।

[৩] তিনি এর মধ্য দিয়ে মানুষের অনন্তকালীন পরিত্রাণের রচয়িতা হিসেবে যথার্থ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন; তিনি তাঁর দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে পাপ ও দুর্দশা থেকে এক পূর্ণ মুক্তি ক্রয় করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁর লোকদের জন্য পবিত্রতা ও সুখের এক পূর্ণ ফল লাভ করেছিলেন। এই পরিত্রাণের ব্যাপারে তিনি তাঁর সুসমাচারে বার বার জানিয়েছেন; তিনি তাঁর নতুন চুক্তি সাধন করেছেন এই পরিত্রাণকে ঘিরেই, আর তিনি এই আত্মা প্রেরণ করেছেন যেন তিনি মানুষকে এই পরিত্রাণ গ্রহণের জন্য সমর্থ করে তুলতে পারেন।

[৪] এই পরিত্রাণ প্রকৃত পক্ষে আর কেউ নয়, একমাত্র তাদের জন্যই নির্ধারিত হয়েছে, যারা খ্রীষ্টের অনুগত হবে। আমাদের খ্রীষ্ট সম্পর্কে কেবল মাত্র কিছু পুথিগত ধর্মতত্ত্বীয় বিদ্যা থাকলেই চলবে না, কিংবা তাঁর প্রতি আমাদের প্রথাগত বিশ্বাস থাকলেই চলবে না, বরং আমাদের অবশ্যই তাঁর কথা শুনতে হবে এবং তাঁর বাধ্য হয়ে চলতে হবে। তিনি একজন রাজা হিসেবে আমাদের শাসন করার জন্য উচ্চীকৃত হয়েছেন, আবার সেই সাথে তিনি আমাদের পরিত্রাণকর্তা হয়ে আমাদেরকে পরিত্রাণ করার জন্যও উচ্চীকৃত হয়েছেন; আর তিনি আর কারও নয়, একমাত্র তাদের প্রতিই পরিত্রাণকর্তা হবেন, যারা তাঁকে তাদের রাজা বলে গ্রহণ করবে, তাঁর অনুগত হবে এবং চাইবে যেন তিনি তাদের উপরে চিরকাল রাজত্ব করেন। আর যারা বাকি থাকবে তাদেরকে তিনি তার শত্রু হিসেবে বিবেচনা করবেন এবং সেভাবেই তাদের সাথে আচরন করবেন। কিন্তু যারা যারা তাঁকে মান্য করবে তাঁর প্রতি নিজেদেরকে নিবেদিত রাখবে, নিজেদেরকে অস্বীকার করবে, নিজেদের ক্রুশ কাধে বহন করবে এবং তাঁকে অনুসরণ করবে, তিনি হবেন তাদের পরিত্রাণের রচয়িতা, ***aitios*** – মহান ধারক, এবং তারা তাঁকে চিরকালের জন্য লাভ কর

ইব্রীয় ৫:১০-১৪ পদ

এখানে আমরা দেখি লেখক ৬ পদে গীতসংহিতা ১১০ অধ্যায় থেকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলেন সেই প্রসঙ্গে আবারও ফিরে গেছেন, যেখানে তিনি মল্কীষেদকের নিয়ম অনুসারে খ্রীষ্টের অসাধারণ পৌরহিত্য লাভের বিষয়ে কথা বলছিলেন। আর এখানে আমরা দেখি:-

ক. তিনি এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, তার কাছে এমন অনেক কথা বলার রয়েছে যার মাধ্যমে তিনি সেই রহস্যময় ব্যক্তি মল্কীষেদক সম্পর্কে জানাতে পারেন, যার পৌরহিত্য অনন্তকালীন এবং এই কারণে যে পরিত্রাণ আমরা লাভ করবো তা হবে অনন্তকালীন। আমরা এই মল্কীষেদক সম্পর্কে আরও কিছু বর্ণনা দেখতে পাব ৭ অধ্যায়ে। অনেকে মনে করেন যে, লেখক এখানে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন তা আসলে বলা খুব একটা সহজ নয়। বস্তুত মল্কীষেদক নিজে খ্রীষ্ট ছিলেন না, কিন্তু মল্কীষেদক পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি বা প্রতীক ছিলেন। নিঃসন্দেহে লেখকের কাছে খ্রীষ্ট সম্পর্কিত এমন অনেক কথা ছিল যা অত্যন্ত রহস্যময়, যা বলা অত্যন্ত কঠিন। বস্তুত আমাদের পরিত্রাণকর্তার ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদা নিয়ে অনেক রহস্যময়তা জড়িয়ে আছে; খ্রীষ্টান ধর্মমত এক দারুন ঐশ্বরীক রহস্য।

খ. তিনি এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কেন তিনি খ্রীষ্ট সম্পর্কে সমস্ত কথা বলবেন না, যিনি আমাদের জন্য মল্কীষেদক, যা তার আসলে বলা প্রয়োজন এবং যা তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করাটাকে এতটা কঠিন করে তুলেছে। মূলত তা ছিল ইব্রীয়দের বোধগম্যতার অভাব, যাদের কাছে তিনি এই পত্রটি লিখেছেন: তোমরা বুঝতে ধীর হয়েছ। এই বিষয়গুলোর মাঝে বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে, আর সুসমাচারের পরিচর্যায় তখনই বিভিন্ন দুর্বলতা দেখা

দেয় যখন তা এই বিষয়গুলো নিয়ে স্পষ্টভাবে কথা বলে না; কিন্তু সাধারণভাবে ভুলটি থাকে শ্রোতাদের মাঝেই। যে সমস্ত শ্রোতাদের বোধগম্যতা ধীর প্রকৃতির, তারা সুসমাচারের প্রচার শুনে অনেক সময় তা ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে না। তারা বিশ্বাসে ধীর গতির হয়ে পড়ে এবং তারা সমস্ত কিছু উপলব্ধি করে তা আয়ত্ব করতে পারে না। তাদের উপলব্ধি থাকে দুর্বল এবং তারা আত্মিক বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে না। তাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল থাকে, কিংবা তা তারা সহজে তা ধরে রাখতে পারে না।

গ. তিনি তাদের এই অক্ষমতার কারণে যে ভ্রান্তি তৈরি হয় তার উপরে জোর দিয়েছেন। এটি কোন স্বাভাবিক অক্ষমতা নয়, বরং এটি ছিল একটি পাপপূর্ণ অক্ষমতা এবং অন্যদের চেয়ে তাদের মধ্যে এটি বেশি ছিল, যেহেতু তারা নিজেরাই একমাত্র অন্যদের চাইতে বেশি পরিমাণে খ্রীষ্টের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিল: বস্তুতঃ এতকালের মধ্যে শিক্ষক হওয়া তোমাদের উচিত ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে তোমাদেরকে ঈশ্বরের বাণীর প্রাথমিক নীতিসমূহ শিক্ষা দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে, পদ ১২। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. এই ইব্রীয়দের কাছ থেকে ঠিক কী ধরনের যৌক্তিক পরিপক্কতা আশা করা হয়েছিল– যেন তারা সুসমাচারের শিক্ষায় নিজেরা যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত হয় এবং সেই সাথে তারা যেন অন্যদেরকে শিক্ষা দিতে পারে। এখান থেকে আমাদের জন্য শেখার রয়েছে:-

(১) ঈশ্বর আমাদের পবিত্র শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করার জন্য যে সময় এবং সুযোগ দিয়েছেন আমরা তা কীভাবে ব্যবহার করছি তা তিনি লক্ষ্য করে থাকেন।

(২) যাদেরকে অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশাও করা হবে।

(৩) যাদের পবিত্র শাস্ত্রের উপর বেশ ভাল উপলব্ধি রয়েছে, তাদের অন্যদের প্রতি শিক্ষা দান করা উচিত, যদি প্রকাশ্যে না হয়, তথাপি ব্যক্তিগতভাবে তাদের এই দায়িত্ব পালন করা উচিত।

(৪) অন্য আর কারও নিজেদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করা উচিত নয়, একমাত্র যে নিজে আত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে সে এই সুযোগ লাভ করবে।

২. তাদের কাছ থেকে যে প্রত্যাশা করা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে লেখক যে দুঃখজনক হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন তা লক্ষ্য করুন: তোমাদেরকে ঈশ্বরের বাণীর প্রাথমিক নীতিসমূহ শিক্ষা দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) ঈশ্বরের দৈববাণীর কিছু প্রাথমিক নীতি রয়েছে, যা বোঝা সহজ এবং তা শেখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

(২) আরও কিছু গভীর এবং নিগূঢ় রহস্য রয়েছে, যা সেই সমস্ত লোকেরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবে, যারা প্রথম নীতি সমূহ আয়ত্ব করেছেন, যাতে করে তারা ঈশ্বরের পূর্ণ ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

(৩) অনেক লোক খ্রীষ্টান জ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার বদলে তাদের সেই প্রথম নীতি ভুলে যায় যা তারা সবার আগে শিখেছিল; এবং নিশ্চয়ই যারা অনুগ্রহ লাভ করেও তা আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে না, তারা তা হারিয়ে ফেলবে।

(৪) সেই সমস্ত লোকদের জন্য এটি পাপ এবং লজ্জার বিষয়, যারা তাদের বয়স এবং মণ্ডলীতে তাদের অবস্থানের তুলনায় বোধগম্যতা ও উপলব্ধির দিক থেকে এখনো শিশু এবং দুগ্ধপোষ্য।

ঘ. লেখক দেখিয়েছেন যে, কীভাবে সুসমাচারের বিভিন্ন শিক্ষা অবশ্যই বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি প্রকাশিত হয়ে থাকে। মণ্ডলীতে যেমন শিশু রয়েছে তেমনি পূর্ণ বয়স্ক মানুষও রয়েছে (পদ ১২-১৪) এবং তাদের জন্য রয়েছে সুসমাচারের দুধ এবং শক্ত খাবার। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. যারা শিশু, যারা ধার্মিকতার বাক্যে অনভিজ্ঞ, তাদেরকে অবশ্যই দুধ খাওয়াতে হবে; তাদেরকে অবশ্যই সবচেয়ে সরল সত্য শিক্ষা দিতে হবে এবং তা অবশ্যই অত্যন্ত সরল উপায়ে দান করতে হবে; কেননা বিধির উপরে বিধি, বিধির উপরে বিধি; পাঁতির উপরে পাঁতি, পাঁতির উপরে পাঁতি; এখানে একটুকু, সেখানে একটুকু, যিশা ২৮:১০। খ্রীষ্ট তার শিশুদেরকে কখনোই অবহেলা করেন নি বরং তিনি সব সময়ই তাদের জন্য উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। খ্রীষ্টে শিশু হওয়া উত্তম, কিন্তু সব সময়ের জন্য তাদের এই শিশু অবস্থায় থাকা উচিত হবে না। আমাদেরকে অবশ্যই অপরিপক্ক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে এবং সেখান থেকে পরিপক্ক এবং সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে হবে।

২. যারা পূর্ণ বয়স্ক তাদের জন্য শক্ত খাবার রয়েছে, পদ ১৪। ধর্মের আরও গভীর রহস্য তাদেরই জন্য, যারা খ্রীষ্টের বিদ্যালয়ে আরও উঁচু শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে, যারা ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছে এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। এই কারণে তারা তাদের বিবেচনা দিয়ে ভাল ও মন্দের মাঝে খুব ভালভাবে বিভেদ নির্ণয় করতে পারে এবং কোনটি তাদের পবিত্র দায়িত্ব এবং কোনটি পাপ কিংবা কোনটি সত্য ও কোনটি ভ্রান্তি তা সহজেই খুঁজে বের করতে পারে। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) খ্রীষ্টান জীবনের বিভিন্ন স্তরে শিশু, যুবক ও পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।

(২) প্রত্যেক সত্যিকার খ্রীষ্টান ঈশ্বরের কাছ থেকে আত্মিক জীবনের নীতি গ্রহণ করে থাকে, যা তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করে তোলার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

(৩) ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে অনুগ্রহ পূর্ণ জীবনের খাবার এবং পুষ্টিস্বরূপ: সদ্যোজাত শিশুর যেমন দুধ পানের প্রয়োজন হয়, তোমাদেরও তেমনি বাক্যের প্রয়োজন যেন তোমরা বেড়ে উঠতে পার।

(৪) পরিচর্যাকারীরা তাদের জ্ঞানের মধ্য দিয়ে সত্যের বাক্যকে সঠিকভাবে বিভাগ করতে পারেন এবং এর মধ্য দিয়ে তারা সকলকে তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ অংশ দান করতে পারেন– শিশুদের জন্য দুধ এবং পূর্ণ বয়স্ক মানুষের জন্য শক্ত খাবার।

(৫) স্বাভাবিক প্রকৃতিগত অনুভূতির পাশাপাশি আত্মিক অনুভূতিও রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের একটি আত্মিক চোখ রয়েছে, একটি আত্মিক রুচি রয়েছে, একটি আত্মিক স্বাদ রয়েছে; আমাদের আত্মার শরীরের মতই সমস্ত উপলব্ধি ও অনুভূতি রয়েছে, দেহের মতই তা অনুভূতি প্রবণ। পাপের কারণে তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু তা অনুগ্রহের মাধ্যমে ফিরে পাওয়া যায়।

(৬) ব্যবহার এবং চর্চা করার মধ্য দিয়ে এই সকল অনুভূতির উন্নতি সাধন করা সম্ভব, তা আরও বেশি দ্রুতগামী এবং শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব। যা উত্তম ও সত্য তার স্বাদ সব সময়ই সুমিষ্ট, এবং যা কিছু মিথ্যা এবং মন্দ, যা সব সময়ই তিক্ত। আমাদের শুধুমাত্র যে যুক্তি বোধ এবং বিশ্বাস রয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে আমাদের রয়েছে আত্মিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা, যা মানুষকে পার্থক্য বিচার করতে শেখায় যে, ঈশ্বরের কাছে কোনটি সন্তোষজনক এবং কোনটি ক্রোধজনক, এবং সেই সাথে কোন্‌টি আমাদের নিজেদের আত্মার জন্য সহায়ক এবং কোন্‌টি ক্ষতিকর।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ৬

এই অধ্যায়ে লেখক ইব্রীয়দেরকে এ কথা বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, তারা যেন তাদের ধর্মে আগের তুলনায় আরও বেশি করে উপলব্ধি অর্জন করে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা যেন তাদের মধ্য থেকে ভণ্ডামির মত মারাত্মক পাপ এড়াতে পারে। তিনি তাদেরকে সচেতন করে তুলেছেন যেন তারা পাপের ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে মুক্ত হতে পারে এবং তাদের সমস্ত কাজ কর্মে আরও বেশি ধার্মিকতা যুক্ত হতে পারে (পদ ১-৮)। এর পরে তিনি তাদের জন্য তার যে উত্তম আশা রয়েছে তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন তারা বিশ্বাস ও পবিত্রতায় পূর্ণ হয়। এর জন্য তিনি তাদেরকে উৎসাহ দান করেছেন এবং তাদের সামনে এক দারুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যেন তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভের জন্য সক্ষম হয়, সেই সাথে ঈশ্বরের প্রতি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ও তাঁর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় তারা সচেষ্ট হয়, পদ ৯-২০।

ইব্রীয় ৬:১-৮ পদ

এখানে আমরা লেখককে ইব্রীয়দের প্রতি উপদেশ দিতে দেখি – যাতে করে তারা তাদের শিশু অবস্থা থেকে খ্রীষ্টকে পূর্ণ বয়স্ক ও পরিপক্ক হয়ে ওঠে। তিনি তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তার প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই সাথে তারা যেন সকল প্রকার আত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে তার জন্য তিনি তাদেরকে সহায়তা দান করার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তিনি চান যেন তারা তাদের আত্মিক অগ্রগতি লাভ করে এবং এই কাজে তিনি তাদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে এগিয়ে দিতে চান, যে কারণে তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন: অতএব এসো আমরা এগিয়ে যাই। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, তাদের অগ্রগতি ও বৃদ্ধি লাভের জন্য খ্রীষ্টানদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রাথমিক নীতি শিক্ষার ধাপ ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। কীভাবে তারা এই ধাপ অতিক্রম করবে? তাদের এই শিক্ষা হারিয়ে ফেললে চলবে না, তাদের এই শিক্ষা অবহেলা করলে চলবে না, তাদের এই শিক্ষা ভুলে গেলে চলবে না। তাদেরকে অবশ্যই এই শিক্ষা অন্তরের মাঝে গেঁথে রাখতে হবে এবং এই শিক্ষাকে তাদের সকল কাজের এবং প্রত্যাশার ভিত্তি হিসেবে স্থাপন করতে হবে। কিন্তু তাদেরকে তাতে স্থির হয়ে থাকলে চলবে না। তারা নিশ্চয়ই চিরকাল তাদের ভিত্তি স্থাপন করে সেখানে বসে থাকবে না, বরং তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং এই ভিত্তির উপরে নির্মাণ কাজ চালাতে হবে। তাদের অবশ্যই একটি বিশাল অবকাঠামো নির্মাণ করে নিতে হবে; কারণ এই ভিত্তি অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল, আর তা হচ্ছে এই বিশাল কাঠামোকে দাড় করানোর জায়গা তৈরি করে দেওয়া। এখানে আমাদের

মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কেন লেখক ইব্রীয়দের কাছে শক্ত খাবার দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, যেখানে তিনি জানেন যে, তারা এখনও শিশু? এর উত্তর হল:-

১. যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই দুর্বল, তথাপি অন্য অনেকেই যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি অর্জন করে ফেলেছে; এবং তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাবার দান করতে হবে। আর যেহেতু তারা হচ্ছে ক্রমবর্ধমান খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সে কারণে তারা অবশ্যই দুর্বলদের জন্য যে সবচেয়ে সরল সত্যটি শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করা উচিত এবং যারা কিছুটা সবল তাদের জন্য আরও কিছুটা কঠিন ও রহস্যময় সত্য প্রচার করা প্রয়োজন।

২. তিনি আশা করেছেন যে, তারা তাদের আত্মিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় বৃদ্ধি লাভ করেছে এবং এই কারণে তারা এখন নিশ্চয়ই শক্ত আত্মিক খাবার খেয়ে হজম করতে পারবে।

ক. লেখক একাধিক ভিত্তি-নীতির কথা উল্লেখ করেছেন, যা অবশ্যই সবার প্রথমে স্থাপন করতে হবে এবং এরপর এই ভিত্তির উপরে কাঠামো নির্মাণ করতে হবে। তার সময় কিংবা তাদের সময় অবশ্যই এই ভিত্তি নির্মাণে সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করলে চলবে না। এই ভিত্তির সংখ্যা ছয়টি:-

১. মৃত কাজ থেকে মন ফেরানো, এর অর্থ হচ্ছে মন পরিবর্তন ও নতুন জন্ম লাভ, আত্মিকভাবে মৃত অবস্থা এবং পথ থেকে ফিরে আসা ও অনুতাপ করা। তিনি যেমন বলেছেন, "তোমাদের আত্মার মাঝে যে অনুগ্রহের জীবন আছে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়ে সাবধান হও। তোমাদের অনুতাপ ও মন ফেরানোর মধ্য দিয়ে তোমাদের মন পরিবর্তিত হয়েছে, সেই সাথে তোমাদের জীবনও পরিবর্তিত হয়েছে। তোমরা এই বিষয়ে সতর্ক থাক, যেন কখনোই আর পাপে ফিরে না যাও, কারণ তোমাদের নতুন জীবন লাভের ভিত্তি এখানেই তৈরি হয়ে গিয়েছে, যার উপর নির্ভর করে তোমাদের শুধুই এগিয়ে যেতে হবে। মৃত কাজ থেকে মন পরিবর্তন ও অনুতাপের জন্য সব সময়ই সুযোগ রয়েছে।" এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) যে সমস্ত লোকেরা মন পরিবর্তন করে নি, তাদের পাপ হচ্ছে নিষ্ফল কাজকর্ম; এগুলো আত্মিকভাবে মৃত মানুষের মধ্য থেকে আসে এবং তারা অনন্ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়।

(২) নিষ্ফল কাজের জন্য অনুতাপ, যদি তা সঠিক হয়, তবে তা হচ্ছে নিষ্ফল কাজ থেকে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন, অন্তর ও জীবনের এক সার্বজনীন পরিবর্তন।

(৩) নিষ্ফল কাজ থেকে এবং এর জন্য মন পরিবর্তন হচ্ছে একটি মৌলিক ভিত্তিগত নীতি, যা দ্বিতীয়বার স্থাপন করা যায় না, যদিও আমরা প্রতিনিয়ত নানা বিষয়ে অনুতাপ স্বীকার করতে পারি।

২. ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি এক দৃঢ় বিশ্বাস, তার প্রকৃতি, চরিত্র এবং যথার্থতার প্রতি এক দারুন বিশ্বাস, সত্তাগত ঐক্যের ভিত্তিতে ত্রিত্বের অবস্থান, বাক্যের মাঝে ঈশ্বরের সমস্ত অন্তর ও ইচ্ছার অবস্থান, বিশেষ করে যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাঝে সম্পৃক্ত, সে সবের প্রতি বিশ্বাস। আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসে আমাদের নিজেদেরকে এই

সমস্ত বিষয়ের প্রতি পরিচিত করে তুলতে হবে; আমাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রতি আমাদের সমস্ত আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, আমাদের স্বীকৃতি প্রকাশ করতে হবে, আমাদের নিজেদেরকে যথাযথভাবে এ সবের প্রতি প্রয়োজনীয় আগ্রহ এবং কাজ প্রকাশ করতে হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) নিষ্ফল কাজ থেকে মন ফেরানো এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত এবং তা সব সময়ই এক সাথে কাজ করে থাকে। এই দু'টি যেন অবিচ্ছেদ্য জমজ সহোদর, যার একটি আরেকটিকে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না।

(২) এর দুটোই আমাদের জন্য ভিত্তিগত নীতি, যা একবার স্থাপন করা হয়ে গেলে আর উঠিয়ে ফেলা যায় না, কাজেই এর উপরে আমাদের নির্মাণ কাজ চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু কখনোই তা থেকে সরে আসা যাবে না। এ কারণে আমাদের কোন মতেই আর মন্দতায় পতিত হলে চলবে না।

৩. বাপ্তিস্মের নীতি, এর অর্থ হচ্ছে খ্রীষ্টের একজন পরিচর্যাকারীর দ্বারা পানিতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ, পিতার নামে, ও পুত্রের নামে ও পবিত্র আত্মার নামে। বাপ্তিস্ম দানের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তিকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নতুন নিয়মের চুক্তিতে আবদ্ধ করা হয়, তার সাথে পরিচিত করে তোলা হয় এবং প্রভুর টেবিলে তা যেন নবায়ন করা যায় সেজন্য তাকে প্রস্তুত করে তোলা এবং আন্তরিকভাবে এই চুক্তি অনুসারে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা, যেন সে এই সত্য ও ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার উপরে নির্ভর করে যেন এখানে তার জন্য যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ রয়েছে তা সে সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে পারে। অভ্যন্তরীণ বাপ্তিস্মের নীতি, যা সাধিত হয় আত্মার উপরে পবিত্র আত্মা কর্তৃক খ্রীষ্টের রক্ত সেচন করার মধ্য দিয়ে, যেন তার অন্তর ও আত্মা পবিত্র হয় এবং পবিত্র আত্মার পবিত্রীকরণের মধ্য দিয়ে তার অন্তরে যেন সেই অনুগ্রহ প্রবেশ করে। বাপ্তিস্মের বিধান হচ্ছে এমন একটি ভিত্তি যা সঠিকভাবে স্থাপন করা প্রয়োজন এবং প্রতি দিন তা স্মরণ করা প্রয়োজন, কিন্তু তা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

৪. হস্তার্পণ করা, একজন ব্যক্তির উপরে ভাব গাম্ভীর্য সহকারে অভিষেক দান করা, যা তাদের বাপ্তিস্মের অবস্থাকে আরও উন্নত করে তোলে, যা তারা অর্জন করে থাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে তাদের চেতনায় এক ইতিবাচক উত্তর লাভ করার মধ্য দিয়ে এবং প্রভুর টেবিলে বসার মধ্য দিয়ে। অসম্পূর্ণতা থেকে একজন পরিপূর্ণ মাণ্ডলিক সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার অসাধারণ দান ও উপহার গৃহীত হয় এবং তা মণ্ডলীর জন্য ও সেই ব্যক্তির জন্য দারুন আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের কারণ হয়। এই কাজটি একবার সম্পন্ন হয়ে গেলে সকলে তা মান্য করতে বাধ্য এবং তাদেরকে অবশ্যই এই অবস্থানে প্রবেশ করলেই চলবে না, বরং সেই সাথে তাদেরকে খ্রীষ্টকে বৃদ্ধি লাভ করতে হবে, কিংবা এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হতে পারে যে, তাদেরকে অবশ্যই পরিচর্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য অভিষিক্ত হতে হবে, যারা এর জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছে এবং যারা এর জন্য ইচ্ছুক এবং তাদেরকে এই কাজের জন্য নিজেদের যোগ্যতা নিরূপণ করার জন্য রোজা রাখা ও প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে নিজেদের নিবেদন করতে হবে এবং পালকের হাতে হস্তার্পণের

জন্য নিজেদেরকে সপে দিতে হবে। আর এই কাজটি কেবল একবারই সম্পন্ন হতে পারে।

৫. মৃতদের পুনরুত্থান, অর্থাৎ মৃতদেহের পুনরুত্থান; এবং তাদের আত্মার সঙ্গে তাদের পুনর্মিলন, যাকে বলা হয়ে থাকে সুখে বা দুঃখে পরস্পর অনন্তকালীন সঙ্গী হওয়া, কারণ তারা যখন মৃত্যুবরণ করেছিল তখন তারা ঈশ্বরে নিবেদিত ছিল এবং তাদের জীবনের গতিপথ এই পৃথিবীতে অতিবাহিত হচ্ছিল।

৬. অনন্তকালীন বিচার, যা সকলের আত্মার বিচার করে, যখন তা তাদের পার্থিব মৃত্যুর পর দেহ ত্যাগ করে। কিন্তু শেষ বিচারের সময় আত্মা এবং দেহ উভয়কেই বিচারে দাঁড় করানো হবে, তাদের অনন্তকালীন অবস্থানে তারা উপনীত হবে, প্রত্যেকে তাদের যথাযথ সামাজিক অবস্থান ও কাজ নির্বিশেষে যা তারা এই পৃথিবীতে লাভ করেছিল সে অনুসারে তাদেরকে দাঁড় করানো হবে; কিন্তু সেখানে মন্দকে চিরকালের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে এবং ধার্মিককে অনন্ত জীবন দান করা হবে।

এগুলো হচ্ছে মহান ভিত্তিগত নীতি, যা পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই পরিষ্কারভাবে এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে উন্মোচন করা প্রয়োজন। এর মধ্য দিয়ে লোকেরা প্রশিক্ষিত হবে এবং তারা আত্মিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং এখান থেকে তারা কখনোই বিচ্যুত হবে না। এ ছাড়া ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়গুলোর এমন কোন ভিত্তি স্থাপন করা যায় না যা তাদেরকে সাহায্য করবে।

খ. লেখক ইব্রীয়দেরকে তাদেরকে নিজেদের ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তার প্রস্তুতি এবং তার আগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন, যাতে করে তারা তাদের পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে: আর ঈশ্বর অনুমতি দিলে আমরা তা করতে পারি, পদ ৩। আর একানে তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন:-

১. ধর্মে অগ্রগতি এবং সক্ষমতা অর্জন করতে গেলে যথাযথ দৃঢ়তা ও প্রত্যয় অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২. সেই প্রত্যয় সম্পূর্ণ সঠিক হয়, যখন তা আমাদের অন্তরে শুধুমাত্র আন্তরিতা ও একাগ্রতা তৈরি করে না, বরং সেই সাথে আমাদের শক্তি, সাহায্য ও ধার্মিকতার জন্য এবং গ্রহণযোগ্যতা, ও সময় ও সুযোগের জন্য ঈশ্বরের বিনম্রতার সাথে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করবো।

৩. পরিচর্যাকারীদের শুধুমাত্র লোকদেরকে এই শিক্ষা দিলেই চলবে না যে, তারা কী করবে, বরং তাদেরকে তাদের সামনে যেতে হবে এবং তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

গ. তিনি দেখিয়েছেন যে, এই আত্মিক বৃদ্ধি হচ্ছে ধর্মত্যাগ ও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হওয়ার মত পাপের বিপক্ষে সবচেয়ে নিশ্চিত পন্থা। আর এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. তিনি দেখিয়েছেন মানুষ কীভাবে ধর্মের মধ্য দিয়ে বহু দূর এগিয়ে যায় এবং এসব কিছুর

পরেও পতিত হয় এবং চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়, পদ ৪, ৫।

(১) তারা আলোকিত হতে পারে। প্রাচীন কালের কিছু পণ্ডিতরা এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এর অর্থ হল তাদের আত্মা ও সত্তা বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত হয়েছে; কিন্তু আসলে সম্ভবত আমাদের এখানে এই অর্থ করা উচিত যে, এটি হচ্ছে প্রথাগত জ্ঞান এবং সাধারণ মতবাদ, যে বিষয়ে মানুষ অনেক বেশি পরিমাণে মনযোগী হতে পারে, এবং তথাপি তারা স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হতে পারে। বালাম এমন একজন মানুষ ছিল যার চোখ ছিল উন্মুক্ত (গণনা ২৪:৩) এবং তথাপি তার চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও সে অন্ধকারের পথে ধাবিত হয়েছিল।

(২) তারা স্বর্গীয় দানের স্বাদ লাভ করতে পারে, তারা এমন কিছু অনুভব করতে পারে যে, পবিত্র আত্মা তাদের অন্তরের মাঝে কাজ করছেন, যার ফলে তারা ধর্মের প্রতি তাদের অনুরাগ অনুভব করতে পারে এবং তথাপি তারা হতে পারে বাজারের সেই লোকদের মত, যারা এমন বস্তুর স্বাদ নিতে চায় যা তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে, আর তবুও তারা গিয়ে সেই বস্তু হাতে তুলে নেয় এবং তার স্বাদ গ্রহণ করে তা আবার রেখে দেয়। অনেক লোক হয়তো বা ধর্মের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে এবং তা পছন্দও করতে পারে, যদি তারা এখানে নিজেকে অস্বীকার করা, এবং নিজের ক্রুশ কাধে তুলে নেওয়া এবং খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার চাইতে সহজ কোন শর্ত পেয়ে থাকে।

(৩) তারা পবিত্র আত্মার ভাগী হতে পারে, এর অর্থ হচ্ছে, তার অসাধারণ এবং অলৌকিক দানের সহভাগী হতে পারে; তারা হয়তো বা খ্রীষ্টের নামে ভূত তাড়াতে পারে এবং বদ আত্মা দূর করতে পারে এবং আরও অনেক মহা মহা কাজ সাধন করতে পারে। এ ধরনের দান প্রৈরিতিক যুগে অনেক সময়ই অনেকের মধ্যে দেখা যেত যা আসলে সত্যিকার পরিত্রাণ দানকারী অনুগ্রহ ছিল না।

(৪) তারা ঈশ্বরের মঙ্গলের বাক্যের রস আস্বাদন করতে পারে; তারা হয়তো বা সুসমাচারের শিক্ষার আংশিক স্বাদ উপভোগ করেছে, তারা হয়তো আনন্দের সাথেই বাক্য শুনেছে, তারা হয়তো তার মধ্যে অনেক কিছুই মনে রেখেছে এবং সে সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে, আর তথাপি তারা সেখান থেকে কখনোই সঠিক আকৃতি ধারণ করতে পারবে না ও নিজেদেরকে সেই কাঠামোতে পরিবর্তিত করতে পারবে না, আবার তারা নিজেদেরকে তাতে অনেক বেশি সমৃদ্ধও করতে পারবে না।

(৫) তারা ভাবী যুগের নানা পরাক্রমের আস্বাদন করতে পারে; তারা হয়তো বা স্বর্গ সম্পর্কে নানা ধরনের চমৎকার কথা চিন্তা করতে পারে এবং তারা দোযখে যাওয়ার জন্য ভীত হতে পারে। ভণ্ডরা প্রকৃত অর্থে এই পর্যন্তই যেতে পারে, এবং বস্তুত তারা এক সময় ধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে। এখন এখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে:-

[১] এখানে যে সমস্ত মহান বিষয় সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা মূলত তাদের প্রসঙ্গেই বলা হচ্ছে, যারা ব্যর্থ হতে পারে; তথাপি এখানে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, তারা সত্যিকার অর্থে মন পরিবর্তন করেছিল, কিংবা তারা পবিত্রীকৃত হয়েছিল; সত্যিকার পরিত্রাণ দানকারী অনুগ্রহের মাঝে এমন আরও মহান বিষয় রয়েছে যা ধর্মত্যাগীরা কখনোই অনুভব করতে

পারে না।

[২] এই কারণে এটি সত্যিকার পবিত্র ব্যক্তিদের পতিত হওয়ার সর্বশেষ সম্ভাবনা হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না। এই সমস্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে পতনের সম্ভাবনা থেকে থাকে, কিন্তু তথাপি তারা সত্যিকার অর্থে পুরোপুরিভাবে বা চূড়ান্তভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় না। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও ক্ষমতা, খ্রীষ্টের ক্রয় ও প্রার্থনা, সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা, ঈশ্বর তাদের সাথে যে চিরকালীন চুক্তি স্থাপন করেছিলেন, সমস্ত বস্তুর মাঝে যে দারুন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এবং বাক্যের অবিনশ্বর বীজ, এগুলোই তাদের জন্য রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু যে গাছের কোন শিকড় নেই তা এই সমস্ত কিছু ধরে রাখতে পারে না।

২. লেখক এই ভয়ঙ্কর পরিণতির বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন, বিশেষ করে যেন কোনভাবেই ধর্মে বহু দূর অগ্রগতি লাভ করার পর তাদের কোনভাবেই পতন না ঘটে।

(১) ধর্মত্যাগের পাপের ভয়ঙ্করতা। এ যেন ঈশ্বরের পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে দেয়া ও প্রকাশ্যে নিন্দা করা। তারা এ কথা ঘোষণা দেয় যে, যিহূদীরা খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে যে কাজটি করেছিল তা তারা সমর্থন করছে। তারা আবারও এ ধরনের একটি কাজ যদি করতে পারে এবং তাদের যদি সেই ক্ষমতা থাকে, তাহলে তারা খুবই খুশি হবে। তারা ঈশ্বরের পুত্রের উপরে এক মহা ক্রোধ বর্ষণ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে তারা তা ঈশ্বরের প্রতিই বর্ষণ করে, যিনি প্রত্যাশা করেন যেন সকলে তার পুত্রকে সমাদর করে এবং এর মধ্য দিয়ে তাকেই অর্থাৎ পিতাকেই সমাদর করে। তারা যা করে তা আসলে এ কথা প্রকাশ করে যে, তারা খ্রীষ্টকে স্বীকৃতি জানাতে লজ্জা বোধ করে এবং তারা খ্রীষ্টান ধর্মকে একটি লজ্জাজনক মতবাদ বলে মনে করে, এবং যে খ্রীষ্টান তাকে জন সম্মুখে অপমান ও লাঞ্ছিত করা উচিত। এটিই প্রকৃত অর্থে ধর্মভ্রষ্টতা।

(২) ধর্মভ্রষ্টদের করুণ পরিণতি ও দুর্দশা।

[১] তাদেরকে পুনরায় মন পরিবর্তন করানো অসম্ভব। এটি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। খুবই কম উদাহরণ রয়েছে যারা এভাবে বহু দূরে গিয়ে পতিত হয়েছে এবং তথাপি আবার সত্যিকার অর্থে মন পরিবর্তন করে ফিরে এসেছে। এ ধরনের পরিবর্তন ঘটতে হলে অবশ্যই পবিত্র আত্মার বড় ধরনের অনুগ্রহ লাভের প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, এটি হচেছ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে অপরাধ, কিন্তু এর কোন ভিত্তি নেই। কারণ এখানে স্পষ্টত যে কথা বলা হয়েছে তা অনুসারে ধর্মভ্রষ্টতা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টের সত্য এবং পথের বিরুদ্ধে কৃত পাপ। ঈশ্বর তাদের মন পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে তাদের জীবনে নতুনীকরণ করতে পারেন, কিন্তু তিনি খুব কমই তা করে থাকেন এবং এই লোকেরা নিজেরা তা কখনোই করতে পারে না।

[২] তাদের দুর্দশা একটি দারুন সাদৃশ্যপূর্ণ কথার মধ্য দিয়ে বলা সম্ভব, আর তা হচ্ছে– জমি অতিরিক্ত চাষ করা হলে জমিতে যেমন ঝোপ আর কাঁটা ছাড়া আর কিছুই থাকে না, তাদের অবস্থাও তেমনি হয়। আর সেই কাঁটাঝোপ ও শ্যাকুল দিয়ে কিছুই করার থাকে না,

বরং তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলাই শ্রেয়, পদ ৮। এখানে এই বিষয়ে আরও জোর দেওয়ার জন্য আমরা লক্ষ্য করবো যে, ভাল ও খারাপ জমির মধ্যে কী পার্থক্য করা হয়েছে, এর মধ্যে ঠিক কী ধরনের বৈপরীত্য রয়েছে, কীভাবে তা একটি অপরের প্রতিবিম্ব প্রকাশ করে।

প্রথমত, এখানে আমরা একটি উত্তম ভূমির বর্ণনা পাই: এই ভূমি নিজের উপরে পুনঃ পুনঃ পতিত বৃষ্টি পান করেছে। বিশ্বাসীরা শুধু যে ঈশ্বরের বাক্যের স্বাদ গ্রহণ করেন তা নয়, সেই সাথে তারা তা পান করে থাকেন। আর এই উত্তম ভূমি এমন ফল আনে যার যথাযথ মূল্য রয়েছে, যা প্রকাশ করে খ্রীষ্টের সম্মান এবং তাঁর বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের সান্ত্বনা, যারা খ্রীষ্টের অধীনে থেকে ভূমির পরিচর্যাকারী হিসেবে কাজ করে থাকেন। আর এই ফসলের জমি কিংবা বাগান ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হয়। ঈশ্বর ফলবান খ্রীষ্টানদেরকে অনুগ্রহ পূর্ণ করে থাকেন এবং সকল জ্ঞানী ও উত্তম ব্যক্তিকে তিনি অনুগ্রহে পূর্ণ করে থাকেন: তারা বহুল পরিমাণে অনুগ্রহের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং তিনি এর মধ্য দিয়ে নিজ গৌরব ও মহিমা প্রতিষ্ঠা করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, এখানে মন্দ ভূমি সম্পর্কে বিপরীত বিষয়ের কথা বলা হয়েছে: এটি কেবল কাঁটঝোপ ও শ্যাকুল উৎপন্ন করে। এটি শুধু যে ভাল ফলের ক্ষেত্রে অনুর্বর তা-ই নয়, সেই সাথে তা উৎপন্ন করে খারাপ ফল, শ্যাকুল, কাঁটাঝোপ, আগাছা। এই ধরনের ভূমি পাপ ও মন্দতার ফল উৎপন্ন করে, যা সকলের জন্যই ক্ষতিকর এবং সমস্যা সৃষ্টিকারী এবং তা এক সময় পাপীদের জীবনেও অনেক বড় ক্ষতি সাধন করে থাকে, এই কারণে এই ধরনের ভূমি সব সময়ই বর্জন করা হয়ে থাকে। ঈশ্বর নিজেকে আর এ ধরনের মন্দ ধর্মভ্রষ্টদের সাথে জড়াবেন না; তিনি তাদেরকে ত্যাগ করবেন এবং তাদেরকে তার সুরক্ষার অধীন থেকে বের করে দেবেন। তিনি আকাশের মেঘদেরকে আদেশ দেবেন যেন তারা আর সেই ভূমির উপরে বৃষ্টি না ঝরায়। স্বর্গীয় কর্তৃত্ব ও প্রভাব তাদের প্রতি রুদ্ধ হয়ে যাবে; আর এটাই শেষ নয়, বরং এ ধরনের ভূমির উপরে বদ আশীর্বাদ পতিত হবে; এই কারণে তা কখনোই অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ পেতে পারে না, যার উপরে এমন ভয়ানক অভিশাপ পতিত হয়, যদিও হয়তো ঈশ্বরের মহা দয়ার কারণে সেই অভিশাপ আর কার্যকর নাও হতে পারে।

সবশেষে, অগ্নিতে ধ্বংস হওয়াই তার পরিণাম। অনন্ত আগুনে পুড়ে বিনাশ হওয়াই হচ্ছে ধর্মভ্রষ্টতার শাস্তি, এই আগুন আর কখনো নিভবে না। এটাই হচ্ছে সেই দুঃখজনক সমাপ্তি যা দেখা যাবে ধর্মভ্রষ্টদের জীবনে, আর সেই কারণে খ্রীষ্টানদের অবশ্যই অনুগ্রহের বৃদ্ধি লাভ করতে হবে যেন তারা কখনোই এই পথ থেকে ভ্রষ্ট না হয়। তারা যদি সামনে এগিয়ে না যায়, তাহলে এক সময় তারা অবশ্যই পিছিয়ে পড়বে, যা বয়ে নিয়ে আসবে অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতি। আর এই কারণে তাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা আত্মিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে এবং পাপ ও মন্দতা তাদের জীবনে কখনোই কোন দুর্দশা বয়ে নিয়ে আসতে না পারে।

ইব্রীয় ৬:৯-২০ পদ

লেখক এখানে ইব্রীয়দের বিষয়ে তার যে চিন্তা রয়েছে তা ব্যক্ত করেছেন এবং তাদেরকে অভয় দান করছেন, যাতে করে তারা তাদের আত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে এবং তাদের ধর্মভ্রষ্টতা দূর করতে সচেষ্ট ও একাগ্র হয়। তিনি তাদেরকে আশার কথা শোনাচ্ছেন এবং তিনি আন্তরিকভাবে তাদের যে উত্তম প্রত্যাশার বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোর কথা ঘোষণা করছেন, যাতে করে তারা ধৈর্য হারা না হয়ে বরং আরও বেশি অধ্যবসায়ী হয় এবং যেন তারা তাদের প্রতি যে মহান উৎসাহ দান করা হয়েছে তাতে উজ্জীবিত হয়ে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে।

ক. তাদের বিষয়ে তার যে উত্তম আশা ছিল তা আন্তরিকভাবে এবং উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করেছেন, যাতে করে তারা শেষ সময় পর্যন্ত টিকে থাকে: প্রিয়তমেরা, যদিও আমরা এরূপ বলছি, তবুও তোমাদের বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে, তোমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল, পদ ৯। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা আমাদের পরিত্রাণকে সহায়তা দান করে, যা পরিত্রাণ থেকে কখনোই পৃথক নয়, এমন কিছু বিষয় যা একজন মানুষ পরিত্রাণ লাভ করেছে কি না তা নির্দেশ করে থাকে এবং তা অনন্ত পরিত্রাণ ও জীবন লাভের অন্যতম মাধ্যম।

২. যে বিষয়গুলো পরিত্রাণের সাথে সম্পৃক্ত তা যে কোন ভণ্ড বা ধর্মভ্রষ্ট কখনোই উপভোগ করতে পারে না। এগুলো প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আরও উত্তম এমন ব্যক্তিই কেবল অর্জন করতে পারে।

৩. এটি আমাদের দায়িত্ব যেন যাদের মধ্যে কোন মন্দ বিষয় পরিলক্ষিত হয় নি তাদের জন্য আমরা সব সময়ই মঙ্গল কামনা করে থাকি।

৪. পরিচর্যাকারীদের কখনো কখনো এমনভাবে কথা বলা উচিত যেন যারা পরিত্রাণের পথে রয়েছে তারা উৎসাহিত হয় এবং তারা আরও বেশি করে পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হয়। যাদের ভেতরে উত্তম আশা রয়েছে এবং সেই সাথে যাদের মাঝে অনন্তকালীন পরিত্রাণ রয়েছে, তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে এটি বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, তারা যদি তা থেকে পিছিয়ে পড়ে তাহলে তারা আসলে কতটা মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হবে। এভাবেই তারা তাদের পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে যদি তারা তাদের পরিণতি সম্পর্কে ভীত হয় এবং কম্পিত হয়।

খ. তিনি তাদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ যুক্তি ও উৎসাহ দান করেছেন যাতে করে তারা তাতে স্থির থাকে।

১. ঈশ্বর তাদের মাঝে এক পবিত্র ভালবাসা ও দয়ার নীতি দান করেছেন, যা তাদেরকে আবিষ্কার করতে হবে সেই সমস্ত দারুন মহৎ কাজের মধ্য দিয়ে যা ঈশ্বর অনুমোদন দেন: ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন; তোমাদের কাজ এবং তোমরা পবিত্র লোকদের যে পরিচর্যা করেছ

ও করছো, তা দ্বারা তাঁর নামের প্রতি তোমারা যে ভালবাসা প্রদর্শন করেছ, তা তিনি ভুলে যাবেন না, পদ ১০। উত্তম কাজ এবং পরিশ্রম যা ভালবাসা থেকে জাগ্রত হয়, তা ঈশ্বরের কাছে প্রশংসনীয়; এবং ঈশ্বরের নামে যে কারও প্রতি এই ভালবাসা প্রদর্শিত হলে তার জন্য ঈশ্বর অবশ্যই পুরস্কার দান করবেন, যা সাধু ব্যক্তি ও পবিত্র ব্যক্তিদের প্রতি সাধিত হবে তা ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতি করা হল বলে মনে করবেন।

২. যারা তাদের ভালবাসা প্রকাশের জন্য অনুগ্রহপূর্ণ পুরস্কার আশা করে, তাদেরকে অবশ্যই সারা জীবন এই নীতিতে স্থির থাকতে হবে এবং সুযোগ ও সামর্থ পাওয়া মাত্রই এই ধরনের কাজে নিয়োজিত হতে হবে: তোমরা পবিত্র লোকদের পরিচর্যা করেছ ও করছো, তা দ্বারা তাঁর নামের প্রতি তোমরা ভালবাসা প্রদর্শন করেছ। আমাদের বাসনা মাত্র এই, তোমাদের প্রত্যেক জন যেন একই প্রকার যত্ন দেখায়।

৩. যারা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাযথ অধ্যবসায় প্রকাশ করে থাকে, তারা শেষ কালে দারুন মহৎ পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা করতে পারে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) পূর্ণ নিশ্চয়তা আমাদের জন্য অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আশা, যা আমাদের পূর্ণ প্রত্যাশায় উজ্জীবিত করে তোলে; তা প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আলাদা নয়, কিন্তু মাত্রার বা পরিমাণের দিক থেকে আলাদা।

(২) পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করা সম্ভব শেষ পর্যন্ত মহা অধ্যবসায় এবং ধৈর্য ধারণ করার মধ্য দিয়ে।

গ. তিনি তাদের সামনে এই সাবধান বাণী এবং পরামর্শ উপস্থাপন করেছেন যে, কীভাবে তারা শেষ পর্যন্ত এই আশার পূর্ণ নিশ্চয়তা ধারণ করবে।

১. তাদের কখনোই ধীর গতির হয়ে পড়লে চলবে না। ধীরগতি একজন মানুষকে করে তোলে অকর্মণ্য ও শক্তিহীন: তাদেরকে অবশ্যই কোন মতেই তাদের আরাম আয়েশের মায়ায় পড়ে থাকলে চলবে না, কিংবা তাদের সুযোগগুলো হেলায় হারালে চলবে না।

২. তাদের অবশ্যই আগেরকার করে যাওয়া বিভিন্ন উত্তম দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে, পদ ১২। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

(১) এমন অনেকে রয়েছে যারা তাদের নিশ্চয়তার কারণে প্রতিজ্ঞার সহভাগী হতে পেরেছে। তারা আগে তাতে বিশ্বাস করেছে আর এখন তারা তার অংশীদার হয়েছে; আর তারা এখন নিরাপদে স্বর্গে যেতে পারবে।

(২) যে পন্থার মধ্য দিয়ে তারা এই উত্তরাধিকার লাভ করেছিল তা হচ্ছে বিশ্বাস এবং ধৈর্য। এই অনুগ্রহ তাদের আত্মায় স্থাপন করা হয়েছিল এবং তাদের জীবনে এর চর্চা ও অনুশীলনের ফলে তা বাস্তবায়িত হয়েছিল। যদি আমরা কখনো তাদের মত উত্তরাধিকার লাভের আশা করি, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এই বিশ্বাস ও ধৈর্যের পথ অনুসরণ করতে হবে; এবং যারা এভাবে তাদেরকে অনুসরণ করবে তারা শেষ পর্যন্ত তা লাভ করবে এবং

এই একই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের ভাগী হবে।

ঘ. প্রেরিত অধ্যায়টি শেষ করেছেন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার নিশ্চিত সত্যের একটি পরিষ্কার এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণের মধ্য দিয়ে, পদ ১৩, যা শেষ পর্যন্ত তিনি অবশ্যই পালন করবেন। এই সকল প্রতিজ্ঞার সমস্তই ঈশ্বরের শপথের মধ্য দিয়ে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে এবং এগুলো সমস্তই ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা ও পরামর্শের মধ্য দিয়ে ভিত্তি অর্জন করেছে, সেই কারণে এর উপরে নির্ভর করা যায়।

১. এই প্রতিজ্ঞাগুলোর সমস্তই ঈশ্বরের শপথ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর লোকদেরকে শুধু যে তার কথা দিয়েছেন তা নয়, এমন কি শুধু যে তাঁর স্বাক্ষর এবং চিহ্নও দান করেছেন তা নয়, বরং তিনি তাঁর শপথই তাদেরকে দান করেছেন। আর এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে, তিনি অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের কৃত শপথের বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যা তিনি তাঁর কাছে বিশ্বস্ত লোকদের পিতা হিসেবে শপথ করেছিলেন, যা তিনি সকল সত্যিকার বিশ্বাসীদের কাছে পূর্ণ জোর দানের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর নিজ গুণে দান করেছিলেন: ঈশ্বর যখন অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, তখন মহত্তর কোন ব্যক্তির নামে শপথ করতে না পারাতে নিজের নামেই শপথ করলেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) ঈশ্বরের শপথ কী ছিল: আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করবো এবং তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করব। ঈশ্বরের আশীর্বাদ হচ্ছে তার লোকদের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ। আর যাদেরকে তিনি আশীর্বাদ করেন তারা নিঃসন্দেহে এক অপরিমেয় সুযোগ লাভ করে। তারা যে আশীর্বাদ লাভ করে তা বহু গুণে বৃদ্ধি পায় এবং যে পর্যন্ত না তাদের এই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে না যায় সে পর্যন্ত তারা তা লাভ করতে থাকে।

(২) তাঁর শপথ কী ছিল যার মধ্য দিয়ে তার এই প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা তিনি দান করেছিলেন: তিনি তাঁর নিজের নামে শপথ করলেন। তিনি তাঁর নিজ সত্তা এবং তাঁর নিজ অনুগ্রহকে শপথের মূল বিষয়বস্তু করেছিলেন। এর চেয়ে বেশি নিরাপত্তা আর কেউ দিতে পারে না বা কেউ প্রত্যাশাও করে না।

(৩) কীভাবে এই শপথ সম্পন্ন করা হয়েছিল: অব্রাহাম নিরূপিত সময়ে এই প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করলেন। তিনি উত্তম পরিমাণে দীর্ঘসহিষ্ণুতা পোষণের পর এই ফল লাভ করলেন।

[১] প্রতিজ্ঞা করা এবং তা পূর্ণতা লাভের মাঝে অনেক সময় এক বিরাট পরিমাণ বিরতি দেখা যায়, এবং অনেক সময় তা অনেক বেশি দীর্ঘও হতে পারে।

[২] এই বিরতি হচ্ছে বিশ্বাসীদের জন্য পরীক্ষার সময়, আর এই পরীক্ষা হচ্ছে তারা সময়ের শেষ পর্যন্ত তাদের ধৈর্য ধারণ করে রাখতে পারে কি না।

[৩] যারা ধৈর্য সহকারে দীর্ঘসহিষ্ণুতা ধারণ করে, তারা নিশ্চিতভাবে এই প্রতিজ্ঞার সমস্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করবে, যেমনভাবে অব্রাহাম নিশ্চিতভাবে লাভ করেছিলেন।

[৪] একটি শপথের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা হচ্ছে প্রতিজ্ঞাকে নিশ্চয়তা দান করা, এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা, যাদেরকে সেই প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন হওয়ার কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে, পদ ১৬। মানুষের নামে যে শপথ করা হয় তা দেওয়া হয় নিশ্চয়তা দানের জন্য এবং তা সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটায়। এটি একটি শপথের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, যার মধ্য দিয়ে মানুষ আরও মহৎ কোন ব্যক্তির নামে নিশ্চয়তা লাভ করে থাকে, কোন হীন ব্যক্তি বা প্রাণীর নয়, বরং প্রভু নিজেই তাদেরকে তার নামে শপথ দান করেছেন। আর এর মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে সমস্ত তর্কের অবসান ঘটেছে, আমাদের নিজেদের অন্তরে যে সকল তর্ক বিতর্ক থেকে থাকে তা দূরীভূত করা হয়েছে (সন্দেহ এবং অবিশ্বাস), এবং অন্যদের সাথে এ বিষয়ে তর্কের অবসান ঘটেছে, বিশেষ করে যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন তার সাথে। এখন, যদি ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি শপথ করেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এর প্রকৃতি এবং পরিকল্পনা মনে রাখবেন।

২. ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা সমূহের ভিত্তি রচিত হয় তাঁর অনন্তকালীন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে; এবং তাঁর এই পরিকল্পনা হচ্ছে এক অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনীয়।

(১) ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসীদের প্রতি যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দানের প্রতিজ্ঞা করেছেন তা কোনভাবেই তাড়াহুড়ো করে বা সহসা দেওয়া হয় নি, বরং তা ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনার ফল।

(২) ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য তার পরিকল্পনা অনুসারে অনুমোদিত হয়েছিল এবং তা এবং তা অনন্তকালীন পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল।

(৩) ঈশ্বরের এই সকল পরিকল্পনা কখনো পরিবর্তন করা যায় না; তা অপরিবর্তনীয়। ঈশ্বর কখনো তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তিত করেন না; কারণ এমন কোন কিছুই তাঁর সামনে উঠে আসতে পারে না যা তাঁকে বাধা দেবে, যেহেতু তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে তার সবই জানেন।

৩. ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সমূহ, যা ঈশ্বরের এই অপরিবর্তনীয় পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয়েছে এবং ঈশ্বরের শপথের মধ্য দিয়ে এর নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে, যাতে করে এর উপরে নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায়; কারণ এখানে আমাদের কাছে দু'টি অপরিবর্তনীয় বিষয় রয়েছে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং শপথ, যা ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব, যা তার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের বিপরীত এবং সেই সাথে তাঁর ইচ্ছার প্রতিও তা বিরোধিতা করে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) তারা কারা যাদের প্রতি ঈশ্বর এই পূর্ণ সুখের নিশ্চয়তা দান করেছেন:-

[১] তারা এই প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী: যারা এই প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকার লাভ করেছে তাদেরকে এই নামেই সম্বোধন করা হয়ে থাকে। তারা এই সুযোগ লাভ করেছে তাদের জন্ম সূত্রে এবং খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে। আমরা সকলে স্বভাবগতভাবে ক্রোধের সন্তান। আমাদের জন্মের সাথে সাথেই আমাদের উপরে অভিশাপ পতিত হয়: এক

নতুন ও স্বর্গীয় জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা সকলে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রতিজ্ঞা লাভ করেছি।

[২] তারা এমন মানুষ যারা তাদের সামনে যে আশা রয়েছে তার উদ্দেশে শরণার্থীর মত করে ধাবিত হয়েছে। আইন অনুসারে তাদের জন্য এমন অনেক শহর ছিল যারা তাদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারতো। এখানে আমাদের জন্য আরও ভাল ও উত্তম একটি শরণ শিবির রয়েছে যা সুসমাচার আমাদের জন্য স্থাপন করেছে। এটি এমন একটি শরণার্থী শিবির যা সকল পাপীদের জন্য স্থাপন করা হয়েছে এবং যাদের সেই পালিয়ে যাওয়ার মত কোন ভীতি রয়েছে তারা এখানে এসে নিরাপত্তা পেতে পারে, যদিও তারা পাপীদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের হয় তার পরও।

(২) তাদের প্রতি ঈশ্বরের পরিকল্পনা কী ছিল, তিনি তাদেরকে বহুল পরিমাণে নিরাপত্তা দান করেছিলেন– যাতে করে তারা অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয় ধারণ করতে পারে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দানের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত এবং তিনি তাদের পবিত্রীকরণের জন্যও পরিকল্পনা করেছেন। তিনি চান যেন তাঁর সন্তানেরা প্রভুর ভয়ে ভীত থেকে পথ চলে এবং পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় জীবন ধারণ করে।

[২] ঈশ্বরের সান্ত্বনা আমাদের জন্য সব সময়ই অত্যন্ত সঞ্জীবনী শক্তি নিয়ে আসে এবং তা আমাদেরকে সবচেয়ে কঠিনতম পরীক্ষা অতিক্রম করতেও শক্তি দান করে। এই পৃথিবীর সান্ত্বনা আমাদের জন্য এতটাই দুর্বল যে তা আমাদের আত্মাকে পরীক্ষার সময় ধরে রাখতে অক্ষম। বিশেষ করে যখন নির্যাতন ও মৃত্যুর ভয় আসে তখন তা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়; কিন্তু প্রভুর সান্ত্বনা সব সময়ই আমাদেরকে সেই শক্তি যোগায় এবং এর চেয়ে বড় আর কোন শক্তি নেই।

(৩) ঈশ্বরের লোকেরা তাদের আশা এবং সান্ত্বনা কীভাবে প্রয়োগ ঘটাবে, যা ঈশ্বরের অনন্তকালীন আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের জন্য তাদের অন্তরকে প্রস্তুত করে তোলে। এটি তাদের জন্য অবশ্যই প্রাণের নোঙ্গরস্বরূপ, অটল ও দৃঢ়, পদ ১৯। এখানে দেখতে পাই:-

[১] আমরা এমন এক পৃথিবীতে রয়েছি যা সমুদ্রে দোলায়মান জাহাজের মত, যা একবার উপরে উঠছে এবং আবারও নিচে নামছে এবং আমাদের সকলেরই ছিটকে পড়ার ভয় রয়েছে। আমাদের আত্মা হচ্ছে জাহাজের মত। আমাদের আত্মার সান্ত্বনা, প্রত্যাশা, অনুগ্রহ এবং সুখ হচ্ছে সেই সমস্ত মূল্যবান রসদ যা আমরা বহন করে চলেছি। স্বর্গে হচ্ছে সেই মহান বন্দর যার অভিমুখে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা এই যাত্রা পথে যে সমস্ত পরীক্ষা ও প্রলোভন লাভ করে থাকি তা হচ্ছে বাতাস এবং স্রোতের ঢেউ যা আমাদের জাহাজকে ধ্বংস করে ফেলার হুমকি দিয়ে চলেছে প্রতি নিয়ত।

[২] আমাদের এমন একটি নোঙ্গরের প্রয়োজন রয়েছে যা আমাদেরকে নিরাপদ এবং স্থির রাখবে, নতুবা আমরা ক্রমাগতভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে থাকবো।

[৩] সুসমাচারের আশা হচ্ছে আমাদের জন্য নোঙ্গরস্বরূপ; যেমন আমাদের যুগের যুদ্ধের সময় শিরোস্ত্রাণ হচ্ছে আমাদের বর্ম, তেমনি ঝড়োন্মুখ সমুদ্রে যাত্রা পথে নোঙ্গর হচ্ছে আমাদের জন্য আত্মরক্ষার বর্ম।

[৪] এটি দৃঢ় ও সুনিশ্চিত, কারণ নতুবা তা আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারতো না।

প্রথমত, এর প্রকৃতি অনুসারে তা নিশ্চিত করে থাকে আমাদেরকে, কারণ এটি ঈশ্বরের একটি বিশেষ কাজ যা আমাদের আত্মায় সাধিত হয়ে থাকে। এটি এমন এক উত্তম আশা যা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ সহকারে দান করা হয়েছে। এটি কোন ধরনের তোষামোদিসূচক আশা নয় যা মাকড়শার জালের মত ক্ষণস্থায়ী নয়, কিন্তু এটি ঈশ্বরের সত্যিকার কাজ। এটি শক্তিশালী এবং কার্যকর একটি কাজ।

দ্বিতীয়ত, এটি এর উদ্দেশ্যের প্রতি স্থিরতার সাথে নিবদ্ধ, এটি এমন একটি নোঙ্গর যা উত্তমভাবে ধরে রাখা হয়েছে। এটি যে কোন পর্দা ও বাধার দেয়াল ভেদ করে স্থির হয়ে থাকে। এটি এমন এক নোঙ্গর যা পাথরের উপরে স্থাপন করা হয়ে থাকে, যা চিরকালীন ভিত্তি প্রস্তর। এই নোঙ্গর বালিতে গাঁথা হয় নি, যা নিমিষেই আলগা হয়ে যেতে পারে, বরং তা খ্রীষ্টের উপরে গাঁথা হয়েছে; তিনিই আমাদের লক্ষ্যবস্তু এবং তিনি বিশ্বাসীদের আশার ভিত্তি। তিনি আমাদের এমন এক আশা দিয়েছেন যার উপরে নির্ভর করে আমরা এক অপরিমেয় গৌরব ও মহিমায় প্রবেশ করতে পারি। এই গৌরব এমনই যা প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য সঞ্চিত রয়েছে যেন তারা এই পর্দা সরিয়ে তা উন্মোচিত করতে পারে এবং তাতে প্রবেশ করতে পারে। খ্রীষ্টই আমাদের জন্য ঈশ্বরের উন্মুক্ত অনুগ্রহ। তিনি আমাদের সকল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের উৎস এবং আমাদের ধ্যানের প্রধান কেন্দ্র বস্তু। তিনিই আমাদেরকে দান করেছেন তার পবিত্র আত্মা যা তার গৌরবময় উপস্থিতি আমাদের দান করে যাচ্ছে প্রতি নিয়ত। যীশু খ্রীষ্ট সম্সত বিশ্বাসীদের আশা ও শান্তির ভিত্তি ভূমি এবং এই কারণে প্রত্যেক বিশ্বাসী তার উপরে নোঙ্গর স্থাপন করতে পারে। যীশু খ্রীষ্ট বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্বাসীদের লক্ষ্য বস্তু এবং ভিত্তি।

১. তিনি যখন সেই পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছেন যেন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাথে মধ্যস্থতা করতে পারেন, তখন তিনি তাঁর উৎসর্গের মধ্য দিয়ে এর মূল্য দান করেছেন যেন তা ঈশ্বরের কাছে যথাযথভাবে গৃহীত হয়: এই আশা তাঁর উৎসর্গ এবং মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে সংযুক্ত হয়েছে।

২. তিনি যেমন তাঁর লোকদের অগ্রদূত, যে কারণে তিনি সেই পর্দা অতিক্রম করেছেন এবং তাদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করেছেন এবং তাদেরকে নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করছেন যেন তারা তাঁকে অনুসরণ করে, ঠিক সেভাবেই তিনি বিশ্বাসীদের একান্ত ও প্রথম ফসল, একাধারে তাঁর পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে এবং তাঁর স্বর্গারোহণের ক্ষেত্রে।

৩. তিনি তিনি সেখানে বাস করছেন, যিনি মল্কীষেদকের নিয়ম অনুসারে আমাদের মহা-পুরোহিত, একজন চিরকালীন পুরোহিত, যার পৌরহিত্য কখনো শেষ হয় না, কখনো ব্যর্থ হয় না, যে পর্যন্ত না তাঁর সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয় এবং তাঁর পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়, যা সেই

সমস্ত লোকদের প্রতি পূর্ণ এবং চূড়ান্ত সুখ ও আনন্দ প্রকাশ করে যারা যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসী। এখন এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের অবশ্যই নিশ্চিতভাবে খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করা প্রয়োজন, যাতে করে আমরা আমাদের অগ্রদূতের উপরে নির্ভর করে আমাদের আশা স্থাপন করতে পারি, যাতে করে যিনি আমাদের জন্য স্বর্গে প্রবেশ করেছেন, আমাদের জন্য নিরাপত্তার স্থান প্রস্তুত করেছেন, আমাদের জন্য আশা ও প্রত্যাশার পরিধি নির্মাণ করেছেন আমরা যেন তার উপরে আমাদের সমস্ত নিরাপত্তার ভার অর্পণ করতে পারি। আমাদেরকে তার মত করেই স্বর্গে আমাদের লক্ষ্য হিসেবে ধার্য করতে হবে এবং আরও বেশি করে তা ভালবাসতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই সেখানে তার সাথে বসবাস করার আশা ধারণ করতে হবে, যেখানে আমরা নিরাপদে ও সুরক্ষার মাঝে বসবাস করতে পারি এবং চিরকাল সন্তুষ্টি সহকারে অনন্ত জীবন যাপন করতে পারি।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ৭

যীশু খ্রীষ্টের পুরোহিত কাজ পদের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা অত্যন্ত চমৎকার এবং যা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যে কারণে লেখক এই বিষয় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। কোন কিছুই যিহূদীদেরকে লেবীয় পদমর্যাদার প্রতি আগ্রহী করতে পারে নি, যতটুকু পেরেছিল লেবীয় পুরোহিত কাজ পদের আকর্ষণ। আর এই কারণে নিঃসন্দেহে এটি ছিল সবচেয়ে পবিত্র এবং চমৎকার একটি প্রতিষ্ঠান। এই কারণে যিহূদীদের জন্য এটি নিশ্চয়ই এক হুমকিস্বরূপ ছিল (হোশেয় ৩:৪) যে, ইস্রায়েল সন্তান এত দিন কোন রাজা বা পুরোহিত ব্যতীত ছিল এবং তারা কোন উৎসর্গের করে নি, তাদের কাছে ছিল না কোন এফোদ, কিংবা কোন উম্মিম বা তুম্মিম। এখন লেখক তাদেরকে এই বলে নিশ্চয়তা দান করছেন যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তারা এক মহান পুরোহিতকে পেয়েছে, এক অতি উচ্চতর পুরোহিতকে তারা লাভ করেছে এবং ফলশ্রুতিতে তারা আরও মহৎ এক পুরোহিত কাজের অধীনে বাস করবে, এক উত্তমতর আইন ও চুক্তির অধীনে তারা বাস করবে। এটি তিনি এই অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, যেখানে:-

ক. আমরা মল্কীষেদক সম্পর্কে আরও স্পষ্ট বর্ণনা লাভ করবো, পদ ১-৩।

খ. হারোণের পুরোহিত কাজের উপরে খ্রীষ্টের পুরোহিত কাজের চমৎকারিত্ব, পদ ৪-১০।

গ. খ্রীষ্টে সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আবাস স্থল, যিনি তার পদমর্যাদায়, ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, পদ ১১-২৮।

ইব্রীয় ৭:১-১০ পদ

বিগত অধ্যায়টি শেষ হয়েছিল একটি পুনরুল্লেখ দিয়ে, যেখানে গীতসংহিতা ১১০:৪ পদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছিল, যীশু চিরকালীন মহা-পুরোহিত, মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে। এখন এই অধ্যায়ে এসে তিনি এই বিষয়ের উপরে প্রচার করেছেন। এখানে লেখক ইব্রীয়দের জন্য বেশ কিছু শক্ত খাবার উপস্থাপন করেছেন, এবং তিনি এই আশা করছেন যে, তারা যেন এই খাবারের মধ্য দিয়ে পরিপুষ্ট হয় এবং তা পরিপূর্ণভাবে হজম করে উঠতে পারে।

ক. এখানে প্রথমেই যে বড় প্রশ্নটি আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় তা হচ্ছে, মল্কীষেদক কে ছিলেন? আমরা তার সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের যে সকল বর্ণনা পাই তা আমরা দেখি আদিপুস্তক ১৪:১৮ এবং গীতসংহিতা ১১০:৪ পদে। অবশ্যই আমরা তাঁর সম্পর্কে বলতে

গেলে এক প্রকার অন্ধকারেই রয়েছি। ঈশ্বর তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ আমাদেরকে দান করেছেন, যাতে করে এই মল্কীষেদক আমাদের কাছে আরও জীবন্ত এক রূপে ধরা দিতে পারেন এবং আমরা নিজেরাই তাঁকে মূর্ত করে তুলতে পারি। যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে যদি মানুষ সন্তুষ্ট না হয় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই অশেষ সন্দেহ ও অজ্ঞানতা নিয়ে অন্ধকারে পড়ে থাকতে হয়। অনেকে তাঁকে একজন স্বর্গদূত বলে কল্পনা করে থাকে, অন্যরা বলে থাকে তিনি কোন এক পবিত্র আত্মা; কিন্তু:-

১. তাঁর বিষয়ে যে সমস্ত মতামত দেওয়া হয়েছে তা আমাদের বিবেচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তিন জন ব্যক্তিকে তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে সবচেয় মানানসই হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে:-

(১) থেরাব্বিন: অধিকাংশ যিহূদী সাহিত্যিক মনে করে থাকেন যে, তিনি নোহের পুত্র সামের পুত্র, যিনি ছিলেন তার বংশধরদের রাজা এবং পুরোহিত, যা পূর্বপুরুষ প্রথার পরিবর্তে প্রচলিত হতে শুরু করে। কিন্তু এটি সম্ভব নয় যে, তিনি এভাবে তাঁর নাম পরিবর্তন করবেন। পাশাপাশি আমাদের এমন কোন ইতিহাস জানা নেই যে, তিনি কনান দেশে কখনো বসবাস করে ছিলেন।

(২) অনেক খ্রীষ্টান সাহিত্যিক মনে করে থাকেন যে, তিনি স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট, যিনি অব্রাহামের বিশেষ সৌভাগ্য লাভের জন্য স্বশরীরে হাজির হয়েছিলেন তাঁর সামনে এবং তিনি অব্রাহামকে তাঁর এই নাম উল্লেখ করেছিলেন, মল্কীষেদক, যা খ্রীষ্ট হিসেবে বেশ মানানসই, বিশেষ করে যা এখানে বলা হয়েছে তা অনুসারে, যোহন ৮:৫৬, অব্রাহাম তাঁর দিন দেখেছিলেন এবং আনন্দ করেছিলেন। এই মতামতের প্রেক্ষিতে অনেক কথা বলা যেতে পারে এবং ৩ পদে যা বলা হয়েছে তা হয়তো বা কোন সাধারণ মানুষের মতের সাথে নাও মিলতে পারে, কিন্তু তাহলে খ্রীষ্টকে তাঁর নিজের প্রতীক হিসেবে রূপ ধারণ করাটা বেশ অবাক হওয়ার মত বিষয় বলে মনে হবে।

(৩) সবচেয়ে সাধারণ মত হল, তিনি ছিলেন একজন কেনানীয় রাজা, যিনি শালেমে রাজত্ব করছিলেন এবং তিনি প্রকৃত সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করতেন ও তাঁর অনুগত ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের একজন প্রতিরূপ হিসেবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি সেভাবেই অব্রাহাম কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন।

২. কিন্তু আমরা এই সকল মত বিরোধ থেকে সরে আসবো এবং যত দূর সম্ভব বোঝার চেষ্টা করবো যে, এখানে লেখক তার সম্পর্কে কী বলার চেষ্টা করেছেন এবং কীভাবে খ্রীষ্টকে সেখানে প্রতিরূপ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, পদ ১-৩।

(১) মল্কীষেদক ছিলেন একজন রাজা, আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টও তাই – এমন একজন রাজা যিনি ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁর স্কন্ধে তিনি শাসন ভার অর্পণ করেছেন এবং তিনি তাঁর লোকদের মঙ্গলের জন্যই শুধু কাজ করে থাকেন।

(২) তিনি ছিলেন ধার্মিকতার রাজা : তাঁর নাম বিশেষভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে তা হচ্ছে

ধার্মিকতার রাজা। যীশু খ্রীষ্ট একজন ন্যায়বান এবং ধার্মিক রাজা – তিনি তাঁর উপাধিতে ন্যায়বান এবং তিনি তাঁর শাসন কাজে ধার্মিক। তিনি আমাদের ধার্মিকতার প্রভু; তিনি সকল প্রকার ধার্মিকতা পূর্ণ করেছেন এবং তিনি চিরস্থায়ী ধার্মিকতা বয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি ধার্মিকতা ও ধার্মিক মানুষকে ভালবাসেন এবং অনৈতিকতা ও অধার্মিকতা ঘৃণা করেন।

(৩) তিনি ছিলেন শালেমের রাজা, যার অর্থ শান্তির রাজা; তিনি ধার্মিকতার প্রথম রাজা এবং এরপর তিনি শান্তির রাজা। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টও তাই; তিনি তাঁর ধার্মিকতার মধ্য দিয়ে শান্তি এনেছেন, ধার্মিকতা ও শান্তির ফল তিনি আমাদেরকে দান করেছেন। খ্রীষ্ট আমাদের শান্তির কথা বলেন, শান্তি সৃষ্টি করেন এবং তিনিই আমাদের শান্তি দাতা।

(৪) তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ মহান ঈশ্বরের পুরোহিত, যিনি বিশেষভাবে তাঁর অযিহূদীদের মধ্যে তাঁর এই পুরোহিত কাজ কাজের জন্য যোগ্য ও সক্ষম বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। আমাদের প্রভু যীশুও তাই; তিনি সর্বোচ্চ ঈশ্বরের সবচেয়ে মহান পুরোহিত এবং অযিহূদীদের অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে আসতে হলে তাঁর মধ্য দিয়ে আসতে হবে। এটিই একমাত্র পথ, এই পুরোহিত কাজের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের পুনর্মিলন ও ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হই।

(৫) তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশ-তালিকা নেই, আয়ুর আদি বা জীবনের অন্ত নেই, পদ ৩। এখানে এই বিষয়টি আক্ষরিকভাবে বুঝলে চলবে না; কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র তাঁকে বিশেষভাবে একজন অবিস্মরণীয় ও অসাধারণ মানুষ হিসেবে দেখিয়েছে, যার কোন বংশ তালিকা আমাদেরকে দেওয়া হয় নি, যাতে করে তিনি যীশু খ্রীষ্টের একজন যোগ্য প্রতিরূপ হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হতে পারেন, যিনি এমন একজন মানুষের মত হবেন যার কোন পিতা নেই, যিনি ঈশ্বরের মত হবেন যার কোন মাতা নেই; যার পুরোহিত কাজের কোন বংশ তালিকা নেই, তিনি তাঁর কাছ থেকে অন্য কোন সত্তায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্য উত্থিত হন নি, কিংবা তাঁর কাছ থেকে অন্য কোন সত্ত্বার জন্ম হবে না, বরং তিনিই ব্যক্তি হিসেবে চিরকাল অক্ষুন্ন থাকবেন।

(৬) অব্রাহাম উত্তম উত্তম লুটদ্রব্য নিয়ে ফেরার পথে তার সাথে দেখা করেছিলেন এবং তিনি অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এই ঘটনাটি উল্লিখিত রয়েছে আদিপুস্তক ১৪:১৮ পদে। তিনি অব্রাহাম ও তার দাসদেরকে আপ্যায়ান করার জন্য রুটি ও আঙ্গুর রস দিয়েছিলেন, কারণ তারা সকলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাদেরকে তা দিয়েছিলেন একজন রাজা হিসেবে এবং একজন পুরোহিত হিসেবে তিনি তাদেরকে আ-শীর্বাদ করেছিলেন। এভাবেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিভিন্ন আত্মিক সংঘর্ষের সময় তার লোকদেরকে সাহায্য করে থাকেন। তিনি তাদেরকে সঞ্জীবিত করে তোলেন, তাদেরকে নতুন শক্তি দেন ও তাদেরকে আশীর্বাদ করেন।

(৭) অব্রাহাম তাকে সমস্ত কিছুর দশ ভাগের এক ভাগ দিয়েছিলেন (পদ ২), এর অর্থ হচ্ছে, লেখক যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সে অনুসারে, সকল লুটকৃত দ্রব্যের দশ ভাগ। আর

অব্রাহাম এই কাজ করেছিলেন তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে, মল্কীষেদক তাদের জন্য যা করেছিলেন তার জন্য, কিংবা বলা যায় এটি ছিল একজন রাজা হিসেবে মল্কীষেদকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রকাশের নিদর্শন, কিংবা এ যেন ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ প্রকাশের জন্য পুরোহিতের কাছে নিয়ে আসা উপহার। আর এভাবেই যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে যত ধন সম্পদ এবং সুখ ও ঐশ্বর্য লাভ করেছি তার জন্য আমাদের উচিত তার প্রতি আমাদের ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার উপহার ঘোষণা করা। আমাদেরকে অবশ্যই তাঁকে আমাদের রাজা হিসেবে সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা ও অধীনতা স্বীকৃতি জানাতে হবে এবং আমাদের সকল দান ও উপহার তার হাতে উপস্থাপন করতে হবে, তাকে আমাদের নিজেদের উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও সমস্ত অধীনতা প্রকাশ করতে হবে।

(৮) এই মল্কীষেদককে নির্মাণ করা হয়েছিল মনুষ্যপুত্রের মত করেই এবং তাঁকে এক চিরকালীন পুরোহিত কাজ দান করা হয়েছিল। তিনি ঈশ্বরের পুত্রের মত এক প্রতিচ্ছবি ধারণ করেছিলেন যা ছিল ধার্মিকতা ও পবিত্রতার চিহ্ন এবং তিনি এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে একজন অমর মহা-পুরোহিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টের এক প্রাচীনতম প্রতি-রূপ, যিনি পিতার একমাত্র ও একজাত পুত্রের প্রতীক ছিলেন এবং যিনি এক অনন্তকালীন পুরোহিতের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন।

খ. এখন আমাদের এই কথা বিবেচনা করা উচিত, যা আমাদেরকে লেখক পরামর্শ দিচ্ছেন যে, এই মল্কীষেদক কতটা মহান ছিলেন এবং তার পৌরহিত্য হারোণের পুরোহিত কাজের তুলনায় কতটা মহান ছিল (পদ ৪, ৫): এখন বিবেচনা করুন এই মানুষটি কতটা মহান ছিলেন। এই ব্যক্তির মহত্ব এবং পৌরহিত্য আমাদের সামনে এভাবে উপস্থাপিত হয়:-

১. লুটকৃত দ্রব্যের দশ ভাগের এক ভাগ তাঁকে দান করার মধ্য দিয়ে অব্রাহাম তাঁর প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন; এবং এটি আমাদের জন্য বিবেচ্য যে, লেবীয় বংশ অব্রাহামের মল্কীষেদককে দেওয়া দশমাংশের মধ্য দিয়ে এই রীতি গ্রহণ করেছিল, পদ ৯। এখন যেহেতু লেবীয় বংশ ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরোহিত কাজের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিল এবং লোকদের কাছ থেকে তারা দশমাংশ গ্রহণ করতো। তথাপি লেবি মল্কীষেদককে দশমাংশ দান করেছিলেন, কারণ তিনি তার চেয়ে আরও বেশি মহান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পুরোহিত ছিলেন। এই কারণে সেই মহা-পুরোহিত যাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেই মল্কীষেদক ছিলেন যে কোন লেবীয় পুরোহিতের চাইতে উচ্চতর, যিনি দশমাংশ দান করেছিলেন অব্রাহামের মধ্য দিয়ে মল্কীষেদকের কাছে। আর এখন ব্যক্তি সম্পর্কীয় এই যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে যা করা সম্ভব তা হচ্ছে, কেবল মাত্র সেই ব্যক্তিদের ব্যাপারে একটি ধারণা অর্জন করা, যাদের বংশধরদের মাঝে সেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং তাদের প্রতিরূপ আমরা তাদের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করতে সক্ষম হই। আমরা এ কথা জানি যে, মানব জাতি পাপে পতিত হয়েছিল প্রথমে আদমের মধ্য দিয়ে, আর তাঁরই মধ্য দিয়ে তাঁর সকল বংশধররা পতিত হয়েছিল। আমরা যেহেতু আদমের বংশধর, তাই আমারাও তাঁর পাপের কারণে পাপী হয়েছি এবং আমরাও পাপ করেছি এবং মানব চরিত্রের মাঝে যে পাপ ও অপরাধ মিশে রয়েছে তা আসলে আমাদের প্রথম পিতা-মাতার দান। তাদের বিশুদ্ধতা ও

পবিত্রতা বজায় রাখার অক্ষমতার কারণেই আমাদেরকে এভাবে পাপে পূর্ণ হতে হয়েছে এবং আমরা প্রকৃতিগত ভাবেই দূষিত হয়েছি। তারা ন্যায্য ভাবেই প্রকৃতিগত দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ এবং এটি অবশ্যই একটি দারুন অনুগ্রহের কাজ, যদি এই পাপের দায় ভার আমাদের উপর থেকে তুলে নেওয়া হয়।

২. মল্কীষেদক অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন, প্রতিজ্ঞাসমূহের সেই অধিকারী অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এতে কোন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, নিম্নতম ব্যক্তি উচ্চতম ব্যক্তিকর্তৃক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, পদ ৬, ৭। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) অব্রাহামের মহান মর্যাদা এবং সম্মান - তিনি এই সকল প্রতিজ্ঞা সমূহের অধিকারী ছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরের সাথে চুক্তি বদ্ধ ছিলেন, যাকে ঈশ্বর প্রচুর পরিমাণে ও মহা মূল্যবান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই মানুষ নিশ্চয়ই অনেক বেশি ধনী এবং সুখী, যে কি না ঈশ্বরের নিজ হাতের স্বাক্ষরে ও সীলমোহরে নিশ্চিত কৃত প্রতিজ্ঞার অধিকারী। এই সম্মান তাদের সকলের জন্যই, যাদের অন্তরে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপস্থিতি রয়েছে, আর তারা সকলেই এই প্রতিজ্ঞার অধীনে রয়েছে।

(২) মল্কীষেদকের মহত্তর সম্মান: অব্রাহামকে আশীর্বাদ করা ছিল তাঁর জন্য উপযুক্ত এবং একটি দারুন সুযোগ; আর এটি হচ্ছে একটি অলিখিত নিয়ম যে, নিম্নতম ব্যক্তি উচ্চতম ব্যক্তিকর্তৃক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, পদ ৭। যিনি আশীর্বাদ করেন তিনি তার চেয়ে বড় যিনি আশীর্বাদ গ্রহণ করেন; আর এই কারণে খ্রীষ্ট ছিলেন মল্কীষেদকের বিপরীত প্রতিরূপ, যিনি সমস্ত মানব সন্তানের দোয়াকারী ও মধ্যস্থতাকারী, আর তাঁকে অবশ্যই হারোণের নিয়ম অনুসারে সমস্ত পুরোহিতের চাইতে বড় হতে হবে।

ইব্রীয় ৭:১১-২৮ পদ

এখানে লক্ষ্য করে দেখুন কীভাবে আরেকজন পুরোহিতের উৎপত্তি হল, মল্কীষেদকের নিয়ম অনুসারে, হারোণের নিয়ম অনুসারে, যার মধ্য দিয়ে এমন পূর্ণতা আসবে যা লেবীয় পুরোহিতদের মধ্য দিয়ে কখনো আসে নি, এই কারণে তা পরিবর্তন করাও সম্ভব নয় এবং তা একেবারেই অনমনীয়, পদ ১১, ১২। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. এটি বলা হয়েছে যে, লেবীয় পুরোহিত কাজ ও আইনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গতা আসতে পারে না। এই সকল বিধি বিধান তাদেরকে পূর্ণ সন্তুষ্টি দান করতে পারে না যাদের তা পরিপূর্ণভাবে প্রয়োজন। তা কেবল মাত্র তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে পারে।

খ. এই কারণে আরেক জন পুরোহিতের উৎপত্তি হয়েছে, মল্কীষেদকের নিয়ম অনুসারে, যার মধ্য দিয়ে এবং তার বিশ্বাসের বিধানের মধ্য দিয়ে যারা যারা তাকে মান্য করবে, তারা আশীর্বাদ লাভ করবে। তারা ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে, তারা এক পূর্ণ পবিত্রতা এবং যথার্থ আনন্দ লাভ করবে, কারণ তারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহের চুক্তির অধীনস্থ হয়েছে,

যা ঘটে থাকে সুসমাচার অনুসারে, কারণ তার মধ্য দিয়ে আমরা পূর্ণ হই।

গ. এটি বলা হয়েছে যে, যদি কোন বিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে পৌরহিত্যের পরিবর্তন আসতে পারে। পৌরহিত্য এবং আইনের ভেতরে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু ভিন্ন কোন পৌরহিত্যের অধীনে তা ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। এভাবে আমরা ভিন্ন উপায়ে এবং ভিন্ন বিধানে চালিত হই, তার নিজস্ব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে।

ঘ. এ কথা যে শুধু বলা হয়েছে তা নয়, বরং সেই সাথে তা প্রমাণও করা হয়েছে যে, পৌরহিত্য এবং আইন পরিবর্তিত হয়েছে, পদ ১৩, ১৪। যে পৌরহিত্য এবং আইনের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গতা আসে না, তা মুছে যায় এবং একজন পুরোহিতের আগমন ঘটে এবং একটি বিধান এখন স্থাপিত হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে সত্যিকার বিশ্বাসীরা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে থাকে। এখন এ ধরনের পরিবর্তন অবশ্যই সুস্পষ্ট এবং তা সুনিশ্চিত ছিল।

১. যে গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে পৌরহিত্য এসেছিল সেই গোষ্ঠীতে পরিবর্তন এসেছিল। এর আগে তা ছিল লেবীয় বংশ; কিন্তু আমাদের মহান মহা-পুরোহিত এসেছেন যিহূদা বংশ থেকে, যার পৌরহিত্য সম্পর্কে মোশি কিছুই বলেন নি, পদ ১৪। বংশগত এই পরিবর্তন দেখায় যে, সত্যিকার অর্থে পৌরহিত্যের আইনে কীভাবে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

২. পুরোহিতদের গঠন এবং সজ্জিতকরণের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। এর আগে লেবীয় পুরোহিত কাজের ক্ষেত্রে তা তৈরি হয়েছিল পার্থিব বিধানের আইন অনুসারে; কিন্তু আমাদের মহান মহা-পুরোহিতকে তৈরি করা হয়েছিল এক অনন্ত জীবনের শক্তিতে। এর পূর্ববর্তী আইন অনুসারে এই পদ উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টন করা হত। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর তার সবচেয়ে বড় ছেলে এই পদমর্যাদা লাভ করতো পার্থিব বংশগতি অনুসারে; কারণ কোন মহা-পুরোহিতই ব্যবস্থা অনুসারে পিতা বা মাতা বিহীন হতে পারতেন না বা তারা বংশধর বিহীন হতে পারতেন না; তাদের নিজেদের মধ্যে জীবন বা অমরত্ব ছিল না। তাদের জীবনের সূচনা এবং সমাপ্তি উভয়ই ছিল; এবং পার্থিব বিধান, বা প্রথম সন্তানের প্রথাও ঠিক তাই, যা তাদের পর্যায়ক্রমকে নির্দেশনা দান করেছিল, যা নাগরিক অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। কিন্তু যে আইনের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্ট একজন পুরোহিত হয়েছিলেন, যা মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে ঘটেছিল, তা ঘটেছিল এক অন্তহীন জীবনের শক্তিতে। তাঁর ভেতরে যে জীবন ও অমরত্ব ছিল তা ছিল এই পৌরহিত্যের অধিকার এবং তাঁর উপাধি, তা তিনি তার পূর্বপুরুষ কোন পুরোহিতের কাছ থেকে লাভ করেন নি। এটি তাঁর পুরোহিতত্বে এক বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করতে আমাদেরকে সাহায্য করে। এর মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের অনন্তকালীনতা অনুধাবন করতে সক্ষম হই। যে বিধান লেবীয় পৌরহিত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই আইন অনুসারে পুরোহিতরা ছিলেন দুর্বল, নমনীয়, মরণশীল, সাধারণ প্রাণী, যারা নিজেদের স্বাভাবিক জীবন কালের ব্যত্যয় ঘটিয়ে তা বৃদ্ধি করতে পারেন না, বরং যাদেরকে অবশ্যই মাংসিক জীবন ধারণ করে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে হত; তাদের কাছে যারা আসতো সেই সমস্ত লোকদের প্রতি যে ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হত তা ছিল আত্মিক জীবন যাপনের জন্য দীক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে আশীর্বাদ করা, আর এটি তারা লাভ করতেন ঈশ্বরের নিকট হতে প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতা ও

কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমাদের বিধান অনুসারে মহা-পুরোহিত অন্তহীন জীবনের অপরিসীম ক্ষমতা দিয়ে তার পদমর্যাদা লাভ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি যে শুধু তাঁর নিজেকে জীবিত করে তুলতে পারেন তাই নয়, সেই সাথে তিনি তাদের সকলের প্রতি আত্মিক ও অনন্ত জীবন দান করতে পারেন, যারা সত্যিকার অর্থে তাঁর উৎসর্গ ও মধ্যস্থতার উপরে নির্ভর করে থাকে। পার্থিব বিধানের আইনে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা অভিষিক্ত করণের বাহ্যিক কার্যাবলীকে বুঝিয়ে থাকে এবং যে সমস্ত পার্থিক উৎসর্গ করা হয় সেগুলোর কথা বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু অন্তহীন জীবনের ক্ষমতা সুসমাচারের জন্য যথাযথভাবে আত্মিক জীবন্ত উৎসর্গ করে থাকে; এবং আত্মিক ও অনন্ত সুযোগ সমূহ খ্রীষ্টের কাছ থেকে ক্রয় করে নেয়, যিনি জীবনের অনন্ত আত্মার দ্বারা তা মানুষের মাঝে দান করে থাকেন এবং মানুষ তার কাছ তা অনন্তকালীন উপহার হিসেবে তা গ্রহণ করে।

৩. পৌরহিত্যের কার্যকারিতার মাঝে আমরা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। পূর্ববর্তী পৌরহিত্যটি ছিল দুর্বল এবং অলাভজনক, যা কোন কিছুই পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারতো না। কিন্তু পরবর্তী পৌরহিত্যটি আমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম আশা দান করে, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের আরও কাছে নিয়ে আসে, পদ ১৮, ১৯। লেবীয় পৌরহিত্য কোন কিছুই পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পারতো না: এটি মানুষকে তাঁর দোষ বা পাপ থেকে পবিত্র করে তুলতে পারতো না, কেবলই অভিযোগ করতে পারতো; এটি তাদেরকে অভ্যন্তরীণ দূষণ থেকে মুক্ত করতে পারতো না; এটি উপাসনাকারীদের নিষ্ফল কাজ থেকে তাদের আত্মাকে ও চেতনাকে মুক্ত ও পরিষ্কার ও পবিত্র করে তুলতে পারতো না। এটি যা করতে পারতো তা হচ্ছে তাদের দোষ খুঁজে বের করে তাদেরকে অভিযোগ করতে পারতো। কিন্তু খ্রীষ্টের পৌরহিত্য ঠিক তার উল্টো কাজটি করে, এবং তিনি একজন পুরোহিত হিসেবে আমাদের সমস্ত পাপ ও অপরাধের ভার নিজে বহন করেন এবং আমাদেরকে এই সকল দোষের ভার থেকে মুক্ত করে দেন এবং আমাদেরকে এক নতুনতর আশা দান করেন। এটি আমাদেরকে সেই সকল আশার উত্তম ভিত্তি প্রদর্শন করে যা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে তার ক্ষমা এবং পরিত্রাণ লাভ করার জন্য যোগ্যতা দান করে এবং তার কাছে চালিত করে। এটি আরও পরিষ্কারভাবে আমাদের আশার মহান বিষয় সমূহ উপস্থাপন করে; এবং এই কারণে তা আমাদের মাঝে আরও বেশি শক্তিশালী এবং জীবন্ত আশা দান করে, যা ঈশ্বরের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রকাশ করে তোলে। এই আশার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের আরও কাছে পৌঁছাতে উৎসাহিত হই, যাতে করে আমরা তার সাথে এটি সংযোগপূর্ণ জীবন এবং সম্মিলন লাভ করতে সক্ষম হই। আমরা এখন তার হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি এবং বিশ্বাসের পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে এসেছি। আমাদের অন্তর সকল মন্দ চিন্তা চেতনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এক উত্তম পবিত্রতা গ্রহণের পরম সুযোগ লাভ করেছে। অথচ পূর্ববর্তী পৌরহিত্যটি মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে রাখতো এবং তাদেরকে চেতনা ও আত্মাকে বন্দী করে রাখতো।

৪. ঈশ্বরের পৌরহিত্যের কার্য পন্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিনি খ্রীষ্টের কাছে এক শপথ করেছেন, যা তিনি কখনো হারোণের পুরোহিত বংশের কাছে করেন নি। ঈশ্বর

কখনো তাদের পুরোহিত কাজ রীতি অন্তহীনতার প্রতিজ্ঞা করেন নি, কিংবা কখনো এমন কোন শপথ কখনো তাদের কাছে করেন নি যে, তিনি তাদেরকে চিরকালের জন্য পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়ে যাবেন, আর সেই কারণে এখানে এমন কোন যুক্তি নেই যে, তাদের এই পৌরহিত্য চিরকাল টিকে থাকবে, বরং এই পৌরহিত্যের বিধান ছিল সাময়িক। কিন্তু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের শপথ অনুসারে পুরোহিত হয়েছেন: প্রভু এই শপথ করলেন, আর তিনি অনুশোচনা করবেন না, তুমিই অনন্তকালীন পুরোহিত, মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে, পদ ২১। এখানে ঈশ্বর শপথ করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের পৌরহিত্যের অপরিবর্তনশীলতা, চমৎকারিত্ব, কার্যকারিতা ও অন্তহীনতার কথা ঘোষণা করেছেন।

৫. এখানে সেই চুক্তির একটি পরিবর্তন সাধন হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে, যে চুক্তির মধ্য দিয়ে পৌরহিত্য একটি নিরাপত্তা লাভ করে এবং পুরোহিত নিশ্চয়তা লাভ করেন; আর তা হচ্ছে চুক্তির প্রত্যাদেশের পরিবর্তন। সুসমাচারের প্রত্যাদেশ পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থার চাইতে আরও বেশি পূর্ণ, মুক্ত, যথার্থ, আত্মিক এবং কার্যকর। সুসমাচারের চুক্তিতে খ্রীষ্ট ঈশ্বরে আমাদের জন্য এবং আমাদের মাঝে ঈশ্বরের জন্য এক দারুন নিশ্চয়তা, কারণ আমরা দেখতে পাই যে, তিনি উভয় ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব সুচারু রূপে পালন করছেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবে স্বর্গীয় ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে তার চরিত্রে একত্রে ধারণ করেছেন, এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে পুনর্মিলনের নিশ্চয়তা দান করেছেন। আর তিনি আমাদের নিশ্চয়তা হিসেবে ঈশ্বর ও মানুষকে চিরকালীন চুক্তি দ্বারা একত্রিত করেছেন। তিনি মানুষকে ঈশ্বরের সাথে তাদের চুক্তি অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি ঈশ্বরকে এই আবেদন করেছেন যেন তিনি মানুষের প্রতি তার প্রতিজ্ঞা অটুট রাখেন, যা তিনি ইতোমধ্যে বিভিন্ন পন্থায় সাধন করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন, যা তার নিজ গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে এবং একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তিনি তার যথাযথ সম্মানে ভূষিত হন।

৬. বিভিন্নভাবে পুরোহিতদের স্তর ও পর্যায়ের মাঝে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। হারোণের পৌরহিত্যে অনেক পুরোহিতের সমাবেশ ছিল এবং বহু মহা-পুরোহিত ছিলেন, যদিও তারা পর্যায় ক্রমিকভাবে তাদের পদের আসীন হতেন; কিন্তু খ্রীষ্টের পুরোহিত কাজের রীতিতে মাত্র একজন এবং একই ব্যক্তি পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এর কারণ স্পষ্ট। লেবীয় পুরোহিতরা অনেকে ছিলেন, কারণ মৃত্যু তাদেরকে চিরকাল থাকতে দেয় না। তাদের দায়িত্ব পদ, তা যত উচ্চ পর্যায়ের এবং সম্মানজনকই হোক না কেন, তা কোনভাবেই তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি; এবং একজন মারা যাওয়ার পরই আরেক জন তার স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং এর পরে তৃতীয় আরেকজন সেই স্থানে এসেছেন, আর এই কারণেই তাদের সংখ্যা এত অত্যাধিক হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই মহা-পুরোহিত চিরকাল দায়িত্ব পালন করে যাবেন, আর তার পৌরহিত্য হচ্ছে ***aparabaton*** – অপরিবর্তনীয়, যা কেউ হস্তান্তর করতে পারবে না, যেভাবে পূর্ববর্তী রীতিতে করা যেত। এটি সব সময়ই একই হাতে অর্পিত রয়েছে। এই পুরোহিত কাজ পদ কখনো শূন্য হবে না, এক প্রহর বা এক মুহূর্তের জন্যও এমন অবস্থা আসবে না যে, লোকেরা স্বর্গের সাথে তাদের আত্মিক বিষয় নিয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য

কোন পুরোহিত পাবে না। এ ধরনের পদ শূন্যতা নিশ্চয়ই তাদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকর; কিন্তু এটি তাদের নিরাপত্তা ও সুখের বিষয় যে, এই চিরঞ্জীবী মহা-পুরোহিত শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে সাথে থাকবেন – সকল সময়, সকল ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেক পরিস্থিতিতে – যারা যারা তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে চাইবে, পদ ২৫। এই কারণে এখানে আরও অধিক মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে এই পৌরহিত্যের প্রত্যাদেশ দান করা হয়েছে।

৭. পুরোহিতদের নৈতিক যোগ্যতার মাঝে কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। যারা হারোণের রীতি অনুসারে পুরোহিত ছিলেন তারা শুধুমাত্র মরণশীল মানুষ নন, বরং সেই সাথে পাপী মানুষও বটে, যাদের মাঝে ছিল পাপ এবং সেই সাথে স্বাভাবিক পার্থিব জীবন আচরণ। তাদের অবশ্যই প্রথমে তাদের নিজেদের পাপের জন্য এবং এরপর লোকদের পাপের জন্য উৎসর্গ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের মহা-পুরোহিত, যিনি শপথের বাক্য অনুসারে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তাঁর জন্য শুধুমাত্র লোকদের জন্য উৎসর্গ করার প্রয়োজন ছিল, তাঁর নিজের জন্য কোন উৎসর্গ করার প্রয়োজন ছিল না; কারণ তিনি নিজে শুধু যে তাঁর পদমর্যাদার জন্য এক অপরিবর্তনীয় অভিষেক লাভ করেছিলেন তা নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্যও তিনি চিরকালীন পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন। তিনি আমাদের জন্য এমন এক মহা-পুরোহিত উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পবিত্র, নির্দোষ, নিষ্কলুষ, পাপীদের থেকে পৃথক্‌কৃত এবং স্বর্গ সকল অপেক্ষা উচ্চীকৃত, পদ ২৬-২৮। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) আমাদের অবস্থান, বিশেষ করে পাপী হওয়ার কারণে আমাদের একজন মহা-পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল, যিনি আমাদের জন্য সন্তুষ্টি সাধন করবেন এবং আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করবেন।

(২) তিনি ছাড়া আর কোন পুরোহিত আমাদের সাথে ঈশ্বরের পুনর্মিলন সাধনের জন্য উপযুক্ত বা যথার্থ হতে পারে না, যিনি তার ব্যক্তিত্বে যথার্থ এবং অনন্য। তাঁকে অবশ্যই সত্তাগতভাবে ধার্মিক হতে হবে, নতুবা তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়ার জন্য উপযোগী হবেন না, কিংবা আমাদের পিতার কাছে আমাদের জন্য মহা-পুরোহিত হতে পারবেন না।

(৩) প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঠিক এমনই একজন মহা-পুরোহিত ছিলেন যেমনটি আমাদের প্রয়োজন ছিল, কারণ তাঁর ছিল ব্যক্তিগত পবিত্রতা, যা ছিল পুরোপুরি যথার্থ। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের ব্যক্তিগত পবিত্রতা সম্পর্কে বিভিন্ন শব্দের মধ্য দিয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যার সমস্তই প্রকাশ করে তাঁর পবিত্রতার পাশাপাশি তাঁর স্বর্গীয় সত্তগত বৈশিষ্ট্যের কথা।

[১] তিনি পবিত্র, পাপের যে কোন প্রকার অভ্যাস বা নীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তার চরিত্রে এতটুকু কলুষতা কোথাও নেই। পাপ তাঁর মাঝে বাস করে না, যদিও সবচেয় উত্তম খ্রীষ্টানদের মধ্যেও পাপ রয়েছে, অথচ তাঁর মাঝে সামান্যতম এবং সবচেয়ে নিচু স্তরের পাপের পরিলক্ষিত হত না।

[২] তিনি ক্ষতিহীন, যে কোন প্রকার কালিমা থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। তিনি কোন প্রকার সহিংসতার মধ্যে যান নি, তাঁর মুখে কোন ধরনের প্রতারণা নেই, তিনি কখনো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কিংবা মানুষের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় কাজ করেন নি।

[৩] তিনি নিষ্পাপ, তিনি কখনো অন্য কোন মানুষের পাপের ভাগী হন নি। আমাদের নিজেদেরকে নির্দোষ রাখা খুব কঠিন কাজ, বিশেষ করে অন্য কারও পাপের সাথে আমরা খুব সহজে জড়িত হয়ে পড়ি, যে কোন প্রকারে আমরা অন্য কারও পাপের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলি কিংবা তাদেরকে সেই পাপ করা থেকে বিরত রাখি না। খ্রীষ্ট নির্দোষ ও নিষ্পাপ ছিলেন, যদিও তিনি আমাদের পাপের ভার নিজের কাধে নিলেন, তথাপি তিনি কখনো নিজেকে তাদের পাপের সাথে যুক্ত করেন নি।

[৪] তিনি পাপীদের কাছ থেকে পৃথক, কেবল মাত্র তার বর্তমান অবস্থানে থেকে নয় (আমাদের মহা-পুরোহিত হিসেবে মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার কারণে, যেখানে কোন কলুষিত ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না), কিন্তু তার ব্যক্তিগত পবিত্রতা। তিনি পাপীদের সাথে কোনভাবেই সংযুক্ত হন নি, কোন স্বাভাবিক বা মানবীয় কারণেও নয়, যা তাঁর ভেতরে উৎসগত পাপের সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের সকলের উপরে এই পাপের ভার অর্পিত হয়েছিল আদমের পাপের কারণে, যা ছিল আমাদের সকলের উৎসগত পাপ এবং তার কাছ থেকেই আমরা সকলে তা বংশানুক্রমিকভাবে লাভ করেছি। কিন্তু খ্রীষ্ট জন্ম লাভ করেছিলেন একজন কুমারীর গর্ভে, যিনি পবিত্র আত্মার আবেশে ও ঈশ্বরের বিশেষ ক্ষমতায় গর্ভ ধারণ করেছিলেন, এভাবেই তিনি সকল মানুষের উৎসগত পাপ থেকে আলাদা হয়েছেন। কিন্তু খ্রীষ্ট যদিও একটি সত্যিকার মানবীয় প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তথাপি তিনি যে অলৌকিক উপায়ে জন্ম লাভ করেছিলেন, তার কারণেই তিনি সমস্ত মানব জাতি থেকে আলাদা ছিলেন।

[৫] তাঁকে স্বর্গ সমূহের চাইতেও অনেক উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী মনে করে থাকেন যে, এখানে তার স্বর্গে উচ্চীকৃত অবস্থানের কথা বোঝানো হয়েছে, যেখানে তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে স্থান লাভ করবেন, যা তার পৌরহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এবং সবচেয়ে মহৎ পরিকল্পনা। কিন্তু ড. গুডউইন মনে করেন যে, এখানে নির্দিষ্টভাবে মূলত খ্রীষ্টের ব্যক্তিগত পবিত্রতার কথা বোঝানো হয়েছে, যা স্বর্গের বাসিন্দা সকলের সম্মানের চাইতে অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ এবং তিনি সকল স্বর্গদূতের চাইতে পবিত্র এবং শ্রদ্ধা ভাজন, যারা সকল পাপ থেকে আলাদা হলেও তাদের যে একেবারেই পাপে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই তা নয়। আর সেই কারণে আমরা পাঠ করে থাকি, ঈশ্বর তাঁর পবিত্রগণের উপরে নির্ভর করলেন ন, এবং তিনি তার স্বর্গদূতদেরকে বোকামির জন্য দোষারোপ করলেন (ইয়োব ৪:১৮), এর অর্থ হচ্ছে, তারা ছিল দুর্বল এবং তাদের মধ্যে ছিল ভ্রান্তি। তারা এই মুহূর্তে স্বর্গদূত হলেও পর মুহূর্তেই হয়ে যেতে পারে শয়তানের অনুসারী, যেমনটা তাদের মধ্যে অনেকেই হয়েছিল। আর পবিত্র স্বর্গদূতেরা এখন যে আর পতিত হয় না, তা তাদের নিজেদের পবিত্রতার কারণে নয়, বরং ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদের ও ক্ষমতার কারণে; তারা নির্বাচিত স্বর্গদূত। এটি খুব সম্ভব যে, স্বর্গ সমূহের

চাইতে উচ্চ কথাটি অর্থ এমন হতে পারে, এই কথাটি খুব বেশি চিন্তাজনক বলে ভাবা হতে পারে, কিন্তু তা আমাদেরকে বুঝতে হবে খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও সত্ত্বার মর্যাদা অনুসারে এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ পবিত্রতা অনুসারে নয়; আর এখানে তা বলা হচ্ছে মূলত এই কারণে যে, বলা হয়েছে তাঁকে উচ্চীকৃত করা হয়েছিল, ***genomenos*** ; কিন্তু এটি সকলেরই খুব ভাল করে জানা আছে যে, এই কথাটি স্বাভাবিক মনোভাব সহকারে বলা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছে, ***genesthe ho Theos alethes*** – ঈশ্বর স্বয়ং সত্য। এই পদে অন্যান্য যে সকল চরিত্রের কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে খ্রীষ্টের পবিত্রতার ব্যক্তিগত যথার্থতার কথা প্রকাশ করেছে, যা লেবীয় পুরোহিতদের পাপপূর্ণ অক্ষমতার বিপরীত; আর এটি আমাদের কাছে দৃষ্ট হয় যে, এই কাজটি আসলে আদৌ সমর্থন যোগ্য নয়, যদি তা এভাবে এই অর্থে মনে করা হয়। এটি আরও বেশি সম্ভাব্য, যেহেতু ২৭ পদে খ্রীষ্টের পৌরহিত্যের যথার্থতা এবং কার্যকারিতা প্রয়োগ করা হয়েছে আংশিক ও এর আকর্ষণহীনতার মধ্য দিয়ে। তাঁর নিজেকে সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এটি ছিল একটি অনাকর্ষণীয় মধ্যস্থতা। তিনি সেই দয়া ও করুণার জন্য মধ্যস্ততা করেছিলেন যা আসলে অন্য সকলের জন্য প্রয়োজন ছিল কিন্তু তাঁর নিজের জন্য প্রয়োজন ছিল না। তিনি তাঁর নিজের জন্য এই মধ্যস্থতা করেন নি। যে পুরোহিত নিজের জন্যই প্রথমত এই মধ্যস্থতা করে থাকেন এবং এর পরে অন্যদের জন্য করেন, তিনি আসলে নিজেই অপরাধী – তিনি সঠিক ও যথার্থ মধ্যস্থতাকারী হতে পারেন না এবং তিনি নিজে পাপীদের মধ্যস্থতাকারী ও উকিল হতে পারেন না। এখন, তার মধ্যস্থতাকে পক্ষপাতহীনতা এবং স্বার্থমুক্ত করে তুলতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, তার নিজেকে এই মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং কোনভাবেই যেন তাঁর নিজের অন্যদের পক্ষে মধ্যস্থতা করার সময় আগে তার নিজের অনুগ্রহের ও দয়ার প্রয়োজন না হয়। যদিও তার আজকের এই সময়ে তার প্রয়োজন নেই, তথাপি তিনি যদি জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি কালকের জন্য এই ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ নিতেন, কিংবা ভবিষ্যতের যে কোন সময়ে তা করতেন। তিনি অবশ্যই চিন্তা করে তার নিজের স্বার্থের বিষয়ে চিন্তা করবেন এবং সেই কারণে তিনি পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কাজ করতে পারবেন না। তিনি এক দিকে যেমন ঈশ্বরের কাছে তার নিজের জন্য অনুগ্রহ কামনা করবেন তেমনি আবার লোকদের জন্যও মধ্যস্থতা করবেন, কিন্তু এতে করে তার দায়িত্ব পালনের ব্যাঘাত ঘটবে এবং তিনি তা যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন না। তাকে যেমন এক দিকে ঈশ্বরের সম্মান বজায় রাখার জন্য অন্তরকে স্থির রাখতে হয়, তেমনি আবার হতভাগ্য পাপী মানুষদের জন্য নিজ সহানুভূতি প্রকাশ করতে হয়। আমি এখানে এই মত প্রকাশ করতে চেষ্টা করছি না যে, আমি আমাদের প্রাচীন ব্যাখ্যাকারীদের মত অনুসরণ করছি, কিন্তু আমি বিশেষজ্ঞ ড. গুডউইনের এই মতের সাথে একমত পোষণ করবো, কারণ আমার মত তার সাথে অধিকাংশ সঙ্গতিপূর্ণ। এর কারণ হচ্ছে, যদি তা উত্তম হয় তাহলে তা আমাদেরকে এ বিষয়ে যথাযথ প্রমাণ দান করবে যে, আসলে ঈশ্বরের মধ্যস্থতা হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা আবশ্যক, যেহেতু কোন সাধারণ প্রাণী নিজেকে এই ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে পারে না, যদি না ঈশ্বরের কাছ থেকে সে এ সকল প্রকার অনুগ্রহ ও করুণা নিজে লাভ না করে, যা তার মধ্যস্থতার মধ্য

দিয়ে সাধারণ বিশ্বাসীদের কাছে দান করা হবে।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ৮

এই অধ্যায়ে লেখক তার বিগত প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে গেছেন, আর তা হচ্ছে খ্রীষ্টের পৌরহিত্য। এখানে:-

ক. তিনি যা ইতোমধ্যে বলেছেন সেটাই আবারও সারমর্ম আকারে প্রকাশ করেছেন, পদ ১, ২।

খ. তিনি তাদের সামনে পুরোহিত কাজ পদের প্রয়োজনীয় অংশগুলো উপস্থাপন করেছেন, পদ ৩-৫।

গ. তিনি ব্যাপকভাবে খ্রীষ্টের পৌরহিত্যের চমৎকারিত্বের কথা বর্ণনা করেছেন, আর তা করতে গিয়ে তিনি নতুন প্রত্যাদেশ বা নতুন নিয়মের চমৎকারিত্বের কথা বিবেচনা করেছেন, যার মধ্যস্থতাকারী ছিলেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট, পদ ৬-১৩।

ইব্রীয় ৮:১-৫ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. খ্রীষ্টের পৌরহিত্য সম্পর্কে এর আগে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলোর একটি সুস্পষ্ট সারমর্ম, যা আমাদের কাছে এ কথা প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্টেতে আমরা কী লাভ করেছি, কোথায় তিনি এখন বসবাস করেন এবং তিনি কোন উপাসনালয়ের পরিচারক, পদ ১, ২। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. খ্রীষ্টে আমরা কী লাভ করেছি: আমরা একজন মহা-পুরোহিতকে পেয়েছি এবং এমন একজন মহা-পুরোহিতকে পেয়েছি আমরা যাকে অন্য আর কেউ কখনো পায় নি, পৃথিবীর কোন যুগে এমন মহা-পুরোহিত আর আসে নি, কিংবা কোন মণ্ডলীতেও আসে নি, এমন মহা-পুরোহিতের উপস্থিতি কেউ এর আগে সেভাবে উপলব্ধি করতে পারে নি। অন্য আর সকলেই ছিলেন মহা-পুরোহিতের প্রতীক ও ছায়া। তিনি একজন মহা-পুরোহিতের সমস্ত প্রকার গুণের অধিকারী, যা তার মাঝে অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। তাঁর মাঝে রয়েছে ঈশ্বরের সম্মান এবং মানুষের ও তাঁর নিজের আত্মিক আনন্দ; তিনি তাদের সমস্ত সম্মান ও মর্যাদার উৎস, যারা তাঁর কাছে আসে এবং তাঁর অধীনস্থ হয়।

২. তিনি কোথায় এখন বসবাস করেন: তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে সিংহাসনে উপনীত রয়েছেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি গৌরবময় ঈশ্বরের পাশে স্বর্গে আসন লাভ

করেছেন। সেখানেই আমাদের মধ্যস্থতাকারী অবস্থান করেন এবং তিনি সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী যা স্বর্গে ও পৃথিবীতে আমাদের সকলের উপরে তিনি অর্জন করেছেন। এটি তাঁর নম্রতার পুরস্কার। এই কর্তৃত্ব তিনি লাভ করেছেন তাঁর পিতার গৌরব ও মহিমা থেকে, যা তাঁর নিজের সম্মান এবং যারা তাঁর অধীনস্থ তাদের সকলের আনন্দ। আর তিনি তাঁর এই সর্বশক্তিমান ক্ষমতার দ্বারা তার নি জের লোকদেরকে ঈশ্বরের ডান পাশে স্বর্গে নিয়ে উপস্থিত হবেন, যেন তারা তার সাথে সেখানে থাকতে পারে, যেখানে তিনি বাস করবেন।

৩. তিনি কোন মন্দিরের পরিচর্যাকারী: তিনি সেই প্রকৃত তাঁবুর সেবক, যা প্রভু নিজে গেথেছেন, কোন মানুষ নয়, পদ ২। এই তাঁবু কোন মানুষের হাতে তৈরি হয় নি, যা ঈশ্বর নিজে স্থাপন করেছেন। এর একটি বাহ্যিক অংশ রয়েছে, যেখানে বেদী ছিল, যেখানে উৎসর্গ করা হত, যা খ্রীষ্টের মৃত্যুর প্রতীক প্রকাশ করে; আর সেখানে একটি অভ্যন্তরীণ অংশ ছিল যা পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল, যা খ্রীষ্ট কর্তৃক লোকদের জন্য স্বর্গে তার মধ্যস্থতার কথা ঘোষণা করে। এখন দেখুন, এই তাঁবুতে খ্রীষ্ট কখনো প্রবেশ করেন নি; কিন্তু তিনি তাঁর নিজের দেহে এই প্রকৃত তাবুর সন্তোষজনক কাজ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এখন এই মন্দিরের একজন পরিচর্যাকারী, মহা পবিত্র স্থানের, স্বর্গের পবিত্র মন্দিরের পরিচর্যাকারী, সেখানে তিনি তাঁর লোকদের বিষয় সম্পর্কে দেখাশোনা করেন এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতা করেন যেন তা ক্ষমা করা হয় এবং তাদের ব্যক্তিত্ব ও সেবা গৃহীত হয়, তাঁর উৎসর্গের গুণে। তিনি শুধু যে স্বর্গে মহা সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী তা নয়, বরং সেই সাথে তিনি তার মণ্ডলীর মহা-পুরোহিত হিসেবে এই পদমর্যাদা লাভ করেছেন তাদের সকলের জন্য এবং তার মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যের জন্যই তিনি মধ্যস্থতা করবেন।

খ. লেখক ইব্রীয়দের সামনে খ্রীষ্টের পৌরহিত্যের প্রয়োজনীয় অংশগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন, কিংবা তাঁর পদমর্যাদার সাথে যা যুক্ত ছিল তা বর্ণনা করেছেন, কারণ তিনি প্রত্যেক মহা-পুরোহিতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজের মাঝে প্রকাশ করেছেন, পদ ৩, ৪।

১. প্রত্যেক মহা-পুরোহিতকে দান ও উৎসর্গ উৎসর্গের জন্য অভিষিক্ত হতে হবে। লোকেরা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার জন্য যা কিছুই নিয়ে আসুক না কেন, তা হতে পারে পাপ উৎসর্গ, বা শান্তির উৎসর্গ, কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎসর্গ, তা অবশ্যই পুরোহিতের দ্বারা উৎসর্গকৃত হতে হবে এবং তাদের দান ও সেবা তার রক্তে পরিশুদ্ধ হতে হবে, যাতে করে তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা গৃহীত হতে পারে; যাতে করে তা যথাযথভাবে খ্রীষ্টের পৌরহিত্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র ও অভিষিক্ত হয়। আর তিনি তাঁর স্বরূপে এই উৎসর্গ করবেন, তাঁর মানবীয় স্বভাব তাঁর স্বর্গীয় সত্ত্বার বেদীতে তা উৎসর্গ করবে, যেভাবে মহান প্রায়শ্চিত্তমূলক উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আমাদের সকল পাপ থেকে আমরা মুক্তি লাভ করেছি এবং তিনি একবারই সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে পাপের অপরাধ থেকে মুক্ত করেছেন। আর তিনি তার নিজ ধার্মিকতার ধূপ দিয়ে এবং তাঁর নিজ গুণে লোকদের সকল পাপ মোচনের জন্য নিজেকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন

করেছেন, যেন তাঁর মধ্য দিয়ে সকলে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং তাঁর সাথে মিলিত হতে পারে। আমাদের নিজেদের যোগ্যতায় কখনোই ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়, কিংবা তাঁর কাছে কোন কিছু উপস্থাপন করা উচিত নয়, বরং আমদেরকে তা খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে করতে হবে, কারণ তা নির্ভর করে তাঁর গুণ ও মধ্যস্থতার উপর; কারণ আমরা যদি গৃহীত হই, তাহলে আমরা তাঁর ভালবাসার পাত্র হতে পারবো, নতুবা নয়।

২. খ্রীষ্টকে এখন অবশ্যই স্বর্গে তার পুরোহিত কাজের দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেই মহা পবিত্র স্থানে, সেই প্রকৃত তাঁবুতে, যা ঈশ্বর নিজে স্থাপন করেছেন। এভাবেই এই প্রতি-রূপের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁকে অবশ্যই তাঁর উৎসর্গের কাজটি এখানে সম্পন্ন করতে হবে, তাঁকে অবশ্যই স্বর্গে গমন করতে হবে, যাতে করে তিনি সেখানে তার ধার্মিকতা উপস্থাপন করতে পারেন এবং সেখানে মানুষের জন্য তার মধ্যস্থতার কাজটি করতে পরেন। কারণ:-

(১) যদি খ্রীষ্ট পৃথিবীতেই থাকতেন, তাহলে তিনি পুরোহিত হতেন না (পদ ৪), এর অর্থ হচ্ছে, লেবীয় রীতি অনুসারে নয়, তিনি পুরোহিত কাজের রীতি অনুসারে পুরোহিত হতে পারতেন না; এবং যে পুরোহিত কাজ এত দিন ধরে এভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং যাকে এতটা সম্মানের সাথে বিবেচনা করা হয়ে আসছে, তা নিশ্চয়ই স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পালন করা হত।

(২) ব্যবস্থার অধীনে পুরোহিতের সমস্ত দায়িত্ব ভার, যা সেই তাঁবুর দায়িত্ব হিসেবেও সম্পৃক্ত ছিল, সেই সাথে যা কিছু সেই পর্বতে দত্ত নিয়ম অনুসারে পালন করা হচ্ছিল, এর সবই ছিল দৃষ্টান্ত বা উদাহরণস্বরূপ এবং স্বর্গীয় বিষয় সমূহের ছায়া, পদ ৫। খ্রীষ্ট হলেন ধার্মিকতার আইনের সারবস্তু এবং সর্বশেষ পর্যায়। এই কারণে খ্রীষ্টের পুরোহিততিতে এমন কোন কিছু অবশ্যই রয়েছে যা পর্দার ওপাশে মহা-পুরোহিতের মধ্যস্থতাকারী কাজের ব্যাখ্যা দেয়, যা ব্যতীত তিনি একজন যথার্থ পুরোহিত হতে পারতেন না; এবং খ্রীষ্ট যদি স্বর্গে আরোহণ না ই করতেন, তাহলে ঈশ্বরের সম্মুখে তার লোকদের জন্য তার উপস্থিতি, তাদের প্রার্থনা উপস্থাপন করা এবং তাদের জন্য আবেদন করার অর্থ কী আছে? এই কারণে যদি তিনি এখন পর্যন্ত পৃথিবীতেই থাকতেন, তাহলে তিনি একজন প্রকৃত পুরোহিত হতে পারতেন না; আর একজন যথার্থ পুরোহিত না হলে তিনি কখনোই আমাদের অনন্তকালীন মহা-পুরোহিত হতে পারতেন না।

ইব্রীয় ৮:৬-১৩ পদ

অধ্যায়ের এই অংশে এসে লেখক হারুন সহ সমস্ত পুরোহিতের পৌরহিত্যের চাইতে খ্রীষ্টের পৌরহিত্যের অধিকতর মহত্ত্ব ও চমৎকারিত্বের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি তাদের উভয়ের চুক্তির মহত্ব বিশ্লেষণ করেছেন এবং অনুগ্রহের চুক্তির প্রত্যাদেশের কথা বিবেচনা করেছেন,

যার মধ্যস্থতাকারী ছিলেন যীশু খ্রীষ্ট (পদ ৬): তাঁর পরিচর্যা কাজ ছিল আরও মহৎ, যার কারণে তিনি এক উত্তমতর চুক্তির মধ্যস্থতাকারী হয়েছিলেন। অনেকে মনে করে থাকেন যে, সকল প্রকার স্বর্গীয় সত্ত্বার দেহ ও আত্মার বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে এই দুই চুক্তির মাঝে অনেক পার্থক্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে; এবং সেই সাথে বিবেচনা করতে হবে এই দুই অনুগ্রহের চুক্তির প্রত্যাদেশের কথা – পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের অধীনে যা আমরা লাভ করতে পারি। এখন লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. এখানে পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, কিংবা বলা যায় অনুগ্রহের চুক্তির যে পুরাতন প্রত্যাদেশ রয়েছে সে অনুসারে এখানে বলা যায় যে:-

১. এটি তৈরি হয়েছিল সিনাই পর্বতে যিহূদী জাতির পূর্বপুরুষদের সাথে (পদ ৯), এবং মোশি ছিলেন সেই চুক্তির মধ্যস্থতাকারী, যখন ঈশ্বর তাদের হাত ধরলেন, তাদেরকে মিসর থেকে পথ দেখিয়ে বের করে নিয়ে চললেন, যা প্রকাশ করে তাদের প্রতি ঈশ্বরের পরম মমতা, স্নেহ, সহানুভূতি ও ভালবাসা।

২. এই চুক্তি ত্রুটিহীন ছিল না (পদ ৭, ৮); এটি ছিল একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ চুক্তি, যা প্রকাশ করেছিল বন্দীত্ব, এবং সেই চুক্তির দায়িত্বে ছিলেন কেবল মাত্র একজন শিক্ষক বা নির্দেশনা দানকারী যিনি আমাদেরকে চুক্তির অধীনে আনবেন এবং যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাবেন। এটি এর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে যথার্থ ছিল, কিন্তু সুসমাচারেরর বিধানের সাথে তুলনা করলে তা একেবারেই অসম্পূর্ণ ও অযথার্থ।

৩. এই চুক্তি নিশ্চিত বা স্থির ছিল না; কারণ যিহূদীরা সেই চুক্তির অধীনে থাকে নি এবং প্রভু আর তাদেরকে গ্রাহ্য করলেন না, পদ ৯। তারা তাদের প্রভুর সাথে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ আচরণ করেছিল এবং নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল এবং ঈশ্বরের অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল। ঈশ্বর তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন, যারা তাঁর চুক্তির অধীনে থাকবে, কিন্তু তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করবেন যারা তাদের উপর থেকে তাঁর যোয়ালি সরিয়ে ফেলবে।

৪. এই চুক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, বয়স বাড়বে এবং এক সময় অদৃশ্য হয়ে যাবে, পদ ১৩। এটি প্রাচীন, বাতিল কৃত, মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং সুসমাচারের যুগে এর আসলে আর কোন উপযোগিতাই নেই, কারণ যেখানে সূর্য আকাশে উদীয়মান, সেখানে মোমবাতির আলো কোন কাজেই আসতে পারে না। অনেকে মনে করে থাকেন যে, যিরূশালেম নগরী ধ্বংসের আগে পর্যন্ত এই চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় নি, আর সে সময় তা পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং লেবীয় পুরোহিত কাজের এর সাথে সাথে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

খ. নতুন নিয়মের প্রত্যাদেশ সম্পর্কে এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তা হচ্ছে খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও চমৎকারিত্ব। এখানে আমরা এ সম্পর্কে যা দেখি তা হচ্ছে:-

১. এটি এক উত্তমতর চুক্তি (পদ ৬), এটি আরও বেশি স্পষ্ট এবং সান্ত্বনাদায়ক প্রত্যাদেশ এবং এটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাপীদের কাছে আরও বেশি সহজে প্রকাশিত করে থাকে, যা পবিত্র আলোতে ও স্বাধীনতায় আত্মাদেরকে নিয়ে আসে। এর কোন ত্রুটি নেই, এর সমস্ত

কিছু সুশৃঙ্খল। এর জন্য আর কোন কিছুই প্রয়োজন নেই, কেবল প্রয়োজন অনুগ্রহের প্রতিজ্ঞার সম্পন্নতা। এটি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন আন্তরিকতা গ্রহণ করে, যার মাঝে রয়েছে সুসমাচারের পূর্ণাঙ্গতা। প্রত্যেক অবাধ্যতা ও মন্দ কাজ চুক্তির কারণে আসে না; সমস্তই এক উত্তম ও সুরক্ষিত হাতে গচ্ছিত রয়েছে।

২. এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরও উত্তম প্রতিজ্ঞার ভিত্তির উপরে, যা আরও বেশি পরিষ্কার এবং যথাযথ, আরও বেশি আত্মিক, আরও বেশি সুস্পষ্ট। আত্মিক ও অনন্তকালীন আশীর্বাদ এই চুক্তিতে অনেক বেশি ইতিবাচক এবং সুস্পষ্ট। স্বর্গীয় আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা এক প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং দয়াপূর্ণ পূর্বশর্ত, যা ঈশ্বরের গৌরব ও তার লোকদের মঙ্গলের জন্য সাধিত হয়। এই চুক্তির মাঝে রয়েছে দায়িত্বে সহযোগিতা এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রতিজ্ঞা, অনুগ্রহ এবং পবিত্রতায় অগ্রগতি ও অধ্যবসায়ের প্রতিজ্ঞা, স্বর্গে শান্তি ও গৌরব লাভের প্রতিজ্ঞা, যা কনান দেশে বসবাস করার প্রতিজ্ঞা দানের মধ্য দিয়ে আগে থেকেই এই স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞার ছায়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ সেই কনান দেশ স্বর্গের একটি প্রতিরূপ।

৩. এটি একটি নতুন চুক্তি, এমন কি সেই নতুন চুক্তি যা ঈশ্বর বহু আগে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি তা ইস্রায়েলের গৃহের সাথে স্থাপন করবেন; এই কথা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যিরমিয় ৩১:৩১, ৩২ পদে এবং তা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে। এটি সব সময়ই আমাদের জন্য এক নতুন চুক্তি হিসেবে থাকবে, যাতে আমরা যারা এই চুক্তি অধীনে রয়েছি তারা সব সময়ই সত্যিকারভাবে ঈশ্বরের ক্ষমতার পরিচয় খুঁজে পাই। এটি ঈশ্বরের চুক্তি; তাঁর দয়া, ভালবাসা ও অনুগ্রহ এর মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতি প্রবাহিত হয়; তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় এই চুক্তি পরিকল্পিত হয়েছে; তাঁর পুত্র তা ক্রয় করেছেন; তার পবিত্র আত্মা সকল আত্মাকে এর মাঝে নিয়ে এসেছেন, এবং তাদেরকে এর মাঝে নির্মাণ করেছেন।

৪. এই চুক্তির বিধানসমূহ অত্যন্ত অসাধারণ, যা ঈশ্বর এবং তাঁর লোকদের মধ্যে বাপ্তিস্মের চুক্তি এবং প্রভুর ভোজের মধ্য দিয়ে সীলমোহর কৃত হয়েছে। তারা এই চুক্তির অধীনে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে এবং ঈশ্বর এখানে তার নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন; আর তিনি এর মূল এবং প্রধান অংশ, যার উপর ভিত্তি করে তার লোকেরা অনুগ্রহের জন্য নির্ভর করে এবং তাদের শক্তি কামনা করে। এখানে দেখুন:-

(১) ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে এই চুক্তি স্থাপন করেছিলেন যে, তিনি তাদের মনের মধ্যে তার ব্যবস্থা রাখবেন আর তাদের হৃদয়ে তা লিখবেন, পদ ১০। তিনি একবার তার আইন তাদের কাছে লিখেছিলেন এবং তিনি তাদের মাঝে তার আইন লিখবেন; এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদেরকে তার আইন জানার ও বোঝার মত উপলব্ধি দান করবেন। তিনি তাদেরকে তা ধরে রাখার মত স্মৃতি দান করবেন। তিনি তাদেরকে তা ঘোষণা করার মত সাহস দেবেন ও তার চর্চা করার মত ক্ষমতা দেবেন। তাদের আত্মার সমগ্র অভ্যাস এবং কাঠামো ঈশ্বরের আইন রচনা করার জন্য টেবিল ও পাণ্ডুলিপি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এটিই হচ্ছে এই চুক্তির ভিত্তি; আর যখন তা তা স্থাপিত হয়, এই দায়িত্ব প্রজ্ঞার সাথে আন্তরিকতার সাথে, তাৎক্ষণিক ভাবে, সহজে, দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে, অবিরতভাবে এবং সান্ত্বনা সূচকভাবে পালিত হয়।

(২) তিনি তাদের সাথে তার এক দারুন নিকটবর্তী ও সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তাদের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়েছেন।

[১] তিনি তাদের কাছে একজন ঈশ্বর হবেন; এর অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদের কাছে সমস্ত কিছু হবেন, এবং তাদের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত কিছু করবেন, যা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ করতে পারে না। একটি মাত্র বাক্যে যে কথা বলা যায় ও ভাব প্রকাশ করা যায়, হাজার হাজার শব্দ ব্যবহার করেও তেমন ভাব প্রকাশ করা যাবে না: আমি তাদের ঈশ্বর হব।

[২] তারা ঈশ্বরের লোক হবে, যারা তাকে ভালবাসবে, সম্মান করবে, মান্য করবে এবং বাধ্য হবে সমস্ত বিষয়ে। তারা তার সমস্ত বিধি নিষেধ মেনে চলবে, তার আদেশ পালন করবে, তার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান অনুসারে চলবে, তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে, তার আনুকূল্য পাওয়ার জন্য কাজ করবে। যারা যারা ঈশ্বরকে তাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা বলে গ্রহণ করেছে এবং তার প্রতি সর্বাংশে নিবেদিত প্রাণ, তাদেরকে অবশ্যই এই সকল শর্ত পালন করতে হবে ও মেনে চলতে হবে। তারা এই চুক্তির অংশ হিসেবে এই দায়িত্বগুলো পালন করতে বাধ্য। তারা এই কাজগুলো করবে, কারণ তাদেরকে ঈশ্বর এই সকল কাজ করার শক্তি দান করবেন, এটি তাদের জন্য একটি প্রমাণ যে, তিনি তাদের ঈশ্বর এবং তারা ঈশ্বরের লোক। কারণ ঈশ্বর নিজে প্রথমে এই সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং এর পরে এটি যথার্থ ও উপযুক্ত অনুগ্রহ দ্বারা পূর্ণ করেছেন; এবং তাদেরকে ভালবাসা ও দায়িত্বশীলতায় পূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। এই কারণে ঈশ্বর তাঁর নিজের ও তাদের উভয়ের জন্যই যথাযথ ভূমিকা এই চুক্তিতে অঙ্কন করেছেন।

(৩) তিনি তাদের সাথে এই চুক্তির শর্তে আবদ্ধ হয়েছেন যে, তাদেরকে আরও বেশি করে বৃদ্ধি পেতে হবে এবং তাদের ঈশ্বরকে আরও বেশি করে জানতে ও চিনতে হবে (পদ ১১): তারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই আমাকে জ্ঞাত হবে, এই কারণে তাদের মধ্যে এমন কোন প্রতিবেশীর প্রয়োজন হবে না যার কাছে গিয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের শিক্ষা নিতে হবে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভের জন্য একজন প্রতিবেশীর উচিত আরেক জনকে প্রভুর বিষয়ে শিক্ষা দেয়া, যেন সে নিজে তার সক্ষমতা ও সুযোগ সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

[২] এই ব্যক্তিগত শিক্ষা দান প্রয়োজন হবে না, কারণ পুরাতন নিয়মের এর যেমন প্রয়োজনীয়তা ছিল, এই নতুন নিয়মের আর তার কোন প্রয়োজন নেই। পুরাতন চুক্তি ছিল ছায়াময়, অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রথাগত এবং উপলব্ধির জন্য কঠিন; তাদের পুরোহিতরা খুব কমই শিক্ষা দিতেন এবং অনেক সময় শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন ছিলই না; এবং ঈশ্বরের আত্মা তখন এতটা পর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত ছিলেন না। কিন্তু নতুন চুক্তির অধীনে সুসমাচারের বহু স্বীকৃত ও প্রকাশ্য শিক্ষাদাতা রয়েছেন এবং তারা চমৎকারভাবে মণ্ডলীতে শিক্ষা দান করে থাকেন, যা মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। এতে করে বহু মানুষ এই শিক্ষার অধীনে আগত হয় এবং যেভাবে ঘুঘু এসে জানালার কাছে জড়ো হয়, ঠিক সেভাবে ঈশ্বরের

আত্মার প্রচুর পরিমাণ আত্মপ্রকাশ সুসমাচারের পরিচর্যাকে আরও বেশি কার্যকর করে তুলেছে, যার কারণে সকল প্রকার মানুষের অন্তরে খ্রীষ্টান জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সকলেই এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞান লাভ করেছে, সকল লিঙ্গের ও সকল বয়সের মানুষের কাছে তা পৌঁছে যাচ্ছে। হে প্রভু, এই মহান প্রতিজ্ঞা যেন আমাদের দিনে পূর্ণতা লাভ করে, যাতে করে ঈশ্বরের হাত সব সময় তার পরিচর্যাকারীদের সাথে সাথে থাকে, যাতে করে বহু মানুষ বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরের দিকে মন ফেরায়।

(৪) ঈশ্বর তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তাদের পাপের ক্ষমা নিয়ে, যা সব সময়ই মানুষের কাছে ঈশ্বরের সত্যিকার জ্ঞান নিয়ে আসে (পদ ১২): কেননা আমি তাদের অপরাধ সকল মাফ করবো এবং তাদের পাপ সকল আর কখনও স্মরণে আনবো না। লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] এই ক্ষমার স্বাধীনতার স্বরূপ। এটি মানুষের গুণ বা বৈশিষ্ট্য থেকে আসে না, বরং ঈশ্বরের দয়া ও করুণা থেকেই আসে; তিনি তার নিজ নামের গুণে তাদেরকে ক্ষমা দান করেন।

[২] এই ক্ষমার পূর্ণতা; এটি তাদের ধার্মিকতা বৃদ্ধি করে, পাপ ও মন্দতাকে দূর করে। সকল প্রকার পাপকে এই ক্ষমা দূর করে দেয়, এমন কি যা মানুষের দৃষ্টিতে ক্ষমার অযোগ্য তাও দূর করে দেয়।

[৩] এই ক্ষমার স্থিরতা। এটি এক চূড়ান্ত ও স্থিরীকৃত ক্ষমা যার মাধ্যমে ঈশ্বর এ কথা স্মরণ করবেন যে, তাদের আর কোন পাপ নেই। তিনি আর এ কথা মনে রাখবেন না, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি ভুলেই যাবেন যে, তাদের কোন পাপ ছিল। তিনি যে শুধু তাদের পাপ ক্ষমা করবেন তা নয়, সেই সাথে তিনি তা ভুলেও যাবেন। তিনি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা দান করবেন। এই পাপের ক্ষমা দান সব সময়ই সকল আত্মিক ক্ষমা দানের সাথে যুক্ত। যে পাপের ক্ষমা দান করা হয় না তা দয়া ও করুণাকে রোধ করে এবং ঈশ্বরের বিচার ডেকে নিয়ে আসে; কিন্তু পাপের প্রকৃত ক্ষমা বিচারকে রোধ করে এবং সকল প্রকার আত্মিক ক্ষমা লাভের একটি দরজা খুলে দেয়। এটি সেই দয়া ও করুণা, যা চিরস্থায়ী এবং যা কার্যকরী। আর এই দয়ার কারণেই আমরা চিরকালীন অনুগ্রহ লাভ করে অনন্ত জীবনের অংশীদার হতে পারি। এটি এই নতুন প্রত্যাদেশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এটিই চুক্তির প্রধান ভিত্তি। এই কারণে আমাদের দুঃখ বোধ করার কোন কারণ নেই, বরং আমাদের এক দারুন যুক্তি রয়েছে আনন্দ করার এই কারণে যে, পূর্ববর্তী সেই চুক্তিটি রদ করা হয়েছে এবং তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ৯

পুরাতন নিয়মের প্রত্যাদেশ বাতিল ও বিলুপ্ত হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার পর লেখক ইবারনীদেরকে এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের মধ্যে ঠিক কী ধরনের সংযুক্তি রয়েছে এবং পুরাতন নিয়মে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও চমৎকার ছিল তা ছিল নতুন নিয়মের প্রতিকৃতি স্বরূপ। পুরাতন নিয়মে যা কিছু ছায়া হিসেবে আমরা পেয়েছি তাকে নতুন নিয়মের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণতা দান করেছে এবং তা আমাদের জন্য যথার্থ। পুরাতন নিয়ম কখনোই আমাদের জন্য স্থায়ী চুক্তি হিসেবে দান করা হয় নি, বরং এটি ছিল সুসমাচারের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ। আর এখানে তিনি এভাবে যে সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন:-

ক. আবাস তাঁবু, উপাসনা করার স্থান, পদ ১-৫।

খ. আবাস তাঁবুতে যে উপাসনা কাজ পরিচালনা করা হত এবং পরিচর্যা কাজ পরিচালিত হত, পদ ৬, ৭।

গ. তিনি সমস্ত বিষয়ের আত্মিক চেতনা এবং মূল পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছেন, পদ ৮-২৮।

ইব্রীয় ৯:১-৭ পদ

এখানে আমরা দেখবো:-

ক. লেখক আবাস তাঁবু সম্পর্কে বিশেষ বর্ণনা দান করেছেন, যা ছিল উপাসনার স্থান, যা ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তার উপাসনা করার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এটিকে বলা হত একটি পার্থিব পবিত্র স্থান, যা পুরোপুরিভাবে এই পৃথিবীর বস্তু দিয়ে গঠিত হয়েছে, অর্থাৎ এই পৃথিবীর উপাদান সকল দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, আর এটি ছিল এমন একটি ভবন যা এক সময় অবশ্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। এটিকে বলা হয়েছে পবিত্র স্থান, কারণ এটি ছিল ইস্রায়েলের রাজার বিচার স্থান এবং প্রাসাদ। ঈশ্বর ছিলেন তাদের রাজা, এবং অন্যান্য রাজাদের মত তারও ছিল বিচার সভা বা রাজ প্রাসাদ, সভাসদবৃন্দ, আসবাবপত্র, এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ, যা কিছু সেখানকার জন্য উপযুক্ত। এই আবাস তাঁবুটি (যার নকশা আমাদের কাছে রয়েছে, যাত্রা ১৫-১৭ অধ্যায়) ছিল একটি ভ্রাম্যমান মন্দির, যা সেই ভ্রাম্যমান মণ্ডলীর অবস্থাকে প্রতীকীকৃত করে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মানবীয় চরিত্রের প্রতি-রূপ প্রকাশ করে, যার মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় পবিত্র ত্রিত্বের পূর্ণতা দৈহিকভাবে সাধিত হয়। এখন এই আবাস তাঁবু সম্পর্কে আমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, এটি দুই ভাগে

বিভক্ত ছিল, যাকে বলা হত প্রথম ও দ্বিতীয় তাঁবু, একটি ভিতরের অংশ এবং একটি বাইরের অংশ, যা মণ্ডলীর দুই ধরনের শ্রেণী বিভাগকে নির্দেশ করতো, যার একটি হচ্ছে মিলিট্যান্ট এবং অপরটি হচ্ছে টায়ামফ্যান্ট; এবং সেই সাথে তা খ্রীষ্টের মানবীয় ও স্বর্গীয় এই দুই ধরনের স্বভাব নির্দেশ করতো। আমাদেরকে একই সাথে এই কথাও বলা হয়েছে যে, এই তাঁবুর উভয় অংশে কী কী রাখা হয়েছিল।

১. বাইরের অংশে কী ছিলঃ সেখানে বেশ কিছু জিনিস ছিল, যার একটি তালিকা আমাদের কাছে রয়েছে।

(১) প্রদীপ আসনঃ নিঃসন্দেহে এই প্রদীপ আসনটি শূন্য এবং নেভানো ছিল না, বরং এই প্রদীপ আসনের প্রদীপগুলো সব সময় জ্বালানো থাকতো। আর এর অবশ্যই প্রয়োজন ছিল, যেহেতু সেই পবিত্র স্থানের কোন জানালা ছিল না; আর এর মূল কারণ ছিল যিহূদীদেরকে অন্ধকার এবং সেই মহান প্রত্যাদেশের রহস্যময় প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া। সেখানে তাদের আলোর উৎস ছিল শুধুমাত্র প্রদীপ আসনটি, যার সাথে খ্রীষ্টের আলোর পূর্ণতার তুলনা করতে গেলে বলতে হয়, তিনি ছিলেন ধার্মিকতার সূর্য, যিনি নিজেই ছিলেন আলো এবং তিনি তাঁর লোকদেরকেও আলোকিত করে তোলেন, কারণ সমস্ত আলো তাঁর কাছ থেকেই নির্গত হয় এবং তাঁর কাছ থেকে আলো নিয়ে আমরাও আলোর উৎস হতে সক্ষম হই।

(২) টেবিল ও তার উপরে রাখা দর্শন রুটির শ্রেণী। এই টেবিলটি ঠিক প্রদীপ আসনের বিপরীত দিকে রাখা ছিল, যা আমাদের কাছে এ কথা প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্টের কাছ থেকে আলো পেয়ে আমরা অবশ্যই তাঁর সাথে সহভাহিতায় মিলিত হই এবং আমাদের দায়িত্ব একে অপরের সাথে একইভাবে সহভাগিতায় মিলিত হওয়া। আমাদের অবশ্যই অন্ধকারের মাঝে তাঁর টেবিলে আসা উচিত নয়, বরং খ্রীষ্টের কাছ থেকে আসা আলোতে পথ চিনে আমরা প্রভুর কাছে এসে মিলিত হব। এই টেবিলে ইস্রায়েলের বারো বংশের প্রতীক হিসেবে বারোটি রুটি রাখা ছিল, একটি বংশের জন্য একটি টুকরো, যার মেয়াদ ছিল এক বিশ্রামবার থেকে আরেক বিশ্রাম বার, অর্থাৎ প্রতি বিশ্রাম বারে এই রুটির টুকরোগুলো বদলে দেওয়া হত। এই দর্শন রুটিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হত প্রাসাদের দর্শন হিসেবে (যদিও ইস্রায়েলের রাজার এর কোন প্রয়োজন ছিল না, তথাপি পার্থিব রাজাদের মত প্রাসাদের প্রতীক হিসেবে সেখানে তা প্রতি সপ্তাহে নতুন করে রাখা হত), কিংবা খ্রীষ্টের লোকদের অন্তরে তাঁর উপস্থিতির প্রতীক হিসেবে, যা তাদের আত্মার চাওয়া ও আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটায়। তিনিই জীবন রুটি; আমাদের পিতার গৃহে যথেষ্ট রুটি আছে এবং প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে আছে। আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে জীবন্ত খাবার লাভ করতে পারি, বিশেষভাবে প্রত্যেক প্রভুর দিনে। এই বাইরের অংশটিকে বলা হয় পবিত্র স্থান, কারণ এখানে পবিত্র প্রভুর উপাসনা করা হয়, যা পবিত্র যীশুকে তুলে ধরে এবং এর পবিত্র জাতিকে উজ্জীবিত করে, যাতে করে তারা আরও পবিত্রতায় সমৃদ্ধ হতে পারে।

২. আমরা এখানে পবিত্র স্থানটির ভেতরের অংশের বর্ণনা পাই, যা ছিল দ্বিতীয় পর্দার আড়ালে, আর একে বলা হত মহা পবিত্র স্থান। এই দ্বিতীয় পর্দা, যা পবিত্র ও মহা পবিত্র

স্থানের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল, তা ছিল যীশু খ্রীষ্টের দেহের প্রতিরূপ, কারণ তা ছিড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শুধু যে আমাদের দৃষ্টিপথ উন্মুক্ত হয়ে ছিল তা নয়, সেই সাথে মহা পবিত্র স্থানে গমনের জন্য আমাদের পথ খুলে গিয়েছিল, যা স্বর্গের প্রতীক। এখন এই অংশে আমরা দেখতে পাই:-

(১) স্বর্ণময় ধূপবেদি, যেখানে ধূপ দেওয়া হত, কিংবা বলা যায় স্বর্ণ নির্মিত একটি বেদী, যেখানে ধূপ পোড়ানো হত; উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে এটি ছিল খ্রীষ্টের প্রতীক, স্বর্গের সাথে তার সন্তোষজনক এবং কার্যকরী মধ্যস্থতার প্রতীক, যা তার উৎসর্গ উৎসর্গের মধ্য দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল, যার উপরে আমরা নির্ভর করি ঈশ্বরের কাছ থেকে সকল গ্রহণযোগ্যতা ও আশীর্বাদ লাভ করার জন্য।

(২) ব্যবস্থা সিন্দুক, যা খাঁটি স্বর্ণ দ্বারা আবৃত ছিল, পদ ৪। এটি খ্রীষ্টের প্রতিকৃতি উপস্থাপন করে, ব্যবস্থার প্রতি তাঁর যথার্থ বাধ্যতা এবং তাঁর সকল ধার্মিকতার পূর্ণতাকে প্রকাশ করে। এখন এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, সেই সিন্দুকের ভেতরে কী ছিল এবং এর উপরে কী ছিল।

[১] এর ভেতরে যা ছিল:-

প্রথমত, একটি স্বর্ণের পাত্র, যার ভেতরে ছিল মান্না, যা ইস্রায়েলীয়রা তাদের গৃহে সংরক্ষণ করে রেখেছিল, যা ঈশ্বরের আদেশের বিপরীত, যা বর্তমানে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু এখন ঈশ্বরের নির্দেশে তা এই গৃহে রাখা হয়েছে, সব সময় তা সুমিষ্ট এবং পবিত্র থাকবে; আর এটি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, একমাত্র খ্রীষ্টই আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের অনুগ্রহ, আমাদের সমস্ত কাজকে সব সময় খাঁটি রাখতে পারেন। এটি ছিল একই সাথে খ্রীষ্টে আমরা যে জীবন রুটি পাই তার প্রতীক, সত্যিকার জীবন ফল, যা আমাদেরকে দেয় অমরত্ব। এটি একই সাথে ছিল ঈশ্বরের অলৌকিকভাবে তার লোকদের মরুভূমিতে খাবার যোগানোর প্রতীক, যাতে করে তারা কখনো এ ধরনের চিহ্ন ভুলে না যায়, কিংবা কখনোই ঈশ্বরকে কোন বিষয়ে অবিশ্বাস না করে।

দ্বিতীয়ত, হারোণের যে লাঠিতে ফুল ফুটেছিল সেই লাঠি, এবং এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে, তিনি তাঁকে লেবীয় বংশ থেকে সমগ্র ইস্রায়েল জাতির জন্য পরিচর্যাকারী হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং এতে করে তিনি সকল মানুষের অসন্তোষ দূর করেছিলেন; এবং সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছিলেন, সেই সাথে তারা পুরোহিতের পদ লাভ করা নিয়ে যে ধরনের সংঘাতের সূচনা করতে যাচ্ছিল তার সম্ভাবনাও তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন, গণনা ১৭ অধ্যায়। এটি ছিল ঈশ্বরের দেওয়া সেই বিশেষ লাঠি যা দিয়ে মোশি ও হারুন নানা আশ্চর্য কাজ করেছিলেন; আর এটি ছিল খ্রীষ্টের একটি প্রতীক, সেই পুরুষ, যাঁর নাম ‘পল্লব’ (সখরিয় ৬:১২), যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নানা আশ্চর্য কাজ করেছিলেন তাঁর লোকদের আত্মিক মুক্তি দান, সুরক্ষা ও চাহিদা যোগানের জন্য এবং তাদের শত্রুদেরকে প্রতিহত করার জন্য। এটি ছিল এক স্বর্গীয় বিচারের প্রতীক, যা দিয়ে পাথর রূপ খ্রীষ্টকে আঘাত করা হয়েছিল এবং সেখান থেকে ঠাণ্ডা ও সঞ্জীবনী পানি প্রবাহিত হয়েছিল আমাদের

আত্মার মাঝে।

তৃতীয়ত, নিয়মের দুই প্রস্তরফলক, যেখানে ঈশ্বরের আজ্ঞা লেখা ছিল, যা এই বিশেষ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ব্যবস্থা সংরক্ষণ করেছেন এবং তিনি চান আমরাও যেন তা সংরক্ষণ করি ও আমাদের অন্তরে ধারণ করি। তিনি চান আমরা যেন সব সময় তাঁর আদেশ পালন করি ও তাঁর বিধান মেনে চলি – আর এই কাজটি আমরা করতে পারি একমাত্র খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে। তাঁর শক্তি না পেলে আমরা আমাদের বাধ্যতায় শুধুমাত্র তার গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারি না।

[২] ব্যবস্থা সিন্দুকের উপরে যা ছিল (পদ ৫): তার উপরে মহিমার সেই দু'টি করূব ছিল, যাদের ডানা দিয়ে পাপ আবরণটি ঢেকে রাখত।

প্রথমত, পাপ আবরণ, যা ছিল ব্যবস্থা সিন্দুকের আবরণ; একে দয়ার আসন নামের সম্বোধন করা হত। এটি তৈরি করা হয়েছিল খাঁটি স্বর্ণ দিয়ে, যা লম্বা ও চওড়ায় সিন্দুকটির মতই ছিল, যেখানে ব্যবস্থার ফলক দু'টো রাখা হয়েছিল। এটি যীশু খ্রীষ্টের এক অন্যতম প্রতীক ছিল এবং এটি তার যথার্থ ধার্মিকতার কথা প্রকাশ করে, যা ঈশ্বরের আইনের যথার্থতা প্রকাশ করে এবং আমাদের সকল অন্যায় অপরাধ দূর করে দেয়, যা আমাদের পাপপূর্ণ আচরণ ও অপরাধ সমূহ এবং সকিনা, বা ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীকের মাঝে মধ্যস্থতা ঘটায় এবং আমাদের সমস্ত পাপ ঢেকে রাখে।

দ্বিতীয়ত, মহিমার দু'টি কারুবী, যা পাপ আবরণ ঢেকে রাখতো, যা ঈশ্বরের পবিত্র স্বর্গদূতদেরকে উপস্থাপন করে, যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণ দানের কাজের মহান সাক্ষী হিসেবে এর আনন্দ লাভ করেছিলেন, এবং তারা আমাদের পরিত্রাণকর্তার অধীনে থেকে যে কোন দায়িত্ব পালন করার জন্য উপযুক্ত ও প্রস্তুত ছিলেন। স্বর্গদূতেরা খ্রীষ্টের জন্মের সময় সহায়তা দান করেছিলেন, তার পরীক্ষার সময়, তার দুঃখভোগের সময়, তাঁর পুনরুত্থানের সময় এবং তাঁর স্বর্গারোহণের সময় তাঁর পাশে ছিলেন। আর তিনি যখন দ্বিতীয়বার এই পৃথিবীতে আগমন করবেন তখনও তারা তাঁর পাশে থাকবেন। ঈশ্বর মাংসে মূর্তিমান হয়ে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এসেছিলেন, তাঁকে পরিচর্যা ও তাঁর দেখাশোনা করেছিলেন এই স্বর্গদূতরা।

খ. পুরাতন নিয়মে উপাসনা করার স্থান সম্পর্কে যে বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুসারে লেখক এই স্থানের কার্যাবলী সম্পর্কিত দায়িত্ব সমূহের কথা বর্ণনা করেছেন, পদ ৬। যখন আবাস তাঁবুর অধিকাংশ অংশ এবং আসবাবপত্র এভাবে স্থাপন করা হয়ে গেল, এরপর এখানে কী করা হত?

১. সাধারণ পুরোহিতরা সব সময়ই প্রথম তাঁবুতে যেতেন ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করার জন্য। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) আর কেউ নয়, শুধুমাত্র পুরোহিতরাই তাঁবুর প্রথম অংশে প্রবেশ করতে পারতেন, আর এই বিষয়টি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে,, আমাদের মধ্যে সকলে সমস্ত যোগ্যতার

অধিকারী নয়। যারা সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক আহ্বান প্রাপ্ত, তারাই কেবল সেই সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। যে কোন মানুষ চাইলেই ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজের দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিতে পারে না।

(২) সাধারণ পুরোহিতরা কেবল মাত্র তাঁবুর প্রথম অংশে যেতে পারতেন, কিন্তু তারা যদি মহা পবিত্র স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করতেন, তাহলে সেটি হত এক মারাত্মক অপরাধ। আর এই বিষয়টি আমাদেরকে শেখায় যে, এমন কি পরিচর্যাকারীদেরকেও তাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে হবে এবং তাদের নিজেদেরকে তাদের জন্য খ্রীষ্টের নির্ধারিত স্থান থেকে উপরের বলে বিবেচনা করলে চলবে না। তারা কোনভাবেই তাদের দায়িত্বের বাইরে উঁচু কোন অবস্থানে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন না এবং সেখানে তাদের নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে পারেন না কিংবা মানুষের বিবেচনা অনুসারে পদ স্থাপন করাও খ্রীষ্টের বিধান বহির্ভূত।

(৩) এই সাধারণ পুরোহিতরা সব সময়ই প্রথম তাঁবুতে প্রবেশ করতেন; এর অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে সব সময় তাদের নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত রাখতেন এবং তা পালন করে যেতেন, তারা কোন সময় তাদের নিজেদেরকে এই দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত রাখতেন না। তারা কোন সময় এই দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার চিন্তা করতেন না, বরং সব সময় তাতে নিজেদেরকে ধরে রাখার জন্য একাগ্রভাবে কাজ করে যেতেন।

(৪) সাধারণ পুরোহিতদেরকে অবশ্যই প্রথম তাঁবুতে প্রবেশ করতে হত, যাতে করে তারা ঈশ্বরের প্রতি তাদের পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। তাদের কোনভাবেই ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ আংশিকভাবে বা অর্ধেক করে রাখলে চলতো না, বরং তাদেরকে ঈশ্বরের পূর্ণ ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত কাজ শেষ করে আসতে হত। তাদের শুধু যে সেই কাজ সুন্দরভাবে শুরু করতে হত তা নয়, বরং সেই সাথে তাদের এই কাজ সুচারু রূপে চালিয়ে যেতে হত এবং শেষ পর্যন্ত তা যথাযথভাবে পালন করার মধ্য দিয়ে তার পরিচর্যা কাজটিকে শেষ করতে হত, যা তারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে লাভ করেছে।

২. দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে ভেতরের অংশ, যেখানে কেবলমাত্র মহা-পুরোহিত যেতেন, পদ ৭। এই অংশটি স্বর্গের প্রতীক উপস্থাপন করে এবং মহা-পুরোহিতের সেই স্থানে প্রবেশ করাকে খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের প্রতীক হিসেবে তুলনা করা চলে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) আর কেউ নয়, একমাত্র মহা-পুরোহিতই মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারতেন; এই কারণে আর কেউ নয়, একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই স্বর্গে তাঁর নিজ নামের গুণে প্রবেশ করতে পারেন, তাঁর নিজ অধিকার নিয়ে এবং তাঁর নিজ বৈশিষ্ট্য সহকারে সরাসরি স্বর্গে গমন করতে পারেন।

(২) মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার জন্য মহা-পুরোহিত প্রথমে বহির্ভাগের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন এবং এরপর তাকে পর্দা অতিক্রম করতে হত, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, খ্রীষ্ট এক পবিত্র জীবন যাপনের পর এক নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণের মধ্য দিয়ে অবশেষে স্বর্গে গমন করেছেন; তার শরীর রূপী পর্দা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল, যার কারণে আমাদের পক্ষে স্বর্গে

গমন করা সম্ভব হয়েছে।

(৩) মহা-পুরোহিত মহা পবিত্র স্থানে বছরে এক বার প্রবেশ করতেন, এবং এখানে এই প্রতীকটিকে খ্রীষ্টের মূল স্বরূপ অতিক্রম করেছে (যেমনটা অন্য আর যে কোন কিছুতে করেছে), কারণ তিনি একবার সকলের জন্য সেখানে প্রবেশ করেছেন, যা ঘটেছে সুসমাচারের সমগ্র প্রত্যাদেশের মধ্যবর্তী সময়ে।

(৪) মহা-পুরোহিত কোনভাবেই পাতিত রক্ত না নিয়ে প্রবেশ করতে পারতেন না, যা খ্রীষ্টের প্রতীক উপস্থাপন করে, যিনি আমাদের মহা-পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যা করতে গেলে তিনি কোনভাবেই স্বর্গে আমাদের জন্য রক্ত পাত না করে দাঁড়াতে পারতেন না। আর আমাদের কেউই যীশু খ্রীষ্টের রক্ত ব্যতীত ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ ও উপস্থিতি লাভ করতে পারে না কিংবা স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারে না।

(৫) মহা-পুরোহিত ব্যবস্থার অধীনে থেকে মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি তাঁর নিজের জন্য এবং তাঁর ভুল ও অপরাধের জন্য প্রথমে উৎসর্গ করে রক্ত ছিটাতেন এবং এর পরে তিনি লোকদের পাপ ও অপরাধের জন্য উৎসর্গ করতেন ও রক্ত ছিটাতেন, পদ ৭। এটি আমাদেরকে শেখায় যে, খ্রীষ্ট ব্যবস্থার চাইতে অনেক অনেক মহান একজন ব্যক্তি এবং একজন সবচেয়ে মহান মহা-পুরোহিত, যিনি নিজে পবিত্র ও বিশুদ্ধ। কারণ তাঁর নিজের পাপ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা লাভের বা উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি শুধুমাত্র তাঁর লোকদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

(৬) যখন ব্যবস্থা অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত মহা-পুরোহিত নিজের জন্য উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গ করবেন, সে সময় তার সেখানেই থেমে থাকলে চলবে না, বরং তাকে তার লোকদের অপরাধ ও পাপ মোচনের জন্যও উৎসর্গ করতে হবে। আমাদের মহান মহা-পুরোহিতের যদিও নিজের জন্য পাপ মোচনের উৎসর্গ করার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তিনি তাঁর লোকদের জন্য উৎসর্গ করতে ভুললেন না; তিনি এই পৃথিবীতে তাঁর লোকদের সুফল দানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন এবং তাদের জন্য কষ্ট ভোগ করলেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] পাপ হচ্ছে ভুল, এবং মহা ভুল, যা একাধারে বিচারের দিক থেকে এবং সেই সাথে কাজের দিক থেকে। আমরা মহা ভুল করি যখন আমনরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করি; এবং আর কে আমাদের সকল পাপ বুঝতে পারেন?

[২] এই ভুল আসলে এমন পাপ যা আমাদের বিবেকের উপরে অপরাধের ছাপ রেখে যায়, যা খ্রীষ্টের রক্ত ছাড়া আরও কোন কিছু দিয়ে ধোয়া ও পরিষ্কার করা যায় না। সকল পাপী মানুষ ও ত্রুটি পূর্ণ পুরোহিতদেরকে অবশ্যই একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং খ্রীষ্টের রক্তে শুচি ও পবিত্র হতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এই পৃথিবীতে এই রক্তের দ্বারা নিজেদেরকে পরিষ্কার করতে হবে, যেন আমরা স্বর্গে গৃহীত হতে পারি এবং তা আমাদের জন্য গ্রাহ্যনীয় হয়।

ইব্রীয় ৯:৮-১৪ পদ

এই পর্বগুলোতে লেখক আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে পবিত্র আত্মা আবাস তাঁবুর মহান ব্যবস্থা এবং আইন-কানুন আমাদেরকে দান করেছিলেন এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সকল জ্ঞাত করেছিলেন। আর এর লক্ষ্যে তিনি এই স্থান এবং উপাসনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করেছিলেন। পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা দান করা হয়েছিল ঈশ্বরের অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা ঠিক সেভাবেই কথা বলেছেন এবং লিখেছেন, যেভাবে পবিত্র আত্মা তাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন। আর পুরাতন নিয়মের এই সকল লিপি ও ইতিহাস আমাদের জন্য দারুন উপযোগিতা এবং তাৎপর্য পূর্ণ কাজ করে, শুধুমাত্র তাদের জন্য নয়, যারা এই শিক্ষা প্রথম বারের মত গ্রহণ করছে, সেই সাথে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্যও, আমাদের উচিত তাদেরকে শুধুমাত্র লেবীয় আইন পাঠ করতে দেওয়া নয়, বরং মূলত আমাদের উচিত হবে তাদেরকে পবিত্র আত্মার নির্দেশিত শিক্ষা এবং মতবাদের দীক্ষা দেওয়া। এখন এখানে আমাদের সামনে একাধিক বিষয় নির্দেশিত রয়েছে যার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে লোকদের কাছে পবিত্র আত্মার নির্দেশি বিষয় সমূহের সাক্ষ্য দান ও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

ক. মহা পবিত্র স্থানের পথ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি, যখন পর্যন্ত সেই প্রথম তাঁবু দাড়িয়ে ছিল, পদ ৮। এটি ছিল সেই শিক্ষা যা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে এই সকল প্রতীকের মাধ্যমে দান করেছিলেন। পুরাতন নিয়মে স্বর্গের পথ এতটা স্পষ্ট বা সরল ছিল না, কিংবা বা এতটা সহজলভ্য ছিল না যা নতুন নিয়মে আমরা পেয়ে থাকি। এটি খ্রীষ্টের জন্য এবং সুসমাচারের জন্য সম্মানের বিষয় এবং তাদের জন্য সুখের বিষয় যারা এর অধীনে বাস করে, আর তা হচ্ছে, এখন জীবন এবং অমরত্ব আলোতে নিয়ে আসা হয়েছে। আগে যা ছিল না তা এখন পাওয়া যাচ্ছে, ঈশ্বরের কাছে বিনা মূল্যে গমন করা যাচ্ছে। ঈশ্বর এখন আরও চওড়া এক দরজা খুলে দিয়েছেন; আর এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জায়গা রয়েছে, হ্যাঁ, এমন কি সত্যিকার অর্থে এখন অনেকেই খ্রীষ্টের মাধ্যমে তার কাছে ফিরে আসতে মন স্থির করেছে।

খ. প্রথম তাঁবুটি ছিল কেবল মাত্র সেই সময়কার একটি প্রতীক, পদ ৯। এটি ছিল একটি অন্ধকার প্রত্যাদেশ, এবং এর ধারাবাহিকতা ছিল সংক্ষিপ্ত, যা কেবল মাত্র সামান্য সময়ের জন্য খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের মহত্বকে বোঝানোর জন্য। কিন্তু এর মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল যেন প্রতীক রূপটি তাঁর নিজস্ব উজ্জ্বলতা নিয়ে আবির্ভূত হয়, এই কারণে সমস্ত ছায়া দূর সরে গিয়েছিল এবং অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, যেভাবে সূর্য উদয়ের আগে তারাগুলো আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গ. যে সমস্ত দান ও উৎসর্গ করা হয়েছিল তার কোনটিই এসবের উৎসর্গকারীদের চেতনাকে যথার্থভাবে ধার্মিক বা গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারতো না (পদ ৯); এর অর্থ হচ্ছে, তারা তাদের মধ্য থেকে পাপের কালিমা, কলুষতা, কর্তৃত্ব ও এর কারণে সৃষ্ট দূরত্ব মুছে ফেলতে পারতো না। এই সকল উৎসর্গ ঈশ্বরের ক্রোধ ও অন্তোষকে দূর করতে পারতো না। এই

উৎসর্গ পাপীর ঋণ বা তা সন্দেহ কোন কিছুই দূর করতে পারতো না এবং যে এই পরিচর্যা কাজ করতো তার প্রতিও বিশ্বাসযোগ্যতা জন্মাতে পারতো না। একজন মানুষ বিভিন্ন প্রকার উৎসর্গ ও উৎসর্গের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং বিভিন্ন আইন-কানুন ও বিধি বিধান পালন করতে পারে এবং তথাপি তার বিবেক ও চেতনা কোনভাবেই এসবের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হবে না এবং পরিষ্কৃত হবে না। সে নিশ্চয়ই এই সমস্ত বিধি-বিধান পালন করার কারণে সেই আইনগত ও স্বর্গীয় শাস্তি ও বিচার থেকে রক্ষা পেতে পারে, যা ঈশ্বর তাদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, যারা সঠিকভাবে ঈশ্বরের বিধান পালন করে না, কিন্তু এ সবের দ্বারা সে পাপ বা দোযখ থেকে মুক্তি পেতে পারে না এবং তাদের মত পবিত্র হতে পারে না, যারা যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করে।

ঘ. এই কারণে পবিত্র আত্মা এখানে এই তাৎপর্য প্রকাশ করছেন যে, পুরাতন নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাহ্যিক ও মাংসিক বিধান সমূহের সমন্বয়ে, যা তাদের উপরে আরোপতি হয়েছিল পুনর্জন্মের আগ পর্যন্ত বহাল থাকার জন্য, পদ ১০। এই সকল বিধানের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা তিনটি বিষয়ের মধ্যে শায়িত ছিল:-

১. এদের প্রকৃতি। এই সকল বিধান ছিল বাহ্যিক এবং পার্থিব মাংসিকতা ও ভোজন পানের উপরে এবং বিভিন্ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও উৎসর্গের উপরে নির্ভরশীল। এর সবই ছিল দৈহিক আচার আচরণের সাথে সম্পৃক্ত, যাতে সুফল পাওয়া যেত খুবই সামান্য। এগুলো শুধুই মাংসকে সন্তুষ্ট করতো, কিংবা বলা যায় সবচেয়ে সুচারুভাবে মাংসকে পরিশুদ্ধ করতো।

২. এই বিধানগুলো এমন ছিল না যা তাদের জন্য ব্যবহার করা বা না করার কারণে তারা হতাশাগ্রস্ত হবে। কিন্তু এর সাথে নিযুক্ত করা হয়েছিল অত্যন্ত ভারী ও কঠিন পার্থিব শাস্তি, আর এটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যেন তা তাদেরকে আরও বেশি করে প্রতিজ্ঞাত বংশধরের প্রতি দৃষ্টি দিতে বলে এবং আরও বেশি করে তাঁর জন্য অপেক্ষা করায়।

৩. এগুলো কখনোই পরম্পরাগত প্রক্রিয়ার জন্য তৈরি করা হয় নি, বরং শুধুমাত্র কালের পুনর্গঠন পর্যন্ত তা বহাল থাকার জন তৈরি করা হয়েছিল, অর্থাৎ যে পর্যন্ত না তাদের জন্য উত্তম বিষয় সমূহ প্রদান করা হয়, সে পর্যন্ত তাদের উপরে এই ব্যবস্থা বহাল ছিল। সুসমাচারের সময় হচ্ছে পুনর্গঠনের সময়, এ সময় পরিষ্কার আলোতে সমস্ত কিছু বোঝা প্রয়োজন এবং সেই সাথে এ সময় আরও মহান ভালবাসা আমাদের উপর বিরাজ করবে, যা আমাদের মাঝে কোন মন্দ ইচ্ছার চিহ্ন রাখবে না, বরং সেখানে উত্তম ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাবে; এবং আমরা যেন সকলে ঈশ্বরের মত হই সেই বিষয়ে আমাদেরকে তা নির্দেশনা দেবে। এটি আমারেদেরকে আত্মা ও কথা বলার বিষয়ে আরও বেশি স্বাধীনতা ও মুক্তি দেবে এবং সুসমাচারের আইন অনুসারে আরও বেশি পবিত্র এক জীবন ধারণ করার শক্তি দেবে। সুসমাচারের অধীনে আরও অনেক সুযোগ রয়েছে যা আমরা ব্যবস্থার অধীনে পাই নি; এবং হয় আমাদেরকে আরও বেশি ভাল অবস্থানে যেতে হবে, নতুবা আমরা আরও খারাপ অবস্থানে চলে যাব। সুসমাচারে পথ অনুসারে ধাবন করার অর্থ হচ্ছে এক অপূর্ব ও

চমৎকার জীবন ধারণ করা। এখানে কোন নীচতা, মূর্খতা, অসারতা কিংবা ক্ষতিকর কিছুই নেই, যা সুসমাচারের মধ্য থেকে আসতে পারে।

৬. পবিত্র আত্মা এখানে আমাদের কাছে এ কথা প্রকাশ করছেন যে, আমরা কখনো প্রতি-রূপগুলোকে সঠিকভাবে প্রয়োগ ঘটাতে পারবো না, কিন্তু শুধু মাত্র যদি তাঁকে প্রকৃত রূপের সাথে সামঞ্জস্য ঘটাই, তাহলেই পারবো; আর যখনই আমরা তা করবো, তখনই এটি আমাদের কাছে দৃষ্ট হবে যে, প্রতিরূপ দারুনভাবে (যা আসলে হওয়া উচিত) মূল রূপকে অতিক্রম করছে, যা সমস্ত বাক্যের ও কথার মূল সুর ও পরিকল্পনা। আর যেহেতু লেখক সেই সমস্ত লোকদের কাছেই লিখছেন যারা বিশ্বাস করেছিল যে, খ্রীষ্ট এসেছিলেন এবং যীশুই হলেন খ্রীষ্ট, সে কারণে তিনি ন্যায্য ভাবেই এ কথা বুঝিয়েছেন যে, তিনি ব্যবস্থার অধীনস্থ সকল পুরোহিতের চাইতে উচ্চ পদস্থ ও অনন্ত কাল যাবৎ অধিষ্ঠিত (পদ ১১, ১২), আর তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে তা প্রকাশ করেছেন। কারণ:-

১. খ্রীষ্ট আগত উত্তম উত্তম বিষয়ের মহা-পুরোহিত, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে:-

(১) পুরাতন নিয়মের সময় কালে যে সমস্ত উত্তম উত্তম বিষয় আসার কথা ছিল এবং এখন নতুন নিয়মের অধীনে যে সমস্ত উত্তম উত্তম বিষয় আসছে ও আসবে। পুরাতন নিয়মের পবিত্র ও ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিরা তাদের দিনে যে সমস্ত আত্মিক ও অনন্তকালীন আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন এবং তাদের প্রত্যাদেশের অধীনে খ্রীষ্টের আগমনের কথা ছিল, যার উপরে তাদের বিশ্বাস ছিল। পুরাতন নিয়ম সেই সমস্ত বিষয়ের ছায়া উপস্থাপন করেছে, যা আসার কথা ছিল। নতুন নিয়ম হচ্ছে পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা।

(২) যে সকল উত্তম উত্তম বিষয় এখন আসা বাকি রয়েছে এবং যেগুলো সুসমাচারের যুগে উপভোগ করা যাবে, যখন প্রতিজ্ঞা এবং ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ যা সুসমাচারের মণ্ডলীর কাছে করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে; এই সকল কিছু নির্ভর করে খ্রীষ্ট এবং তার পুরোহিত কাজের উপরে এবং তা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

(৩) সেই সমস্ত উত্তম বিষয় যা স্বর্গীয় অবস্থানে আসবে, যা উভয় নিয়মে এসে পূর্ণতা পাবে। যেভাবে মহিমার অবস্থান অনুগ্রহের অবস্থানে এসে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে, এই অবস্থানটি উচ্চতর অর্থে নতুন নিয়মের পূর্ণতা, যা পুরাতন নিয়ম থেকে নতুন নিয়মের পূর্ণতা লাভের চাইতেও মহান ও যথার্থ। লক্ষ্য করে দেখুন, যা কিছু বিগত হয়েছে, বর্তমানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আসবে, এর সমস্ত কিছুরই ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং হয়েছে এবং প্রবাহিত হচ্ছে খ্রীষ্টের পুরোহিত কাজ পদ থেকে।

২. খ্রীষ্ট হলেন এমন তাঁবু যা মহত্তর ও উৎকৃষ্টতর, যা হস্তনির্মিত নয় (পদ ১১)। যে তাঁবু হাতে তৈরি করা হয় নি, এর অর্থ হচ্ছে, তা প্রকৃত অর্থে কোন আক্ষরিক তাঁবু বা দালানের কথা বোঝানো হচ্ছে না, বরং এখানে তার নিজ দেহের কথাই বোঝাচ্ছে, কিংবা বলা যায় মানবীয় চরিত্রের কথা বোঝাচ্ছে, যা পবিত্র আত্মা দ্বারা ছায়াপাত কৃত ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত কুমারীর দ্বারা গর্ভলাভ হয়েছিল। এটি এক নতুন বুনন, এক নতুন ধরনের নির্মাণ শৈলী, যা সকল পার্থিব কাঠামোর চাইতে শক্তিশালী এবং অসীম স্থায়িত্ব কাল সমৃদ্ধ, যা মন্দিরের

চাইতেও অনেক অনেক মহান।

৩. খ্রীষ্ট, আমাদের মহা-পুরোহিত প্রবেশ করেছন স্বর্গে, কিন্তু ব্যবস্থার অধীনস্থ মহা-পুরোহিতরা যেভাবে মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন সেভাবে নয়, ষাড়ের এবং ছাগলের রক্ত ছিটিয়ে নয়, বরং তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন তার নিজ রক্ত সেচন করার মধ্য দিয়ে, তিনি তার নিজ প্রতিরূপকে অতিক্রম করলেন এবং চিরকালীন অসীম গৌরব ও মহিমা লাভ করলেন, কারণ তার স্বরূপ আরও অনেক বেশি মূল্যবান।

৪. এটি এক বছরের জন্য শুধু ছিল না, যা আমাদেরকে দেখায় যে, ব্যবস্থী পৌরহিত্যের খুত কোথায় ছিল, আর তা হচ্ছে, এই উৎসর্গ সাধারণভাবে এক বছরের ক্ষমা ও পাপের মোচন ঘটাতো। কিন্তু আমাদের মহা-পুরোহিত একবার স্বর্গে প্রবেশ করে সকলের জন্য ও চিরকালের জন্য পাপ ক্ষমা করলেন। তিনি আমাদের জন্য অনন্তকালীন ক্ষমা ঘোষণা করলেন। আর তিনি যেহেতু একবারেই আমাদের জন্য পাপের ক্ষমা নিয়ে এসেছেন, সে কারণে তাকে বার বার আমাদের পাপের ক্ষমা দানের জন্য স্বর্গে প্রবেশ করতে হবে না। প্রতিটি প্রতিরূপই কিছু না কিছুর মধ্য দিয়ে বুঝিয়েছে যে, তা আসলে প্রতিরূপ, এবং তা আসলে মূল রূপের প্রতিকৃতি বহন করছে, এবং এই কারণে তা আসল রূপ নয়, বরং প্রতি-রূপ। তাই যখন এই মূল রূপ বা প্রকৃত রূপ আবির্ভূত হল, তখন আর সেই প্রতিরূপের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ সে সবের সমস্ত উপযোগিতা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

৫. পবিত্র আত্মা এর পরে আরও দেখিয়েছেন এবং তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন যে, পুরাতন নিয়মের উৎসর্গতে রক্তপাতের গুরুত্ব আসলে কী ছিল এবং এর মধ্য দিয়ে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, আসলে খ্রীষ্টের রক্তের মূল্য আরও কত না বেশি ছিল।

(১) ব্যবস্থার অধীনে যে উৎসর্গ দেওয়া হত, তাতে পাতকৃত রক্তের উদ্দেশ্য ছিল মাংসকে পরিশুদ্ধ করা এবং তা পবিত্র করা (পদ ১৩): এটি বাহ্যিক মানুষকে আনুষ্ঠানিক অপবিত্রতা এবং পার্থিব শাস্তি তান থেকে রক্ষা করতো এবং তাকে কিছু বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা দান করতো, যা তার জন্য উপযুক্ত ছিল।

(২) তিনি ন্যায্য ভাবেই এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এখান থেকেই খ্রীষ্টের রক্তের আরও মহান গুরুত্ব অনুধাবন শুরু হয় (পদ ১৪): সেই খ্রীষ্টের রক্ত তোমাদের বিবেককে মৃত ক্রিয়াকলাপ থেকে নিশ্চয়ই কত না অধিক পবিত্র করবেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] খ্রীষ্টের রক্তকে যা আরও বেশি গুরুত্ব দান করেছিল তা আসলে কী ছিল:-

প্রথমত, এটি ছিল ঈশ্বরের কাছে তাঁর নিজেকে উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গ করা, তাঁর মানবীয় সত্তাকে তাঁর স্বর্গীয় সত্ত্বার বেদীতে উৎসর্গ করা। তিনি নিজে পুরোহিত, বেদী এবং উৎসর্গ হয়েছিলেন। তাঁর স্বর্গীয় সত্তা প্রথম দুটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল এবং তাঁর মানবীয় সত্তা শেষোক্তটি হিসেবে কাজ করেছিল। এখন, এমন একজন পুরোহিত, বেদী এবং উৎসর্গ নিশ্চয়ই শান্তি স্থাপনকারী না হয়ে পারে না।

দ্বিতীয়ত, এটি ছিল খ্রীষ্টের নিজেকে উৎসর্গ হিসেবে উপস্থাপন করা, যা তিনি অনন্তকালীন

আত্মার মধ্য দিয়ে করেছিলেন, তবে তা শুধুমাত্র মানবীয় সত্ত্বার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ স্বর্গীয় সত্তা হিসেবে নয়, বরং সেই সাথে পবিত্র আত্মা হিসেবেও, যা তিনি পেয়েছিলেন অপরিমেয় পরিমাণে, যা তাকে সর্ব ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান করেছিল এবং তাঁর নিজেকে উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গ করার মহান আত্মত্যাগের কাজে যা তাঁকে পূর্ণ বাধ্যতা যুগিয়েছিল।

তৃতীয়ত, এটি ছিল কোন প্রকার কলুষতা বা দোষ ছাড়াই ঈশ্বরের কাছে খ্রীষ্টের নিজেকে উৎসর্গ করা। তাঁর জীবনে ও চরিত্রে কোন প্রকার পাপপূর্ণ কালিমা ছিল না। এটি ছিল উৎসর্গের অবশ্য পালনীয় বিধান যে, উৎসর্গের পশুকে অবশ্যই দোষমুক্ত হতে হবে। আমরা এখন আরও কিছু বিষয় লক্ষ্য করবো।

[২] খ্রীষ্টের রক্তের মূল্য আসলে কী ছিল। প্রকৃত অর্থে এই রক্তের মূল্য ছিল অত্যাধিক বেশি। কারণ:-

প্রথমত, নিষ্ফল কাজ থেকে আমাদের বিবেককে ধুয়ে মুছে ফেলার ক্ষমতা খ্রীষ্টের রক্তের আছে। এটি আমাদের আত্মা ও বিবেকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যা আমাদের দূষিত আত্মা, যা পাপের কারণে দূষিত হয়েছে, যা অতি নিষ্ফল কাজ, যা আত্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে এবং যা আমাদেরকে অনন্ত মৃত্যুর পথে ধাবিত করে। মৃতদেহ স্পর্শ করার মধ্য দিয়ে যেমন ব্যবস্থা অনুসারে একজন মানুষ অপবিত্র বলে গণ্য হত, সেভাবেই পাপের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে আমাদের মাঝে নৈতিক ও সত্যিকার কলুষতা ঘটে, যা আমাদের আত্মায় ঘটে থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে সমস্ত প্রকার দোষ ও পাপ থেকে দূর করে ও আমাদেরকে ধৌত ও পরিষ্কৃত করে।

দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের জন্য যথেষ্ট যদি আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা ও পরিচর্যা করার সুযোগ ও সক্ষমতা লাভ করি, তবে তা শুধুমাত্র সেই দোষ বা পাপ থেকে নয় যা ঈশ্বর ও পাপীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে, কিন্তু সেই সাথে পবিত্র আত্মার মহিমা পূর্ণ প্রভাব দ্বারা আত্মার পুনর্জাগরণ এবং নবায়নের দ্বারা, যা খ্রীষ্ট এই উদ্দেশ্যে ক্রয় করে নিয়েছেন, যাতে করে আমরা এক জীবন্ত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করতে সমর্থ ও সক্ষম হই।

ইব্রীয় ৯:১৫-২২ পদ

এই পদগুলোতে লেখক সুসমাচারকে এক প্রকার উইল বা চুক্তির আকারে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। এটি খ্রীষ্টের নতুন বা বলা যায় সর্বশেষ উইল এবং চুক্তি। সেই সাথে লেখক দেখিয়েছেন যে, এই চুক্তিকে বৈধ ও কার্যকর করে তুলতে খ্রীষ্টের রক্ত কীভাবে অপরিহার্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক. এখানে সুসমাচারকে বিবেচনা করা হয়েছে একটি চুক্তি হিসেবে, যা আমাদের প্রভু এবং পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের নতুন এবং সর্বশেষ উইল ও চুক্তি। এটি অবশ্যই দেখার বিষয়

যে, ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে যে ভাবগাম্ভীর্য পূর্ণ কথা ও প্রতিজ্ঞার আদান প্রদান হয়, তাকে অনেক সময় চুক্তি বলা হয়েছে। এখানেও নিয়ম বা চুক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি চুক্তি হচ্ছে এক বা একাধিক পক্ষের সাথে কোন বিষয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া বা ঐক্যমত স্থাপন, এবং তা সাধারণত ঘটে থাকে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে যা তাদের নিজেদের আওতায় রয়েছে এবং যা তাদের উভয়ের ক্ষমতা বহির্ভূত নয়। আর এই ধরনের চুক্তি স্থাপিত হতে পারে কোন মধ্যস্থকারীর সহায়তা নিয়ে বা না নিয়ে। এই চুক্তি ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হবে। একটি চুক্তি হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তির এক ধরনের স্বেচ্ছাসেবী কাজ, যা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হবে এবং এর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর সাক্ষ্য অনুসারে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ দায়বদ্ধতা অনুসারে কার্য সম্পাদন করবে এবং তা সম্পন্ন করবে। এখন লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট হলেন নতুন নিয়মের মধ্যস্থতাকারী (পদ ১৫); আর তিনি এখানে একাধিক উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সাধনের জন্য উল্লিখিত হয়েছেন।

১. মানুষকে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বা প্রথম নিয়মের বিরুদ্ধে কৃত পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্ত করার জন্য, যাতে করে তাদের প্রত্যেকের উদ্ধার হয়ে ওঠে এক চিরকালীন স্বাধীনতা। তিনি এসেছিলেন সমস্ত পাপীকে পাপের ঋণ থেকে উদ্ধার করার জন্য এবং পাপের কারাগারের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য।

২. যারা কার্যকরভাবে এক অনন্তকালীন উত্তরাধিকার লাভ করার আহ্বান পেয়েছে তাদের প্রত্যেককে যোগ্য করে তোলার জন্য। এগুলোই হচ্ছে সেই মহান দায়বদ্ধতা যা খ্রীষ্ট তাঁর শেষ উইলে এবং চুক্তিতে সত্যিকার বিশ্বাসীদের কাছ থেকে দাবী করেছেন।

খ. এই নতুন নিয়মকে কার্যকর করে তোলার জন্য খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ করা প্রয়োজন ছিল। দায়বদ্ধতা মোচন হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই বিষয়টি তিনি দু'টি যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন:-

১. প্রত্যেক উইল বা চুক্তির প্রত্যাদেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে, পদ ১৬। যেখানে একটি চুক্তি রয়েছে, যেখানে এটি কাজ করে বা তার কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেখানে অবশ্যই সাক্ষ্য দানকারীর মৃত্যুর প্রয়োজন রয়েছে; কারণ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত উইলকারীর হাতে সম্পত্তি গচ্ছিত থাকে এবং তার অধিকার রয়েছে এই উইল স্থগিত করার, বাতিল করার বা পরিবর্তন করার। তিনি তার ইচছা অনুসারে এই উইলের যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। এই কারণে কোন সম্পত্তি বা অন্য কোন কিছুই এই উইলের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত না উইলকারীর মৃত্যু ঘটে; আর তার মৃত্যুর পর এই উইল হয়ে পড়ে অপরিবর্তনীয় এবং কার্যকর।

২. প্রথম নিয়ম বা চুক্তি স্থাপনের সময় মোশি যেভাবে বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন, যা রক্তপাত ব্যতীত সাধিত হয় নি, পদ ১৮, ১৯। সকল মানুষ পাপ করার কারণে ঈশ্বরের সামনে দোষী হয়েছে, তাদের চিরকালীন উত্তরাধিকার থেকে তারা এই কারণে বঞ্চিত হতে চলেছে। তাদের পাপের কারণে তারা তাদের স্বাধীনতা এবং তাদের নিজেদের জীবন

হারিয়ে ফেলার ঝুঁকিতে পতিত হয়েছিল এবং স্বর্গীয় বিচারের হাতে পতিত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর দয়ার মহত্ব দেখানোর জন্য ইচ্ছুক হয়ে এক অনুগ্রহের চুক্তির কথা প্রকাশ করলেন এবং তা প্রথমত পুরাতন নিয়মের অধীনে পরিচালিত হতে দিলেন, কিন্তু প্রাণীর রক্ত ও জীবন ব্যতীত নয়। আর ঈশ্বর সে সময় ষাড় ও ছাগলের রক্ত গ্রহণ করলেন, যা খ্রীষ্টের রক্তের প্রতীক উপস্থাপন করে এবং এই প্রক্রিয়ায় পুরাতন নিয়মের অধীনে অনুগ্রহের চুক্তির সর্ব প্রথম সূচনা ঘটে। মোশি যে প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন, যেভাবে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করেছিলেন, তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) মোশি সমস্ত লোকের কাছে এর প্রত্যেকটি বিধি বিধান পাঠ করেছিলেন, ব্যবস্থা অনুসারে, পদ ১৯। তিনি তাদের কাছে এই চুক্তির শর্ত সমূহ, প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সমূহ, যারা যারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছিল তাদের প্রতিজ্ঞাত পুরস্কার, এবং যারা তা ভঙ্গ করবে তাদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তার সমস্তই তিনি উল্লেখ করেছিলেন। আর তিনি তাদেরকে এই চুক্তির অধীনে সমবেত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এটি মান্য করাই ছিল তাদের কর্তব্য।

(২) এরপর তিনি বাছুর ও ছাগলের রক্ত তুলে নিলেন, তা পানির সাথে মিশালেন, সেই সাথে দিলেন মেষের লোম ও এসোব গাছের ডাল, আর এই মিশ্রিত রক্ত নিয়ে তিনি ছিটিয়ে পবিত্র করলেন। এই পানি ও রক্ত সেই পানি ও রক্তের প্রতীক উপস্থাপন করে, যা আমাদের প্রভুর বুক বিদীর্ণ করার পর বের হয়েছিল, আর তিনি তা করেছিলেন আমাদের ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় অভিষিক্ত করার জন্য। সেই সাথে এটি নতুন নিয়মের দুটি সাক্রামেন্তকে প্রতীক হিসেবে দৃষ্টান্তায়িত করে, আর তা হচ্ছে বাপ্তিস্ম এবং প্রভুর ভোজ। মেষের লোম দিয়ে খ্রীষ্টের ধার্মিকতাকে বোঝানো হয়েছে যা আমাদের সকলকে পরিধান করতে হবে। এসোব গাছের ডাল সেই বিশ্বাসের কথা বোঝায় যা আমাদের সকলকে ধারণ করতে হবে এবং আমাদের জীবনে যা অবশ্যই থাকতে হবে। এই সমস্ত কিছু মিশ্রিত করে মোশি সেচন করেছিলেন:-

[১] আইন ও চুক্তির ব্যবস্থার উপরে, যা দেখায় যে, অনুগ্রহের চুক্তি নিশ্চয়তা লাভ করেছে খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে এবং তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই কার্যকারিতা লাভ করেছে।

[২] লোকদের উপরে, যাদের কাছে এই সত্য প্রকাশ করা হয়েছিল যে, খ্রীষ্টের রক্তপাত আমাদের জন্য কোন উপকার বয়ে নিয়ে আসবে না যদি আমরা তা আমাদের জীবনে প্রয়োগ না ঘটাই। আর এই রক্ত সেচনের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ ব্যবস্থার শাস্ত্র এবং লোকদের উপরে রক্ত সেচনের মাধ্যমে উভয় পক্ষের পারস্পরিক বোঝাপড়ার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সংযোগ, যে চুক্তিতে তারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে একে অপরের সাথে যুক্ত হন। মোশি সেই সময় এই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, এ সেই নিয়মের রক্ত, যে নিয়ম ঈশ্বর তোমাদের উদ্দেশে আদেশ করলেন। এই রক্ত খ্রীষ্টের রক্তকে প্রতীকীকৃত করে এবং সকল প্রকৃত বিশ্বাসীদের কাছে এই অনুগ্রহের চুক্তিকে কার্যকর করে তোলে।

[৩] তিনি ব্যবস্থা তাবু ও এর সমস্ত তৈজস পত্রের উপরে রক্ত ছিটালেন, যা এ কথা প্রকাশ করে যে, সেখানে যে সমস্ত উৎসর্গ করা হয়েছিল এবং যে পরিচর্যা কাজ সেখানে করা হয়েছিল তার সবই একমাত্র খ্রীষ্টের রক্তের মধ্য দিয়ে গৃহীত হয়েছিল, যা আমাদের পাপের ক্ষমা ঘোষণা করে। বস্তুত যে কোন পবিত্রতা ও ধার্মিকতা যা সহজে অন্য কোন উপায়ে অর্জন করা যায় না, তা একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তের প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে অর্জন করা সম্ভব।

ইব্রীয় ৯:২৩-২৮ পদ

অধ্যায়ের এই শেষ অংশে এসে লেখক আমাদেরকে এ কথা বলছেন যে, পবিত্র আত্মা স্বর্গীয় বিষয় সমূহের চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আইন সঙ্গত ও ন্যায্য পবিত্রীকরণের মাধ্যমে কী জানাতে চান। সেখানে তিনি এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, স্বর্গীয় উত্তম উত্তম জিনিসগুলো লাভ করার জন্য তাদের কী ধরনের শ্রেষ্ঠতর উৎসর্গ করার প্রয়োজন ছিল।

ক. স্বর্গে বিভিন্ন বিষয়ের দৃষ্টান্ত বিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা, পদ ২৩। এই প্রয়োজনীয়তা জাগ্রত হয়েছিল একাধারে স্বর্গীয় নিয়োগ দান থেকে, যা অবশ্যই পালনীয় ছিল এবং সেই নিয়োগ দানের কারণ থেকে, যা দৃষ্টান্ত বা প্রতীক এবং প্রকৃত বিষয়গুলোর মধ্যকার সম্পর্ক ও পার্থক্য প্রকাশ করতো। এখানে এটি লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরের পবিত্র স্থান হচ্ছে স্বর্গের একটি প্রতিরূপ এবং ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার অর্থ হচ্ছে তার লোকদের জন্য এই পৃথিবীতে স্বর্গের স্বাদ নিয়ে আসা।

খ. স্বর্গীয় বিষয় সমূহের ষাড় এবং ছাগলের চেয়ে আরও ভাল উৎসর্গের প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রতিরূপ সমূহ তাদের প্রতীক সমূহের চাইতে আরও বেশি উত্তম এবং তা ষাড় ও ছাগলের চাইতে আর ভাল উৎসর্গের প্রয়োজন ছিল, আর এই কারণে এর জন্য আরও উত্তম উৎসর্গ অবশ্যই সাধন করতে হত। এই স্বর্গীয় বিষয় সমূহ হচ্ছে সুসমাচারের রাজ্যের সুফল সমূহ, যার শুরু হয় অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে এবং যা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মহিমা ও গৌরবের মধ্য দিয়ে। এগুলোকে অবশ্যই যথাযথ পবিত্রীকরণ ও শুদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে যথার্থ করে তুলতে হবে, আর সেই পবিত্রীকরণের মাধ্যমটি ছিল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত। এখন এটি দারুনভাবে প্রমাণ সাপেক্ষ্য যে, খ্রীষ্টের রক্তের উৎসর্গ ব্যবস্থার সকল প্রকার পশু ও অন্যান্য উৎসর্গের চাইতে অনেক অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

১. যে স্থান থেকে ব্যবস্থার অধীনে উৎসর্গ এবং সুসমাচারের অধীনে উৎসর্গ করা হয়েছিল। ব্যবস্থার অধীনে উৎসর্গ করা হত পবিত্র স্থানে মানুষের হাতে, যা ছিল কেবল পবিত্র স্থানের প্রতিরূপ, পদ ২৪। খ্রীষ্টের উৎসর্গ যদিও এই পৃথিবীতে করা হয়েছিল, তথাপি তা তিনি নিজে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে উৎসর্গ করেছিলেন এবং তিনি সেখানে তা দৈনিক মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে তা উপস্থাপন করা হয়েছিল। তিনি তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে গিয়ে আমাদের জন্য উৎসর্গ

করেছিলেন। তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এবং তার প্রাপ্য সম্মান ভোগ করার জন্য নয়, বরং সেই সাথে আমাদের জন্যই তিনি মূলত ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের কাজকে ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, তিনি আমাদের সকল বিরোধিতা ও অভিযোগের জন্য ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহিতা করেছেন এবং যথাযথ উত্তর দিয়েছেন, তিনি আমাদের স্বার্থ রক্ষা করেছেন, আমাদের সমস্ত অবস্থাকে নিখুঁত পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন এবং আমাদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করেছেন।

২. ব্যবস্থার সকল উৎসর্গের সাথে তুলনা করলে খ্রীষ্টের উৎসর্গ বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, পদ ২৬। ব্যবস্থার অধীনে উৎসর্গ ছিল পশুর জীবন ও রক্তের উৎসর্গ, যা উৎসর্গকারীর সাথে কোন প্রত্যক্ষ সংশ্রব ছিল না। সেটি ছিল পশুর রক্ত, যার আসলে কোন মূল্যই ছিল না এবং যা এই অর্থে আসলে কিছুই ছিল না যে, এর মাঝে খ্রীষ্টের উৎসর্গকৃত রক্তের কোন প্রতিরূপ ছিল না বা তা তুলনা করার মত কোনভাবেই মর্যাদাপ্রাপ্ত ছিল না। তিনি তাঁর নিজ রক্ত উৎসর্গ করেছিলেন, যাকে সত্যিকারভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এক প্রতিরূপ সুলভ সংযোগ সাধনকারী মাধ্যম হিসেবে, ঈশ্বরের রক্ত; এবং এই কারণে এর মূল্য আসলে অপরিমেয়।

৩. ব্যবস্থার অধীনে উৎসর্গের ক্রমাগত পরম্পরা থেকে। এটি দেখায় যে, সেই বিধানে কতটা ত্রুটি ছিল, কিন্তু এটি খ্রীষ্টের উৎসর্গের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও যথার্থতার প্রতীক যে, তাঁর উৎসর্গ মাত্র একবার উৎসর্গীকৃত হয়েছে এবং তা মাত্র একবারের জন্যই যথেষ্ট ছিল। আর নিশ্চয়ই এর সকল বৈপরীত্য ছিল একেবারেই অসঙ্গত, কারণ যদি তাঁকে আবারও এই উৎসর্গ করতে হত, তাহলে তাঁকে নিশ্চয়ই বার বারই মরতে হত এবং আবারও উত্থিত হতে হত এবং স্বর্গে আরোহন করতে হত, আর তার পরে আবারও স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে মরতে হত। আর এই মহান কাজ তিনি এমনভাবে করেছেন যা চিরকালের জন্য সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ তিনি একবারই তা করেছেন, যেন তা চিরকালের জন্য সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উৎসর্গের কার্যকারিতা বা প্রভাব কখনো শেষ হবে না। যদি তার এই উৎসর্গ মাত্র একবারের জন্য হত তাহলে তাকে এখন পর্যন্ত তা করে যেতে হত এবং তা হত তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর গৌরবের জন্য অত্যন্ত অপমানসূচক। কিন্তু বাস্তবিক তিনি এক বার, যুগপর্যায়ের শেষ সময়ে, নিজেকে উৎসর্গ দিয়ে পাপ লোপ করার জন্য প্রকাশিত হয়েছেন। সুসমাচার হচ্ছে মানুষের কাছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দানের শেষ প্রত্যাদেশ।

৪. ব্যবস্থার উৎসর্গের অকার্যকারিতা এবং খ্রীষ্টের উৎসর্গের কার্যকারিতা। ব্যবস্থার উৎসর্গ নিজে থেকে মানুষের পাপ মুছে দিতে পারে না, কিংবা সেই ক্ষমা লাভের জন্য নিজে থেকে কোন পদক্ষেপও নিতে পারে না। পাপ এখনও আমাদের উপরে বিদ্যমান থাকতো এবং আমাদের উপরে কর্তৃত্ব চালিয়ে যেত। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট একবার উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে পাপের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তিনি শয়তানের সমস্ত কাজ ধ্বংস করে দিয়েছেন।

খ. লেখক মানুষের জন্য ঈশ্বরের বিধান স্থানের যৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলেছেন (পদ ২৭, ২৮) এবং ঈশ্বর কর্তৃক খ্রীষ্টকে মানুষের মুক্তি ও পরিত্রাণ দানের জন্য নিয়োগ দান করাকে তিনি বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন।

১. মানুষের জন্য ঈশ্বরের বিধানের দুটো বিবেচ্য বিষয় রয়েছে:-

(১) তাদেরকে অবশ্যই একবার মরতে হবে, কিংবা অন্ততপক্ষে একবার মৃত্যুর সমপর্যায়ের স্তর অতিক্রমন করতে হবে। মৃত্যু আসলে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি বিষয়, কারণ এর মধ্য দিয়ে জীবনের মূল সুতোটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আমরা পৃথিবীর সাথে সমস্ত সম্পর্ক হারাই। আমাদের সমস্ত সম্পর্ক এক নিমিষে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আমাদের সম্মান, প্রতিপত্তি বা পার্থিব ধন দৌলত আমরা এক মুহূর্তেই হারিয়ে ফেলি এবং আমরা এমন এক স্থানে প্রবেশ করি যেখান থেকে আমরা আরেকটি পৃথিবীতে প্রবেশ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবো। এটি একটি দারুন কাজ, এবং এটি এমন একটি কাজ যা একবার সাধন হয়ে গেলে আর ফিরে যাওয়া যাবে না, আর সেই কারণে তা ভালভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এটি আসলে পবিত্র ব্যক্তিদের জন্য এটি সান্ত্বনার বিষয় যে, তারা উত্তমভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং কেবল একবারই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু দুষ্ট ও মন্দ ব্যক্তিদের জন্য মৃত্যু এক আতঙ্কের বিষয়, যারা তাদের পাপের জন্য মরে, যার কারণে তারা আর তাদের জীবনে ফিরে আসতে পারে না যে, তারা ফিরে এসে কিছু ভাল কাজ করবে।

(২) মানুষের জন্য এটি নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে যে মৃত্যুর পর তাদেরকে বিচারে দাঁড়াতে হবে, তাদেরকে মৃত্যুর পর পরই একটি বিশেষ বিচারে দাঁড়াতে হবে। কারণ বিচারের রায় অনুসারে আত্মা আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে এবং তার জন্য অনন্তকালীন স্থান নির্বাচিত হবে। আর মানুষকে নিয়ে আসা হবে সাধারণ বিচারের কাছে, পৃথিবীর সকল যুগের শেষে, যুগপর্যায়ের শেষে। এটিই মানুষের বিষয়ে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় বিধান – তাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে; এবং তাদেরকে অবশ্যই বিচারে দাঁড়াতে হবে। এটি তাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, এবং এটি তাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে এবং আন্তরিকভাবে বিবেচনা করতে হবে।

২. খ্রীষ্ট সম্পর্কে ঈশ্বরের নির্ধারিত বিধান, যা তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে:-

(১) তাঁকে অবশ্যই একবার উৎসর্গকৃত হতে হবে, তাঁকে অনেকের পাপ বহন করতে হবে, যাদেরকে পিতা ঈশ্বর তাঁর কাছে দিয়েছেন, যারা যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করবে। তিনি তাঁর নিজের পাপের জন্য উৎসর্গ কৃত হন নি; তিনি আমাদের পাপের জন্য দোষীকৃত ও দোষীকৃত হয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর উপরে তার সমস্ত লোকদের পাপের ভার অর্পণ করেছিলেন; আর এর পরিমাণ ছিল অপরিমেয়, যদিও বাদ বাকি সমস্ত মানুষের পাপের সমষ্টির তুলনায় বেশি নয়। তথাপি যখন তাদেরকে তাঁর কাছে একত্রিত করা হল, তিনিই হয়ে উঠলেন বহু ভাইয়ের মধ্যে প্রথম জাত।

(২) এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট যখন দ্বিতীয়বারের মত আগমন করবেন, তখন তার কোন পাপ থাকবে না, আর তিনি সে সময় আসবেন তাদের পরিত্রাণের জন্য যারা যারা তার খোঁজ করবে।

[১] তিনি সে সময় আবির্ভূত হবেন কোন প্রকার পাপ ব্যতিরেকে; তার প্রথম আগমনের যদিও তার নিজের কোন পাপ ছিল না, তথাপি তিনি আরও অনেকের পাপের জন্য দোষী

সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের সেই মেষশাবক, যার উপরে এই পৃথিবীর পাপের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এরপর তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন পাপপূর্ণ দেহের আকৃতি নিয়ে। কিন্তু তার দ্বিতীয় আগমনের সময় তিনি আগমন করবেন এমন এক সত্তা নিয়ে, যার উপরে আর কোন পাপের অভিযোগ থাকবে না। তিনি সম্পূর্ণভাবে এই সকল অভিযোগ থেকে মুক্তি লাভ করবেন এবং এরপর প্রথম বারে তিনি তার যে মর্যাদা হারিয়েছিলেন তা তিনি আবারও পুনরুদ্ধার করবেন এবং তিনি আরও গৌরব ও মহিমায় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করবেন।

[২] এই ঘটনা ঘটবে যেন যে সমস্ত মানুষ তাঁর নামে ডাকবে ও তার খোঁজ করবে, তারা সকলে পরিত্রাণ লাভ করে। তিনি এরপর তাদের পবিত্রতাকে যথার্থ করে তুলবেন ও তাদের সুখ ও আনন্দকে পরিপূর্ণতা দান করবেন; তাদের সংখ্যা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে এবং তাদের পরিত্রাণ পরিপূর্ণ হবে। লক্ষ্য করে দেখুন, এটি সত্যিকার বিশ্বাসীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, তারা সকলে খ্রীষ্টের খোঁজ করে থাকেন। তারা সকলে খ্রীষ্টের মাঝে তাদের আশা এবং পবিত্র আকাঙ্খার খোঁজ করে থাকেন এবং তাঁকে পেয়ে থাকেন। তারা প্রতিটি সময়ে তাঁকে তাদের প্রতিটি দায়িত্ব পালন করার সময় খুঁজে থাকে এবং প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর উপস্থিতি কামনা করে। তারা এখন তার দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রত্যাশা করছে এবং এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর যদিও পৃথিবীর বাকি অংশের ধ্বংস অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হবে, বিশেষ করে যারা এখন এই সংবাদকে অবহেলা করছে, তথাপি যারা তার খোঁজ করবে তারা নিশ্চিতভাবে অনন্ত কালীন পরিত্রাণ লাভ করবে।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ১০

লেখক খুব ভাল করেই জানতেন যে, যিহূদীরা বা ইব্রীয়রা, অর্থাৎ যাদের কাছে তিনি এই পত্রটি লিখছেন, তারা লেবীয় পুরোহিত কাজের প্রত্যাদেশের দারুন ভক্ত ছিল এবং এই কারণে তিনি প্রচুর যুক্তি দিয়েছেন এই পত্রে যেন তারা লেবীয় পুরোহিত কাজের দিক থেকে ফিরে খ্রীষ্টের পুরোহিত কাজের দিকে মনযোগ দেয়; এবং সেই লক্ষ্যে তিনি এই অধ্যায়ে যা যা করেছেন:-

ক. তিনি লেবীয় পুরোহিত কাজ ও উৎসর্গকে সমস্ত দিক থেকে ছোট করে দেখিয়েছেন এবং এর দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন, পদ ১-৬।

খ. তিনি খ্রীষ্টের পৌরহিত্যকে উচ্চীকৃত করেছেন ও সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসিয়েছেন, এবং ক্রমান্বয়ে তিনি তাদের কাছে খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের প্রতি আলোকপাত করেছেন, পদ ৭-১৮।

গ. তিনি বিশ্বাসীদেরকে তাদের অবস্থানের সম্মান ও মর্যাদার কথা জানিয়েছেন এবং তাদেরকে যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, পদ ১৯-৩৯।

ইব্রীয় ১০:১-৬ পদ

এখানে লেখক ঈশ্বরের আত্মার পরিচালনায় লেবীয় পুরোহিত কাজের প্রত্যাদেশের দুর্বলতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করার জন্য নিজেকে নিযুক্ত করেছেন, কারণ যদিও এটি ঘটেছিল স্বর্গীয় নিয়োগ অনুসারে এবং এর স্থান ও সময় অনুসারে তা যথার্থ ছিল, তথাপি এখন যেহেতু মানুষের দ্বারা তা খ্রীষ্টের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল তার লোকদেরকে তার কাছে নিয়ে আসা, কাজেই এখন নিশ্চয়ই এটি একেবারেই যথার্থ যে, এই ব্যবস্থী বিধানের দুর্বলতা এবং খুঁতগুলো প্রকাশ করা হবে, যা এই লেখক অত্যন্ত কার্যকরভাবে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উত্থাপন করার মাধ্যমে সুসম্পন্ন করেছেন। যেমন:-

ক. ব্যবস্থা ছিল একটি ছায়াস্বরূপ, কেবলই আসন্ন শ্রেষ্ঠতর একটি বিষয়ের ছায়া; আর এমন কে আছে যে আসল বস্তুটি কাছে পাওয়ার পরও সেই ছায়াকে আকড়ে ধরে থাকবে, তা সে ছায়া যতই ভাল হোক? লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের বিষয়বস্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম; তা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তা যেমন আমাদের জন্য ভাল তেমনি অন্য সমস্ত মানুষের জন্য ভাল। এই বিষয়গুলো সত্যিকার অর্থে বাস্তব ও চিরস্থায়ী।

২. পুরাতন নিয়মের অধীনে যে সমস্ত উত্তম বিষয় ছিল, সেগুলো ছিল আসন্ন, তা পুরোপুরিভাবে আবিষ্কৃত হয় নি, কিংবা পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার মত ছিল না।

৩. সেই সময়কার যিহূদীরা খ্রীষ্টের বিষয়ে কেবলমাত্র উত্তম বিষয়গুলোর ছায়া দেখেছিল, কিছু প্রতিবিম্ব দেখেছিল; আর সুসমাচারের অধীনে আমরা এর প্রকৃত রূপ লাভ করেছি।

খ. ব্যবস্থা আগত সমস্ত উত্তম বিষয়ের যথার্থ চিত্র ছিল না। চিত্র হচ্ছে একটি বস্তুর অবিকল প্রতিবিম্ব। ব্যবস্থা সেভাবে সুসমাচারের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে নি, যেভাবে একজন মানুষ আয়নায় তার নিজ প্রতিবিম্ব দেখতে পায়; বরং ব্যবস্থা ছিল কেবল একটি ছায়া, যেভাবে একজন মানুষ আলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালে মেঝেতে তার ছায়া দেখতে পায়। ব্যবস্থা ছিল মহান স্বর্গীয় অনুগ্রহ দানের একটি খসড়া পরিকল্পনা, এবং সেই কারণে এর উপরে খুব বেশি নির্ভর করা যায় না।

গ. ব্যবস্থার উৎসর্গ, যা বছরে একবার উৎসর্গ করা হত, তা কখনোই লোকদেরকে ঈশ্বরের মনের মত করে নিখুঁত ও পবিত্র করে তুলতে পারতো না; কারণ তখনও তাদের জন্য চূড়ান্ত উৎসর্গ সম্পন্ন করা হয় নি, পদ ১, ২। এই উৎসর্গ ন্যায়বিচারের দাবী পূরণ করতে পারতো না এবং মন্দতা থেকে উত্তমতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারতো না। এই উৎসর্গ মানুষের আত্মা ও বিবেককে শুচি ও পবিত্র করতে পারতো না। এই কারণে তা বন্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছিল, যেহেতু তা আর কোন কাজেই আসছিল না। পাপীদের পাপ মোচনের জন্য এই উৎসর্গের আর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এটি প্রকৃত বিবেচ্য বিষয় ছিল না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের পর এক দিন পার হতে না হতেই আবারও সেই পাপী ব্যক্তি একটি অপরাধ করে বসতো এবং এই কারণে আরেকবার প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজন হত এবং তা প্রতি বছরে একবার করা হত, দৈনন্দিন পরিচর্যার পাশাপাশি। তবে এখন সুসমাচারের অধীনে প্রায়শ্চিত্তকে যথার্থ করা হয়েছে, এবং তা আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন পড়ে না; আর সেই পাপী যেহেতু একবার পাপের ক্ষমা লাভ করেছে, সেহেতু তার এখন শুধুমাত্র তার অনুতাপ এবং বিশ্বাসকে নবায়ন করা প্রয়োজন, যাতে করে সে তার ক্ষমার একটি চলমান ক্ষমা লাভ করতে পারে।

ঘ. যেহেতু ব্যবস্থার উৎসর্গ নিজে থেকে পাপ তুলে নেয় না, সে কারণে এই প্রক্রিয়ায় তাদের পাপের মোচন হওয়া সম্ভব ছিল না, পদ ৪। এই সকল উৎসর্গের মধ্যে একটি অপরিহার্য ত্রুটি ছিল।

১. আমরা যারা পাপ করেছি তাদের সাথে এই সকল উৎসর্গের কোন প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগত সঙ্গতি ছিল না।

২. ঈশ্বরের বিচার ও শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের যে পাপ, তার যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত করার মত সামর্থ এই সকল উৎসর্গের ছিল না। পাপীর বৈশিষ্ট্যের সাথে এই সকল উৎসর্গ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, এই কারণে তা যথার্থ ছিল না। যে পরিমাণ দোষ ও অপরাধ তারা করেছিল সেই পরিমাণে এই উৎসর্গ প্রায়শ্চিত্ত করাতে পারতো না, এ কারণে এই উৎসর্গ কোনভাবেই কার্যকরী ছিল না।

৩. ব্যবস্থার অধীনে যে সমস্ত পশু উৎসর্গ করা হত তা কোনভাবেই পাপীর পরিবর্তে স্থান পেতে পারে না। প্রায়শ্চিত্তমূলক উৎসর্গ করতে হলে অবশ্যই তাকে মূল পরিশোধের জন্য সমর্থ হতে হবে এবং স্বেচ্ছায় নিজেকে পাপীর স্থানে দাঁড় করাতে হবে: খ্রীষ্ট ঠিক তাই করেছিলেন।

৬. এমন একটি সময় মহান ঈশ্বর কর্তৃক স্থিরকৃত এবং ঘোষিত হয়েছিল, যে সময় এখন আগত প্রায়, যখন এই সকল ব্যবস্থী আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ আর কোনভাবেই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, কিংবা মানুষের জন্যও এর আর কোন উপযোগিতা থাকবে না। ঈশ্বর কখনো তাদের জন্য এই উৎসর্গের নিয়ম স্থায়ী করতে চান নি, আর এখন তিনি তা বিলুপ্ত ঘোষণা করছেন; আর এই কারণে এখন পর্যন্ত সেই উৎসর্গের বিধান ধরে রাখার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা। লেবীয় পুরোহিত কাজ আইনের এই বিলোপ সাধনের কথা দায়ূদ কর্তৃক পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল (গীত ৪০:৬, ৭), এবং এখানে এখন তা পূর্ণতা প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এভাবেই লেখক যথাসাধ্য মোশির ব্যবস্থার প্রত্যাদেশের অকার্যকরতা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

ইব্রীয় ১০:৭-১৮ পদ

এখানে লেখক প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে উচ্চীকৃত করেছেন ও সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টকে ঠিক ততটাই উঁচুতে উঠিয়েছেন যতটা নিচে তিনি ব্যবস্থী বিধান অনুসারে নিয়োগ প্রাপ্ত মহা-পুরোহিতকে নিচে নামিয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টকে সর্বকালের সর্বসেরা ও প্রকৃত মহা-পুরোহিত বলে আখ্যা দিয়েছেন, যিনি সত্যিকার প্রায়শ্চিত্তকারী উৎসর্গ সাধন করেন, যিনি সমস্ত প্রতিবিম্বের প্রকৃত স্বরূপ; এবং তিনি এই বিষয়টি এভাবে চিত্রায়িত করেছেন:-

ক. খ্রীষ্টের বিষয়ে ঈশ্বর যে সমস্ত পরিকল্পনা করেছিলেন ও যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যা ঈশ্বরের পুস্তকে বারংবার উল্লিখিত রয়েছে, পদ ৭। ঈশ্বর শুধুমাত্র যে উল্লেখ করেছেন তা নয়, বরং সেই সাথে ঘোষণাও দিয়েছেন মোশি এবং বিভিন্ন ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে যে, খ্রীষ্টকে অবশ্যই আসতে হবে এবং মণ্ডলীর সবচেয়ে মহান মহা-পুরোহিত হতে হবে এবং তাকে অবশ্যই এক যথার্থ এবং পূর্ণাঙ্গ উৎসর্গ করতে হবে। খ্রীষ্ট সম্পর্কে এ কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তা ঈশ্বরের পুস্তকের শুরুতেই যে, সেই নারী বংশধর সাপের মাথা পা দিয়ে মাড়িয়ে দেবে; এবং পুরাতন নিয়মে খ্রীষ্ট সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। এখন যেহেতু তিনিই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, এত কথা বলা হয়েছে, এত কাল ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছে, সে কারণে তাঁকে নিশ্চয়ই মহা সম্মান ও কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে নেওয়া উচিত ছিল।

খ. ঈশ্বর খ্রীষ্টের জন্য একটি দেহ প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে যে উদ্দেশ্য সাধন করেছেন এবং এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে আমাদের পরিত্রাণকর্তা এবং আমাদের পরামর্শদাতা হয়ে ওঠার জন্য যোগ্য করে তুলেছেন। তিনি ঈশ্বর ও মানুষের

মাঝে একজন মধ্যস্থতাকারী হয়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি, যিনি উভয়ের উপরেই তাঁর হাত অর্পণ করেছিলেন, যিনি ছিলেন একজন শান্তি স্থাপনকারী, যিনি তাদের উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। তিনি ঈশ্বর ও সকল প্রাণীর মধ্যে এক চিরস্থায়ী বন্ধন তৈরি করেছিলেন – "আমার কান তোমার জন্য উন্মুক্ত হয়েছে; তুমি আমাকে পরিপূর্ণভাবে নির্দেশনা দিয়েছ, আমাকে এই কাজের জন্য সজ্জিত করেছ এবং উপযুক্ত করেছ, এবং আমাকে তাতে সংযুক্ত করেছ," গীতসংহিতা ৪০:৬। এখন একজন পরিত্রাণ দানকারী, যাকে এভাবে দান করা হয়েছে এবং ঈশ্বর যাকে এভাবে আমাদের জন্য অসাধারণভাবে প্রস্তুত করেছেন, তাঁকে অবশ্যই অপরিসীম ভালবাসা এবং আনন্দ ও সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গ. খ্রীষ্ট এই কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য যেভাবে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন এবং ইচ্ছুক ছিলেন, যেখানে অন্য কোন উৎসর্গ গ্রহণযোগ্য ছিল না, পদ ৭-৯। যখন খ্রীষ্ট ব্যতীত অন্য আর কোন উৎসর্গ ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না, সেখানে অবশ্যই খ্রীষ্টকে স্বেচ্ছায় তাতে প্রবেশ করেছিলেন: "দেখ, আমি এসেছি! আমি তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য প্রস্তুত, হে ঈশ্বর! এই অভিশাপ আমার উপরে পড়তে দাও, কিন্তু এদেরকে রেহাই দাও। পিতা, আমি তোমার পরিকল্পনা পরিপূর্ণ করার জন্য এবং তাদের প্রতি আমার নিয়ম সম্পন্ন করার জন্য আনন্দিত। আমি তোমার সকল প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্য, সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করার জন্য আগ্রহী।" এই উক্তির আলোকে খ্রীষ্ট এবং আমাদের বাইবেলকে আমাদের অতি আপন করে নেওয়া উচিত, কারণ খ্রীষ্টে আমরা আমাদের ব্যবস্থার পূর্ণতা লাভ করেছি।

ঘ. খ্রীষ্ট যে উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলেন; এবং এটি ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা, শুধুমাত্র একজন ভাববাদী হিসেবে নয়, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা উন্মোচন করবেন, শুধুমাত্র একজন রাজা হিসেবে নয়, যিনি স্বর্গীয় আইন প্রণয়ন করেন, কিন্তু একজন পুরোহিত হিসেবে, যিনি ন্যায় বিচারের দাবী পূরণ করেন, এবং সমস্ত ধার্মিকতার পরিপূর্ণতা আনেন। খ্রীষ্ট এসেছিলেন দুটি দিক থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য:-

১. তিনি এসেছিলেন প্রথম পুরোহিত কাজের বিলুপ্তি ঘটাতে, যাতে ঈশ্বরের কোন সন্তুষ্টি ছিল না। খ্রীষ্ট শুধু কাজের চুক্তির অভিশাপ তুলে নিতে এবং পাপী হিসেবে আমাদের উপরে যে শাস্তি আরোপিত হয়েছে তা বাতিল করতেই আসেন নি, বরং অসম্পূর্ণ প্রতীকী পুরোহিত কাজ তুলে নিতে এবং হাতে লেখা ব্যবস্থী আইন রদ করতে ও তা ক্রুশে গেঁথে দিতেই এসেছিলেন।

২. দ্বিতীয় যে ইচ্ছাটি পূরণ করার জন্য ঈশ্বর এসেছিলেন তা হচ্ছে, তাঁর নিজ পুরোহিত কাজ এবং চিরস্থায়ী সুসমাচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি এসেছিলেন, যা সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং যথার্থ অনুগ্রহের প্রত্যাদেশ। এটি সেই মহান পরিকল্পনা যার প্রতি ঈশ্বরের হৃদয় নিবদ্ধ ছিল সেই অনন্ত কাল থেকে। ঈশ্বরের ইচ্ছা এর কেন্দ্রবিন্দু এবং এর চালিকাশক্তি; এবং মানুষের আত্মার প্রতি যা মঙ্গলজনক তার চাইতে আর ভিন্ন কিছুই ঈশ্বরের কাছে এমন গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ এই ইচ্ছার মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্রতা ও পরিপূর্ণতা লাভ

করি, সেই ইচ্ছাক্রমে, যীশু খ্রীষ্টের দেহ একবার উৎসর্গকরণ দ্বারা, আমরা পবিত্রীকৃত হয়ে রয়েছি, পদ ১০। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) সেই ঝর্ণাধারা কী, যা খ্রীষ্ট তার সমস্ত লোকদের জন্য তৈরি করেছেন – ঈশ্বরের সার্বজনীন ইচ্ছা এবং অনুগ্রহ।

(২) কীভাবে আমরা সেই কাজের সহবর্তী হলাম, যা খ্রীষ্ট আমাদের জন্য সাধন করেছেন – পবিত্রীকৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে, পরিবর্তিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং কার্যকরীভাবে আহ্বান লাভ করার মধ্য দিয়ে আমরা খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হই; এবং এভাবেই আমরা তার উদ্ধারের সুযোগ লাভের অংশীদার হই; আর এই পবিত্রীকরণ করার মাধ্যমে তিনি নিজে আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগ্য করে তোলেন।

ঙ. খ্রীষ্টের পৌরহিত্যের যথার্থ কার্যকারিতা থেকে (পদ ১৪): যারা পবিত্রীকৃত হয়, তাদেরকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করেছেন। তাঁর কাছে যাদেরকে আনা হবে তাদেরকে তিনি পাপের সকল দোষ, ক্ষমতা ও শাস্তি থেকে মুক্ত করবেন এবং যথার্থভাবে তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবেন, এবং সেই সাথে তিনি তাদেরকে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার অধীনে প্রবেশ করাবেন। এটাই লেবীয় পুরোহিত কাজ কখনোই করতে পারে নি; এবং যদি আমাদের একটি যথার্থ অবস্থানে প্রবেশ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের একমাত্র মহা-পুরোহিত হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন, যিনি আমাদেরকে এই অবস্থানে নিয়ে আসতে পারবেন।

চ. যে স্থানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এখন উচ্চীকৃত হয়েছেন, যে সম্মান তিনি সেখানে লাভ করেছেন এবং আরও যে সম্মান তিনি সেখানে অর্জন করবেন: ইনি পাপের জন্য একই উৎসর্গ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করে ঈশ্বরের ডানে উপবিষ্ট হলেন, যে পর্যন্ত তাঁর দুশমনদেরকে তাঁর পায়ের তলায় রাখা না হয়, সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন, পদ ১২, ১৩। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. যে সম্মানে খ্রীষ্ট একজন মানুষ ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উচ্চীকৃত হয়েছেন – ঈশ্বরের ডান পাশে, ক্ষমতা, সম্মান ও গৌরবের আসনে – গ্রহণকারী হাত। ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে যত অনুগ্রহ ও আনুকূল্য দান করেন না কেন, তা তাদের প্রতি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আরোপিত হয় – দানকারী হাত। ঈশ্বরের প্রতি মানুষের যে সমস্ত কাজ গৃহীত হয় তার সবই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এসে পৌঁছায় – কার্যকারী হাত। যারা যারা স্বর্গীয় রাজ্যের অংশীদার হয় এবং খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ক্ষমতায় চালিত হয়, তা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই কার্যকরিতা লাভ করে; আর সেই কারণে তিনিই সবচেয়ে উচ্চপদস্থ সম্মান ও গৌরবের আসনে ভূষিত।

২. কীভাবে খ্রীষ্ট এই সম্মান লাভের পথে অগ্রসর হলেন এবং অবশেষে তা লাভ করলেন – কেবল তাঁর পিতার ইচ্ছা বা অনুগ্রহের কারণে নয়, বরং সেই সাথে তাঁর নিজ গুণ এবং মূল্য দানের কারণে, বলা যায় তাঁর কষ্ট ও দুঃখ ভোগের পুরস্কার হিসেবে। যেহেতু তিনি তার কার্য অনুসারে কখনোই এই সম্মান লাভ করা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না, সে

কারণে তিনি কখনোই তা থেকে বিচ্যুত হবেন না, কিংবা তাঁর লোকদের জন্য উত্তম কাজ করা থেকে সরে আসবেন না।

৩. কীভাবে তিনি তার এই সম্মান উপভোগ করেন – সবচেয়ে সন্তোষজনক ও উপভোগ্য বিশ্রামের সাথে; তিনি সেখানে চিরকাল অবস্থান করবেন। পিতা তাঁর কারণে গৌরবান্বিত ও সন্তুষ্ট হয়েছেন; তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছা ও উপস্থিতিতে সন্তুষ্ট হয়েছেন; এটিই তার চিরকালীন বিশ্রাম; এখানেই তিনি বসবাস করবেন, কারণ তিনি তা একাধারে আকাঙ্খা করেন এবং তা দাবীদার।

৪. তার আরও প্রত্যাশা রয়েছে, যা তিনি কোনভাবেই হতাশায় পর্যবসিত হতে দেবেন না। কারণ এই সকল প্রত্যাশার ভিত্তিভূমি হচ্ছে তার পিতার প্রতিজ্ঞা, যিনি তাকে বলেছেন, তুমি আমার ডান দিকে বস, যতদিন আমি তোমার দুশমনদেরকে তোমার পাদপীঠ না করি, গীতসংহিতা ১১০:১। যে কেউ এ কথা ভাবতে পারেন যে, খ্রীষ্টের মত এমন একজন মানুষের দোযখ বাদে আর কোথাও শত্রু থাকার কথা নয়; কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে তার অনেক শত্রু রয়েছে, বহুল পরিমাণে এবং অত্যন্ত সক্রিয় অবস্থায় তারা রয়েছে। খ্রীষ্টানদের এ কারণে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তাদের শত্রু থাকবে, যদিও তারা শান্তিপূর্ণভাবে সকল মানুষের সাথে বসবাস করতে চায়। কিন্তু খ্রীষ্টের শত্রুদেরকে তাঁর পাদপীঠ অর্থাৎ পা রাখার স্থান বানানো হবে; কাউকে মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, অন্যদেরকে দ্বিধার মধ্য দিয়ে; এবং যে উপায়েই হোক না কেন, খ্রীষ্ট সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হবেন। এ বিষয়ে খ্রীষ্টকে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে, কারণ তা তিনি আকাঙ্খা করছিলেন, এবং তাঁর লোকদের এই আশায় উজ্জীবিত হয়ে আনন্দ করা উচিত; কারণ, যখন তার শত্রুরা তাঁর পদাবনত হবে, সে সময় বিশ্বাসীদের সকল শত্রুও তাদের কাছে পরাহত হবে এবং তারাও খ্রীষ্টের পায়ের কাছে অবনত হবে।

ছ. লেখক খ্রীষ্টকে পবিত্র আত্মার সাক্ষ্য বহনকারী হিসেবে প্রশংসা করছেন, যিনি তার বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি মূলত এ বিষয়ে দেখিয়েছেন যে, তার অপমান, লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগের ফলস্বরূপ তিনি কী ধরনের আনন্দের ফল এবং বিশ্রাম লাভ করেছেন, যা তিনি নতুন ও মহিমাময় চুক্তিতে স্থাপন করেছেন তাঁর সন্তুষ্টির মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে এবং তাঁর রক্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করার মাধ্যমে (পদ ১৫): পবিত্র আত্মাও আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এই অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে যিরমিয় ৩১:৩১ পদ থেকে, যেখানে ঈশ্বরের চুক্তিতে এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে:-

১. তিনি তাঁর লোকদের উপরে তাঁর আত্মা ঢেলে দেবেন, যার অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদেরকে তাঁর জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্ষমতা দান করবেন, যাতে করে তারা তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্য হয়। তিনি তাদের অন্তরে তাঁর আইন গেঁথে দেবেন এবং তাদের মনের মাঝে তা লিখবেন, পদ ১৬। এতে করে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের কাছে সহজ, সরল এবং সন্তোষজনক হবে।

২. তিনি তাদের পাপ এবং সমস্ত মন্দতা আর মনে রাখবেন না (পদ ১৭), যা দেখাবে তার

স্বর্গীয় অনুগ্রহের প্রাচুর্য, এবং খ্রীষ্টের সন্তুষ্টির পর্যাপ্ততা, যাতে করে তা আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন না পড়ে, পদ ১৮। কারণ সত্যিকার বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আর কোন পাপের বা অপরাধের অভিযোগ থাকে না এবং তাদের আর অভিযুক্ত হওয়ার লজ্জাও থাকে না, যদি খ্রীষ্ট তাদের সমস্ত পাপ তুলে নেন। এটি ছিল লেবীয় পুরোহিত কাজ এবং উৎসর্গের চেয়েও অনেক বেশি কার্যকর এবং প্রভাব ব্যঞ্জক।

আর এখন আমরা পত্রের ধর্মতত্ত্বীয় অংশ অতিক্রম করে এসেছি, যেখানে আমরা অনেক জটিল এবং কঠিন বিষয়ের সাথে পরিচিত হয়েছি, যা আমাদের নিজেদের অন্তরের দুর্বলতা এবং অন্ধত্বকে দূর করার জন্য আয়ত্ব করা অবশ্যই প্রয়োজন। লেখক এখন এই মহা শিক্ষাকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে উদ্যোগ নেবেন এবং তারা যেন তা চর্চা করে সেজন্য উৎসাহিত করছেন, তিনি তাদের সামনে সুসমাচারের মর্যাদা রক্ষা ও এর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করছেন।

ইব্রীয় ১০:১৯-৩৯ পদ

ক. এখানে লেখক সুসমাচারের মর্যাদাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। এটি অবশ্যই উপযুক্ত যে, বিশ্বাসীদের সেই সম্মান ও সুযোগের কথা জানা প্রয়োজন যা খ্রীষ্ট তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, আর এর কারণ হচ্ছে, যখন তারা এই সান্ত্বনা লাভ করবে, তখন যেন তারা তাকে সমস্ত গৌরব ও মহিমা দান করতে পারে। এর সুযোগগুলো হচ্ছে:-

১. মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার মত সাহসিকতা। তাদের ঈশ্বরের কাছে প্রবেশাধিকার রয়েছে, তাদেরকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আলো রয়েছে, আত্মার স্বাধীনতা রয়েছে এবং কথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে, যা তাদের দিক নির্দেশনাকে সত্যায়ন করবে। তাদের এই সুযোগ লাভের এবং এর জন্য প্রস্তুত থাকার অধিকার রয়েছে, তা ব্যবহার করে তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য সহায়তা তার রয়েছে এবং সেই সাথে গৃহীত হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। তারা ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ পূর্ণ উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারে তাঁর দৈববাণী, তাঁর বিধান, শাসন, কর্তৃত্ব এবং চুক্তির মধ্য দিয়ে এবং সেই কারণে ঈশ্বরের সাথে সংযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রে তারা যে পর্যন্ত না নিজেদেরকে প্রস্তুত করে স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমাময় উপস্থিতিতে নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না, সে পর্যন্ত তারা ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে না।

২. ঈশ্বরের গৃহের উপরে একজন মহা-পুরোহিত, এমন কি এই মহান আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত যীশু, যিনি মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ, এবং সেই সাথে এই পৃথিবীতে সেই মণ্ডলীর সমস্ত সদস্য এবং স্বর্গীয় মণ্ডলীর সমস্ত সদস্যও স্বর্গে তার জন্য আনন্দ ধ্বণি করবে। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে মানুষের সাথে বসবাস করার জন্য আগ্রহী; কিন্তু পতিত মানুষ কখনো একজন মহা-পুরোহিত ব্যতীত ঈশ্বরের সাথে বসবাস করতে পারে না, যিনি পুনর্মিলনের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এখানে এবং পরবর্তীতে স্বর্গে তাদের জন্য মধ্যস্থতা করবেন।

খ. লেখক আমাদেরকে সেই পথ এবং মাধ্যমে সম্পর্কে বলেছেন যার মাধ্যমে খ্রীষ্টানরা এ ধরনের সুযোগ উপভোগ করতে পারে এবং সাধারণভাবে একে এই বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যীশুও রক্তের মধ্য দিয়ে। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত মূলক উৎসর্গের মধ্য দিয়ে যে রক্ত পাতিত করেছেন সেই রক্তের গুণে আমরা এই সুযোগ লাভ করি। এই রক্ত যখন আমাদের অন্তরে সেচন করা হয়, তখন আমাদের ভেতর থেকে পাপের গোলামি সুলভ সমস্ত ভয় দূরে সরে যায় এবং তা বিশ্বাসীদেরকে তাদের সুরক্ষা এবং সেই সাথে তাঁর স্বর্গীয় উপস্থিতিতে প্রবেশ করার নিশ্চয়তা দান করে থাকে। এখন লেখক ঈশ্বরের কাছে প্রবেশাধিকার লাভের সাধারণ পথ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার পর এখন এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যায় প্রবেশ করছেন, পদ ২০। যেমন:-

১. এটিই একমাত্র পথ; এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। এটিই জীবন-বৃক্ষের সর্ব প্রথম পথ এবং একমাত্র পথ, যা বহু দিন আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

২. এটি এটি নতুন পথ, যা একাধারে কর্মের চুক্তির বিরোধী এবং পুরাতন নিয়মের প্রত্যাদেশের বিপরীত। এটি হচ্ছে *via novissima* – এটি শেষ পথ যা কখনো মানুষের কাছে উন্মুক্ত হবে না। যারা এই পথে প্রবেশ করবে না, তারা নিজেদেরকে চিরকালের জন্য পৃথক করে ফেলবে। এটি এমন একটি পথ যা সব সময়ের জন্য কার্যকর থাকবে।

৩. এটি একটি জীবন্ত পথ। এটি অবশ্যই মৃত্যু ডেকে আনবে যদি ব্যবস্থার পথ ধরে ঈশ্বরের কাছে আসার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু এই পথে ঈশ্বরের কাছে আসার চেষ্টা করলে জীবন্ত অবস্থাতেই ঈশ্বরের কাছে আসা সম্ভব। এই পথে আসা সম্ভব এক জীবন্ত পরিত্রাণকর্তার মধ্য দিয়ে, যিনি যদিও মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তথাপি জীবিত হয়েছেন। এবং এই পথের মধ্য দিয়ে যারা প্রবেশ করবে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার এবং জীবন্ত আশা।

৪. এটি এমন একটি পথ যা খ্রীষ্ট আমাদের জন্য সেই পর্দা ভেদ করার মধ্য দিয়ে অভিষিক্ত করেছেন, আর সেই পর্দা হচ্ছে তাঁর নিজ দেহ। আবাস তাঁবুর এবং বায়তুল মোকাদ্দসের সেই পর্দা খ্রীষ্টের দেহকে প্রতীকীকৃত করে; যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তখন এই বায়তুল মেকাদ্দসের পর্দা ছিড়ে পড়ে গিয়েছিল এবং সেটি ছিল সান্ধ্যকালীন উপাসনার সময়। সমস্ত লোক নিশ্চয়ই বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে লক্ষ্য করেছিল মহা পবিত্র স্থানের অভ্যন্তরের অংশ, যা তারা এর আগে কখনো দেখার সুযোগ পায় নি। স্বর্গের প্রতি আমাদের পথ হচ্ছে একজন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট; তাঁর মৃত্যু হচ্ছে আমাদের জীবনের পথ। যারা বিশ্বাস করবে তাদের প্রতি তিনি অতি মূল্যবান।

গ. তিনি ইব্রীয়দেরকে দেখাতে চেয়েছেন যে, তাদের এই সমস্ত সুযোগের প্রেক্ষিতে কী কী দায়িত্ব পালনের জন্য তারা দায়বদ্ধ, যা বিভিন্ন অসাধারণ উপায়ে তাদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, পদ ২২, ২৩।

১. তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে আসতে হবে, এবং তা অবশ্যই সঠিক প্রক্রিয়াতে হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে সমাগত করতে হবে। যেহেতু এ ধরনের উপায়ে ঈশ্বরের কাছে প্রবেশ করার জন্য তাদের সামনে পথ প্রস্তুত রয়েছে, সে

কারণে এটি হবে খ্রীষ্টের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা এবং ঈশ্বরের প্রতি তাদের অসম্মানের পরিচয়, যদি তারা এই সুযোগের কাছ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাদেরকে অবশ্যই মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই পথে নিজেদেরকে নিয়ে আসতে হবে এবং এই চুক্তির মাঝে নিজেদেরকে আবদ্ধ করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র কথোপকথনে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে হবে, যেখানে হনোক ঈশ্বরের সাথে পথ চলতেন। তাদেরকে অবশ্যই নম্রতা ও নত মনোভাব নিয়ে চলতে হবে ও জীবন ধারণ করতে হবে, খ্রীষ্টের পাদপীঠ হিসেবে তাঁর উপাসনা করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র নির্ভরতা নিয়ে তাঁর কাছে আসতে হবে এবং তাঁর সাথে পবিত্র জীবন ধারণ করতে হবে, তাঁর সাথে সংযুক্ত হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের পরম করুণাময় অনুগ্রহের অধীনে নিজেদের আবাস গড়তে হবে এবং তাঁর আরও কাছে যাওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির করতে হবে, যে পর্যন্ত না আমরা তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতির অধীনে না আসি। কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই এদিকে এমনভাবে লক্ষ্য করতে হবে যেন তারা ঈশ্বরের কাছে সঠিক পথ ধরে উপস্থিত হতে পারে।

(১) একটি খাঁটি অন্তর নিয়ে, কোন প্রকার ভণ্ডামি বা মন্দতা সেখানে থাকবে না। ঈশ্বর আমাদের সকলের অন্তর অনুসন্ধান করেন এবং তিনি এর অভ্যন্তরের সত্য ও পবিত্রতা আকাঙ্খা করে থাকেন। আন্তরিকতা ও একাগ্রতা হচ্ছে আমাদের সুসমাচারের পূর্ণাঙ্গতা, যদিও আমাদের ন্যায় বিচার সুলভ ধার্মিকতা নয়।

(২) বিশ্বাসের পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে, এমন এক বিশ্বাস যা পূর্ণ উদ্দীপনা সহকারে গঠিত হয় যা ঈশ্বরের কাছে খ্রীষ্টের মাধ্যমে আগমনের মধ্য দিয়ে আমরা গৃহীত হই এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠি। আমাদের উচিত সকল পাপপূর্ণ বিশ্বাসহীনতা থেকে দূরে সরে থাকা। বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা কোনভাবেই সম্ভব নয় এবং আমাদের বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে আমরা ততই ঈশ্বরকে আমাদের গৌরব ও মহিমা দান করতে পারবো।

(৩) আমাদের অন্তরকে মন্দ চেতনা ও প্রভাব মুক্ত করে খ্রীষ্ট তাতে তার রক্ত দ্বারা বিশ্বাসের চেতনার প্রবেশ ঘটান এবং তাঁকে পরিশুদ্ধ করে তোলেন। খ্রীষ্ট তাঁর রক্তে আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও ধার্মিক করে তোলেন। এবং তিনিই আমাদের আত্মাকে করে তোলেন পরিপূর্ণ অভিষিক্ত। খ্রীষ্টের রক্তের কারণে আমরা মুক্ত হতে পারি ও পরিষ্কৃত হতে পারি সমস্ত অপরাধ, কালিমা থেকে, পাপপূর্ণ ভয় এবং যাতনা থেকে, ঈশ্বরের প্রতি বিরোধিতা থেকে, অজ্ঞতা থেকে ও ভুল ভ্রান্তি থেকে, ও কুসংস্কার থেকে এবং মানুষ পাপের কারণে অন্য যে সমস্ত মন্দতায় পর্যবসিত হতে পারে সে সমস্ত মন্দতা থেকে।

(৪) আমাদের দেহ বিশুদ্ধ পানি দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে, বাপ্তিস্মের পানি দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয়েছে (যার মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হই, তার রহস্যময় মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হই), কিংবা পবিত্র আত্মার পবিত্র করণের গুণ দ্বারা পবিত্রীকৃত হই, পুনরায় সংগঠিত হই এবং আমাদের বাহ্যিক সমস্ত আচার-আচরণ ও কাজের গতিবিধির পাশাপাশি অভ্যন্তরীন চিন্তা চেতনা এবং মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হই। আমরা আত্মার পাশাপাশি দেহকেও মন্দতার কালিমা থেকে পরিষ্কার করতে সমর্থ হহই। ব্যবস্থার অধীনে যে সমস্ত পুরোহিত ছিলেন, তারাও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার

নিয়ম পালন করতেন, প্রভুর সামনে পবিত্র স্থানে উৎসর্গ করতে যাওয়ার আগে। আমাদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে উপস্থাপন করার জন্য অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

২. লেখক বিশ্বাসীদেরকে উৎসাহিত করছেন যেন তারা তাদের বিশ্বাসকে আরও বৃদ্ধি দান করে এবং তাতে উৎকর্ষতা লাভ করে, পদ ২৩। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) তাদের দায়িত্ব: আমাদের বিশ্বাসের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা, সুসমাচারের সকল সত্য এবং পথ আকড়ে ধরা, তা সব সময় মনে প্রাণে ধারণ করা এবং সমস্ত প্রলোভন ও বিরোধিতার বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নেওয়া। আমাদের আত্মিক শত্রুরা যথা সাধ্য করার মধ্য দিয়ে আমাদের বিশ্বাসকে দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং আমাদের আশা, আমাদের পবিত্রতা ও সান্ত্বনাকে আমাদের হাতের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টান মতে নিজেদেরকে স্থির রাখতে হবে এবং আমাদের চিরস্থায়ী অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

(২) যে প্রক্রিয়ায় আমাদের তা করা উচিত – কোন প্রকার দ্বিধা ছাড়া, কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়া, কোন প্রকার তর্ক ছাড়া, কোন প্রকার প্রলোভনে পতিত হওয়ার ও ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার ঝুঁকিকে প্রশ্রয় না দিয়ে। ঈশ্বর ও আমাদের আত্মার মাঝে এই বিষয়গুলো একবার স্থির হয়ে গেলে পর আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয় ধারণ করতে হবে এবং অনমনীয় হয়ে উঠতে হবে। যারা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও এর চর্চার ক্ষেত্রে দ্বিধা ও দ্বিমত পোষণ করতে শুরু করে, তাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(৩) এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের প্রতি জোর দেওয়ার যুক্তি বা উদ্দেশ্য: তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তাতে তিনি বিশ্বস্ত। ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসীদের প্রতি এক মহান এবং মূল্যবান প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং তিনি আমাদের মহান ও বিশ্বস্ত ঈশ্বর, যিনি তার কথা ও কাজে সব সময় সত্য। এখানে কোন মিথ্যা বা কোন মন্দতার স্থান নেই এবং আমাদের মাঝেও তিনি তা দেখতে চান না। তার বিশ্বস্ততায় উজ্জীবিত হয়ে আমাদেরও নিজেদেরকে উৎসাহের সাথে বিশ্বস্ত হওয়া উচিত এবং আমাদেরকে অবশ্যই আরও বেশি করে তার প্রতি আমাদের প্রতিজ্ঞার চাইতে আমাদের প্রতি তার প্রতিজ্ঞা সমূহের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া উচিত এবং আমাদের অবশ্যই তাঁকে আমাদের মহান অনুগ্রহের যথাযথ প্রতিজ্ঞা দান করতে হবে।

ঘ. আমাদের ধর্মভ্রষ্ট হওয়া প্রতিহত করার জন্য এবং সেই সাথে আমাদের ধার্মিকতা ও ন্যায়ের জন্য অধ্যবসায় অর্জনের প্রয়োজনীয় উপায় আমাদেরকে জানানো হয়েছে, পদ ২৪, ২৫। তিনি একাধিক উপায়ের কথা বর্ণনা করেছেন:-

১. আমাদেরকে পরস্পরের প্রতি মনযোগী হতে হবে, যেন ভালবাসা ও সৎকর্মের সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করে তুলতে পারি। খ্রীষ্টানদের অবশ্যই একে অপরের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ ও মনোভাব প্রকাশ করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই স্নেহশীলতার সাথে বিবেচনা করতে হবে যে, তাদের ভাইদের কী কী অভাব রয়েছে, কী কী দুর্বলতা রয়েছে এবং কী কী প্রলোভন তাদের জীবনে রয়েছে। আর তাদের এই কাজটি করার উদ্দেশ্য একে

অপরকে তিরস্কার করা নয়, বরং নিজেদেরকে পরস্পরের প্রতি এবং যীশু খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় গেঁথে তোলা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা। এর আরও কতিপয় উদ্দেশ্য হল একে অপরের প্রতি দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করা, পবিত্রতায় উজ্জীবিত হওয়া, খ্রীষ্টান ভাইদেরকে যীশু খ্রীষ্টতে ভালবাসা এবং পরস্পরের দেহ ও আত্মার প্রতি মঙ্গলজনক সমস্ত খ্রীষ্টান দান ও সেবা বণ্টনে আকাঙ্খী হওয়া। অন্যদের প্রতি দেওয়া উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে খ্রীষ্টীয় ভালবাসা ও ভাল কাজের মাধ্যমে একে অপরকে উৎসাহস দান করা ও উজ্জীবিত করে তোলা।

২. যেমন কারো কারো অভ্যাস আছে তেমনি নিজেরা সভায় একসংগে মিলিত হওয়া বাদ না দিই, পদ ২৫। খ্রীষ্টের ইচ্ছা হল তাঁর সকল সাহাবী ও অনুসারী যেন একত্রে উপাসনায় ও প্রার্থনা সভায় মিলিত হয়। অনেক সময় তা হতে পারে কোন গোপন বা ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও উপাসনা, আবার হতে পারে প্রকাশ্যে ও জন সমাবেশে একত্রিত হয়ে বাক্য পাঠ, শ্রবণ, প্রার্থনা ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উপাসনা করা। প্রেরিতদের যুগে এই প্রথা ছিল, এখনও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যুগে যুগে খ্রীষ্টান ভক্তদের মাঝে এই উপাসনা প্রথা চিরকাল প্রচলিত থাকবে। অবশ্যই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এক সাথে একত্রিত হতে হবে এবং তাদেরকে এর মধ্য দিয়ে পারস্পরিক উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এটি আমরা আপাত দৃষ্টিতে দেখতে পাই যে, এমন কি সেই সময়েও সেখানে এমন অনেকে ছিল যারা তাদের মাগুলিত সমাবেশ যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকতো এবং এই কারণে তারা ধীরে ধীরে নিজেরাই ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সাধুদের সমাবেশ এক দারুন সাহায্য ও সুযোগ এবং তা দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের এক চমৎকার মাধ্যম। এর মধ্য দিয়ে তাদের অন্তর ও হাত পরস্পর শক্তিশালী হয়।

৩. এর মধ্য দিয়ে তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে, একে অপরকে উৎসাহিত করতে পারে, একে অপরকে সাবধান করে তুলতে পারে এবং একে অপরকে পাপে পতন ও বিভিন্ন প্রকার বিপদে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সহ খ্রীষ্টান ও ভাইদেরকে ও নিজেদেরকে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারি, আমাদের নিজেদের ব্যর্থতা এবং ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাত করতে পারি, একে অপরের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারি এবং ঐশ্বরীক আকাঙ্খায় পূর্ণ হয়ে পরস্পরের ভাল বিষয়গুলো নিজের মাঝে অর্জন করার জন্য প্রত্যাশা করতে পারি। এটি অর্জন করা হয়েছিল সত্যিকার সুসমাচারের আত্মা দ্বারা, যা স্থাপিত হয়েছিল সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে আন্তরিক বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে।

৪. যাতে করে আমরা বিচারের সময়ের দিকে ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে প্রস্তুত হতে পারি এবং নিজেদেরকে আরও বেশি একাগ্রতায় ভরপুর করতে পারি: তোমরা সেদিন যত অধিক সন্নিকট হতে দেখছো, ততই যেন অধিক এই বিষয়ে তৎপর হই। খ্রীষ্টানদেরকে সময়ের চিহ্ন সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, যেমনটা ঈশ্বর আগে থেকেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এমন এক সময় আসছে যখন যিহূদী জাতির উপরে এক দারুন দুঃখময় দিন নেমে আসবে, যখন তাদের শহর ধ্বংস হয়ে যাবে এবং লোকেরা খ্রীষ্টকে

অস্বীকার করায় ঈশ্বর তাদেরকে অস্বীকার করবেন। এটি হবে অবশিষ্ট ও বেছে নেওয়া লোকদের জন্য এক ছড়িয়ে পড়ার, বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং প্রলোভনে পড়ার দিন। এখন লেখক তাদেরকে সেই চিহ্নের জন্য সতর্ক থাকতে বলেছেন ও দৃষ্টি সজাগ রাখতে বলেছেন, যা শীঘ্রই আসছে, আর সেই চিহ্ন হচ্ছে আগত এক ভয়ঙ্কর দিনের ও সময়ের চিহ্ন এবং এর মধ্য দিয়ে আরও বেশি করে আমরা বিশ্বাসীরা পরস্পরকে উৎসাহ দান করতে পারবো এবং উজ্জীবিত করতে পারবো, যাতে করে আমরা সেই দিনের জন্য প্রস্তুত করতে পারি এবং ভালভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে রাখতে পারি। এমন এক বিচারের দিন আমাদের সকলের জন্য আসছে, যে দিন আমাদের মৃত্যু ঘটতেই পারে এবং আমাদের এই কারণে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সেই চিহ্নের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, এবং আরও আন্তরিকভাবে ও সজাগ মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

ঙ. লেখক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উল্লেখ করার পর অধ্যায়ের শেষ ভাগে এসে ইব্রীয়দেরকে আরও অধিক অধ্যবসায়ী হতে নির্দেশ দিয়েছেন, ধর্মভ্রষ্টতা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন, এবং এ লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দান করেছেন, পদ ২৬, ২৭।

১. এই বিশ্লেষণ থেকে তিনি মূলত ধর্মভ্রষ্টতার পাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। এটি হচ্ছে অন্যতম একটি গুরুতর পাপ, যদি আমরা সত্যের জ্ঞান পাওয়ার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করি, সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পেলে পর যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক পাপ করি তবে, পাপের জন্য আর কোন উৎসর্গ অবশিষ্ট থাকে না। এটি আমাদের জন্য ক্ষমার অযোগ্য পাপ। এই অংশটি আমাদেরকে কিছু কিছু মহান আত্মার দুর্দশা গ্রস্ত পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়। তারা এই কথা সিদ্ধান্ত বলে ধরে নিতে চায় যে, প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত পাপ, যা জেনে শুনে ও জ্ঞান লাভ করেও চালিত হয়, তা আসলে ক্ষমার অযোগ্য; কিন্তু এটি ছিল তাদের অক্ষমতা এবং ভ্রান্তি। এখানে যে পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত ধর্মভ্রষ্টতা, যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ এবং দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রত্যয় নিয়ে খ্রীষ্টকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করে, যিনি আমাদের একমাত্র পরিত্রাণকর্তা; – পবিত্র আত্মাকে অবজ্ঞা ও প্রতিহত করে, যিনি আমাদের একমাত্র পরিশুদ্ধকারী; – এবং সুসমাচারকে অবহেলা ও অপমান করে, যা আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, এবং অনন্ত জীবনের বাক্য। আর এই সমস্ত কিছু জানা, বোঝা ও স্বীকার করার পরও তারা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি তাদের অবজ্ঞা ধরে রাখে এবং গোড়ামি ও অন্ধত্বের পথ থেকে সরে আসে না। এটি একটি চরম গুরুতর অপরাধ। লেখক মূলত স্বেচ্ছাকৃত পাপীর বিষয়ে আইনের কথা বলেছেন, গণনা ১৫:৩০, ৩১। তাদেরকে ছেটে ফেলা হবে।

২. এ ধরনের ধর্মভ্রষ্টদের মারাত্মক ধ্বংস।

(১) এ ধরনের পাপের জন্য আর কোন উৎসর্গ অবশিষ্ট থাকে না, অন্য কোন খ্রীষ্ট এসেও তাদেরকে আর বাঁচাতে পারবে না। তারা সর্বশেষ প্রতিকার ও প্রতিষেধকের বিপরীতে আবারও পাপ করেছে, যার আর কোন আশা নেই। তারা এমন কিছু পাপ করেছে যার ব্যবস্থা অনুসারে কোন উৎসর্গ দেওয়ার বিধান নেই; কিন্তু তথাপি যদি যারা এই পাপ

করেছে তারা সত্যিকার অর্থে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করে, তাহলে যদিও তারা পার্থিব মৃত্যু এড়াতে পারবে না, তথাপি তারা অনন্ত ধ্বংস থেকে রেহাই পেতে পারে; কারণ খ্রীষ্ট এসেছিলেন এবং তাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন যারা সুসমাচারের অধীনে রয়েছে, তাদের মধ্যে থেকে যারা খ্রীষ্টকে আবারও অস্বীকার করবে এবং এ কথা প্রত্যাখ্যান করবে যে, তারা তার মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পেতে পারে, তাদের আর কোন আশা অবশিষ্ট থাকবে না।

(২) তাদের জন্য অবিশষ্ট থাকবে শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট বিচারের প্রতি ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত, পদ ২৭। অনেকে মনে করেন যে, এর মাধ্যমে যিহূদী মণ্ডলী এবং তাদের সমাজের ধ্বংস বোঝানো হয়েছে, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এর মাধ্যমে আসলে বোঝানো হয়েছে সকল উদ্ধত ও গোড়া ধর্মভ্রষ্টদের মৃত্যু এবং বিচার, যখন বিচারক তাদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর বিচারের রায় দান করনে, যা এই বিরোধিতাকারীদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেবে। তাদেরকে ধ্বংসের আগুন এবং চিরস্থায়ী কুণ্ডে ফেলে দেওয়া হবে। ঈশ্বর কিছু কিছু মারাত্মক অপরাধীকে এই পৃথিবীতে থাকতেই এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা তাদের চেতনায় এক ভয়াবহ ও আতঙ্কজনক পরিস্থিতির তৈরি করবে এবং তাদের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কিংবা তাতে টিকে যাওয়ার ব্যাপারে দারুন হতাশার সৃষ্টি হবে।

৩. যারা যারা মোশির ব্যবস্থা ভঙ্গ করেছে তাদের বিষয়ে স্বর্গীয় বিচারের প্রক্রিয়া; যারা ক্রমাগতভাবে সব কিছু জেনেও ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রতিনিধি মোশির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, তার কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা করেছিল, তাঁর সাবধান বাণী ও তাঁর ক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই অপরাধগুলো যখন দুই বা তিন জন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হল, তখন তাদেরকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হল। তারা নির্দয়ভাবে মৃত্যুবরণ করলো, যা ছিল পার্থিব মৃত্যু। লক্ষ্য করুন, জ্ঞানী শাসকদেরকে তাদের শাসন কাজ ও আইনের কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয় এবং সেই কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে অনেক সময় বিরোধিতাকারী এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সে সমস্ত ক্ষেত্রে একই সাথে সঠিক সাক্ষ্য প্রমাণও থাকতে হবে। এভাবেই ঈশ্বর মোশির ব্যবস্থাকে অভিষেক দান করেছিলেন এবং সেই কারণেই লেখক সেই কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাদের উপরে পতিত হবে, যারা খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্যুত হবে এবং তার বিরোধিতা করবে। এখানে তিনি তাদের নিজেদের বিবেকের কথা উল্লেখ করছেন, যার মাধ্যমে তিনি এ কথা বিবেচনা করে দেখতে চেয়েছেন যে, খ্রীষ্টের প্রতি অবজ্ঞাকারীরা, যারা তাঁকে ভাল করে জানে, তারা তাঁকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করার কারণে তাদেরকে কতটা কঠিন শাস্তি ভোগের মধ্য দিয়ে যেতে হবে; এবং তাদেরকে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুতর পাপের জন্য সবচেয়ে গুরুতর শাস্তিই ভোগ করতে হবে।

(১) তারা ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলিত করেছে। একজন সাধারণ পরিচয়হীন মানুষকে পায়ের নিচে দলিত করাও অত্যন্ত অসহনীয় একটি কাজ। আর চূড়ান্ত সম্মানের অধীকারী কোন মানুষকে যদি এভাবে পায়ের নিচে দলিত করা হয়, তাহলে তা হবে চূড়ান্ত অবমাননাকর এবং ক্ষমার অযোগ্য একটি কাজ। আর এই কাজটিই করা হয়েছে ঈশ্বরের

প্রিয় পুত্রের সাথে, যিনি নিজেই ঈশ্বর, যিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী – তাঁর ব্যক্তিত্বকে পদতলে দলিত করা হয়েছে, তাঁকে খ্রীষ্ট হিসেবে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে – তাঁর কর্তৃত্বকে পদতলে দলিত করা হয়েছে, এবং তাঁর রাজ্যকে অস্বীকার করা হয়েছে – তাঁর সাথে সাথে তার লোকদেরকে পদতলে দলিত করা হয়েছে। এমন মহান ব্যক্তিকে যারা এভাবে চূড়ান্ত অপমান ও অবজ্ঞা করবে, তাদের কী ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত?

(২) তারা নিয়মের যে রক্ত দ্বারা পবিত্র হয়েছিল, তা অপবিত্র জ্ঞান করেছে এবং অনুগ্রহের আত্মার অপমান করেছে। এই রক্ত হচ্ছে খ্রীষ্টের রক্ত, যা দ্বারা এই নিয়ম বা চুক্তি ক্রয় করা হয়েছিল এবং সীলমোহর করা হয়েছিল, আর এর মধ্য দিয়েই খ্রীষ্ট নিজের স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন এবং এর মধ্য দিয়েই ধর্মত্যাগীরা পবিত্রীকৃত হয়েছিল, অর্থাৎ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল, তারা দৃশ্যনীয়ভাবে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে এক নতুন চুক্তিতে প্রবেশ করেছিল এবং প্রভুর ভোজের অংশীদার হয়েছিল। লক্ষ্য করুন, এমন এক ধরনের পবিত্রীকরণ রয়েছে যাতে লোকেরা অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তথাপি তা থেকে পতিত হতে পারে। এগুলোকে সাধারণ দান এবং অনুগ্রহ এই ভিত্তিতে পৃথক করা প্রয়োজন। বাহ্যিক কাজ দ্বারা, ঐশ্বরীক সত্তা দ্বারা, দায়িত্ব বোধের দ্বারা, সুযোগের দ্বারা তারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করেছিল, তথাপি তারা এর থেকে পতিত হতে পারে শেষ পর্যন্ত। যে সমস্ত মানুষ এর আগে খ্রীষ্টের রক্ত গ্রহণ করেছিল অত্যন্ত পবিত্র ও পূজনীয় বস্তু হিসেবে, তারাই হয়তোবা তা এখন সবচেয়ে ঘৃণ্য ও অপবিত্র বস্তু বলে মনে করতে পারে, যা কোন অপরাধীর রক্তের চেয়ে উত্তম কিছু নয়, যদিও তা ছিল এই সমগ্র পৃথিবীর মুক্তির মূল্য এবং এর প্রতিটি ফোঁটা অতীব মূল্যবান।

(৩) যারা অনুগ্রহের আত্মার অপমান করেছে, যে আত্মা অনুগ্রহের পূর্ণতায় মানুষকে দান করা হয়েছে এবং তা যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই অনুগ্রহের কাজ সাধন করে – সেই অনুগ্রহের আত্মা, যাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সব সময় মান্য করা প্রয়োজন – এই আত্মাকেই তারা অপমান, অবজ্ঞা করেছে, তাঁকে দুঃখ দিয়েছেন, তাঁকে প্রতিহত করেছে, বাধা দিয়েছে, এবং সর্বোপরি তাঁকে অমর্যাদা ও অশ্রদ্ধা করেছে, যা চূড়ান্ত মাত্রার মন্দতার কাজ এবং এ ধরনের পাপের কারণে পাপীর ক্ষমা পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না, কারণ তারা সুসমাচারের ক্ষমার বাণীকে অবজ্ঞা করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, যা তাদের মুক্তির একমাত্র পথ। এখন তিনি সকলের বিবেক ও চেতনার কাছে বিষয়টি অর্পণ করছেন, সার্বজনীন বুদ্ধি বিচার ও যুক্তির কাছে উপস্থাপন করছেন, এবং তিনি জানতে চাইছেন যে, এ ধরনের গুরুতর অপরাধের জন্য আসলে ঠিক কী ধরনের উপযুক্ত শাস্তির প্রয়োজন এবং যারা নির্দয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের চাইতে কঠিন শাস্তি এদের হবে কি না। কিন্তু আসলে নির্দয়ভাবে মৃত্যুবরণ করার চাইতে আরও কঠিন শাস্তি কী হতে পারে? আমি মনে করি, তাদের মৃত্যু হওয়া উচিত দয়ার সাথে, সেই দয়া ও অনুগ্রহ সহকারে, যাকে তারা অপমান করেছে। তা কত না ভয়ঙ্কর হবে, যখন শুধুমাত্র ঈশ্বরের বিচার নয়, সেই সাথে তার প্রত্যাখ্যাত ও অবজ্ঞাত অনুগ্রহ ও দয়াও প্রতিশোধ কামনা করে!

৪. ব্যবস্থা ও পবিত্র শাস্ত্রে আমরা ঈশ্বরের প্রতিশোধ পরায়ণ বিচারের বৈশিষ্ট্যের যে বর্ণনা পাই, পদ ৩০। আমরা জানি যে, তিনি বলেছেন, আমি প্রতিফল দাতা। এই অংশটি নেওয়া হয়েছে গীতসংহিতা ৯৪:১ পদ থেকে, তুমিই প্রতিফলদাতা ঈশ্বর। প্রভুর ভয় জানা যায় প্রত্যাদেশ এবং যুক্তি উভয়ের মধ্য দিয়ে। ন্যায় বিচার গৌরবময়, যদিও তা ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ করে; এটি তার একান্ত বৈশিষ্ট্য এবং তিনি তা প্রত্যেক পাপীর উপরে তার অনুগ্রহের অপমান করার দরুন মহা শাস্তি হিসেবে পতিত হবে; তিনি নিজে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, এবং তাঁর পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা এবং চুক্তির অবমাননার জন্যও তিনি প্রতিফল আদায় করবেন সমস্ত ধর্মভ্রষ্টদের কাছ থেকে। আর তাদের পরিণতি কত না মারাত্মক হবে! এখানে অপর যে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে তা এসেছে দ্বি. বি. ৩২:৩৬ পদ থেকে, প্রভু তাঁর লোকদের বিচার করবেন; তিনি তাঁর দৃশ্যমান মণ্ডলীতে অনুসন্ধান চালাবেন এবং তাকে পরীক্ষা করে দেখবেন, আর তিনি তাদেরকে আবিষ্কার করবেন ও নির্ণয় করবেন যারা বলে যে, তারা যিহূদী এবং আসলে তারা তা নয়, বরং তারা শয়তানের মণ্ডলী; আর তিনি মূল্যবানকে মূল্যহীনদের মধ্য থেকে আলাদা করে দেবেন এবং তিনি সিয়োন পর্বতে পাপীদেরকে মারাত্মক শাস্তি দান করবেন। এখন যারা তাঁকে চেনে তারা বলবে যে, প্রতিশোধ দেওয়া আমারই কর্ম, আমেন প্রতিফল দিব, যা তিনি অবশ্যই সম্পন্ন করবেন, যেভাবে লেখক বলেছেন (পদ ৩১): জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া কি ভয়ানক বিষয়! যারা জানে যে, ঈশ্বরের আনুকূল্যের কারণে কী ধরনের আনন্দ লাভ করা যায়, তারা ঈশ্বরের ক্রোধপূর্ণ বিচার ও প্রতিশোধের বিবেচনা অবশ্যই করবে। এখানে লক্ষ্য করুন, অনুতাপ বিহীন পাপী এবং ধর্মভ্রষ্টদের অনন্তকালীন দুর্দশা কেমন হতে পারে: তারা জীবন্ত ঈশ্বরের হাতে পতিত হবে; তাদের শাস্তি স্বয়ং ঈশ্বরের হাত থেকেই আসবে। তিনি তাকে তাঁর বিচারের হাতে তুলে নেবেন; তিনি নিজে তাদের বিচার করবেন; তাদের ভয়ঙ্কর তম দুর্দশা হবে তাদের আত্মার উপরে স্বর্গীয় আত্মার প্রভাব। যখন তিনি তাদেরকে প্রাণীর ও জীবের মাধ্যমে শাস্তি দান করবেন, তখন সেই মাধ্যম তাদেরকে চরমভাবে নির্যাতনের সম্মুখীন করবে; কিন্তু যখন তিনি নিজে এই শাস্তি দেওয়ার ভার হাতে নেবেন, তখন তা তাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসবে অনন্ত দুর্দশা। এটি তারা লাভ করবে ঈশ্বরের হাত থেকে, তারা দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে; তাদের ধ্বংস আসবেতার গৌরবময় ও ক্ষমতাশালী উপস্থিতি থেকে; যখন তারা দোযখে তাদের দুঃখময় শয্যা রচনা করবে, তারা আবিষ্কার করবে যে, ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত রয়েছেন এবং ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর উপস্থিতি তাদের জন্য সবচেয়ে আতঙ্কজনক এবং ভীতিকর হয়ে উঠবে। আর তিনি হলেন একজন জীবন্ত ঈশ্বর, তাঁর উপস্থিতি চিরকাল থাকবে এবং তিনি আমাদের বিচার করার জন্য সব সময় দণ্ডায়মান রয়েছেন।

৫. তিনি তাদেরকে চাপ দিয়েছেন যেন তারা খ্রীষ্টের জন্য তাদের পূর্ববর্তী কষ্ট ভোগগুলোর কথা মনে করে অধ্যবসায় ধারণ করে: তোমরা বরং পূর্বকার সেই বিষয় স্মরণ কর, যখন তোমরা দীপ্তি প্রাপ্ত হয়ে নানা দুঃখভোগরূপ ভারী সংগ্রাম সহ্য করেছিলে, পদ ৩২। সুসমাচারের প্রথম দিনগুলোতে খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারীদের উপরে ভারী অত্যাচার নির্যাতন শুরু হয়েছিল এবং বিশ্বাসী যিহূদীদেরকেও এই একই অত্যাচারের অংশীদার হতে

হয়েছিল। তিনি তাদেরকে সেই সমস্ত কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন:-

(১) কখন তারা কষ্ট ভোগ করেছিল: পূর্বকার দিনগুলোতে তারা এই ধরনের কষ্ট ভোগ করেছিল, যখন তারা দীপ্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। এর অর্থ হল, ঈশ্বর তাদের আত্মায় তাঁর নিজ শ্বাস দান করেছিলেন এবং স্বর্গীয় আলো তাদের অন্তরে আলোকপাত করেছিল, আর তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং চুক্তির অধীনে এসেছিল। এরপর পৃথিবী ও দোযখ এক সাথে তাঁর বিরুদ্ধে শক্তি নিয়ে একত্রিত হল। এখানে লক্ষ্য করুন, একটি স্বভাবগত অন্ধকার অবস্থা, এবং যারা এই অবস্থায় থাকবে তারা শয়তান ও পৃথিবীর কাছ থেকে কোন যন্ত্রণা লাভ করবে না; কিন্তু অনুগ্রহের অবস্থান হচ্ছে আলোতে থাকা, আর সেই কারণে অন্ধকারের শক্তি ভয়ঙ্করভাবে এর প্রতিরোধ ও বিরোধিতা করবে। যারা যীশু খ্রীষ্টে ঐশ্বরীক জীবন যাপন করবে, তাদেরকে অবশ্যই নির্যাতন ও অত্যাচারের কষ্ট ভোগ করতে হবে।

(২) যখন তারা কষ্ট ভোগ করেছিল: তারা নানা দুঃখভোগরূপ ভারী সংগ্রাম সহ্য করেছিল, অনেক অনেক কষ্টের ও দুর্দশার সম্মুখীন তাদেরকে হতে হয়েছিল এবং তাদেরকে এ সবের সাথে দারুনভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ধার্মিকদের সমস্যা অনেক।

[১] তারা নিজেদের মাঝে পীড়িত হয়েছিল। তাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের মাঝে; তাদেরকে করা হয়েছিল চরে বেড়ানো মেষপাল, এই পৃথিবীর কাছে, স্বর্গদূতদের কাছে এবং মানুষের কাছে সমানভাবে দৃশ্যমান, ১ করি ৪:৯। তাদের নামে এবং সম্মানের প্রতি (পদ ৩৩) অনেক তিরস্কার ও অপমান তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে। আর বিশেষভাবে এই পীড়ন তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে, যেহেতু তারা এই ধর্মের সম্মান নিজেদের উপরে আরোপ করেছিল। এতে করে তাদের উপরে আরও বেশি করে অপমান ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। তারা সকলে তাদের বিষয় সম্পত্তি নিয়ে দুদর্শায় পতিত হয়েছিল, তাদের ধন সম্পদ হারাতে হয়েছে, সমস্ত উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল।

[২] তারা তাদের ভাইদের পীড়নে পীড়িত হয়েছিল: একে তো তিরস্কারে ও ক্লেশে কৌতুকাস্পদ হয়েছিলে, তাতে আবার সেই প্রকার দুর্দশাপন্ন লোকদের সহভাগী হয়েছিলে। খ্রীষ্টান চেতনা হচ্ছে সহানুভূতির চেতনা ও বিবেক সম্পন্ন, তা স্বার্থপরতার চেতনায় চালিত হয় না। এটি প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দুঃখভোগকে আমাদের নিজেদের দুঃখভোগ করে তোলে। এর কারণে আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাদের জন্য দয়া ও ভালবাসা অনুভব করি, তাদেরকে পরিদর্শন করি, তাদেরকে সাহায্য করি এবং তাদের জন্য সাহায্য কামনা করি। খ্রীষ্টানরা আসলে এক দেহ, তারা সকলে এক আত্মায় চালিত হয়, তাদের সকলেরই স্বার্থ এবং মৌলিক চিন্তা ধারা এক, এবং তারা সকলে ঈশ্বরের সন্তান, যাদের মধ্যে একজন আঘাত পেলে অন্য সকলে তা অনুভব করে ব্যথিত হয়। যদি খ্রীষ্টের দেহের একজন কষ্ট পায়, তাহলে বাকি সকলেও তার সাথে কষ্ট পায়। লেখক এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কীভাবে তারা বন্দী ও দুর্দশাগ্রস্তদের সাথে দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল (পদ ৩৪): তোমরা বন্দিগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলে। আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টান বন্ধুদের আমাদের প্রতি যে সহানুভূতি ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটে তার প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

(৩) কীভাবে তারা কষ্ট ভোগ করেছিলেন। তারা তাদের বিগত কষ্ট ভোগের সময় কীভাবে সাহায্য সহযোগিতা লাভ করেছিল; তারা তাদের এই দুঃখ ভোগ ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করেছিল, এবং শুধু তাই নয়, বরং আনন্দের সাথে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ এবং সম্মান গ্রহণ করেছিল, যার মধ্য দিয়ে তারা খ্রীষ্টের নামে সকল দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেছিল। ঈশ্বর তাঁর কষ্ট ভোগকারী লোকদেরকে তাদের ভেতরে সাহস যোগানোর মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করে তুলতে পারেন, যাতে করে তাদের মধ্যে সকল প্রকার ধৈর্য ও দীর্ঘ সহিষ্ণুতা বজায় থাকে এবং সেই সাথে যেন তারা আনন্দও ধরে রাখতে পারে, কল ১:১১।

(৪) সেটি কী ছিল যা তাদেরকে এভাবে তাদের সমস্ত দুঃখ ও কষ্টভোগের মাঝেও স্থির থাকতে সাহায্য করেছিল। তারা তাদের নিজেদের অন্তরে এ কথা জানতো যে, তাদের জন্য স্বর্গে আরও উত্তম ও আরও দীর্ঘস্থায়ী একটি আবাস স্থল রয়েছে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] স্বর্গের আবাস স্থলই একজন পবিত্র ব্যক্তি জন্য সর্বোচ্চ সুখের ও আনন্দের বিষয়, যার সত্যিকার কোন মূল্য রয়েছে। এছাড়া বাকি আর যা কিছু রয়েছে তার সবই ছায়া এবং প্রতীকস্বরূপ।

[২] এটি এমন এক উত্তম আবাস স্থল যা অন্য যে কোন কিছুর বিনিময়ে আমাদের অর্জন করা প্রয়োজন, যার জন্য পার্থিব অন্য কিছু হারালেও আমাদের কোন ক্ষতি নেই।

[৩] এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী আবাস স্থল বা স্বর্গীয় সম্পদ, এটি সময় কালের সীমা পেরিয়ে চিরকাল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে এবং তা অনন্ত কাল ধরে চলতে থাকবে; তা কখনো শেষ হবে না; তাদের শত্রুরা কখনো তাদের কাছ থেকে তা কেড়ে নিতে পারবে না, যেভাবে তারা তাদের কাছ থেকে পার্থিব সম্পদ কেড়ে নিয়েছে।

[৪] তারা যা কিছু হারিয়েছে এবং যা কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেগুলোর বিপরীতে এই আবাস স্থল ও স্বর্গীয় পুরস্কার এক দারুন ক্ষতি পূরণ দান করবে। স্বর্গে তারা আরও ভাল এক জীবন লাভ করবে, আরও মূল্যবান এক আবাস স্থলের অধিকারী হবে, আরও স্বাধীনতা লাভ করবে, আরও উত্তম এক সমাজ, উত্তম অন্তর, উত্তম কাজ লাভ করবে, সেখানে সমস্ত কিছুই পৃথিবীর চাইতে উত্তম।

[৫] খ্রীষ্টানদের নিজেদের অন্তরে এই কথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন এবং তাদের মাঝে এই নিশ্চয়তা গ্রোথিত করা প্রয়োজন (ঈশ্বরের আত্মা আমাদের আত্মার কাছে সাক্ষ্য দান করবেন), কারণ তাদের নিশ্চয়তা সম্পন্ন জ্ঞান সঠিকভাবে তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে কোন লড়াই প্রতিহত করতে শক্তি ও সাহস যোগাবে ও সাহায্য করবে, যাতে করে তরা এই পৃথিবীতে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকতে পারে।

৬. তিনি তাদেরকে অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে করে তারা সকলে বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসী খ্রীষ্টান হিসেবে পুরস্কার লাভের জন্য অপেক্ষমান থাকে (পদ ৩৫): অতএব তোমাদের সেই সাহস ত্যাগ করো না, যা মহা পুরস্কারযুক্ত। এখানে দেখুন:-

(১) তিনি তাদেরকে জোর দিয়ে বলছেন যেন তারা তাদের আত্মবিশ্বাস দূর না করে, এর

অর্থ হচ্ছে, তাদের পবিত্র উৎসাহ ও সাহস যেন তারা কোনভাবেই না হারায়, বরং তারা যেন এই বিশ্বাসে স্থির থাকে যে, তারা এখন যত কষ্ট ও দুঃখ দুর্দশাই ভোগ করুক না কেন কিংবা আগে যত নির্যাতনই তারা সহ্য করুক না কেন, তারা এর থেকে অনেক ভাল একটি অবস্থানে উপনীত হবে।

(২) তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন যেন তারা এই নিশ্চয়তা অন্তরে ধারণ করে যে, তাদের এই মহান ও পবিত্র আত্মবিশ্বাস এবং বিশ্বাস তাদের জন্য পুরস্কারের নিশ্চয়তা দান করছে, যা তাদের জন্য অতি মূল্যবান ও আকাঙ্ক্ষিত। বর্তমান সময়েই এর জন্য পুরস্কার রয়েছে, আর তা হচ্ছে পবিত্র শান্তি ও আনন্দ, এবং আরও বেশি করে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও তার ক্ষমতা তাদের উপরে আরোপিত হবে, এবং এটি তাদের জন্য বর্তমানে ও ভবিষ্যৎ জীবনে দারুন পুরস্কার হিসেবে নির্ধারিত থাকবে।

(৩) তিনি তাদেরকে দেখালেন যে, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুগ্রহের কতটা প্রয়োজন, বিশেষ করে ধৈর্যের অনুগ্রহের (পদ ৩৬): তোমাদের ধৈর্য ধরা প্রয়োজন আছে, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হও; এর অর্থ হচ্ছে প্রতিজ্ঞাকৃত পুরস্কার। লক্ষ্য করে দেখুন, পবিত্র ব্যক্তিদের আনন্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত অংশ নিহিত রয়েছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায়। আর তারা ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞা পূরণের পর তাদেরকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে যেন তারা সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে যে সময় ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা সকল সম্পন্ন করবেন। তাদের ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে যেন তারা সেই পর্যন্ত জীবন ধারণ করতে পারে যে সময় পর্যন্ত না ঈশ্বর তাদেরকে আহ্বান না জানান। এটি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য একটি ধৈর্যের পরীক্ষা, যাতে করে তারা তাদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ধৈর্যের সাথে জীবন ধারণ করে এবং তাদের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে; এবং সেই সাথে তারা যেন ঈশ্বরের নির্ধারিত সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে যে পর্যন্ত না ঈশ্বর তাদেরকে পুরস্কার দান করার সময় না আসে। আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষমান পরিচর্যাকারী হতে হবে, যখন আমরা আর তার কার্যকারী পরিচর্যাকারী হিসেবে অবস্থান করবো না। যারা প্রচুর পরিমাণে ধৈর্য ধারণ করেছে ইতোমধ্যে, তাদেরকে আরও বেশি ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এর চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

(৪) তাদের ধৈর্য ধারণে সাহায্য করার জন্য তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করছেন যে, খ্রীষ্টের আকাঙ্ক্ষিত উদ্ধার কাজ তাদের খুব কাছেই এসে পড়েছে এবং তাদের জন্য পুরস্কারও যথা স্থানে সঞ্চিত রয়েছে (পদ ৩৭): আর অতি অল্পকাল বাকী আছে, যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, বিলম্ব করবেন না। তিনি শীঘ্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের কাছে আসবেন এবং তাদের সকল দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণার ইতি ঘটাবেন এবং তাদেরকে জীবন মুকুট দান করবেন। তিনি শীঘ্রই তাদের বিচার করতে আসবেন এবং সমস্ত মণ্ডলীর দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাবেন (তার রহস্যময় দেহের), এবং তাদেরকে সেই স্বর্গীয় গৌরবময় ও সম্মানজনক পুরস্কার দান করবেন; এবং তিনি তা তাদেরকে গোপনে বা নিভৃতে দান করবেন না, বরং প্রকাশ্যে সকল মানুষের সামনে দান করবেন। উভয়ের জন্য একটি

নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং সেই সময়ের ব্যতিরেকে তিনি আর দেরি করবেন না, হবক্কুক ২:৩। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বর্তমান সংগ্রাম আরও তীক্ষ্ণ ও তীব্র অবস্থান ধারণ করতে পারে, কিন্তু তা খুব শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে।

৭. তিনি তাদেরকে অধ্যবসায়ী হতে চাপ দিচ্ছেন, আর এই লক্ষ্যে তিনি তাদেরকে এই কথা বলছেন যে, এটিই হবে তাদের পৃথকী করণের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সুখ ও আনন্দ। কিন্তু অপরদিকে যারা ধর্মভ্রষ্ট হবে, তারা লাভ করবে তিরস্কার, অপমান এবং চূড়ান্তভাবে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে, যারা যারা এই দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে (পদ ৩৮, ৩৯): ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই বাঁচবে।

(১) এটি পবিত্র মানুষের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক একটি বৈশিষ্ট্য যে, তারা প্রকৃত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপরে ভরসা করে তাদের বিশ্বাসের পুরস্কারের নিশ্চয়তা লাভ করবে। তারা এই নিশ্চয়তার উপরে ভরসা করে স্থির হয়ে থাকতে পারে যে, ঈশ্বর অবশ্যই তার প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা আনবেন। বিশ্বাস জীবন আনে এবং মানুষের মাঝে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারে এবং তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে জীবন ধারণ করতে পারে, এবং তার সময় পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারে; আর যেহেতু তাদের বিশ্বাসই এখন তাদের আত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেহেতু তা এখন এবং পরবর্তী জীবনেও অনন্ত জীবনের দ্বারা মুকুট প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

(২) ধর্মভ্রষ্টতা হচ্ছে তাদের চিহ্ন এবং প্রতীক, যাদের উপরে ঈশ্বর মোটেও খুশি নন; এবং এটিই হচ্ছে ঈশ্বরের মারাত্মক অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের কারণ। ঈশ্বর কখনোই তাদের উপরে সন্তুষ্ট হন না, যারা কেবল আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম পালন করে এবং বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, কিন্তু এমন কোন কাজ করে না যা তাদের আত্মায় ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বা তার প্রতি প্রকৃত আন্তরিক ভালবাসা প্রকাশ করে। তিনি প্রত্যেক মানুষের অন্তর দেখতে পান এবং সেখান থেকে তাদের ভণ্ডামি খুঁজে বের করতে পারেন; এবং তিনি দারুনভাবে ক্রোধোন্মত্ত হন, যখন তিনি তাদের এই আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারণের শেষে এক তীব্র ধর্মভ্রষ্টতার প্রবণতা দেখতে পান। তিনি তাদেরকে দিকে প্রচণ্ড অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকান, কারণ তারা তার প্রতি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

(৩) লেখক সমাপ্তি টেনেছেন তার নিজের বিষয়ে এবং এই ইব্রীয়দের বিষয়ে তার উত্তম আশার বিষয়ে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে, যাতে করে তারা ন্যায্য ও পবিত্র আচরণ, স্বভাব এবং আনন্দ পরিত্যাগ না করে এবং শয়তানের চিহ্ন ধারণ করে দুর্দশায় পতিত না হয় (পদ ৩৯): কিন্তু আমরা বিনাশের জন্য সরে পড়বার লোক নই, বরং প্রাণের রক্ষার জন্য বিশ্বাসের লোক। তিনি আসলে বলতে চেয়েছেন যে, "আমি আশা করি আমরা সেই প্রকার লোক নই যারা পিছিয়ে পড়ে। আমি আশা করি যে, তোমরা এবং আমি, যারা ইতোমধ্যে মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, তারা ঈশ্বরের মহান অনুগ্রহ লাভ করবো এবং তাঁর বিশ্বাসে আরও শক্তিশালী হব যেন কোনভাবে পিছিয়ে না পড়ি। আমরা যে কোন সময় আমাদের দুর্বলতার কারণে পিছিয়ে পড়তে পারি, তাই আমাদের উচিত হবে যথা সম্ভব ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে থাকা; কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে সব সময়ই তার শক্তিশালী হাতের

ক্ষমতার নিচে রাখবেন এবং তিনি আমাদের বিশ্বাসকে পরিত্রাণের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করবেন।” লক্ষ্য করুন:-

[১] বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি দানকারীরা বহু দূর পথ এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার পরও তারা পিছিয়ে পড়তে পারে, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে এই পিছিয়ে পড়ার অর্থ হচ্ছে তাদের ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমরা যতই ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়ি ততই আমরা ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে পড়ি।

[২] যারা অতীতে মহা পরীক্ষা ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে বিশ্বস্ত থেকেছেন এবং যোগ্য বিশ্বাসী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন, তাদের অবশ্যই এই আশা করার যুক্তি রয়েছে যে, তারা অবশ্যই সেই অনুগ্রহ লাভ করবে যা তাদের বিশ্বাসের জীবন ধারণের জন্য তারা অর্জনের দাবীদার। কিন্তু তাদেরকে সেই পুরস্কার ও প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য বিশ্বাস ও ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, এমন কি তাদের আত্মার পরিত্রাণ লাভের জন্যও তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি আমরা বিশ্বাসে জীবন ধারণ করি এবং বিশ্বাসেই মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমাদের আত্মা চিরকালের জন্য রক্ষা পাবে এবং আমরা অনন্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবো।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ১১

বিগত অধ্যায়ের শেষে লেখক বিশ্বাসের অনুগ্রহ এবং বিশ্বাসপূর্ণ জীবনকে ধর্মচ্যুত হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক হিসেবে পরামর্শ দিয়েছেন। আর এই অধ্যায়ে তিনি বিশেষভাবে এই অভূতপূর্ব অনুগ্রহের বৈশিষ্ট্য ও তার ফলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ক. এই অনুগ্রহের বৈশিষ্ট্য এবং যাদের জীবনে এই অনুগ্রহের উপস্থিতি রয়েছে তাদের গৌরব ও সম্মান, পদ ১-৩।

খ. পুরাতন নিয়মের যারা বিশ্বাসে জীবন ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর অনুগ্রহ ধারণ করে যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন ও বিশেষ কষ্টভোগ করেছিলেন তাদের বিষয়ে যে সকল মহান দৃষ্টান্ত আমরা পাই, পদ ৩-৪৮।

গ. এই অনুগ্রহ ধারণ করার ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মের যুগে যারা জীবন ধারণ করেছেন তাদের তুলনায় সুসমাচারের যুগের আমরা যে সকল সুফল ভোগ করব, পদ ৩৯,৪০।

ইব্রীয় ১১:১-৩ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. বিশ্বাসের অনুগ্রহের উপর একটি দ্বিখণ্ড বিশিষ্ট সংজ্ঞা বা বর্ণনা।

১. এটি হচ্ছে *প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান*। বিশ্বাস ও আশা এক সাথে পথ চলে; এবং আমাদের আশার লক্ষ্যবস্তু ও বিশ্বাসের বিষয়বস্তু একই। এটি হচ্ছে একটি দৃঢ় চেতনা ও প্রত্যাশা যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টে আমাদের কাছে যত প্রতিজ্ঞা করেছেন তার সবই তিনি পূরণ করবেন। আর এই বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা এতটাই শক্তিশালী যে, তা আত্মাকে সেই সকল বস্তুর অস্তিত্ব ও বর্তমান ফলভোগের সুযোগ দান করে, তাদেরকে আত্মায় তা অনুভব করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এ কারণে বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের চর্চার মধ্য দিয়ে বর্ণনাতীত আনন্দ ও গৌরবে পরিপূর্ণ হয়। খ্রীষ্ট বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মায় বসবাস করেন এবং আত্মা ঈশ্বরের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়। যার মাঝে বিশ্বাস রয়েছে যে ঈশ্বরকে বাস্তবিক অর্থে অনুভব করতে পারে।

২. এটি *অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি*। বিশ্বাস অন্তরের চোখে সেই সমস্ত বিষয়ের বাস্তব চিত্র প্রদর্শন করে যা দেহের চোখ দিয়ে অবলোকন করা সম্ভব নয়। বিশ্বাস হচ্ছে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও তার প্রত্যেকটি অংশের প্রতি আত্মার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। এটি নির্দ্বিধায় এ কথা

স্বীকার করে যে, ঈশ্বর সত্য ও অকৃত্রিম। ঈশ্বর যা কিছু পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম বলে প্রকাশ করেছেন তার সমস্ত কিছুর একটি পূর্ণ স্বীকৃতিই হচ্ছে এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস আত্মাকে উক্ত সমস্ত বিষয়ের সাথে তার নিজ সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণে বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসীদের দৃষ্টিস্বরূপ হয়ে পরিচর্যা করা এবং আত্মার কাছে সকল অনুভূতির ধারণকারী হওয়া। যে বিশ্বাস আত্মায় অদৃশ্য বিষয়সমূহকে অনুভব করাতে পারে না, সেই বিশ্বাস একান্তই ভাবপ্রসূত বা কাল্পনিক। প্রকৃত বিশ্বাস আত্মাকে ন্যায্য ও গ্রহণযোগ্য কাজ করার জন্য বিশেষভাবে উদ্দীপিত করে তোলে।

খ. যারা বিশ্বাসের পরিপূর্ণতায় জীবন ধারণ করে থাকেন তাদের প্রত্যেকের উপরে বিশ্বাস যে সম্মান আরোপ করে তার বর্ণনা (পদ ২): *এই সম্বন্ধেই প্রাচীনদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল* – প্রাচীন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা, যারা পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম যুগে জীবন ধারণ করেছিলেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. প্রকৃত বিশ্বাস এক যুগান্তরী অনুগ্রহ এবং তা ধার্মিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এটি কোন নব্য আবিষ্কার নয়, কোন আধুনিক মতবাদ নয়। এটি এমন একটি অনুগ্রহ যা পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকে অনুগ্রহের চুক্তির মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে বপন করা হয়ে এসেছে। পৃথিবীতে সে সময় সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্বোত্তম ব্যক্তি যারা ছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন বিশ্বাসী।

২. তাদের বিশ্বাস ছিল তাদের সম্মান, যা তাদের উপরে সম্মান আরোপ করেছিল। তারা বিশ্বাস ধারণ করার কারণে সম্মানিত হয়েছিলেন। এর কারণে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ তাদের নামের প্রতি ইতিবাচক সাক্ষ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। ঈশ্বর নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন যেন তারা অনুগ্রহের শক্তিতে যে সমস্ত অভূতপূর্ব কাজ করেছিলেন সেগুলোর কথা যুগ যুগ ধরে লিপিবদ্ধ থাকে। খাঁটি বিশ্বাস দ্বারা কৃত কাজের কথা অবশ্যই মানুষের কাছে প্রকাশ করা উচিত। সেই কাজের কথা যখন প্রকাশ পায় তখন তা বিশ্বাসীদের জন্য সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

গ. এখানে আমরা বিশ্বাসের প্রথম কাজ ও বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে একটি দেখতে পাই, যা অন্য সকল বিশ্বাসের উপরে মহা প্রভাব ফেলেছিল এবং তা সকল যুগের ও পৃথিবীর সকল স্থানের বিশ্বাসীদের জন্য এক সার্বজনীন বিশ্বাস। এই বিষয়টি হচ্ছে, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পৃথিবীর ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ঈশ্বর কোন অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তু থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেন নি, বরং তিনি শূন্য থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, পদ ৩। বিশ্বাসের অনুগ্রহের আওতা শুধু পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত বিস্তৃত নয়, তার আওতার শুরু পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে এমন উপলব্ধি লাভ করতে পারি যা আমাদের স্বাভাবিক যুক্তির দৃষ্টি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি লাভের জন্য বিশ্বাস কোন শক্তি হিসেবে কাজ করে না, বরং আমাদের বন্ধুর মত আমাদেরকে সাহায্য করে। এখন লক্ষ্য করুন, এই আসমান-জমিন বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে বিশ্বাস আমাদেরকে কী উপলব্ধি দান করে:-

১. এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিরন্তন নয়, বা এগুলো নিজে থেকে সৃষ্ট হয় নি, বরং এর সবই সৃষ্টি করা

হয়েছে।

২. এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকারী এবং এ কারণেই তিনি আমাদের ঈশ্বর।

৩. তিনি এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন এক চমৎকার নিখুঁত কাঠামোর মধ্য দিয়ে। এই পৃথিবী সৃষ্টির কাজ ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত একটি কাজ। এই কার্যক্রমের প্রত্যেকটি অংশই বিশ্বাসযোগ্য ও নিখুঁত, যা সৃষ্টিকর্তার যথার্থতাই প্রকাশ করে।

৪. ঈশ্বর তাঁর বাক্য দ্বারা এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর একান্ত অপরিহার্য প্রজ্ঞা ও তাঁর অনন্তকালীন পুত্রকে দিয়ে এবং তাঁর সক্রিয় ইচ্ছার মধ্য দিয়ে। *তিনি কথা বললেন, আর উৎপত্তি হল, তিনি আদেশ করলেন, আর স্থিতি হল*, গীতসংহিতা ৩৩:৯।

৫. এভাবেই একেবারে শূন্য থেকে পুরো পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে, *কোন প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে এসব দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নি*। এটি পদার্থবিদ্যার মূলনীতির বিপরীত, "শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।" এ কারণে একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত কেউ শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। তিনি যদি বলেন হও, তাহলে হয়ে যায়। এই বিষয়গুলো আমরা একমাত্র বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই বুঝতে পারি। বাইবেল আমাদেরকে সকল বস্তুর উৎস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সবচেয়ে যথার্থ বিবরণ দান করে এবং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা। আমরা আমাদের কল্পনা দিয়ে বা কোন যুক্তি-তর্ক বা প্রজ্ঞা দিয়ে কখনো সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে পারব না, যা সম্ভব একমাত্র বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে।

ইব্রীয় ১১:৪-৩১ পদ

লেখক আমাদের বিশ্বাসের অনুগ্রহ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার পর এখন অগ্রসর হচ্ছেন পুরাতন নিয়মের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থাপনের দিকে। এই দৃষ্টান্তমূলক বর্ণনাগুলোকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়:-

১. যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের বিশ্বাসের বিশেষ কাজ ও দৃষ্টান্তের বিবরণ।

২. যাদের নাম খুব একটা উল্লেখ করা হয় নি এবং তাদের বিশ্বাসের সাধারণ বর্ণনা। এখানে আমরা আরও দেখি তাদের বিবরণ যাদের নামই শুধু উল্লেখ করা হয় নি, সেই সাথে তাদের বিশ্বাসের বিশেষ পরীক্ষা ও কাজের কথাও যুক্ত করা হয়েছে।

ক. এখানে বিশ্বাসের যে দৃষ্টান্ত বা বিবরণটি সবার আগে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে হেবলের বিশ্বাস। এটি লক্ষ্যণীয় যে, ঈশ্বরের আত্মা এখানে আমাদের আদি পিতা-মাতার বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু বলাটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন নি। তথাপি ঈশ্বরের মণ্ডলীতে সার্বজনীনভাবে এ কথা বিশ্বাস করা হয় যে, ঈশ্বর তাদের অনুশোচনার কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে বিশ্বাসের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন। এ কারণেই তারা তাদের সন্তানদেরকে উৎসর্গের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এর

মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের করুণা লাভ করেছিলেন। তথাপি ঈশ্বর এ বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে রেখেছেন যেন আমরা নিজেদেরকে কখনো অবিশ্বস্ত প্রমাণ না করি, বরং সব সময় নিজেদের বিশ্বাসে স্থির থাকি, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের আদি পিতা-মাতার নাম বিশ্বাসীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এই তালিকার নাম শুরু হয়েছে হেবলকে দিয়ে, যিনি আদমের সকল সন্তানের মধ্যে পৃথিবীর প্রথম ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি এবং ধর্মের জন্য যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যকার প্রথম শহীদ। লক্ষ্য করুন:-

১. হেবল বিশ্বাসের জন্য কী করেছিলেন: বিশ্বাসে *হেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উৎসর্গ করলেন*। তিনি আরও পরিপূর্ণ ও যথার্থ এক উৎসর্গ করেছিলেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) মানুষের পাপে পতনের পর ঈশ্বর মানব সন্তানদের তাঁর উপাসনায় আবারও ফিরে আসার জন্য এক নতুন পথ খুলে দিয়েছিলেন। পাপে পতিত মানুষও যে আবার ঈশ্বরের উপাসনায় ফিরে আসতে পারে এটি তার প্রথম প্রমাণ। আর এটি একটি বিস্ময়কর দয়ারও প্রমাণ যে, পাপে পতনের পরও ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় নি।

(২) পাপে পতনের পর ঈশ্বরকে একমাত্র উৎসর্গের মধ্য দিয়ে উপাসনা করা যেত। এটি উপাসনার এমন এক ধারা যার মধ্য দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যেত এবং ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাসের স্বীকৃতি প্রদান করা যেত।

(৩) শুরু থেকেই উপাসনাকারীদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। দুই ভাইকে আমরা এখানে দেখি যারা ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন, তথাপি এর মাঝে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কাবিল ছিলেন বড় ভাই, কিন্তু হেবলকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। জন্মগত জ্যেষ্ঠাধিকার নয়, বরং অনুগ্রহই মানুষকে সত্যিকার অর্থে সম্মানের পাত্র করে তোলে। তাদের ব্যক্তিত্বের মাঝে এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়: হেবল ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি, একজন সত্যিকার বিশ্বাসী। কাবিল ছিলেন গতানুগতিক একজন মানুষ, তার মধ্যে বিশেষ অনুগ্রহের কোন উপস্থিতি ছিল না। তাদের নৈতিকতা ও আদর্শের মাঝে তা লক্ষ্যণীয়: হেবল যে কোন কাজ তাঁর বিশ্বাসের শক্তিতে করতেন। কাবিল কেবল তার পার্থিব শিক্ষা বা যুক্তির ভিত্তিতে কাজ করতেন। তাদের প্রদত্ত উৎসর্গের মধ্যেও তা লক্ষ্যণীয়: হেবল এনেছিলেন পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদানের উৎসর্গ। তিনি তাঁর মেষপালের মধ্য থেকে একটি মেষ উৎসর্গ করেছিলেন এবং নিজেকে এমন একজন পাপী হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন মৃত্যুই যার যোগ্য নিয়তি। অপরদিকে কাবিল এনেছিলেন সাধারণ ধন্যবাদের উৎসর্গ, তার ক্ষেতের কিছু ফসল। তিনি নিজেকে নির্দোষ ধরে নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এই উৎসর্গ করেছিলেন। সেখানে কোন পাপ স্বীকার বা কোন প্রায়শ্চিত্ত বা প্রায়শ্চিত্তের বালাই ছিল না। এটিই ছিল কয়িনের উৎসর্গের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। যারা সত্যিকার ঈশ্বরের সেবা করেন তাদের মধ্যে সব সময়ই একটি পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। অনেকে ভুল পথে তাঁর কাছে আসার চেষ্টা করবেন, এবং অন্যরা ঠিকই সঠিক পথে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন। অনেকে ফরীশীর মত নিজেদের মনগড়া ধার্মিকতার কথা ভেবে আত্মতুষ্টিতে ভুগবে এবং অন্যরা কর-আদায়কারীর মত নিজেদের পাপ স্বীকার করবে এবং নিজেদেরকে

খ্রীষ্টে ঈশ্বরের করুণার কাছে সমর্পণ করবে।

২. হেবল তার বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যা অর্জন করেছিলেন: এ মূল বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে আদিপুস্তক ৪:৪ পদে, সদাপ্রভু *হেবল ও তার উপহার গ্রহণ করলেন*। প্রথমত তিনি হেবলের অনুগ্রহপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করলেন, এরপর তিনি অনুগ্রহ থেকে উদ্ভূত তার উৎসর্গকে গ্রহণ করলেন। এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, তিনি তার বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বিশেষ কিছু সুযোগ লাভ করেছিলেন; যেমন:-

(১) *তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ধার্মিক*, তিনি একজন ন্যায়বান, পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য মানুষ। খুব সম্ভবত স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে তাঁর উৎসর্গ প্রজ্বলিত করার মধ্য দিয়ে এই স্বীকৃতি দান করা হয়েছিল।

(২) ঈশ্বর তাঁর ব্যক্তিত্বের ধর্মময়তার প্রতি সাক্ষ্য দান করেছিলেন, তাঁর উৎসর্গ গ্রহণ করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরের বিচারের প্রতীক আগুন যখন হেবলের উৎসর্গ প্রজ্বলিত করে তুলল, তখন তা এই চিহ্ন প্রকাশ করল যে, বৃহত্তর উৎসর্গের স্বার্থে ঈশ্বরের দয়া এই উৎসর্গদাতাকে গ্রহণ করেছে।

(৩) *তিনি মারা গেলেও তার মধ্য দিয়ে এখনও কথা বলছেন*। ঈশ্বর হেবলকে আমাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থাপন করার মধ্য দিয়ে তাঁকে চিরকালের জন্য জীবন্ত করে রেখেছেন। তিনি আমাদেরকে কী বলছেন? তাঁর কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

[১] পাপে পতিত মানুষকে অবশ্যই গ্রহণযোগ্যতা লাভের আশা নিয়ে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আসতে হবে।

[২] আমাদের ব্যক্তিত্ব ও উৎসর্গ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে হতে হবে।

[৩] ঈশ্বরের কাছে স্বীকৃতি লাভ অত্যন্ত বিশেষ এবং অসাধারণ এক অনুগ্রহ।

[৪] এই অনুগ্রহ ঈশ্বরের কাছ থেকে যারা লাভ করবে তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর ঈর্ষা ও শত্রুতার মুখে পড়তে হবে।

[৫] ঈশ্বরের লোকদের প্রতি ক্ষতি সাধন করা হলে ঈশ্বর কখনোই তার শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন না এবং তাঁর জন্য কষ্টভোগকারীকে তিনি অবশ্যই পুরস্কার দান করবেন।

[৬] ঈশ্বর কখনোই হেবলকে তার বিশ্বাস সহ মৃত্যুবরণ করতে দেন নি, বরং তিনি হেবলের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে অন্যদের বিশ্বাসকে জাগ্রত করেছেন, যাদের সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পদগুলোতে দেখতে পাই।

খ. হনোকের বিশ্বাস, পদ ৫। যে সকল প্রাচীন বিশ্বাসীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। লক্ষ্য করুন:-

১. তাঁর সম্পর্কে এখানে কী বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই পদে (এবং আদিপুস্তক ৫:২২

পদে) আমরা দেখি:-

(১) তিনি ঈশ্বরের সাথে গমনাগমন করতেন। অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক, ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ ও ঈশ্বরে সন্তুষ্টি বিধানে প্রকৃতভাবে, কার্যকরভাবে এবং যথার্থভাবে ধার্মিক ছিলেন।

(২) বিশ্বাসের *জন্যই হনোক লোকান্তরে নীত হলেন, যেন মৃত্যু না দেখতে পান*। তাঁকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল, এ কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন নি এবং পৃথিবীতে কেউ তাঁর দেহাবশেষ কখনো খুঁজে পায় নি। ঈশ্বর তাঁকে স্বশরীরে স্বর্গে তুলে নিয়েছিলেন, যেন তিনি জীবিত অবস্থায় খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত ঈশ্বরভক্ত সাধু ব্যক্তিদের সাথে অবস্থান করতে পারেন।

(৩) *বস্তুত তাঁকে নিয়ে যাবার আগে তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ছিলেন*। তাঁর নিজ চেতনায় এই সাক্ষ্য তিনি লাভ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের আত্মা স্বয়ং এই সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। যারা এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে বিশ্বাসে চলেন তারা তাঁর কাছে প্রীতির পাত্র এবং তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ করেন।

২. তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে এখানে যে কথা বলা হয়েছে, পদ ৬। এ কথা বলা হয়েছে যে, এই বিশ্বাস ব্যতীত ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। যে বিশ্বাস আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে চলতে সাহায্য করে, সেই সক্রিয় বিশ্বাস ছাড়া আমরা কখনো ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি না। আর সেই বিশ্বাসটি হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর *আছেন এবং যারা তাঁর খোঁজ করে, তিনি তাদের পুরস্কারদাতা*।

(১) বিশ্বাসীকে অবশ্যই এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর আছেন এবং তিনি নিজেকে পবিত্র শাস্ত্রে প্রকাশ করেছেন, এবং তাঁর মাঝে তিনটি ব্যক্তিসত্তা বিদ্যমান – পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে বাস্তব বিশ্বাস এই পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছে, তা আমাদের আত্মার জন্য এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা আমাদেরকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং সুসমাচারের প্রতি সর্ব প্রকার বাধ্যতায় ঘিরে রাখে।

(২) *যারা তাঁর খোঁজ করে, তিনি তাদের পুরস্কারদাতা*। এখানে দেখুন:-

[১] পাপে পতনের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে হারিয়েছি। আমরা স্বর্গীয় নূর, জীবন, ভালবাসা, সাদৃশ্য ও সম্পর্ক হারিয়েছি।

[২] খ্রীষ্ট, তথা দ্বিতীয় আদমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে আবারও খুঁজে পাওয়া যায়।

[৩] ঈশ্বর এমন পথ দেখিয়ে দিয়েছেন যার মধ্য দিয়ে আমরা আবার তাঁর সাথে সম্মিলিত হতে পারি। তাঁর নির্দেশনার প্রতি কঠোর মনোযোগ, তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর দেওয়া পরিচর্যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মধ্য দিয়ে, তাঁর লোকদের মাঝে পরিচর্যা ও সম্পর্ক রক্ষার মধ্য দিয়ে এবং সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে নম্রতার সাথে তাঁর উপস্থিতি কামনা করার

মাধ্যমে তা সম্ভব।

[৪] যারা ঈশ্বরকে এই সকল পন্থার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেতে চান, তাদের উচিত অবশ্যই তাঁকে একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষা করা এবং তাঁর উপস্থিতি যাচঞা করা। যারা এই পন্থার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজে পান তারা ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত হন এবং ঈশ্বরকে খুঁজতে গিয়ে তাদের যে সমস্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তার পুরস্কার তারা ভোগ করেন।

গ. নোহের বিশ্বাস, পদ ৭। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. নোহের বিশ্বাসের ভিত্তি – তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এমন এক ঘটনার জন্য সাবধান বাণী লাভ করেছিলেন যা তখন পর্যন্ত দেখা যায় নি। তিনি একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন। তবে তা কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে না কোন দর্শনের মাধ্যমে সেটা স্পষ্ট নয়। তবে সেই সাবধান বাণীর মাঝেই এর সাক্ষ্য নিহিত ছিল। *যা যা তখন দেখা যাচ্ছিল না, এমন বিষয়ের* সাবধান বাণী তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল, অর্থাৎ তা ছিল এক মহা ও মারাত্মক বিচার, যা পৃথিবী তখন পর্যন্ত দেখতে পায় নি। তখন পর্যন্ত তাতে কোন নূন্যতম চিহ্ন দেখা যায় নি। এই গোপন সাবধান বাণী সারা পৃথিবীর কাছে তাঁকে প্রচার করতে বলা হয়েছিল। আর নিশ্চিতভাবেই পৃথিবীর লোকেরা তাঁকে ও তাঁর বক্তব্যকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। ঈশ্বর কোন আঘাত হানার আগে সাধারণত পাপীদেরকে সাবধান বাণী প্রদান করেন; আর যেখানে তাঁর সাবধান বাণীকে প্রত্যাখ্যান করা হবে, সেখানে আঘাতের মাত্রা হবে সবচেয়ে ভারী।

২. নোহের বিশ্বাসের ভিত্তি এবং তাঁর অন্তর ও কাজের প্রতি এর প্রভাব।

(১) তাঁর অন্তরে এই বিশ্বাস ঈশ্বরের বিচারের ভীতি দ্বারা প্রভাবিত করেছিল: তিনি *ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট* হয়েছিলেন। বিশ্বাস প্রথমে আমাদের অন্তরকে প্রভাবিত করে, এরপর তা কাজে পরিণত করে। কোন কাজ করার ক্ষেত্রে যদি তা ভাল হয় তাহলে বিশ্বাস অন্তরে ভালবাসা ও ভক্তি জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু যদি তা মন্দ হয়, তাহলে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে ভীতি।

(২) তাঁর বিশ্বাস তাঁর কাজকে প্রভাবিত করেছিল। ঈশ্বরের সাবধান বাণীতে বিশ্বাস করার কারণে নোহের ভেতরে ভীতির সঞ্চার ঘটেছিল এবং তিনি একটি জাহাজ তৈরি করাতে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই কাজ করতে গিয়ে তিনি এক বিপথগামী জাতির ভ্রুকুটি ও অবজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সাথে এই নিয়ে তর্ক করেন নি যে, কেন তাঁর একটি জাহাজ তৈরি করতে হবে, কিংবা যা যা তাতে ধারণ করাতে বলা হয়েছিল সেসবের স্থান সংকুলান হবে কি না সেসবও তিনি জিজ্ঞাসা করেন নি, অথবা এমন একটি বিশাল যান চরম প্রতিকূল আবহাওয়াতে টিকে থাকবে কি না তা নিয়েও তিনি কোন প্রশ্ন তোলেন নি। তাঁর বিশ্বাস তাঁকে বিরোধিতাপূর্ণ প্রশ্ন করা থেকে বিরত রেখেছিল এবং তাঁর আন্তরিকভাবে তাঁর কাজ করে যেতে সমর্থ করেছিল।

৩. নোহের বিশ্বাসের দোয়াপূর্ণ ফল ও পুরস্কার।

(১) পাপে পূর্ণ পুরো একটি পৃথিবী যখন ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তখন তিনি ও তাঁর পরিবার উদ্ধার পেয়েছেন। ঈশ্বর নোহের জন্য তাঁর পরিবারকেও রক্ষা করেছেন। তাদের জন্য এটি খুব সৌভাগ্যের বিষয় যে, তারা নোহের পুত্র ছিলেন। তাঁর পুত্রবধূদের জন্য এটি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, তাদের স্বামীরা ছিলেন নোহের পুত্র। সেই ভূখণ্ডের অন্য কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাদের বিয়ে হতে পারত, কিন্তু তাহলে তারা সকলেই ডুবে মরতেন। আমরা অনেক সময় বলে থাকি, "অমুক জায়গার লোক হওয়াটা ভাল।" কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, ঈশ্বরের চুক্তির অধীন মানুষ হওয়াটা আরও ভাল।

(২) এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর পৃথিবীর বিচার করেছেন ও দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আর অপরদিকে নোহের ভক্তিপূর্ণ ভয় পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মনগড়া নিশ্চয়তা ও অসার আত্মবিশ্বাসকে অভিযুক্ত করেছিল। তাঁর বিশ্বাস তাদের বিশ্বাসহীনতাকে অভিযুক্ত করেছিল। তাঁর বাধ্যতা তাদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহকে অভিযুক্ত করেছিল। ভাল দৃষ্টান্ত পাপীদেরকে হয় পরিবর্তিত করে, নতুবা অভিযুক্ত করে। কঠোর পবিত্রতা ও ঈশ্বরভক্ত জীবন যাপনের মাঝে অবশ্যই অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। এটি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেই মানুষের জীবনের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে। এভাবেই ঈশ্বরের লোকেরা সবচেয়ে উত্তম পন্থায় দুষ্টদের অভিযুক্ত করতে পারেন। কোন কর্কশ ও তিরস্কারপূর্ণ ভাষার প্রয়োজন নেই, বরং একটি পবিত্র ও দৃষ্টান্তমূলক জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে তা আরও সহজে করা সম্ভব।

(৩) তিনি *নিজে বিশ্বাস অনুরূপ ধার্মিকতার অধিকারী হলেন*।

[১] তিনি এক সত্যিকার ধার্মিকতার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন।

[২] এই উত্তরাধিকার তিনি খ্রীষ্টে তাঁর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে লাভ করেছিলেন। খ্রীষ্টের মণ্ডলীর একজন সদস্য, ঈশ্বরের একজন সন্তান হিসেবে তিনি তা লাভ করেছিলেন। তিনি যদি ঈশ্বরের একজন সন্তান হন, তাহলে তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীও বটে। প্রতিজ্ঞাত বংশধরের উপরে বিশ্বাস করার কারণে তিনি সেই ধার্মিকতা লাভ করেছিলেন।

ঘ. অব্রাহামের বিশ্বাস, যিনি ছিলেন ঈশ্বরের বন্ধু এবং বিশ্বস্ত সকলের পিতা, যার কারণে ইব্রীয় জাতি অত্যন্ত গর্ব করত এবং তার নামেই তারা তাদের সকল জাতিগত অধিকার দাবী করত। আর এ কারণে লেখক অন্য যে কোন পিতৃপুরুষের তুলনায় অব্রাহাম সম্পর্কে অনেক বেশি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, যেন তা ইব্রীয়দের প্রতি সন্তোষজনক এবং সুফলজনক দুটোই হয়। অব্রাহামের বিশ্বাসের এই কাহিনীর মাঝে তিনি সারার বিশ্বাসের কথাও বর্ণনা করেছেন, যাঁর কন্যা হিসেবে আজকের দিনের নারীরা সেই বিশ্বাসের চিহ্ন বহন করছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. অব্রাহামের বিশ্বাসের ভিত্তি, আহ্বান এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, পদ ৮।

(১) এই আহ্বান ছিল স্বয়ং ঈশ্বর প্রদত্ত আহ্বান এবং সে কারণেই তাতে বিশ্বাসের যথেষ্ট ভিত্তি ও বাধ্যতার বিধান প্রয়োজন ছিল। তাঁর এই আহ্বান কেমন ছিল সে সম্পর্কে প্রেরিত ৭:২,৩ পদে স্তিফান উল্লেখ করেছেন, *আমাদের পিতা অব্রাহাম হারণে বাস করার আগে যে*

সময়ে মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন, সেই সময়ে মহিমার ঈশ্বর তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, "তুমি স্বদেশ থেকে ও তোমার জ্ঞাতি কুটুম্বদের মধ্য থেকে বের হও এবং আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল।" এটি ছিল অত্যন্ত কার্যকর একটি আহ্বান, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর পিতার পরিবারের পৌত্তলিকতা থেকে মন ফিরিয়েছিলেন, আদিপুস্তক ১২:১। হারণ দেশে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর এই আহ্বান পুনরায় করা হয়। লক্ষ্য করুন:-

[১] ঈশ্বরের অনুগ্রহ একান্তভাবে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

[২] আমরা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার আগেই ঈশ্বর আমাদের কাছে আসেন।

[৩] পাপীদেরকে আহ্বান করা ও মন পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ঈশ্বর এক গৌরবের ঈশ্বর রূপে আবির্ভূত হন এবং তাদের অন্তরে এক গৌরবময় কাজ সাধন করেন।

[৪] এই আহ্বান আমাদেরকে শুধু পাপ ত্যাগ করতেই বলে না, সেই সাথে পাপপূর্ণ সঙ্গও ত্যাগ করতে বলে, সেই সাথে তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তির ক্ষেত্রে যা কিছু অপ্রাসঙ্গিক সে সবই ত্যাগ করতে বলে।

[৫] ধার্মিকতার পথে চলার জন্য আমাদের আহ্বান পাওয়া প্রয়োজন।

[৬] স্বর্গীয় কনান দেশ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে ঈশ্বর তাঁর লোকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখেন নি।

(২) ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা। ঈশ্বর অব্রাহামকে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যে স্থানে যাওয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয়েছে সেই স্থানটি তাঁকে উত্তরাধিকার হিসেবে দান করা হবে। লক্ষ্য করুন:-

[১] ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। তাঁর কার্যকর আহ্বানের মধ্য দিয়ে তিনি তাদেরকে তাঁর সন্তান ও উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেন।

[২] এই উত্তরাধিকার তারা তাৎক্ষণিকভাবে লাভ করেন না। এর জন্য তাদেরকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা সুনিশ্চিত এবং নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই তা সম্পাদিত হবে।

[৩] পিতা-মাতার বিশ্বাস অনেক সময় তাদের বংশধরদের জন্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসে।

২. অব্রাহামের বিশ্বাসের কার্যক্রম: তিনি ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।

(১) অব্রাহাম *সেই স্থানে যাবার আদেশ মান্য করলেন এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে যাত্রা করলেন*। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিলেন, যেন তিনি তাঁর ইচ্ছামত যে কোন স্থানে তাঁকে প্রেরণ করেন। তিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞার উপরে সম্পূর্ণ ভরসা রাখলেন এবং সঠিক পথে চলতে শুরু করলেন। একান্ত বিশ্বাস ও বাধ্যতা ঈশ্বরেরই কেবল প্রাপ্য।

যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য আহ্বান জানাবেন তাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদেরকে একান্তভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও বাধ্যতায় পরিপূর্ণ করা এবং নিজেদের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করা। যদিও তারা জানেন না তাদের পথ কোথায় গেছে, যদিও তাদের কোন পথ নির্দেশক নেই, তথাপি ঈশ্বর তাদের সাথে রয়েছেন এবং ঈশ্বর তাদের উপরে সন্তুষ্ট।

(২) বিশ্বাসের *জন্যই তিনি বিদেশের মত প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাসী হলেন*। এটি ছিল অব্রাহামের বিশ্বাসের একটি নিদর্শন। লক্ষ্য করুন:-

[১] কনানকে কীভাবে প্রতিজ্ঞাত দেশ বলা হয়েছে, কারণ দেশটি তখন পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু তা আয়ত্ব করা হয় নি।

[২] অব্রাহাম কনান দেশে একজন উত্তরাধিকারী বা মনিব হিসেবে বাস করেন নি, বরং প্রবাসী হিসেবে বসবাস করেছেন। তিনি পুরাতন অধিবাসীদের দাসত্বও করেন নি, আবার তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাও করেন নি। বরং তিনি তাদের মাঝে বিদেশী হিসেবে আবাস গড়েছেন। তিনি ধৈর্য সহকারে তাদের রূঢ় ব্যবহার সহ্য করেছেন, তাদের কাছ থেকে কোন সুবিধা ভোগ করলে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য, স্বর্গীয় কনানের প্রতি তাঁর অন্তরকে নিবদ্ধ করেছেন।

[৩] তিনি ইসহাক ও যাকোবের সাথে তাঁবুতে বসবাস করেছেন, যাঁরা ছিলেন তাঁরই মত একই প্রতিজ্ঞা অংশীদার। তিনি সব সময়ই ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় ছিলেন। যে কোন অবস্থায় স্থান ত্যাগ করার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এভাবেই আমাদের প্রত্যেকের পৃথিবীতে বসবাস করা উচিত। সেই দেশের অধিবাসীদের সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর প্রবাসী জীবনে তাঁর প্রতি তাদের বিশেষ সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। ইসহাকের পঁচাত্তর এবং যাকোবের পনের বছর বয়স পর্যন্ত অব্রাহাম বেঁচে ছিলেন। ইসহাক এবং যাকোব একই প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী ছিলেন; কারণ এই একই প্রতিজ্ঞা ইসহাকের কাছে (আদিপুস্তক ২৬:৩) এবং যাকোবের কাছে (আদিপুস্তক ২৮:১৩) নবায়ন করা হয়েছিল। সমস্ত ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি এই একই প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী। এই প্রতিজ্ঞা বিশ্বাসীদের কাছে এবং তাদের সন্তানদের কাছে করা হয়েছে এবং যারা আমাদের ঈশ্বরকে সদাপ্রভু বলে ডাকবে তাদের সকলের কাছে করা হয়েছে। পিতা-মাতা এবং সন্তানদেরকে এই পৃথিবীতে এক সাথে স্বর্গীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে জীবন ধারণ করতে দেখাটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

৩. অব্রাহামের বিশ্বাসের সহায়তা (পদ ১০): *তিনি ভিত্তিমূল বিশিষ্ট সেই নগরের অপেক্ষা করছিলেন, যার স্থাপনকর্তা ও নির্মাতা ঈশ্বর*। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) স্বর্গের যে বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে: এটি একটি নগর, একটি সমাজবদ্ধ লোকালয়, যা সুপ্রতিষ্ঠিত, সুরক্ষিত এবং সুসমৃদ্ধ। এটি এমন একটি নগর যার ভিত্তি রয়েছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজে এই নগরের সুরক্ষা বিধান করছেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর অপরিসীম ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা এই নগরকে বেষ্টন করে আছেন। এই নগর হচ্ছে এক চিরন্তন চুক্তির প্রতিজ্ঞা। এটি এমন একটি নগর যার নির্মাতা ও সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন ঈশ্বর। তিনি নিজে এর নকশা তৈরি করেছেন এবং সে অনুসারেই তিনি তা নির্মাণ করেছেন ও তাঁর লোকদের জন্য

তিনি তা তৈরি করেছেন। তিনি তাদেরকে সেই নগরের মালিকানা দিয়েছেন এবং তাদেরকে সেই নগরের নাগরিকত্ব দিয়েছেন।

(২) লক্ষ্য করুন এই নগরের প্রতি অব্রাহামের কী বিশেষ আর্তি ছিল: তিনি সেই নগরের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, সত্যিই এ ধরনের একটি নগর রয়েছে এবং তিনি সেই নগরের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। আর ইতোমধ্যে তিনি তাঁর বিশ্বাসে আরও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এই আনন্দপূর্ণ প্রত্যাশায় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে ও পন্থায় তিনি নিরাপদে সেই নগরে উপনীত হবেন।

(৩) তাঁর বর্তমান পরিস্থিতির উপরে তাঁর বিশ্বাসের যে প্রভাব ছিল: তাঁর প্রবাসী জীবনের সমস্ত প্রলোভন ও পরীক্ষার মাঝে এই বিশ্বাস তাঁকে সহায়তা দান করেছিল, তাঁকে সকল কষ্ট সহ্য করার জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। তিনি কার্যকরভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকতে পেরেছিলেন।

ঙ. অব্রাহামের কাহিনীর মাঝে লেখক সারার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

১. সারার বিশ্বাসের দুর্বলতা।

(১) তাঁর এক সময়কার বিশ্বাসহীনতা: তাঁর ও অব্রাহামের প্রতি করা প্রতিজ্ঞাকে তিনি অসম্ভব ভেবেছিলেন ও অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গিতে হেসেছিলেন।

(২) তিনি তাঁর বিশ্বাসহীনতার জন্য তাঁর দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং অব্রাহামের হাতে হাগারকে তুলে দিয়েছিলেন, যা ছিল স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ততার প্রমাণ। আর তাঁর এই পাপ তাঁকে পুনরায় বিশ্বাসে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল।

(৩) ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা ছিল প্রায় অসম্ভব বিষয়, আর তা ছিল তাঁর বৃদ্ধা বয়সে সন্তানের মা হওয়া। সে সময় তাঁর সন্তান ধারণ করা স্বাভাবিকভাবে একেবারেই সম্ভব ছিল এবং তিনি তাঁর গর্ভ ধারণের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

২. তাঁর বিশ্বাসের কাজ। তাঁর অবিশ্বাস ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল এবং তা আর কখনো স্মরণে রাখা হয় নি। কিন্তু কীভাবে তাঁর বিশ্বাস আবার ফিরে এল সেটাই লক্ষ্য করার মত বিষয়: *যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান করেছিলেন*, পদ ১১। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা লাভ করেছিলেন। আর এই নিশ্চয়তা লাভ করেই তিনি বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন; কারণ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর লোকেরা কখনো প্রবঞ্চিত হয় না।

৩. তাঁর বিশ্বাসের ফল ও পুরষ্কার।

(১) বিশ্বাসের *জন্যই স্বয়ং সারাও বংশ উৎপাদনের শক্তি পেলেন*। প্রকৃতিগত শক্তি ও

অনুগ্রহের শক্তি সবই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। তিনি বন্ধ্যা গর্ভকে যেমন সন্তান দান করতে পারেন, তেমনি অনুর্বর আত্মাকে করতে পারেন ফলবন্ত।

(২) তাঁকে একটি সন্তান দেওয়া হয়েছিল। একটি মানব শিশু তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছিল, যিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাকৃত সন্তান এবং তাঁর পিতা-মাতার বহু বছরের আকাঙ্ক্ষার ফল ও ভবিষ্যতের আশা।

(৩) এই সন্তানের মধ্য দিয়ে তাঁদের মধ্য থেকে এক বিরাট জাতির সৃষ্টি হয়েছিল, যারা ছিল আকাশের তারার মত অসংখ্য (পদ ১২)। তারা ছিল এই পৃথিবীর অন্য সকল জাতির চেয়ে এক মহান, শক্তিশালী ও প্রসিদ্ধ জাতি। তারা ছিল এক ঈশ্বরভক্ত জাতি, ঈশ্বরের বেছে নেওয়া জাতি ও ঈশ্বরের মণ্ডলী। এই জাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছিল। এই জাতি থেকেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে খ্রীষ্ট জন্ম নিয়েছিলেন। এ কারণে অন্য সকল জাতির চেয়ে এই জাতি ছিল সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহপূর্ণ।

চ. লেখক এই সুখী পরিবারের অন্যান্য পূর্বপুরুষদের, অর্থাৎ ইসহাক ও যাকোবের বর্ণনা দিয়েছেন, পদ ১৩। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তাঁদের চলমান জীবনের অপূর্ণতার মাঝে তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা। *এঁরা প্রতিজ্ঞাগুলোর ফল পান নি*, অর্থাৎ তাঁরা প্রতিজ্ঞাকৃত প্রতিশ্রুতিগুলো তখনও ভোগ করতে পারেন নি, তাঁরা তখনো কনান দেশের মনিবানা পান নি, তাঁদের বংশ তখনো বালুকণার মত অসংখ্য হয় নি, তখনও তাঁরা খ্রীষ্টকে মানব দেহে মূর্তিমান হতে দেখেন নি। লক্ষ্য করুন:-

(১) যারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় আগ্রহী তাদের অনেকেই তাৎক্ষণিকভাবে সেই প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করতে পারেন না।

(২) পৃথিবীতে ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থার কোন একটি অপূর্ণতার মাঝেও তারা এই কারণে আনন্দিত থাকেন যে, প্রতিজ্ঞাকৃত ফলগুলো উপভোগ ও আয়ত্ব করার বদলে তাদের প্রকৃত আনন্দ নিহিত থাকে প্রতিজ্ঞা ও তার পালনের মাঝে। সুসমাচারের যুগ পুরাতন নিয়মের যুগের চেয়ে আরও পূর্ণ, কারণ সে সময় প্রতিজ্ঞাগুলো আরও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। স্বর্গীয় জীবন হবে সব দিক থেকে নিখুঁত ও সম্পূর্ণ, কারণ তখন প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ হবে।

২. পার্থিব বিষয়সমূহের অপূর্ণতার মাঝে তাঁদের বিশ্বাসের পরিচয়। যদিও তাঁরা তখনো প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করেন নি, তথাপি,

(১) তাঁরা আগে থেকেই এর ফল কী হবে তা জেনেছিলেন। বিশ্বাসের এক সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী চোখ রয়েছে এবং তা বহু দূরবর্তী সময়ে প্রতিজ্ঞাকৃত করুণাও দেখতে পায়। অব্রাহাম খ্রীষ্টের দিন দেখতে পেয়েছিলেন এবং আনন্দ করেছিলেন, যখন তা ছিল বহু শতাব্দী পরের একটি ঘটনা, যোহন ৮:৫৬।

(২) তাঁরা নিজেদের অন্তরে এই বিশ্বাস ধারণ করেছিলেন যে, এই প্রতিজ্ঞাগুলো সত্য এবং

এগুলো অবশ্যই পূরণ করা হবে। বিশ্বাস এই সীলমোহর স্থাপন করতে পারে যে, ঈশ্বর সত্য এবং এর মধ্য দিয়ে বিশ্বাস আত্মার সন্তুষ্টি সাধন করতে পারে।

(৩) তাঁরা প্রতিজ্ঞাগুলোকে সর্বাংশে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণভাবে ঐচ্ছিক ও স্বেচ্ছাকৃত বিশ্বাস। বিশ্বাসের বাহু অত্যন্ত দীর্ঘ এবং তা অনেক দূরবর্তী আশীর্বাদ ধারণ করতে পারে ও তা বর্তমানের আশীর্বাদে পরিণত করতে পারে, সেই দোয়াকে ভালবাসায় পরিণত করতে পারে এবং তাতে আনন্দ করতে পারে। আর এভাবেই বিশ্বাস প্রতিজ্ঞা পূরণ হওয়া পূর্বেই তার ফল ভোগ করে তাতে আনন্দ করতে পারে।

(৪) তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁরা পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী। লক্ষ্য করুন:-

[১] তাঁদের অবস্থা: বিদেশী ও প্রবাসী। তাঁদের আসল গৃহ স্বর্গে অবস্থিত। তাঁরা ছিলেন পর্যটক, কারণ তাঁরা তাঁদের গৃহের দিকে যাত্রা করছিলেন, যদিও এই যাত্রা অনেক ক্ষেত্রে ধীরগতির ও সময় সাপেক্ষ।

[২] তাঁদের এই অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের স্বীকারোক্তি: তাঁরা তাঁদের এই অবস্থা নিয়ে কখনো লজ্জিত ছিলেন না। তাঁদের ঠোঁট এবং তাঁদের জীবন দুটোই এই বর্তমান অবস্থাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাঁর এই পৃথিবী থেকে কোন কিছুই বলতে গেলে চান নি। তাঁরা পৃথিবীর সাথে নিজেদেরকে খুব বেশি জড়াতে চান নি। তাঁরা যতটা সম্ভব নিজেদের উপর থেকে ভার সরিয়ে ফেলেছেন, যেন চলার পথে কোন কিছু তাঁদেরকে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য না করে, যেন তাঁরা তাঁদের সহযাত্রীদের সাথে সমগতি বজায় রাখতে পারেন, এক সাথে বিপত্তি এড়াতে পারেন, ভার বহন করতে পারেন এবং যত দ্রুত সম্ভব গৃহে ফিরে যেতে পারেন।

(৫) এখানে তাঁরা পরিষ্কারভাবে এই কথা ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁরা আরেকটি আরেকটি দেশের খোঁজ করছেন (পদ ১৪), আর সেই দেশটি হচ্ছে স্বর্গ, তাঁদের নিজ দেশ। যেহেতু তাঁদের আত্মিক জন্ম সেখানেই হয়েছিল, সে কারণে সেখানেই তাঁদের উৎসগত সম্পর্ক এবং সেখানেই তাঁদের উত্তরাধিকার। এই দেশটির খোঁজ তাঁরা করছিলেন: তাঁদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এই দেশের প্রতি, তাঁদের সকল লক্ষ্য এই দেশকে ঘিরে; তাঁরা যত কথা বলেন সব এই দেশকে নিয়ে; তাঁরা একান্তভাবে এই দেশটিকে তাঁদের পরিচয়ের সাথে জড়িয়ে ফেলতে চান, তাঁরা এই দেশেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত করতে চান এবং এই দেশেই তাঁরা আনন্দ উপভোগ করতে চান।

(৬) তাঁরা এই স্বীকারোক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের আন্তরিকতার পূর্ণ প্রমাণ দিয়েছেন। কারণ:-

[১] তাঁরা যে দেশ থেকে এসেছেন সেই দেশের চিন্তায় তাদের অন্তর পূর্ণ ছিল না, পদ ১৫। সেই দেশের প্রাচুর্য ও সম্পদের প্রতি তাঁরা লালায়িত ছিলেন না, কোন অনুশোচনা বা আফসোস তাঁদের মধ্যে ছিল না, সেখানে ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। লক্ষ্য করুন, যাদেরকে একবার কার্যকরভাবে পাপ স্বভাব থেকে তুলে আনা হয়েছে এবং সুরক্ষিত

করা হয়েছে, তাঁরা আর কখনো সেই অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন না।

[২] তাঁরা এমন কোন সুযোগ গ্রহণ করেন নি, যা তাঁদেরকে পূর্বেকার পার্থিব আবাসস্থলে ফিরে গেলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তাঁরা নিশ্চয়ই এমন সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন। ফিরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় তাঁদের ছিল। ফিরে যাওয়ার মত স্বাভাবিক শক্তিও তাঁদের ছিল। তাঁরা তাঁদের ফিরে যাওয়ার পথ জানতেন। যাদের মাঝে তাঁরা প্রবাসী হিসেবে বাস করছিলেন তাদের কাছ থেকে তাঁরা বিদায় নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারতেন। তাঁদের পুরাতন বন্ধুরা নিশ্চয়ই তাঁদের ফিরে পেয়ে খুব খুশি হতেন। এই যাত্রা পথের ব্যয়ভার বহন করার মত যথেষ্ট সামর্থ্যও অবশ্যই তাঁদের ছিল। তাছাড়া তাদেরকে সব সময় ফিরে যাওয়ার তাগিদ জোগানোর মত পার্থিব চেতনাও নিশ্চয়ই তাদেরকে সব সময় প্ররোচনা দিত। কিন্তু তাঁরা একান্তভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিজেদেরকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন এবং সব ধরনের প্রলোভন উপেক্ষা করে ঈশ্বরের আদেশ পালন করে গেছেন। আমাদের সবারও ঠিক এমনটাই করা উচিত। আমাদের এমন কোন সুযোগ চাওয়া উচিত নয় যা আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে সরিয়ে আনে। কিন্তু অবশ্যই আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ বিশ্বাসের সত্যতা ও ঐকান্তিকতা প্রকাশ করতে হবে। তাঁরা যে তাঁদের পুরাতন দেশে ফিরে যান নি তাতেই শুধু নয়, আরও উত্তম এক দেশের, তথা স্বর্গীয় দেশের জন্য ধৈর্যপূর্বক অপেক্ষা করার মধ্য দিয়েও তাঁদের আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষ্য করুন:-

প্রথমত, স্বর্গীয় দেশটি পৃথিবীর উপরিস্থিত অন্য যে কোন দেশের চেয়ে উত্তম। এর অবস্থান আরও উত্তম, এই দেশ সমস্ত প্রকার উত্তম বস্তু দ্বারা আরও প্রাচুর্যপূর্ণ, সর্ব প্রকার মন্দতা থেকে সুরক্ষিত। এই দেশের সমস্ত কর্মকাণ্ড, সমস্ত আনন্দ, এর সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকটি বস্তুই পৃথিবীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক সত্যিকার বিশ্বাসীদের উচিত এই উত্তমতর দেশটির আকাঙ্ক্ষা করা। প্রকৃত বিশ্বাস বিশ্বাসীদের মাঝে আন্তরিক ও ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে এই আকাঙ্ক্ষা তত জোরদার হবে।

(৭) তাঁরা এই প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস রেখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। শুধুমাত্র বিশ্বাস রেখেই তাঁরা জীবন ধারণ করেন নি, বরং তাঁরা মৃত্যুর মুহূর্তেও এই পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছিলেন যে, তাঁদের প্রতি করা সমস্ত প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতা পাবে, পদ ১৩। তাঁদের এই বিশ্বাস শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষত ছিল। তাঁরা যখন মৃত্যুবরণ করছিলেন, সে সময় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত অর্জন করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন; তাঁরা শয়তানের সমস্ত জ্বলন্ত তীর প্রতিহত করেছিলেন। তাঁরা মৃত্যুর আতঙ্ককে জয় করেছিলেন, মৃত্যুর হুলকে পরাজিত করেছিলেন এবং এই পৃথিবী ও তার সমস্ত সুখ শান্তিকে বিদায় জানিয়েছিলেন। এগুলোই ছিল তাঁদের বিশ্বাসের পরিচয়।

৩. তাঁদের বিশ্বাসের মহান ও অনুগ্রহপূর্ণ পুরস্কার: ঈশ্বর *নিজেকে তাঁদের ঈশ্বর বলতে লজ্জিত নন; কারণ তিনি তাঁদের জন্য এক নগর প্রস্তুত করেছেন*, পদ ১৬। লক্ষ্য করুন:-

(১) ঈশ্বর সকল প্রকৃত বিশ্বাসীদের ঈশ্বর। বিশ্বাস তাঁদের মাঝে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জাগ্রত করে এবং তাঁর সমস্ত পূর্ণতায় তাদেরকে পরিপূর্ণ করে।

(২) তাঁকে তাঁদের ঈশ্বর বলা হয়েছে। তিনি নিজেও নিজেকে তা বলেই সম্বোধন করেছেন: *আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, এবং ইসহাকের ঈশ্বর, এবং যাকোবের ঈশ্বর*। তিনি তাঁদেরকে অনুমতি দিয়েছেন এই নামে তাঁকে ডাকার জন্য এবং তিনি তাঁদেরকে তাঁর আত্মায় সমর্থ করে তুলেছেন যেন তাঁরা তাঁকে *আব্বা, পিতা* বলে সম্বোধন করতে পারেন।

(৩) তাঁদের স্বভাবগত মানবীয় নীচতা, তাঁদের পাপ এবং তাঁদের অন্তরের দারিদ্র থাকলেও ঈশ্বর নিজেকে তাঁদের ঈশ্বর বলে সম্বোধন করতে লজ্জিত হন নি: এমনই তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও করুণা। এ কারণে আমাদের কখনো উচিত নয় নিজেদেরকে ঈশ্বরের লোক বলতে লজ্জা বোধ করা, সেই পরিচয় পৃথিবীতে যত ঘৃণিতই হোক না কেন। সর্বোপরি, আমাদের এই চিন্তা ধারণ করা উচিত যে, আমরা কখনোই আমাদের ঈশ্বরের কাছে লজ্জার বা অবজ্ঞার পাত্র নই, কারণ তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন। তাই আমাদের সব সময় তাঁর নামের গৌরব ও প্রশংসা করা উচিত।

(৪) এর প্রমাণ হিসেবে ঈশ্বর তাঁদের জন্য একটি নগর নির্মাণ করেছেন, যেখানে বসবাসের যোগ্যতা ও অধিকার একমাত্র তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই লাভ করা যায়। নিজ লোকদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার তুলনা করা যায় এমন কোন কিছুই এই পৃথিবীতে নেই। এই পৃথিবী যা দিতে পারে তার চেয়ে উত্তম কোন কিছু যদি ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে দিতে না পারতেন, তাহলে তিনি নিজেকে তাঁদের ঈশ্বর বলতে লজ্জিত হতেন। তিনি যদি তাঁদেরকে তাঁর সাথে এমন এক সম্পর্কে বাঁধতে পারেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁদেরকে ফলও দান করবেন। তিনি যদি নিজেকে তাঁদের ঈশ্বর বলে আখ্যা দেন, তাহলে তিনি এর পূর্ণ জবাবও দেবেন এবং সে অনুসারে কাজ করবেন। তিনি স্বর্গে তাদের জন্য এমন এক জিনিস প্রস্তুত করেছেন যা তাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় ও তাঁর সাথে তাঁদের সম্পর্কের পূর্ণ জবাব দেবে, যেন কখনো ঈশ্বরকে অপমান ও অবজ্ঞা করার জন্য এই কথা বলা না যায় যে, তাঁর নিজ সন্তানদের ও লোকদের কোন খেয়াল তিনি রাখেন না। এই বিষয়টি বিবেচনা করে অবশ্যই ঈশ্বর লোকদের উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত এবং তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত সেই স্বর্গীয় নগরের উদ্দেশে নিজেদের গন্তব্য স্থির করা উচিত।

ছ. অন্যান্যদের বিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার পর লেখক আবার অব্রাহামের বিষয়ে বর্ণনায় ফিরে এসেছেন এবং আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রের লিপিবদ্ধ সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ও সবচেয়ে বড় বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দিতে চলেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে ইসহাককে উৎসর্গের জন্য উৎসর্গ করা: বিশ্বাসের *জন্যই অব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইস্‌হাককে উৎসর্গ করেছিলেন; এমন কি, যিনি প্রতিজ্ঞাগুলো সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই এক জাত পুত্রকে উৎসর্গ করছিলেন*, পদ ১৭। এই মহান দৃষ্টান্তে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

১. অব্রাহামের বিশ্বাসের পরীক্ষা ও প্রয়োগ। নিঃসন্দেহে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

আদিপুস্তক ২২:১ পদে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর *এর মধ্য দিয়ে অব্রাহামকে পরীক্ষা করলেন*। তবে পাপ করার জন্য নয়, কারণ ঈশ্বর কখনো মানুষকে প্রলোভনে ফেলেন না, বরং তিনি শুধুমাত্র তাঁর বিশ্বাসী লোকদের বিশ্বাস ও বাধ্যতা পরীক্ষা করেন। ঈশ্বর এর আগে অব্রাহামের বিশ্বাস পরীক্ষা করেছিলেন, যখন তিনি তাঁকে তাঁর দেশ ও পিতার গৃহ ছেড়ে আসতে বলেছিলেন, যখন একটি দুর্ভিক্ষ তাঁকে কনান থেকে মিসর দেশে চলে আসতে বাধ্য করেছিল, যখন তিনি পাঁচ জন রাজার সাথে লড়াই করে লূতকে উদ্ধার করে এনেছিলেন, যখন সারাকে তাঁর কাছ থেকে রাজা অবিমেলকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু এই পরীক্ষাটি ছিল অন্য যে কোন পরীক্ষার চেয়ে বড় পরীক্ষা। তাঁকে তাঁর একমাত্র সন্তান ইসহাককে উৎসর্গ করতে বলা হয়েছিল। এর বিবরণটি পাঠ করুন আদিপুস্তক ২২:২ পদে। সেখানে আপনারা দেখবেন প্রত্যেকটি কথাই ছিল একেকটি পরীক্ষা: "তুমি তোমার পুত্রকে, তোমার একমাত্র পুত্রকে, যাকে তুমি ভালবাসো, সেই ইস্‌হাককে নিয়ে মোরিয়া দেশে যাও এবং সেখানকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলবো, তার উপরে তাকে পোড়ানো-উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গ করো।" একমাত্র পুত্রকে নিতে বলা হয়েছে, কোন পশু বা কোন দাসকে নয়। সারার গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজাত পুত্র ইসহাক, যার নামের অর্থ হাস্য, যে কি না তখনো ছিল শিশু, যে ছেলে কি না অব্রাহামের কলিজার টুকরা, তাঁকে উৎসর্গ করতে বলা হয়েছে। তিন দিনের পথ পাড়ি দিয়ে মোরিয়া দেশে যেতে বলা হল এবং সেখানে গিয়ে অব্রাহামের প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসহাককে নিজ হাতে পোড়ানো-উৎসর্গ করতে বলা হল।" আর কোন প্রাণীকে কখনো এমন মহা পরীক্ষায় পড়তে হয় নি। লেখক এখানে এমন কিছু বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন যা নিঃসন্দেহে এই পরীক্ষার মহত্ত্বকে নির্দেশ করে।

(১) তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করার পর তাঁকে এই পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল। তাঁকে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তার ফল ছিল এই যে, তাঁর পুত্র ইসহাকের মাধ্যমে তাঁর বংশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছিল। ইসহাকের মধ্য দিয়ে তাঁর অগণিত বংশধরদের সূচনা হবে, যাদের বালুকণার মত অসংখ্য বলা হবে (পদ ১৮)। আর এই বংশ থেকেই জন্মগ্রহণ করবেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং সমস্ত জাতি তাঁর মধ্য দিয়ে আশীর্বাদ লাভ করবে। তাই ইসহাককে এভাবে উৎসর্গ করার অর্থ তাঁর বংশ ধ্বংস করে দেওয়া এবং তাঁর পরিবারকে নির্মূল করে ফেলা, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বরখেলাপ করা, খ্রীষ্টের আগমন রুদ্ধ করা, পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়া, অব্রাহামের নিজের আত্মা ও তাঁর পরিত্রাণের প্রত্যাশা বিনষ্ট করে ফেলা এবং ঈশ্বরের ধার্মিক মণ্ডলীর অস্তিত্ব এক লহমায় নিঃশেষ করে দেওয়া। এ যেন এক অন্তিম ও আত্মঘাতী পরীক্ষা!

(২) ইসহাক ছিল অব্রাহামের স্ত্রী সারার গর্ভজাত একমাত্র পুত্র সন্তান। কেবল এই ছেলেটিকেই তিনি সারার কাছ থেকে সন্তান হিসেবে পেয়েছেন এবং এই ছেলেটিই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞার একমাত্র উত্তরাধিকারী। এ কারণে ইশ্মায়েলকেও তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। একটি সুবিশাল বংশ এবং খ্রীষ্টের যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তার পরিপূর্ণতা সাধিত হতে পারে একমাত্র তাঁর একজাত পুত্র ইসহাকের মধ্য দিয়েই, অন্য কারও মাধ্যমে

নয়। এই কারণে সন্তানের প্রতি অপরিসীম স্নেহ ও ভালবাসা ছাড়াও, তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা জড়িয়ে ছিল এই ছেলেটিকে ঘিরেই। যদি কখনো অব্রাহামের অনেক পুত্র সন্তান জন্ম নিত, তাহলেও একমাত্র এই সন্তানটিই সমস্ত জাতির কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা রাখত। যে সন্তানের জন্য তিনি এতদিন অপেক্ষা করেছেন, যাকে তিনি এতটা অভূতপূর্ব ও অলৌকিক উপায়ে সন্তান হিসেবে লাভ করেছেন, যাঁকে তিনি মনে-প্রাণে এতটা ভালবাসেন, সেই একমাত্র ছেলেকে উৎসর্গ করার জন্য তাঁকে আদেশ দেওয়া হল। এটি ছিল এমন একটি পরীক্ষা যা কোন মানুষের পক্ষে সহ্য করা প্রায় অসম্ভব।

২. অব্রাহামের বিশ্বাসের পরিচায়ক কাজ এই পরীক্ষার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। তিনি এই আদেশ মেনে নিয়েছিলেন। তিনি ইসহাককে উৎসর্গ করার জন্য নিয়ে গিয়ে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসহাককে ঈশ্বরের আত্মার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন এবং এই উৎসর্গ কার্যকর করার জন্য ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে তিনি শতভাগ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি সে সময় এক অন্তিম মুহূর্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বর স্বয়ং যদি তাঁকে বাধা না দিতেন তাহলে অবশ্যই তিনি সেই উৎসর্গটি কার্যকর করতেন। ইসহাকের সেই কথার চেয়ে আরও কিছুই পিতা অব্রাহামের কাছে এতটা আবেগময় হতে পারত না: হে আমার পিতা! দেখুন, আগুন ও কাঠ আছে, কিন্তু পোড়ানো-উৎসর্গের জন্য ভেড়ার বাচ্চা কোথায়? একবারের জন্যও তিনি ভাবতে পারেন নি যে, তিনি নিজেই সেই ভেড়ার বাচ্চা। কিন্তু অব্রাহাম তা জানতেন এবং তারপরও তিনি ঈশ্বরের এই মহান পরিকল্পনা সাধনের জন্য এগিয়ে গেছেন।

৩. তাঁর বিশ্বাসের সহায়ক শক্তি। নিশ্চয়ই তাঁর বিশ্বাসের সহায়ক শক্তিগুলো অত্যন্ত কর্তৃত্বপূর্ণ ছিল, নতুবা তিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন না: *তিনি মনে স্থির করেছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও উত্থাপন করতে সমর্থ*, পদ ১৯। তাঁর বিশ্বাস এই উপলব্ধির কারণে সহায়তা পেয়েছিল যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর সাথে আছেন, যিনি মৃতকে জীবন দিতে পারেন। তিনি যুক্তি সহকারে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন, আর সে কারণেই তিনি সকল সন্দেহ থেকে দূরবর্তী ছিলেন। আমরা দেখতে পাই না যে, তিনি এই আদেশের বিপরীত কোন আদেশ পাওয়ার আশা করছিলেন এবং তাঁর ছেলেকে উৎসর্গ করা থেকে বিরত থাকার কথা চিন্তা করছিলেন। এ ধরনের চেষ্টা করলে তাঁর পরীক্ষাটি ব্যর্থ হত এবং তাঁর বিশ্বাস বিজয়ী হতে পারত না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, ঈশ্বর তাঁর সন্তানকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলতে পারতেন এবং তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঈশ্বর অবশ্যই তা-ই করবেন। তাঁর এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল, কারণ তাঁর ছেলের উপরেই অনেক মহান কাজ সাধন নির্ভর করছিল, যা ইসহাকের জীবন কেড়ে নিলে আর সম্ভব ছিল না। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) ঈশ্বরের মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলতে, মৃতদের পুনরুত্থান ঘটাতে এবং মৃত আত্মাকে জাগ্রত করতে সক্ষম।

(২) এই বিশ্বাস আমাদেরকে চলার পথের সমস্ত বড় বড় বাধা বিপত্তি মোকাবেলা করতে

সাহায্য করবে।

(৩) সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে সমস্ত সন্দেহ ও ভীতি দূরে সরিয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

৪. এই মহা পরীক্ষায় তাঁর বিশ্বাসের পুরস্কার (পদ ১৯): তিনি তাঁর ছেলেকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে পেলেন।

(১) তিনি তাঁর ছেলেকে ফিরে পেলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে চিরতরে বিদায় দিয়ে ঈশ্বরের কাছে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে আবার ফিরিয়ে দিলেন। আমাদের সমস্ত আনন্দ ও উপভোগের বিষয়গুলো প্রকৃত অর্থে সন্তোষজনকভাবে উপভোগ করতে গেলে অবশ্যই তা আগে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে। তিনিই আমাদের কাছে তা ফিরিয়ে দেবেন।

(২) তিনি তাঁর ছেলেকে মৃত্যু থেকে ফিরে পেয়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁকে মৃত্যুবরণ করার জন্যই সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর এই সন্তানটি এক অর্থে মারা গিয়েছিল এবং সে কারণেই তাঁকে ফিরে পাওয়াটা পুনরুত্থানের চেয়ে কম কিছু নয়।

(৩) এটি ছিল একটি রূপক বা প্রতীকী চিত্র। আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ ও পুনরুত্থানের প্রতীকী চিত্র এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, যার প্রতীক ছিলেন ইসহাক। এটি প্রত্যেক বিশ্বাসীদের গৌরবময় পুনরুত্থানের প্রতীকী চিত্র ও আশ্বাস, যারা দৈহিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেও যীশুতে জীবিত রয়েছেন। এখন আমরা একে একে পুরাতন নিয়মের অন্যান্য ঈশ্বরভক্ত লোকদের নাম উল্লেখপূর্বক তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা ও কাজের বিষয়ে জানবো।

জ. ইসহাকের বিশ্বাস, পদ ২০। তাঁর নিজ বিশ্বাসের বিষয়ে আমরা অব্রাহামের বিশ্বাসের কাহিনীতেও জানতে পারি। এখানে আমরা তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানব। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর দুই পুত্র যাকোব ও ইস্‌কে আগামী বিষয়ের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ করলেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তাঁর বিশ্বাসের পরিচয়: বিশ্বাসের *জন্যই ইস্‌হাক আগামী বিষয়ের উদ্দেশেও যাকোবকে ও ইস্‌কে আশীর্বাদ করলেন*। তিনি তাঁদেরকে আশীর্বাদ করলেন; অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে ঈশ্বরের চুক্তির অধীনে সমর্পণ করলেন। তিনি ঈশ্বর ও তাঁর ধর্ম পালনের জন্য তাঁদেরকে নির্দেশনা দিলেন। তিনি তাঁদের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং তাঁদের সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, তাঁদের ও তাঁদের বংশধরদের কী পরিণতি ঘটবে। এ সম্পর্কে বিবরণ আমরা আদিপুস্তক ২৭ অধ্যায়ে পাই। লক্ষ্য করুন:-

(১) যাকোব এবং এষৌ উভয়েই ছিলেন ইসহাকের আশীর্বাদপ্রাপ্ত বংশধর, অন্তত পার্থিব সম্পদের দিক থেকে। উত্তম পিতা-মাতার বংশধর হতে পারাটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। অনেক সময় বিপথগামী সন্তানেরাও তাদের ধার্মিক পিতা-মাতার কারণে এই পৃথিবীতে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে থাকে। কিন্তু তারপরও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অবশ্যই প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক হতে হবে।

(২) যাকোব অধিক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রধান আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, যা আমাদের কাছে এ বিষয়টি প্রকাশ করে যে, অনুগ্রহ ও নতুন জন্ম একজন মানুষকে তার সহ-বিশ্বাসীদের তুলনায় অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ও উচ্চীকৃত করে তুলতে পারে। ঈশ্বরের সার্বজনীন বিনামূল্যে দত্ত অনুগ্রহের অধীনে একই পরিবারের একজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যজনকে রেখে যাওয়া হবে, একজনকে ভালবাসা হবে এবং অপর জনকে ঘৃণা করা হবে, কারণ স্বভাবগতভাবে আদমের সকল বংশধরই ঈশ্বরের কাছে ঘৃণিত।

২. ইসহাক তাঁর বিশ্বাস নিয়ে যে সমস্যার মুখে পড়েছিলেন:-

(১) তিনি আপাতদৃষ্টিতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, কীভাবে ঈশ্বর তাঁর দুই ছেলের জন্মের সময় বিষয়টি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, আদিপুস্তক ২৫:২৩। এই বিষয়টি তাঁর কাছে সব সময়ের একটি বিধান হিসেবে বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা না করে তিনি পার্থিব প্রথা ও রীতি ও অনুসারে তাঁর প্রথমজাত সন্তান এষৌকেই সমস্ত সম্মান, ভালবাসা, স্নেহ ও সুযোগ-সুবিধার দ্বিগুণ পরিমাণ দিতেন।

(২) তিনি কিছুটা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই কাজটি করেছিলেন। যখন তাঁর ছেলেদেরকে আশীর্বাদ ঘোষণা করার সময় এল, তখন ইসহাক ভীষণ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন (আদিপুস্তক ২৭:৩৩) এবং তিনি যাকোবকে এই দোষ দিলেন যে, সে ইসের আশীর্বাদ চুরি করে নিয়ে গেছে, পদ ৩৩, ৩৫। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইসহাকের বিশ্বাস ফিরে এসেছিল এবং তিনি এই আশীর্বাদ করেছিলেন যে, *আমি তাকে আশীর্বাদ করেছি, আর সেই আশীর্বাদের ফল সে পাবেই*। রেবেকা এবং যাকোব যেভাবে এই আশীর্বাদ আদায় করেছিলেন সেই পন্থা অবলম্বন করা তাঁদের উচিত ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর বিচারে নমনীয় হয়ে থাকেন, যদি মানুষের পাপ তাঁর গৌরব সাধনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে। এভাবে ইসহাক তাঁর বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েও আবার বিশ্বাসে ফিরে এলেন। ফলে ঈশ্বর ইসহাকের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অন্যতম একজনের স্থান দিয়েছিলেন, যিনি তাঁর নিজ নামের কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ঝ. যাকোবের বিশ্বাস (পদ ২১), যিনি *মৃত্যুকালে যাকোবের উভয় পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর লাঠির অগ্রভাগে ভর করে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন*। যাকোবের বিশ্বাসের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর জীবন ছিল বিশ্বাসে পূর্ণ এক জীবন এবং বহুবার তিনি তাঁর বিশ্বাসের বাস্তব পরিচয় দান করেছেন। কিন্তু এই পূর্বপুরুষের বিশ্বাসের পরিচায়ক বহু ঘটনার মধ্যে মাত্র দুটি ঘটনা ঈশ্বরকে প্রকৃত অর্থে সন্তুষ্ট করেছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তাঁর বিশ্বাসের পরিচয়দায়ক ঘটনাগুলোর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘটনার দুটি অংশ রয়েছে:-

(১) তিনি তাঁর পুত্র যাকোবের উভয় পুত্র ইফ্রয়িম ও মনঃশিকে আশীর্বাদ করলেন। তিনি তাদেরকে তাঁর নিজ সন্তানদের সাথে গণনা করেছিলেন এবং এভাবে তাদেরকে বৃহত্তর ইস্রায়েল জাতির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যদিও তারা জন্মগ্রহণ করেছিল মিসরে। নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের দৃশ্যমান মণ্ডলীতে যুক্ত হতে পারা এবং এই সহভাগিতার সুযোগ লাভ করাটা

ঈশ্বরের আত্মায় ও সত্যে অবস্থান করার মতই এক অপরিমেয় মহান অনুগ্রহ।

[১] তিনি তাদের দুজনকেই দুটো আলাদা বংশের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করলেন, ঠিক তাঁর নিজ সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি যেমনটা করতেন সেভাবে।

[২] তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন যেন তারা উভয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে।

[৩] তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, তারা উভয়েই আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু ইসহাক আগে যেভাবে করেছিলেন, সেভাবেই যাকোবও এখন প্রার্থনা করার সময় ছোট ছেলে ইফ্রয়িমকে প্রাধান্য দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। যদিও যোষেফ তাদের দুজনকে এমনভাবে বসিয়েছিলেন যেন তাঁর বাবা যাকোবের ডান হাত তাঁর বড় ছেলে মনঃশির মাথায় রাখেন, তথাপি যাকোব ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর হাতটি ইফ্রয়িমের উপরে রাখলেন এবং তিনি তা স্বর্গীয় নির্দেশনা অনুসারেই করলেন, যেহেতু তিনি চোখে দেখতেন না। আর এর মধ্য দিয়ে দেখানো হল যে, জ্যেষ্ঠ সন্তান তথা যিহূদী মণ্ডলীর চেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান তথা অযিহূদী মণ্ডলী আরও বেশি পরিমাণে আশীর্বাদ লাভ করবে।

(২) যাকোব *তাঁর লাঠির অগ্রভাগে ভর করে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন*। এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বর তাঁর জীবনের জন্য যা করেছেন এবং তিনি যে আশীর্বাদ করলেন তার জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করলেন। তিনি যাদেরকে পেছনে ফেলে রেখে যাচ্ছেন তাদের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন, যেন ঈশ্বরের ধর্ম এই পরিবার ও বংশ থেকে মুছে না যায়। তিনি এই কাজটি করলেন তাঁর লাঠির অগ্রভাগে ভর করে। তিনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর স্বভাবগত মানবিক দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি মানুষ হিসেবে এতটাই দুর্বল, তিনি লাঠির সাহায্য না নিয়ে তাঁর বিছানা থেকে উঠতে পারেন নি, তথাপি তিনি এই দুর্বলতাকে ঈশ্বরের উপাসনা থেকে বিরত থাকার জন্য অজুহাত হিসেবে নেন নি। তাঁর দেহে যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে সবটুকু ঢেলে দিয়ে তিনি তাঁর আত্মার ঈশ্বরের উপাসনা করেছেন। তিনি এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর নির্ভরতা দেখিয়েছেন এবং তিনি যে ঈশ্বরের পথের অভিযাত্রী সে কথা বুঝিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা ও দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি এখন ঈশ্বরের কাছে উপনীত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

২. যে সময়ে ও ঘটনাচক্রে যাকোব তাঁর বিশ্বাসের পরিচয় দানকারী কাজটি করলেন: যখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন। তিনি বিশ্বাসে জীবন ধারণ করেছিলেন এবং বিশ্বাসে স্থির থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যদিও বিশ্বাসের অনুগ্রহ আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বিরাজমান থাকা জরুরি, তথাপি বিশেষভাবে যখন আমাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে সে সময় বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করাটা খুব জরুরি। বিশ্বাসীদের সুন্দরভাবে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর মধ্য দিয়ে, প্রভুতে মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের সর্বশেষকাজ সাধিত হয়, যেন বিশ্বাসীরা ধৈর্য, আশা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের জীবন্ত সাক্ষ্য পেছনে রেখে মৃত্যুবরণ করতে পারেন, যেন তাঁদের মৃত্যুর মুহূর্তেও ঈশ্বরের পরিকল্পনা তাদের জীবনে সাধিত হয়। পিতা-মাতারা তাদের এই যাত্রাপথ সবচেয়ে ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারেন তাদের পরিবারকে আশীর্বাদ করার ও ঈশ্বরের

উপাসনা করার মধ্য দিয়ে।

ঞ. যাকোবের বিশ্বাস, পদ ২২। এখানে আমরা বিবেচনা করতে পারি:-

১. তিনি তাঁর বিশ্বাসে কী কী কাজ করেছিলেন: বিশ্বাসের *জন্যই যোষেফ মৃত্যুকালে ইস্রায়েলীয়দের প্রস্থানের বিষয়ে উল্লেখ করলেন এবং তাঁর মৃতদেহের বিষয়ে আদেশ দিলেন*। এই অংশটি আমরা পাই আদিপুস্তক ১:২৪,২৫ পদ থেকে। *যোষেফ* তাঁর বিশ্বাসের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, যদিও তাঁর অন্যান্য ভাইদের মত করে তাঁর জীবনে শান্তি ভোগ করতে পারেন নি। তাঁকে মিসরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে পাপের প্রলোভনে ও নির্যাতনের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল, যেন এর মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মার শুদ্ধতা অটুট রাখা যায়। ফরৌণের প্রাসাদে তাঁকে বিশেষভাবে পদোন্নতি ও ক্ষমা দানের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং সেখানেও তিনি বিশ্বাসের কারণে সফলতা লাভ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত টিকে ছিলেন।

(১) তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল বংশের মিসর থেকে প্রস্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন তাদের মিসর থেকে বের হয়ে যেতে হবে। তিনি এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে এই কথা বলেছিলেন যেন ইস্রায়েল জাতি কখনো মিসরে চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের কথা চিন্তা না করে, যে দেশটি তাদেরকে অনেক প্রাচুর্য ও শান্তি দিয়েছিল। সেই সাথে তাঁর এই কথা বলার কারণ ছিল তাদের আসন্ন দুঃখ-দুর্দশায় নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করার জন্য, যা তিনি আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যও তা বলেছিলেন, যেন তিনি এই প্রতিজ্ঞার ফল দেখতে না পেলেও তার প্রতি বিশ্বাস বজায় রেখে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

(২) তিনি তাঁর দেহাবশেষ সম্পর্কে এই আদেশ দিলেন যে, তাঁর দেহ যেন মিসরে থাকাকালে মাটিতে কবর না দিয়ে মমি করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ঈশ্বর যখন ইস্রায়েলীয়দেরকে মিসর থেকে বের করে নিয়ে যাবেন সে সময় যেন তাঁর দেহাবশেষ তারা তাদের সাথে করে বের করে নিয়ে যায় এবং যে কনান দেশে গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করবে সেখানে যেন তা কবর দেয়। যদিও বিশ্বাসীরা মূলত তাদের আত্মার জন্য চিন্তা করে থাকেন, তথাপি তারা তাদের দেহকে একেবারে অবহেলা করতে পারেন না, কারণ খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্য ও দেহের অঙ্গ হিসেবে তারা যখন এক সাথে পুনরুত্থিত হবেন তখন যেন তারা অনন্তকাল আত্মায় আনন্দপূর্ণ গৌরব ও মহিমায় বসবাস করতে পারেন। যাকোবের এই আদেশ দেওয়ার কারণ এই নয় যে, মিসরে তাঁর দেহ কবর দেওয়া হলে তাঁর দেহ পুনরুত্থিত হতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে (কারণ অনেক যিহূদী ধর্মগুরু মনে করতেন যে, কনান দেশের বাইরে কারও কবর দেওয়া হলে তাদের পুনরুত্থানের আগে অবশ্যই আবার কনান দেশের মাটির নিচে তাদেরকে সম্মিলিত হতে হবে)। বরং যাকোবের এই ইচ্ছার কারণ ছিল এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া যে:-

[১] যদিও তিনি মিসরে জীবন ধারণ করেছেন এবং মৃত্যুবরণ করেছেন, তথাপি তিনি একজন মিসরীয় হিসেবে জীবন ধারণ করেন নি এবং সেভাবে মৃত্যুবরণও করতে চান না,

বরং একজন ইস্রায়েলী হিসেবেই তিনি মৃত্যুবরণ করতে চান।

[২] তিনি মিসরের বদলে কনান দেশেই জাঁকজমকপূর্ণ উপায়ে কবরপ্রাপ্ত হতে চান।

[৩] তিনি তাঁর জাতির লোকদের সাথে শেষ গন্তব্য পর্যন্ত যেতে চান, যদিও তিনি জীবিত অবস্থায় সেটা পারবেন না।

[৪] তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাঁর দেহের পুনরুত্থান ঘটবে এবং মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের আত্মার সহভাগিতায় মিলিত হবে, যদি তাঁর দেহাবশেষ তাদের দেহাবশেষের সাথে সমাহিত করা হয়।

[৫] তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করার জন্য যে, ঈশ্বর মিসরে তাদের সাথে অবস্থান করবেন এবং তিনি তাঁর উপযুক্ত সময়ে ও পন্থায় তাদেরকে মিসর থেকে উদ্ধার করবেন।

২. কখন *যোষেফ* এভাবে তাঁর বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন: যাকোবের মত মৃত্যুবরণের আগ মুহূর্তে। ঈশ্বর অনেক সময় তাঁর লোকদেরকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে জীবদ্দশায় তাঁর সান্ত্বনা দান করেন এবং তিনি যখন তা করেন তখন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে এ বিষয়ে তাদের পাশে থাকা সমস্ত মানুষকে জানানো, যেন তাতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়দের আত্মিক মঙ্গল সাধন হয়।

ট. মোশির পিতা-মাতার বিশ্বাস, যার উল্লেখ পাওয়া যায় যাত্রা ২:৩ পদে। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

১. তাদের বিশ্বাসের পরিচয় দানকারী কাজ: তারা তাদের তিন মাস বয়সী পুত্র সন্তানকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যদিও শুধুমাত্র মোশির মায়ের কথা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে, তথাপি এই বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁর পিতার এতে শুধু যে মত ছিল তা নয়, তিনি নিজেও এই ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। একটি দম্পতি যখন পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি ঈশ্বরের অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হিসেবে বিশ্বাসের বন্ধনেও একসাথে আবদ্ধ হয়, তখন তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তারা তাদের সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য এবং সেই সাথে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, মোশিকে তাঁর জন্মের সময়ই অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল এবং পৃথিবীর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি হলেন খ্রীষ্টের প্রতীক, যিনি আমাদের পরিত্রাণকর্তা হয়েও জন্মের সময়ই কষ্টভোগ করেছেন এবং তাঁর পিতা-মাতাকে তাঁর জীবন রক্ষার জন্য মিসরে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। মন্দ আইন ও শাসক থেকে মুক্ত থাকাটা মহা দয়ার বিষয়। কিন্তু যখন আমরা এ ধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়ব, তখন আমাদের আত্মরক্ষার্থে অবশ্যই ঈশ্বরের বিধান অনুসারে চলতে হবে। মোশির পিতা-মাতার এই বিশ্বাসের মাঝেও কিছুটা বিচ্যুতি ছিল, কিন্তু মহত্তর পরিকল্পনা সাধিত হওয়ায় ঈশ্বর তা সন্তোষের সাথে উপেক্ষা করে গেছেন।

২. তাদের এই কাজ করার কারণ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সন্তানের প্রতি ভালবাসা ও স্নেহে পূর্ণ হয়ে এই কাজটি তারা করেছেন; তবে এর পেছনে আরও নিগূঢ় উদ্দেশ্য কাজ

করেছে। তারা দেখলেন যে, *শিশুটি দেখতে খুব সুন্দর*, ঐশ্বরীক অনুগ্রহে পরিপূর্ণ একটি শিশু (যাত্রা ২:২)। প্রেরিত ৭:২০ পদ অনুসারে তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুন্দর ছিলেন; ***asteios to Theo***--*venustus Deo* – ঈশ্বরের *কাছে সুন্দর*। তাঁর ভেতরে অসাধারণ কিছু একটা ছিল। ঈশ্বরের অনুপম সৌন্দর্য মোশির ভেতরে প্রতিপণ্ন হয়েছিল, যেন তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কোন মহান কাজ সাধন করবেন। এ কারণেই আমরা পরবর্তীতে দেখি যে, ঈশ্বরের সামনা-সামনি কথা বলার কারণে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত (যাত্রা ৩৪:২৯)। এটি পরোক্ষভাবে প্রতীকী অর্থে প্রকাশ করে যে, তিনি ইস্রায়েল জাতির উদ্ধারের জন্য অত্যন্ত উজ্জ্বল ও দর্শনীয় কাজ সাধন করবেন এবং তাঁর নাম পবিত্র শাস্ত্রের ইতিহাসে সব সময় জ্বলজ্বল করবে। কোন কোন সময় সত্যিই মানুষের অন্তরের চিত্র আক্ষরিক অর্থে তার চেহারায় প্রকাশ পায়।

৩. তাদের ভীতিকে তাদের বিশ্বাস জয় করেছিল। তারা ফরৌণের আদেশ শুনে ভয় পান নি, যাত্রা ১:২২। সেই আদেশ ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর। ফরৌণের আদেশ ছিল এই যে, ইস্রায়েলের সকল পুরুষ সন্তানকে জন্মের পর পরই হত্যা করতে হবে, যেন ইস্রায়েলের নাম পৃথিবী থেকে মুছে যায়। কিন্তু তারা এই আদেশে ভয় পান নি এবং তাদের সন্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন নি। তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদি কোন ছেলে সন্তান না বাঁচে, তাহলে ঈশ্বরের মণ্ডলীর ও সত্য ধর্ম চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তারা বর্তমান যে গোলামি ও নির্যাতনের জীবন ভোগ করছেন তা থেকে মুক্তি লাভের আর কোন আশাই থাকবে না। এমন জীবনের চেয়ে বরং মৃত্যুও শ্রেয়। তথাপি তারা বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করবেন এবং এমন এক সময় আসবে যখন এই একজন ইস্রায়েলী পুত্র সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার কারণে সমগ্র ইস্রায়েল জাতি রক্ষা পাবে। আরও অনেকেই তাদের সন্তানদের জীবন রক্ষা করার জন্য নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন এবং তারা এই কাজে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন। তারা জানতেন যে, ফরৌণের এই আদেশ সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং তা ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিধানের পরিপন্থী, আর তাই তারা এ ধরনের আইন কোনভাবেই মানতে পারেন না। মানুষের পাপের দাসত্বপূর্ণ ভীতির বিপক্ষে বিশ্বাস অত্যন্ত কার্যকর একটি সুরক্ষা, কারণ তা মানুষের আত্মাকে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড় করায় এবং ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্পণের জন্য সমর্থ করে তোলে।

ঠ. মোশির নিজ বিশ্বাস (পদ ২৪,২৫)। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. পৃথিবীর উপরে বিজয় লাভের ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাসের নিদর্শন।

(১) তিনি নিজেকে ফরৌণের কন্যার পুত্র হিসেবে পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ফরৌণের এই কন্যাই তাঁকে শিশু অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসা করেছিলেন। তিনি মোশিকে তার ছেলে হিসেবে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মোশি নিজে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। লক্ষ্য করুন:-

[১] মোশি কী মহা প্রলোভনের মুখে পড়েছিলেন। ফরৌণের কন্যা ছিলেন তার একমাত্র সন্তান, আর সেই কন্যা ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি মোশিকে পানি থেকে উদ্ধার করে তাঁকে

নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি মোশিকে নিজের ছেলে হিসেবে পালন করতে চেয়েছিলেন। নিশ্চয়ই যথা সময়ে তিনি মিসরের ফরৌণ হয়ে উঠতে পারতেন এবং এভাবে তিনি ইস্রায়েল জাতির নেতৃত্ব দিতে পারতেন। তিনি তাঁর জীবনের জন্য রাজকুমারীর কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন এবং এভাবে তার সন্তান হওয়াটা প্রত্যাখ্যান করার অর্থ তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়েই তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশীদার হয়েছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম ইস্রায়েল জাতির মুক্তি সাধনের মাধ্যম হয়েছিলেন।

[২] এমন মহা পরীক্ষার মাঝে তিনি কতটা গৌরবের সাথে বিজয় অর্জন করলেন। মোশি *বড় হবার পর ফরৌণের কন্যার পুত্র বলে আখ্যাত হতে অস্বীকার করলেন*, পাছে তিনি তাঁর ধর্মকে অস্বীকার করেন এবং ইস্রায়েলের সাথে তাঁর সম্পর্ককে প্রত্যাখ্যান করে বসেন। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি যদি নিজেকে ফরৌণের কন্যার পুত্র বলে আখ্যাত হতে দিতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি ইস্রায়েলের সাথে এমনটাই করতেন। এ কারণেই তিনি এই অসামান্য সুযোগ প্রত্যাখ্যান করলেন।

(২) *তিনি পাপের অস্থায়ী সুখভোগের চেয়ে বরং ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে দুঃখভোগ মনোনীত করলেন*, পদ ২৫। তিনি তাঁর ভাগ্যকে ঈশ্বরের জাতির ভাগ্যের সাথে বাঁধতে চেয়েছিলেন, যদিও এই ভাগ্যে অনেক দুঃখ-দুর্দশা লেখা ছিল। ফরৌণের রাজদরবারের অনেক সুখভোগ ও আমোদ প্রমোদের চেয়ে তিনি তাঁর জাতির লোকদের সাথে তাঁর জায়গা ভাগ করে নিতে চেয়েছেন। ফরৌণের রাজদরবারে জীবন কাটালে তিনি হয়তো সামান্য কয়েকটা দিন খুব সুখে কাটাতে পারতেন, কিন্তু এর পরে তিনি চিরকালের জন্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিকতার সাথে কাজ করেছেন এবং পার্থিব সমস্ত লোভ লালসার প্রলোভনকে জয় করেছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] পাপপূর্ণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একান্তই সংক্ষিপ্ত ও অস্থায়ী। এই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য হয় খুব দ্রুত মন পরিবর্তন নতুবা খুব দ্রুত ধ্বংসের মধ্য দিয়ে শেষ হবে।

[২] এই পৃথিবীর আনন্দ ও সুখভোগ, বিশেষ করে এ ধরনের রাজদরবারের আমোদ প্রমোদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাপে পরিপূর্ণ থাকে। ঈশ্বর ও তাঁর লোকদেরকে পরিত্যাগ না করে কখনো এ ধরনের আমোদ প্রমোদ ও সুখভোগ করা যায় না। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী এ ধরনের জীবন যাপনের সুযোগ পেলেও অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যান করবেন।

[৩] পাপ চেয়ে কষ্টভোগ বেছে নেওয়া ভাল। নূন্যতম পাপতেও এমন মন্দতা থাকে যা সবচেয়ে বড় কষ্টভোগেও থাকে না।

[৪] আমরা যখন ঈশ্বরের লোকদের সাথে কষ্টভোগ করি তখন আমরা প্রত্যেকের সাথে এক সহভাগিতায় মিলিত হয়ে একই আত্মায় চলতে পারি, ফলে কষ্টভোগের মাঝেও আত্মিক শান্তি অনুভূত হয়।

(৩) *তিনি মিসরের সমস্ত ধনের চেয়ে খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাধন জ্ঞান করলেন*, পদ ২৬। দেখুন

কীভাবে মোশি এই পরিমাপ করলেন: তিনি এক পাশে রাখলেন ধার্মিকতার সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় – খ্রীষ্টের দুর্নাম, আর এক পাশে তিনি রাখলেন পৃথিবীর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয় – মিসরের সমস্ত ধন। আর বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত তাঁর এই বিচারে ধার্মিকতার সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় হারিয়ে দিল পৃথিবীর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে। ঈশ্বরের মণ্ডলীর দুর্নাম হচ্ছে খ্রীষ্টের দুর্নাম, যিনি সব সময় মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ। এখানে মোশি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে জয় করেছেন, যেভাবে এর আগে তিনি পার্থিব সম্মান ও ভোগ বিলাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ঈশ্বরের লোকেরা সব যুগেই চরমভাবে দুর্নামের শিকার হয়ে এসেছেন। খ্রীষ্ট নিজেও তাদের দুর্নামকে তাঁর নিজ দুর্নাম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এভাবে মোশির যখন ঈশ্বরের লোকদের দুর্নামের সাথে নিজেকে অংশীদার করেছেন, তখন তা হয়ে উঠেছে তাঁর সম্পদ এবং তা পার্থিব যে কোন সম্পদের চেয়ে অনেক গুণে দামী; কারণ খ্রীষ্ট তাদেরকে এমন এক গৌরবের মুকুট দান করবেন যা কখনো ক্ষয়ে যাবে না। বিশ্বাসে আমরা এর নিশ্চয়তা লাভ করি।

২. এখানে সময়ের বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মোশি তাঁর বিশ্বাসের দ্বারা পৃথিবীর উপরে, এর সমস্ত সম্মান, সুখভোগ ও সম্পদের উপরে বিজয় লাভ করলেন: মোশি বড় হবার পর (পদ ২৪); শুধুমাত্র বয়সে বড় হওয়ার পর নয়, বরং অভিজ্ঞতায় পরিপক্কতা অর্জন করার পর, যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল, যখন তিনি প্রকৃত অর্থে পূর্ণ বয়স্ক হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন এটি তাঁর পরীক্ষায় বিজয় লাভের ক্ষেত্রে বিঘ্নজনক যে, কেন তিনি এত দেরিতে এই পরিপক্কতা লাভ করেছেন এবং কেন তিনি আরও আগেই তাঁর সিদ্ধান্ত নেন নি। কিন্তু এই সময় ক্ষেপণের কারণে পৃথিবীর উপরে তাঁর আত্মসংযম ও বিজয় আরও কার্যকরী হয়েছে, কারণ সে সময় তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, তিনি যা করেছিলেন তা জেনে ও বুঝেই করেছিলেন। এটি কোন যুবকের হঠকারিতামূলক সিদ্ধান্ত ছিল না। পার্থিব কাজে ও সুখভোগের মাঝে বেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও মানুষ যখন পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করে ঐকান্তিকতার সাথে ধার্মিকতাকে বেছে নেয়, তখন তারা সত্যিকার অর্থেই ধার্মিকতা উপভোগ করার জন্য সমর্থ হয়।

৩. পুরো পৃথিবীর উপরে জয় লাভ করার জন্য কী মোশিকে এতটা শক্তি ও সহায়তা যুগিয়েছিল: *তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন*, অর্থাৎ অনেকের মতে মিসর থেকে উদ্ধার লাভ। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই পুরস্কার আরও নিগূঢ় অর্থ বহন করে – আর তা হচ্ছে পরবর্তী জগতের জন্য বিশ্বাসের ও ধার্মিকতার পুরস্কার। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) স্বর্গ হচ্ছে এক মহান পুরস্কার, যা শুধু যে আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষাকে ছাপিয়ে যায় তা-ই নয়, সেই সাথে তা আমাদের ধারণারও অনেক বাইরে। এই পুরস্কারের জন্য যে মূল্য প্রদান করা হয়েছে তার জন্য সম্পূর্ণ যথোপযুক্ত হচ্ছে এই পুরস্কার – আর সেই মূল্য হল খ্রীষ্টের রক্ত। এই রক্ত ঈশ্বরের পরিপূর্ণতার ও তাঁর সমস্ত প্রতিজ্ঞার যথাযথ উত্তর দান করে। এটি সকল পুরস্কারের চেয়ে মহান, কারণ খ্রীষ্টের ধার্মিকতা পালনের জন্য প্রত্যেক ধার্মিক মানুষকে অনুগ্রহের চুক্তি অনুসারে এই পুরস্কার দান করা হয়ে থাকে।

(২) বিশ্বাসীদের উচিত এই পুরস্কারের প্রতি সম্মান প্রকাশ করা ও তা মনে প্রাণে আকাঙ্ক্ষা

করা। তাদের উচিত এই পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং প্রতিদিন এই পুরস্কারের প্রত্যাশায় জীবন যাপন করা। এভাবেই এই পুরস্কার তাদের চলার পথের দিশারী হয়ে উঠবে ও তাদের পথ নির্দেশক মাইলফলক হয়ে উঠবে, এমন এক ছোরা হয়ে উঠবে যা তাদের শত্রুদেরকে পরাজিত করবে, তাদেরকে দায়িত্ব পালনের ত্বরিৎকর্মা করে তুলবে এবং সমস্ত কাজে ও কষ্টভোগে তাদেরকে সঞ্জীবিত করে তুলবে।

৪. মিসর ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে আমরা মোশির বিশ্বাসের আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই: বিশ্বাসের *জন্যই তিনি মিসর ত্যাগ করলেন*, রাজার *রাগকে ভয় করেন নি*, পদ ২৭। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) তাঁর বিশ্বাসের ফল: *তিনি মিসর ত্যাগ করলেন* এবং সেই সাথে মিসরের সমস্ত জাঁকজমক ও ক্ষমতাও ত্যাগ করলেন। সেই সাথে তিনি পুরো ইস্রায়েল জাতির দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে তুলে নিলেন। দুই বার মোশি মিসর দেশ ত্যাগ করেছিলেন:

[১] একজন সম্ভাব্য অভিযুক্ত অপরাধী হিসেবে, যখন একজন মিসরীয়কে হত্যা করার কারণে মিসরের ফরৌণ তাঁর উপরে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলেন (যাত্রা ২:১৪,১৫), যেখানে তিনি ফরৌণকে ভয় করেছেন বলে বলা হয়েছে। তবে সে সময় তিনি তাঁর নিজের জীবন বাঁচানো তাগিদে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

[২] যিশুরূণের একজন নেতা ও শাসক হিসেবে। ঈশ্বর তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন যেন তিনি ফরৌণকে অনুরোধ করে ইস্রায়েল জাতিকে মিসর দেশ থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারেন।

(২) তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা। মোশির বিশ্বাস ফরৌণের ক্রোধের ভয়কে জয় করেছিল। যদিও তিনি জানতেন যে, রাজা তাঁর উপরে চরম ক্রোধান্বিত হবেন এবং এতে করে তাঁর পিছনে তিনি প্রচুর সৈন্য লেলিয়ে দেবেন, তথাপি তিনি মুষড়ে পড়েন নি। উপরন্তু তিনি ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিলেন, *ভয় কোরো না*, যাত্রা ১৪:১৩। যারা মিসর দেশ ত্যাগ করেছিল তাদের কাউকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তারা এমন এক ঈশ্বরের অধীনে চলছিল যিনি মানুষের ক্রোধকে তাঁর প্রতি প্রশংসায় পরিণত করতে পারেন।

(৩) যে নীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর বিশ্বাস পরিচালিত হয়েছিল: *যিনি অদৃশ্য তাঁকে যেন দেখেই স্থির থাকলেন*। তিনি সমস্ত বিপদের মাঝেও এক অপরিমেয় সাহস বজায় রাখলেন এবং তাঁর সমস্ত দায়িত্ব পালন করে গেলেন। এই সমস্ত কিছু তিনি করলেন অদৃশ্য ঈশ্বরকে কল্পনার চোখে অবলোকন করে। লক্ষ্য করুন:-

[১] আমাদের ঈশ্বর এক অদৃশ্য ঈশ্বর। তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে অদৃশ্য, দেহের চোখের কাছে তিনি অদৃশ্যনীয়। আর এতে করে আমরা তাদের মূর্খতা উপলব্ধি করতে পারি যারা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি তৈরি করার চেষ্টা করে, যাঁকে কোন মানুষ কখনো দেখে নি বা দেখতেও পাবে না।

[২] বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা এই অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেখতে পাই। আমরা তাঁর অস্তিত্বের

সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা পাই।

[৩] ঈশ্বরের এমন দৃশ্য অবলোকন করলে বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসের পথে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হবেন।

৫. *নিস্তারপর্ব ও রক্ত ছিটাবার নিয়ম পালন* করার মধ্য দিয়ে আমরা মোশির বিশ্বাসের আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, পদ ২৮। এই ঘটনার বিবরণ আমরা পাই যাত্রা ১২:১৩-২৩ পদে। যদিও পুরো ইস্রায়েল জাতি এই নিস্তারপর্ব পালন করেছিল, তথাপি মোশির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এই বিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যদিও এটি ছিল অত্যন্ত রহস্যময় এক প্রথা, তথাপি মোশি বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে এই নিয়ম ঈশ্বরের লোকদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন এবং যে গৃহে তারা বাস করত সেই গৃহে প্রথমবারের মত তারা তা পালন করেছিল। নিস্তারপর্ব পুরাতন নিয়মের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি এবং তা খ্রীষ্টের মৃত্যুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি প্রতীক। এই ঈদটির সর্ব প্রথম উদযাপনটি একেবারেই অভূতপূর্ব। যে রাতে এই পর্ব প্রথম পালিত হয়েছিল ঠিক সেই রাতেই ঈশ্বর মিসরের সমস্ত প্রথমজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা মিসরীয়দের মধ্যে বাস করলেও বিনাশকারী স্বর্গদূত তাদের ঘরগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। ইস্রায়েলীয়দেরকে এই বিশেষ অনুগ্রহ লাভের জন্য চিহ্নিত করতে এবং তাদেরকে এই হত্যাযজ্ঞ থেকে পৃথক করে তুলতে অবশ্যই একটি মেষ শাবক উৎসর্গ করতে হত। সেই মেষটির রক্তে হিসোব গাছের ডাল চুবিয়ে প্রত্যেক ইস্রায়েলীয়ের যার যার ঘরের দরজার চৌকাঠে লাগাতে বলা হয়েছিল। মেষ শাবকটির মাংস আগুনে ঝলসাতে বলা হয়েছিল এবং তা সেই রাতেই তেতো শাকের সাথে খেয়ে শেষ করতে বলা হয়েছিল। আর সেই খাবার খেতে হবে ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে, অর্থাৎ কোমরবন্ধনী বেঁধে, পায়ে জুতো পরে এবং হাতে লাঠি নিয়ে। ঠিক সেভাবেই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছিল এবং বিনাশকারী স্বর্গদূত তাদের মধ্যে নেমে এসে শুধুমাত্র মিসরীয়দের প্রথমজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করেছিলেন। এর ফলে প্রতিজ্ঞাত দেশে অব্রাহামের বংশধরদের প্রবেশ লাভের পথ সুগম হয়েছিল। খ্রীষ্টের মৃত্যুকে এই ঘটনার সাথে অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রতীকী রূপে মেলানো যায়।

(১) খ্রীষ্ট হলেন সেই মেষশাবক, যাঁকে আমাদের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে।

(২) তাঁর রক্ত অবশ্যই সেচন করতে হবে। যাদের এই রক্ত দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করা প্রয়োজন তাদের উপরে এই রক্ত সেচন করা হবে।

(৩) এই রক্ত শুধুমাত্র ইস্রায়েলীয়দের জন্য সেচন করা যাবে, যারা ঈশ্বরের বেছে নেওয়া জাতি।

(৪) আমরা আমাদের জন্মগত ধার্মিকতা বা ভাল কাজের জন্য ঈশ্বরের মহা ক্রোধ থেকে উদ্ধার পাই না, বরং আমরা উদ্ধার পাই খ্রীষ্টের রক্ত এবং তাঁর নিখুঁত ধার্মিকতা ও ন্যায্যতার মধ্য দিয়ে। যদি ইস্রায়েলের কোন পরিবার তাদের দরজায় এই রক্ত সেচন করতে অস্বীকৃতি জানাতো এবং এরপরে যদিও বা তারা সারা রাত বসে প্রার্থনা করত,

তাহলেও বিনাশকারী স্বর্গদূত এসে অবশ্যই তাদের ঘরে হানা দিতেন এবং তাদের প্রথমজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করতেন।

(৫) এই রক্ত যেখানেই সেচন করা হোক না কেন, বিশ্বাসের মাধ্যমে আত্মা খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করে এবং তাঁর উপরে ভিত্তি করে জীবন ধারণ করে।

(৬) এই প্রকৃত বিশ্বাস আত্মার কাছে পাপকে তিক্ত করে তোলে, এমন কি যখন তা ক্ষমা ও প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে সে সময়ও।

(৭) এই পৃথিবীতে আমাদের সকল আত্মিক সুফল আমাদেরকে স্বর্গের পথে আরও অগ্রগামী হতে সমর্থ করে তোলে।

(৮) যাদেরকে চিহ্নিত করে নেওয়া হয়েছে তাদের অবশ্যই বিনামূল্যে দত্ত অনুগ্রহ গ্রহণ করতে হবে এবং তার মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

ড. পরবর্তীতে আমরা বিশ্বাসের যে নিদর্শনটি দেখতে পাই তা হচ্ছে নেতা হিসেবে মোশির অধীনে থেকে ইস্রায়েল জাতির লোহিত সাগর পার হওয়া, পদ ২৯। এই ঘটনাটি আমরা পাই যাত্রা ১৪ অধ্যায়ে। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতি একান্ত সুরক্ষার সাথে ও নিরাপদে পার হয়ে এসেছিল, যখন ফরৌণ ও তার বাহিনীর হাত থেকে পালানোর আর কোন উপায় ছিল না, কারণ তারা ইস্রায়েলীয়দেরকে ধাওয়া করতে করতে একেবারে কাছে এসে পড়েছিল। এখানে আমরা দেখতে পারি:-

(১) ইস্রায়েল জাতির জন্য অনেক বড় বিপদ অপেক্ষা করছিল। ঘোড়ার রথ ও ঘোড়সওয়ারে পূর্ণ এক বিরাট সৈন্য বাহিনী তাদের পেছনে ধাওয়া করছিল। দুই পাশে ছিল অত্যন্ত উঁচু ও খাড়া পর্বত এবং সামনে ছিল লোহিত সাগর।

(২) তাদের উদ্ধারের ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তারা লোহিত সাগরকে শুকনো মাটিতে পরিণত করে তা পার হয়ে এসেছিল। স্বর্গের পথে এগিয়ে চলার সময় সমস্ত বাধা বিপত্তি এগিয়ে চলার জন্য বিশ্বাসের অনুগ্রহ আমাদেরকে সাহায্য করবে।

২. মিসরীয়দের ধ্বংস সাধন। তারা কোন কিছু না ভেবেই লোহিত সাগর ধরে ইস্রায়েলীয়দেরকে অনুসরণ করতে চলেছিল। তাদের অন্তরের এই অন্ধত্ব ও কাঠিন্যের জন্যই তারা প্রত্যেকে লোহিত সাগরে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের বিদ্বেষ ছিল অপরিমেয় এবং তাদের ধ্বংসও ছিল মারাত্মক। ঈশ্বর যখন বিচার করেন সে সময় তিনি অবশ্যই জয় লাভ করবেন। আর এটি খুবই সুস্পষ্ট যে, পাপীরা নিজেরাই তাদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে।

ঢ. এর পরে আমরা দেখি জেরিকো শহরের দেয়াল প্রদক্ষিণকালে যিহোশূয়ের নেতৃত্বাধীন ইস্রায়েল জাতির বিশ্বাসের নিদর্শন। এই গল্পটি আমরা পাই যিহোশূয় ৬ অধ্যায়ে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. জেরিকো শহরের দেয়াল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তাদেরকে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছিলেন। তাদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা জেরিকো শহরের চারদিকে পর পর সাত দিন প্রদক্ষিণ করবে। তারা দিনে এক বার করে পুরো দেয়াল ঘেরা শহরটি প্রদক্ষিণ করবে এবং শেষ দিন অর্থাৎ সপ্তম দিনে তারা সাত বার শহরটি প্রদক্ষিণ করবে। পুরোহিতেরা শহরটি প্রদক্ষিণ করার সময় ব্যবস্থা-সিন্দুক বহন করবেন এবং ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরি তূরী বাজাবেন। শেষ দিনে তারা অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ধরে তূরীটি বাজাবেন ও সমস্ত লোকেরা এক সাথে চিৎকার করে উঠবে, আর ঠিক সে সময় জেরিকো শহরের দেয়ালটি তাদের সামনে পড়ে যাবে। এখানে বিশ্বাসের এক মহা পরীক্ষা কাজ করেছিল। যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্নভাবে পালন করতে পারাটা বেশ কঠিন বিষয় ছিল এবং তাদেরকে প্রত্যেক দিন নির্দ্বিধায় তাদের শত্রুদের সামনে তাদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব প্রকাশ করতে হয়েছিল। এমনকি ঈশ্বরের ব্যবস্থা-সিন্দুকও মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু এভাবেই ঈশ্বর তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি ক্ষুদ্র ও দুর্বল পন্থার মধ্য দিয়ে বড় কাজ সাধন করতে ভালবাসেন, যা তিনি তাঁর একটি অঙ্গুলি হেলনেই করতে পারেন।

২. নির্দেশিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বনের কারণে শক্তিশালী সাফল্য অর্জন। জেরিকো শহরের দেয়াল তাদের সামনে ভেঙ্গে পড়ে গেল। এটি ছিল কনান দেশের একটি সীমান্তবর্তী শহর, ইস্রায়েলীয়দের পথের প্রথম প্রতিবন্ধকতা। ঈশ্বর এই কাজের মধ্য দিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কনানীয়দের সামনে তাঁর মহিমা ও গৌরব আরও উচ্চীকৃত হয়েছিল, কনানীয়রা ভয়ে কম্পমান হয়েছিল, ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল এবং তাদের সাহস ও গর্ব আরও বেড়ে গিয়েছিল। ঈশ্বরের তাঁর নিরূপিত সময়ে ও উপায়ে তাঁর বিশ্বাসী লোকদের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবেন এবং তাঁর বিরোধিতা করে এমন সমস্ত কিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে। শক্তিশালী দুর্গ চুরমার করে ফেলার জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের অনুগ্রহই যথেষ্ট। তিনি তাঁর লোকদের বিশ্বাসের কাছে বাবিলের পতন ঘটাবেন। আর যখন তিনি এ ধরনের মহান কাজ সাধন করবেন, তখন তিনি তাঁর লোকদের মাঝে সুদৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করবেন।

গ. এর পরে আমরা দেখি রাহবের বিশ্বাসের নিদর্শন, পদ ৩১। ঈশ্বরের বিশ্বাসীদের সাহসী সাক্ষ্য বহনকারীদের পরে এসেছে রাহবের নামটি। এর মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বর বিশেষ কোন মানুষের মুখাপেক্ষা করেন না। এখানে বিবেচনা করুন:-

১. এই রাহব কে ছিল?

(১) সে ছিল একজন কেনানীয়, ইস্রায়েল জাতির সম্পর্কে সে কিছুই জানতো না। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিল না, তথাপি সে ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস এনেছিল। স্বর্গীয় অনুগ্রহের ক্ষমতা তখনই সবচেয়ে কার্যকরভাবে প্রকাশ পায়, যখন মানুষের মাঝে বিশ্বাসের অনুগ্রহ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

(২) সে ছিল একজন পতিতা এবং সে পাপপূর্ণ জীবন যাপন করতো। সে শুধু যে একটি

পতিতালয়ের মনিব ছিল তা নয়, সারা শহরের প্রত্যেকটি মানুষ তার এই পরিচয় জানতো। কিন্তু তারপরও সে বিশ্বাস করেছিল যে, তার পাপ যতই গুরুতর হোক না কেন সে যদি সত্যিকার অর্থে তার পাপের জন্য অনুতাপ করে ও মন পরিবর্তন করে, তাহলে অবশ্যই সে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করবে। খ্রীষ্ট সবচেয়ে জঘন্য পাপীদেরও ক্ষমা করেছিলেন। পাপ যেখানে অপরিমেয়, অনুগ্রহও সেখানে আরও সুঅপরিসীম।

২. সে তার বিশ্বাসে কী করেছিল: সে *শান্তির সঙ্গে গুপ্তচরদের অভ্যর্থনা* করেছিল, যাদেরকে যিহোশূয় জেরিকো শহরের বিভিন্ন তথ্য জেনে আসার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যিহোশূয় ২:৬,৭। রাহব শুধু সেই গুপ্তচরদেরকে অভ্যর্থনাই জানায় নি, বরং সেই সাথে সে তাদের শত্রুদের কাছ থেকে তাদেরকে লুকিয়েও রেখেছিল এবং সুযোগ বুঝে তাদেরকে পালিয়ে যেতেও সাহায্য করেছিল। এর পাশাপাশি সে তার বিশ্বাসের এক সাহসী সাক্ষ্য দান করেছিল, যিহোশূয় ২:৯-১১। সে তাদেরকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে, ঈশ্বর যখন ইস্রায়েল জাতির প্রতি দয়া দেখাবেন সে সময় যেন তিনি তার ও তার পরিবারের প্রতিও দয়া দেখান। আর এর চিহ্ন হিসেবে তাকে জানালার বাইরে একটি লাল রংয়ের কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে বলা হয়েছিল। রাহব এই প্রতিজ্ঞা লাভ করে গুপ্তচরদেরকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে জেরিকো থেকে বের করে দিয়েছিল। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

(১) প্রকৃত বিশ্বাস কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে, বিশেষ করে ঈশ্বরের লোকদের জন্য করা কাজের মধ্য দিয়ে।

(২) ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের জন্য যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, বিশ্বাস তার সবই জয় করতে সক্ষম। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী তার নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন।

(৩) একজন প্রকৃত বিশ্বাসী কেবল যে ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত হতে চান তা নয়, সেই সাথে তিনি ঈশ্বরের লোকদের সাথেও সম্মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তাদের নিয়তির সাথে তার নিজের নিয়তিতে এক সূত্রে গেঁথে নিতে চান।

ইব্রীয় ১১:৩২-৪০ পদ

লেখক আমাদেরকে বহু প্রসিদ্ধ বিশ্বাসীদের উল্লেখ করেছেন, যাদের নাম বিশেষভাবে তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা ও সাক্ষ্য দানের জন্য উল্লেখযোগ্য। আর এখন তিনি আরও কয়েকজন বিশ্বাসীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চলেছেন, যেখানে বিশেষ কোন ব্যক্তির বিশ্বাসের কথা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু যারা ইতোমধ্যে এ সব ঘটনার কথা জানেন তাদের প্রতি বিশেষভাবে সম্বোধন করে তা বলা হয়েছে। একজন গল্প কথকের মত করে তিনি বলেছেন, *আর বেশি কি বলবো?* তিনি যদি সবার গল্প এক এক করে বলতে যান, তাহলে সময় সঙ্কুলান হবে না। এ কারণে তিনি সবার কাহিনী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না করে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে গেছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. সম্পূর্ণ পবিত্র শাস্ত্র নিগূঢ়ভাবে অধ্যয়ন শেষ করার পরও তা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার থাকে।

২. আমরা যা বলি ও করি তাতে ঈশ্বরের অনুমোদন রয়েছে কি না তা আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং তা উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৩. আমাদের এ কথা ভেবে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যে, পুরাতন নিয়মের যুগে এত এত বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাদের বিশ্বাস কত না শক্তিশালী ছিল।

৪. আমাদের এ কথা ভেবে দুঃখ করা উচিত যে, সুসমাচারের যুগে যখন বিশ্বাসের রাজত্ব এতটা সুস্পষ্ট ও নিখুঁত, এখন এই সময়ে বিশ্বাসীদের সংখ্যা কতটা স্বল্প এবং তাদের বিশ্বাসও কতটা দুর্বল।

ক. এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে লেখক যাদের কথা উল্লেখ করেছেন:-

১. গিদিয়োন, যাঁর কাহিনী আমরা পাই বিচারকর্তৃকগণ ৬:১১ পদে। তিনি ঈশ্বরের একজন প্রসিদ্ধ বীর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি ঈশ্বরের লোকদেরকে মিদিয়ানীয়দের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি বংশ ও পারিবারিক অবস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত নিচু স্তরের ছিলেন, তিনি অত্যন্ত নিচু স্তরের একটি কাজ করতেন (গম মাড়াই করা)। আর তাঁকেই ঈশ্বরের একজন স্বর্গদূত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন এবং তাঁকে অবাক করে দিয়ে বলেছিলেন, সদাপ্রভু *তোমার সাথে আছেন, হে মহান বীর*। গিদিয়োন প্রথমে এই সম্মান গ্রহণ করতে পারেন নি। বরং তিনি নম্রতার সাথে স্বর্গদূতকে তাঁর হতদরিদ্র অবস্থার কথা বলেছিলেন। সদাপ্রভুর স্বর্গদূত তাঁকে দায়িত্বটি অর্পণ করলেন এবং তাঁকে বিজয় লাভের নিশ্চয়তা দিলেন, পাথর থেকে আগুন বের করে তিনি এর সাক্ষ্য দিলেন। গিদিয়োনকে উৎসর্গ করতে বলা হল এবং তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশনা দেওয়া হল। তিনি তাঁর সৈন্য সংখ্যা বত্রিশ হাজার থেকে কমিয়ে মাত্র তিনশোতে নামিয়ে নিয়ে আসলেন এবং এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি মাদিয়ানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তারপরও তাদের মশাল ও কলসি দিয়ে ঈশ্বর মাদিয়ানীয়দের পুরো সৈন্যবাহিনীকে বিভ্রান্ত করে পরাজিত করলেন এবং ধ্বংস করে দিলেন। যে বিশ্বাস গিদিয়োনকে এতটা সাহসী ও সম্মানিত করে তুলেছিল, সেই বিশ্বাসই পরবর্তীতে তাঁকে তাঁর ভাইদের প্রতি নম্রতা ও দয়া দেখাতে সক্ষম করে তুলেছিল। বিশ্বাসের অনুগ্রহ এমনই চমৎকার যে, যখন তা মানুষকে কোন মহৎ কাজ করতে সাহায্য করে, তখন তা তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত রাখে।

২. বারক হলেন আরেকজন বীর যার মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে কনানের রাজা যাবিনের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, বিচারকর্তৃকগণ ৪ অধ্যায়। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

(১) যদিও তিনি ছিলেন একজন সৈন্য, তথাপি তিনি দবোরার কাছ থেকে তাঁর দায়িত্ব ও স্বর্গীয় নির্দেশনা লাভ করেছিলেন। এই দবোরা ছিলেন সদাপ্রভুর বিশ্বস্ত একজন মহিলা

ভাববাদী। বারক চেয়েছিলেন যেন এই অভিযানে ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ তাঁর সাথে সাথে থাকে।

(২) তিনি বিশ্বাসের দ্বারা সিষরার সমস্ত সৈন্য বাহিনীর উপরে মহা বিজয় লাভ করেছিলেন।

(৩) তাঁর বিশ্বাস তাঁকে শিখিয়েছিল ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব ফিরিয়ে দিতে। এটাই বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত বিপদ ও সমস্যার মুখে তা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসীদের সুরক্ষিত রাখে এবং এরপর সকল করুণা ও উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরকে গৌরব ও প্রশংসা করা বিশ্বাসীদের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

৩. শিম্‌শোন ছিলেন আরেক মহান বীর, যাঁকে ঈশ্বর পলেষ্টীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর গল্প আমরা পাই বিচারকর্তৃকগণ ১৩ -১৬ অধ্যায়ে। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে, বিশ্বাসের অনুগ্রহই মহৎ কাজ সাধন করার জন্য আত্মাকে শক্তি যোগায়। যদি শিম্‌শোনের এমন শক্তিশালী বিশ্বাস এবং সেই সাথে এমন শক্তিশালী বাহু না থাকত, তাহলে তিনি কখনোই এমন মহৎ মহৎ কাজ করতে পারতেন না। লক্ষ্য করুন:-

(১) বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের দাসেরা গর্জনকারী সিংহের উপর বিজয় লাভ করেন।

(২) বহুবিধ অনুভূতির সাথে মিশ্রিত থাকলেও প্রকৃত বিশ্বাস ঈশ্বরের সনাক্ত করেন এবং গ্রহণ করেন।

(৩) বিশ্বাসীদের বিশ্বাস শেষ পর্যন্তও টিকে থাকে এবং মৃত্যুর সময় সেই বিশ্বাস তাকে মৃত্যুর উপরে এবং তার সকল ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করে। বিশ্বাসে মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়েই একজন বিশ্বাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় অর্জিত হয়।

৪. যিপ্তহ, যার গল্প আমরা পাই বিচারকর্তৃকগণ ১১ অধ্যায়ে; শিম্‌শোনের গল্পের ঠিক আগে। আম্মোনীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে ঈশ্বর উঠিয়েছিলেন। ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে যত নতুন ধরনের শত্রুর আবির্ভাব ঘটুক না কেন, ততই নতুন নুতন উদ্ধারকারীদেরকে ঈশ্বরের পাঠিয়ে থাকেন। যিপ্তহের এই গল্পে আমরা দেখতে পাই:-

(১) ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনেক সময় সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ও কুখ্যাত মানুষের মধ্য থেকেও মহৎ মহৎ কাজ সাধন করে থাকেন। যিপ্তহ ছিলেন এক বেশ্যার সন্তান।

(২) বিশ্বাসের অনুগ্রহ মানুষকে তার জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসারে চলতে সাহায্য করে (বিচারকর্তৃকগণ ১১:১১): *যিপ্তহ মিস্‌পাতে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে নিজের সমস্ত কথা বললেন*।

(৩) বিশ্বাসের অনুগ্রহ মানুষকে ভাল কাজের জন্য সাহসী ও উৎসাহী করে তোলে।

(৪) বিশ্বাস মানুষকে শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছে মানত করতেই উৎসাহিত করে না, সেই সাথে ঈশ্বরের করুণা লাভের পর তাঁর প্রতি সেই মানত পূর্ণ করতেও উৎসাহ দেয়। যদিও যিপ্তহ

ঈশ্বরের কাছে যে মানত করেছিলেন তার জন্য তাঁকে তাঁর কন্যা সন্তান হারাতে হয়েছিল, তথাপি তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে তাঁর মানত পূর্ণ করেছিলেন।

৫. দায়ূদ, একজন মহান রাজা, যিনি ছিলেন ঈশ্বরের মনের মত মানুষ। খুব কম মানুষই বড় বড় পরীক্ষায় পড়েন এবং তাদের মধ্যে আর কম কম মানুষ বিশ্বাসে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারেন। পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ছিল তাঁর বিশ্বাসের এক মহৎ নিদর্শন। ছোটবেলায় সিংহ ও ভালুক নিজ হাতে হত্যা করার কারণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। আর এখন ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করে তিনি বীর গলিয়াতের মুখোমুখি হওয়ার সাহস পেয়েছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে বিজয়ী হতে সাহায্যও করেছিলেন। এই একই বিশ্বাস তাঁকে অকৃতজ্ঞ রাজা শৌলের আক্রোশ ধৈর্য ধরে সহ্য করতে সক্ষম করেছিল এবং যে পর্যন্ত না ঈশ্বর তাঁকে তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী না করেছেন সে পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেছেন। এই একই বিশ্বাসের কারণে তিনি একজন সফল ও বিজয়ী রাজা হয়েছিলেন এবং সম্মান ও খ্যাতিতে পূর্ণ এক দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করার পর (যদিও কিছু অপ্রত্যাশিত পাপের দাগ তাঁর জীবনে লেগেছিল) তিনি বিশ্বাসে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস রেখেছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁর ও তাঁর বংশধরদের জন্য যে চুক্তি তাঁর সাথে করেছেন তা তিনি অবশ্যই রক্ষা করবেন। তিনি পুরো গীতসংহিতা জুড়ে তাঁর বিশ্বাসের পরীক্ষা ও কাজের অসাধারণ সব মুহূর্তের কথা বলে গেছেন, যা ঈশ্বরের লোকদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ও কার্যকরী।

৬. শমূয়েল, যিনি ইস্রায়েল জাতির কাছে ঈশ্বরের একজন প্রসিদ্ধ ভাববাদী এবং শাসক হিসেবে সুবিখ্যাত ছিলেন। ঈশ্বর নিজে শমূয়েলের বালক বয়সে তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এভাবে ঈশ্বর শমূয়েলকে দর্শন দিতেন। এই গল্পে লক্ষ্য করুন:-

(১) জন্মের পর থেকেই যাদের জীবনে বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, তারা বিশ্বাসে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন ও প্রসিদ্ধ হন।

(২) যারা অন্যদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা প্রকাশ করেন, তাদের অবশ্যই বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, যেন অন্যদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারেন।

৭. শমূয়েলের সাথে লেখক যুক্ত করেছেন আরও অন্যান্য ভাববাদীদেরকে, যারা পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর অসামান্য পরিচর্যাকারী ছিলেন, যারা অনেক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিচার পৃথিবীতে কার্যকর করেছেন, কোন কোন সময় ঈশ্বরের দয়াপূর্ণ প্রতিজ্ঞার কথা প্রকাশ করেছেন এবং সব সময় পাপের প্রতি ভর্ৎসনা করেছেন। তারা অনেক সময় উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর কথা বলেছেন যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছে জ্ঞাত ছিল। বিশেষত তাঁরা সকলেই খ্রীষ্ট এবং তাঁর আগমন, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর কার্যসমূহের পূর্বাভাস দান করেছেন। বস্তুত সকল ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণী ও আশ্চর্য কাজ খ্রীষ্টকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অকৃত্রিম ও শক্তিশালী বিশ্বাস একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল।

খ. বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার পর এখন লেখক আমাদেরকে বলছেন যে, তাঁদের বিশ্বাস দ্বারা কী কী কাজ সাধিত হয়েছিল। তিনি এমন কিছু কাজের কথা বলেছেন যা শুনে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় কে সেই কাজটি করেছিলেন। কিন্তু তিনি আরও কিছু কাজের কথা বলেছেন যা প্রত্যেকের নামের সাথেই যায়, বা কারও নামের সাথে নির্দিষ্টভাবে মেলানো যায় না। তবে আমরা এখানে সামগ্রিকভাবে সকলের কাজের কথা একযোগে বিবেচনা করব।

১. বিশ্বাস *দ্বারা এঁরা নানা রাজ্য পরাজিত করলেন*, পদ ৩৩। এই কাজ যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দায়ূদ, যিহোশূয় ও অন্যান্য অনেক শাসনকর্তা। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) এই পৃথিবীর অনেক রাজা ও রাজ্য ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে।

(২) ঈশ্বর খুব সহজেই তাঁর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী সমস্ত রাজা ও তাদের রাজ্যকে পরাজিত করতে পারেন।

(৩) যারা ঈশ্বরের পথে দাঁড়িয়ে লড়াই করে তাদের জন্য বিশ্বাস অত্যন্ত উপযোগী ও চমৎকার একটি যোগ্যতা। বিশ্বাস তাদেরকে করে তোলে ন্যায়বান, সাহসী ও জ্ঞানী।

২. তাঁরা *ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করলেন*। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উভয় ক্ষেত্রে তাঁরা তা করেছিলেন। তাঁরা পৌত্তলিকতা থেকে ধার্মিকতার পথে ফিরে এসেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁদের ধার্মিকতার ফলেই তাঁদের বিশ্বাস বিজয়ী হয়েছিল। তাঁরা ঈশ্বর ও মানুষের সামনে ধার্মিক জীবন যাপন করেছিলেন। আশ্চর্য কাজ করার চেয়ে ধার্মিকতার কাজ করা আরও অনেক সম্মান ও আনন্দের বিষয়। বিশ্বাস হচ্ছে সার্বজনীন ধার্মিকতার একটি সক্রিয় নীতি।

৩. তাঁরা *নানা প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করলেন*; সে সকল ফল ছিল একাধারে সার্বজনীন ও বিশেষ ফল। বিশ্বাস আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে আগ্রহ যোগায়। বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা প্রতিজ্ঞার কারণে সান্ত্বনা পাই। আর বিশ্বাসের মাধ্যমেই আমরা প্রতিজ্ঞার ফল লাভের জন্য অপেক্ষা করতে ও যথা সময়ে তার ফল লাভ করতে প্রস্তুত হই।

৪. তাঁরা *সিংহদের মুখ বন্ধ করলেন*; যে কাজটি করেছিলেন শিম্‌শোন (বিচারকর্তৃকগণ ১৪:৪,৬), দায়ূদ (১ শমূ ১৭:৩৪,৩৫) এবং দানিয়েল (দানিয়েল ৬:২২)। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

(১) প্রাণীকুলের ক্ষমতার চেয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতা বহু গুণ বেশি।

(২) বিশ্বাসে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর ক্ষমতা লাভ করে থাকে, বিশেষ করে যখন সেই ক্ষমতা তাঁর গৌরবার্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর সেই ক্ষমতায় পরিপূর্ণ হয়ে তারা

হিংস্র পশু ও বর্বর মানুষকে প্রতিহত করতে পারেন।

৫. তাঁরা *আগুনের তেজ নিভিয়ে ফেললেন*, পদ ৩৪। মোশি তাঁর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ক্রোধের আগুন নিভিয়ে ফেলেছিলেন, যা ইস্রায়েল জাতির বিপক্ষে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, গণনা ১১:১,২। ঠিক একই কাজ করেছিলেন তিন বীর বিশ্বাসী, দানি ৩:১৭-২৭। ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং স্বর্ণের মূর্তির উপাসনা করতে অস্বীকার করার কারণে রাজা নবুখদ্‌নিৎসর তাঁদেরকে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁরা সেই আগুনের কুণ্ডেও তাঁদের বিশ্বাসে দৃঢ় ও অবিচল ছিলেন এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি সেই আগুনের মাঝে অবস্থান করছিল। এর ফলে সেই আগুনের ভয়াবহ উত্তাপ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়েছিল এবং সেই মহান তিন যুবকের একটি চুলেরও ক্ষতি হয় নি। এর আগে আর কখনোই বিশ্বাসের অনুগ্রহকে এতটা কঠিন পরীক্ষার মুখে মুখে পড়তে হয় নি। সে কারণে ঈশ্বর তাঁদের বিশ্বাসের এই মহিমান্বিত পুরস্কার দান করেছেন।

৬. তাঁরা ছোরার *মুখ এড়ালেন*। এভাবে দায়ূদ গলিয়াতের ও শৌলের ছোরা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। মর্দখয় এবং সমস্ত যিহূদী জাতি হামনের ছোরার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। মানুষের হাতে যে ছোরা থাকে তার কর্তৃত্ব থাকে ঈশ্বরের হাতে এবং তিনি সেই ধারালো ছোরা নিমিষে ভোঁতা করে ফেলতে পারেন। তিনি সেই ছোরা তাঁর লোকদের শত্রুদের বিরুদ্ধে স্থাপন করতে পারেন।

৭. তাঁরা *দুর্বলতা থেকে শক্তি লাভ করলেন*। যিহূদী জাতি তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে অনেকবারই জাতিগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের বিশ্বাসের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে তাদের সমস্ত প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা ফিরে এসেছিল। ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করার কারণে হিষ্কিয় এভাবেই এক মরণঘাতী ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন এবং তিনি এই আরোগ্য লাভকে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রতিজ্ঞার ফল বলে আখ্যা দিয়েছেন (যিশা ৩৮:১৫,১৬), *আমি কি বলবো? তিনি আমাকে বললেন, এবং নিজেই সাধন করলেন। হে মনিব, এই সকলের দ্বারা লোকেরা জীবিত থাকে, কেবল এতেই আমার আত্মার জীবন*। এই একই বিশ্বাসের অনুগ্রহের কারণে মানুষ তাদের আত্মিক দুর্বলতা থেকে মুক্তি পায় এবং তাদের শক্তি নতুন করে ফিরে পায়।

৮. তাঁরা *যুদ্ধে বিক্রমশালী হলেন*। ঠিক যেভাবে যিহোশূয়, শাসনকর্তা ও দায়ূদ যুদ্ধে বিক্রমশালী ছিলেন। প্রকৃত বিশ্বাস আমাদেরকে দান করে সত্যিকার সাহস ও ধৈর্য। এতে করে আমরা লাভ করি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহসিকতা এবং তাঁর সকল শত্রুরা তাতে করে হয়ে পড়ে দুর্বল। তাঁরা যে শুধু বিক্রমশালী ছিলেন তা নয়, তাঁরা সফলও ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাসের পুরস্কার ও অনুপ্রেরণা হিসেবে ঈশ্বর তাঁদেরকে সকল শত্রুর সাথে লড়াইয়ে বিজয় দান করেছেন। তাঁরা *বিজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী তাড়িয়ে দিলেন*। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত পরিচারকদের সামনে থেকে সমস্ত বিপদ ও বাধা দূরীভূত হয়ে যাবে। বিশ্বাসী সৈন্যবাহিনীর বিশ্বাসী সেনানায়ক যখন ঈশ্বরের বশ্যতা ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তখন জয় লাভ করা থেকে আর কোন কিছুই তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

৯. *নারীরা নিজ নিজ মৃত লোককে পুনরুত্থান দ্বারা ফিরে পেয়েছিলেন*, পদ ৩৫। এভাবেই ফিরে পেয়েছিলেন সারিফতের বিধবা (১ রাজা ১৭:২৩) এবং শূনেমীয় বিধবা, ২ রাজা ৪:৩৬।

(১) যীশুতে যারা বিশ্বাসী হয় তাদের কোন পুরুষ কিংবা নারীর ভেদাভেদ নেই। নারীদের মধ্যেও অনেকে মাঝে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী বিশ্বাস দেখা গিয়েছিল।

(২) যদিও বিশ্বাসীদের সন্তানদের মধ্যে অনুগ্রহের চুক্তি কার্যকর হয়, তথাপি এতে করে তাদের স্বাভাবিক পার্থিব মৃত্যু এড়ানো যায় না।

(৩) হতভাগ্য মায়েদের সন্তানেরা যখন মারা যায়, তখন তাদের সমস্ত আশা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কারণ পার্থিব মৃত্যু তাদেরকে কেড়ে নিলেও শেষ পর্যন্ত তারা পুনরুত্থিত হবে।

(৪) ঈশ্বর অনেক সময় দুঃখার্ত নারীদের প্রতি সদয় ও করুণাবিশিষ্ট হন এবং তিনি তাদের মৃত সন্তানদেরকে আবারও ফিরিয়ে দেন তাদের কোলে। এভাবে খ্রীষ্ট নায়িন গ্রামের বিধবার প্রতি সদয় হয়েছিলেন, লূক ৭:১২।

(৫) এর মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের পুনরুত্থানের উপর আমাদের বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

গ. লেখক আমাদেরকে বলছেন যে, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই সকল বিশ্বাসীরা কী কী সহ্য করেছিলেন।

১. *অন্যেরা প্রহার দ্বারা নিহত হলেন, মুক্তি গ্রহণ করেন নি*, পদ ৩৫। তাঁদেরকে চরম নির্যাতন ও চূড়ান্ত কষ্টের মুখে ফেলা হয়েছিল, যেন তাঁরা তাঁদের ঈশ্বরের নামে, পরিত্রাণকর্তার নামে ও ধর্মের নামে কুৎসা করেন। তাঁরা সেই নির্যাতন সহ্য করেছিলেন এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও তাঁরা কোনভাবে তাঁদের এই নির্যাতন থেকে মুক্তি গ্রহণ করেন নি। তাঁদেরকে এই কষ্টভোগ করার ক্ষেত্রে যা অনুপ্রাণিত করেছিল তা ছিল *শ্রেষ্ঠ পুনরুত্থানের ভাগী* হওয়া এবং আরও মহিমান্বিত রূপে পরিত্রাণ লাভের প্রত্যাশা।

২. তাঁরা *বিদ্রূপের ও কশাঘাতের, এমন কি, বন্ধনের ও কারাগারের পরীক্ষা ভোগ করলেন*, পদ ৩৬। বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে তাঁদের সম্মানহানি করা হল, যা ছিল নিষ্কলঙ্ক অন্তরে অধিকারী মানুষের জন্য অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তাঁদেরকে কশাঘাত, অর্থাৎ চাবুক মারা হয়েছিল, যে শাস্তি তৎকালে দাসদের বা ক্রীতদাসদের দেওয়া হত। তাঁরা বন্দীত্ব ও কারাবরণের মধ্য দিয়ে তাঁদের স্বাধীনতা হারিয়েছিলেন। লক্ষ্য করে দেখুন, ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি মন্দ মানুষদের ঘৃণা ও আক্রোশ কতটা তীব্র হয়ে থাকে। যাদের প্রতি আদৌ আক্রোশ থাকার যেখানে কোন কারণই নেই, সেখানে তাদের প্রতি কতটা অমানবিক ও বর্বর আচরণই না করা হয়ে থাকে।

৩. তাঁদেরকে সবচেয়ে নৃশংস উপায়ে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের মাঝে অনেকে *প্রস্তরাঘাতে হত* হয়েছেন, যেভাবে নিহত হয়েছিলেন সখরিয় (২ বংশাবলী ২৪:২১), *করাত*

দ্বারা বিদীর্ণ হয়েছেন, যেভাবে দুষ্ট রাজা মনঃশি ভাববাদী যিশাইয়কে হত্যা করেছিলেন। তাঁদেরকে *পরীক্ষা করা* হয়েছিল, অনেকের মধ্যে এর মধ্য দিয়ে আগুনে পোড়ানোর কথা বোঝানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছোরা *দ্বারা নিহত হলেন*। সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের শত্রুরা সর্ব প্রকার নৃশংস ও বর্বর উপায় বেছে নিয়েছিল তাদেরকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু তথাপি তাঁর সাহসিকতার সাথে সবই সহ্য করেছেন।

৪. যাঁরা মৃত্যু থেকে রেহাই পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে এমন মানবেতর জীবন কাটিয়েছেন যে, তার চেয়ে মৃত্যুও বোধ হয় আরও শ্রেয় ছিল। তাঁদের শত্রুরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিল কেবল তাঁদের যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে দিতে এবং তাঁদের ধৈর্যের চূড়ান্ত সীমা পরীক্ষা করতে। *তাঁরা ভেড়ার ও ছাগলের চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন, দীনহীন, ক্লিষ্ট, নির্যাতিত হতেন; তাঁরা মরুভূমিতে মরুভূমিতে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও পৃথিবীর গহ্বরে গহ্বরে ঘুরে বেড়াতেন*, পদ ৩৭,৩৮। তাঁরা জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব ও গৃহহীন হয়ে পড়েছিলেন। গায়ে দেওয়ার মত কোন পোশাক তাঁদের ছিল না, সে কারণে তাঁরা পশু হত্যা করে তার চামড়া গায়ে জড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদেরকে মানব সমাজ থেকে বিতারিত করা হয়েছিল এবং মাঠের পশুদের সাথে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সে কারণে তাঁরা গুহায় ও মাটির গর্তে বসবাস করতেন। পাহাড় ও নদীই ছিল তাঁদের সঙ্গী, যা অন্তত তাঁদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল না। তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের জন্যই এত কষ্ট সহ্য করতেন। বিশ্বাসের অনুগ্রহের শক্তিতে তাঁরা এই সহ্যশক্তি লাভ করেছিলেন। কোনটিকে আমরা সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেব – সহ-প্রজাতির তথা মানুষেরই কাছ থেকে এমন নৃশংস আচরণ লাভের পরও ধৈর্য ধারণে সক্ষম থাকাটাকে, না কি সেই স্বর্গীয় অনুগ্রহের শ্রেষ্টত্বকে, যার কারণে এমন নৃশংসতার মাঝেও বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসে স্থির থাকা যায় এবং সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করা যায়?

ঘ. তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যা অর্জন করেছিলেন:-

১. ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত অত্যন্ত সম্মানজনক পরিচয় ও প্রশংসা, যিনি আমাদের প্রকৃত বিচারক ও আমাদের সকল সম্মানের উৎসধারা। সেই প্রশংসা ও পরিচয় হল এই – *এই পৃথিবী তাঁদের যোগ্য ছিল না*। পৃথিবী এমন আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ পাওয়ার মত যোগ্য ছিল না। পৃথিবীর মানুষ জানতো না যে, কীভাবে এই মানুষদেরকে মূল্য দিতে হয়, কীভাবে তাঁদের মর্যাদা দিতে হয় ও তাঁদের গুণগুলোর সঠিক সুফল লাভ করতে হয়। হায়, দুষ্ট মানুষ! ধার্মিকেরা এই পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য উপযুক্ত নন এবং ঈশ্বর নিজেও এই পৃথিবীকে তাঁদের আবাসস্থল হিসেবে অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যদিও তাঁরা বিভিন্নভাবে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন, তথাপি তাঁরা এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, ভাল মানুষের এই পৃথিবীতে স্থায়ী আবাস গড়া কখনোই উচিত নয়। এ কারণে ঈশ্বর তাঁদেরকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে যান এবং যেখানে অবস্থান করাটা তাঁদের জন্য উপযুক্ত সেখানে তাঁদেরকে স্থাপন করেন, যেন তাঁরা তাঁদের পার্থিব সমস্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা

থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন।

২. বিশ্বাসের *জন্যই এঁদের সকলের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল*, পদ ৩৯। তাঁরা প্রত্যেকে পবিত্র ও ধার্মিক মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তাঁরা পুরাতন নিয়মের ধার্মিক মানুষদের তালিকায় ও ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। শত্রুরা যখন তাঁদেরকে নির্যাতন করছিল, তখনও তাঁরা একান্তভাবে ঈশ্বরের সপক্ষে সাক্ষ্য দান করে গেছেন।

৩. তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণ ফল ভোগ না করেও তার উপরে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিলেন। প্রতিজ্ঞার ফল ভোগ না করেও তাঁরা এই প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করে পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে এই প্রতিজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করেছেন। এর মানে এই নয় যে, স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ হওয়ার নয় কারণ তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় তা পান নি। বরং তাঁরা মৃত্যুবরণ করার আগে এই নিশ্চয়তা লাভ করেছেন যে, স্বর্গীয় জীবনে তাঁরা এই প্রতিজ্ঞার ফল লাভ করবেন। তাঁরা মৃত্যুর আগে সেই প্রতিজ্ঞার ফল কেমন হবে তার স্বাদ পেয়েছেন, সেই আনন্দ তারা লাভ করেছেন। বিশ্বাসকে আরও সুচিত্রিত করে তোলার জন্য এবং পরিত্রাণকে আরও সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁরা তাঁদের প্রতিজ্ঞার ফলের স্বাদ অগ্রীম লাভ করেছেন। লেখক ইব্রীয়দেরকে বলছেন যে, ঈশ্বর তাদের জন্য আরও শ্রেষ্ঠ কোন বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন (পদ ৪০)। আর সেই কারণেই তিনি চেয়েছেন যে, তাদের মধ্য থেকেও একইভাবে আরও শ্রেষ্ঠ বিষয় প্রকাশিত হোক। যেহেতু সুসমাচার পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা দান করেছেন ও সমাপ্তি ঘটিয়েছে এবং খ্রীষ্টের জীবনালেখ্যের কারণে তা এতটা সমাদৃত, সে কারণে আশা করা হয়েছে যে, পুরাতন নিয়মের যুগে তাদের বিশ্বাস যেমন ছিল, এখন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি হয়ে দেখা দেবে। তাদের অবস্থান আগের চেয়ে অনেক ভাল এবং আগের অবস্থাকে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুসমাচারের মণ্ডলী ব্যতীত যিহূদী মণ্ডলী একান্তই অপূর্ণ ও খুঁতযুক্ত। এই যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আমাদের উচিত কার্যকরভাবে প্রত্যেকের মাঝে এই শিক্ষা ধারণ করা।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ১২

লেখক এই অধ্যায়ে সেই সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ ঘটিয়েছেন, যা তিনি বিগত অধ্যায়ে উপাত্ত আকারে পরিবেশন করেছেন, এবং তিনি তা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও জীবনের ধৈর্য ধারণ ও অধ্যবসায়ের জন্য তার পাঠকদের প্রতি নির্দেশনা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

ক. তিনি যে মহান দৃষ্টান্তের কথা এখনও উল্লেখ করেন নি সেখান থেকে, আর তিনি হলেন স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট, পদ ১-৩।

খ. তারা তাদের সমগ্র খ্রীষ্টান জীবন যাত্রায় যে যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে তার মৃদু ও অনুগ্রহ পূর্ণ প্রকৃতি থেকে, পদ ৪-১৭।

গ. পৃথিবীতে সুসমাচারের মণ্ডলীর অবস্থান এবং স্বর্গে মণ্ডলীর বিজয় উল্লাসের মধ্যকার সংযোগ এবং এর নিশ্চয়তা থেকে, পদ ১৮-২৯।

ইব্রীয় ১২:১-৩ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন সেই মহান দায়িত্ব কী, যার বিষয়ে প্রেরিত ইব্রীয়দেরকে বার বার গুরুত্ব সহকারে বলছেন, এবং যা তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে পালন করাতে চান, আর তা হচ্ছে, তাদেরকে সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলে দিয়ে তাদের সম্মুখের দৌড় প্রতিযোগিতায় ধৈর্যপূর্বক দৌড়াতে হবে। তাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে দুটি অংশ, এটি হচ্ছে প্রস্তুতিমূলক এবং আরেকটি হচ্ছে সম্পাদনমূলক।

ক. প্রস্তুতি মূলক: সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলে দেওয়া।

১. সমস্ত বোঝা, এর অর্থ হচ্ছে দেহের প্রতি সকল অসংযত আকর্ষণ এবং আকাঙ্খা দূর করে দেওয়া, এই বর্তমান জীবন এবং পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ বোধ না করা, কিংবা এর প্রতি যে পছন্দ ছিল তা দূর করে দেওয়া, আর এগুলো হচ্ছে আত্মার উপরে মৃত্যুর বোঝা, যা আমাদেরকে টেনে ধরে রাখে, যখন আসলে আমাদের উপরে উঠে যাওয়া উচিত। যখন আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত তখন তা আমাদেরকে পিছিয়ে ধরে রাখে। এটি আমাদের দায়িত্বকে এর সমস্ত জটিলতাকে আরও বেশি জটিল ও কঠিন করে তোলে যেটুকু হওয়ার কথা ছিল তার তুলনায়।

২. যে পাপ আমাদের সামনে সহজ বাধা সৃষ্টি করে। সেই পাপ যা আমাদের বিপক্ষে দারুন সুযোগ সৃষ্টি করে, আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে প্রবেশ করি, যে বিধান ও সঙ্গ দ্বারা

পরিচালিত হই। এর অর্থ এই হতে পারে যে, এটি অবিশ্বাসীদের ধ্বংসাত্মক পাপ, কিংবা যিহূদীদের প্রিয় অন্তরস্থ পাপ, যা তাদের নিজ নিজ গুণের ও নিজ নিজ পরিবেশ পরিস্থিতির উপর এর দারুন অতি আকর্ষণ। আমাদেরকে সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বাধা বিঘ্ন দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

খ. সম্পাদনমূলক: আমাদের সম্মুখের দৌড় প্রতিযোগিতায় ধৈর্যপূর্বক দৌড়াই। লেখক এখানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আদলে কথা বলছেন, যা মূলত অলিম্পিক এবং অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেখা যেত।

১. খ্রীষ্টানদের সামনে একটি দৌড় প্রতিযোগিতা রয়েছে, যেখানে তাদেরকে দৌড়াতে হবে, যে প্রতিযোগিতা পরিচর্যার, যে প্রতিযোগিতা কষ্ট ভোগের। এই প্রতিযোগিতা এক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধ্যতার।

২. এই প্রতিযোগিতা তাদের সম্মুখেই রয়েছে, যা একাধারে ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বরের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদের সামনে চিহ্নিত করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে সেই বৃহৎ সাক্ষী মেঘ, যা দ্বারা তারা বেষ্টিত রয়েছেন, যা তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। এটি আমাদের উপরে স্থাপিত হয়েছে যেন আমরা আমাদের সঠিক সীমারেখা নির্দেশ করতে পারি এবং এটি আমাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দান করে, যে নির্দেশনা অনুসারে আমরা দৌড়াবো, এবং আমরা যে পথে দৌড়াবো তার জন্য আমাদের সামনে পুরস্কার রাখা রয়েছে।

৩. এই দৌড় প্রতিযোগিতা অবশ্যই ধৈর্য এবং অধ্যবসায় সহকারে সম্পন্ন করতে হবে। এখানে আমাদের পথে যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন আসবে সেগুলোকে অতিক্রম করতে হলে অবশ্যই আমাদের ধৈর্য ধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে, যাতে করে অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পথের সকল বাধা দূর করে দিতে পারি এবং সকল প্রলোভন ও পরীক্ষা প্রতিহত করতে পারি। বিশ্বাস এব ধৈর্য হচ্ছে আমাদের বিজয় লাভের অনুগ্রহ এবং সেই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই তা আমাদের জীবনে ধারণ করতে হবে এবং যথাযথভাবে এর চর্চা করতে হবে।

৪. খ্রীষ্টানদের একটি মহান দৃষ্টান্ত রয়েছে যার ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে উৎসাহে উজ্জীবিত করে তোলে, যার মধ্য দিয়ে সকল যুগের সকল খ্রীষ্টান তাদের দিক নির্দেশনা লাভ করেছে, আর তিনি হলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের মহান পরিত্রাণকর্তা: বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা যীশুও প্রতি দৃষ্টি রাখি, পদ ২। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের কাছে কী: তিনি তাদের বিশ্বাসের রচয়িতা এবং সিদ্ধিকর্তা, সম্পন্নকারী – তিনিই তা শুরু করেছে, যা সম্পন্ন করেছেন এবং তার পুরস্কার দান করছেন।

[১] তিনি তাদের বিশ্বাসের রচয়িতা; শুধুমাত্র এর বিষয়বস্তু তিনি নন, বরং সেই সাথে তিনি এর রচয়িতাও বটে। তিনিই আমাদের বিশ্বাসের মহান নেতা এবং পূর্বপুরুষ, তিনি ঈশ্বরে

বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি আমাদের বিশ্বাসের আত্মার মহান মূল্যদাতা, তিনি আমাদের বিশ্বাসের বিধানের প্রকাশক, তিনি আমাদের অনুগ্রহের বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র, তিনি সকল দিক থেকে আমাদের বিশ্বাসের রচয়িতা।

[২] তিনি আমাদের বিশ্বাসের সিদ্ধিকর্তা; তিনি আমাদের সকল প্রকার ব্যবস্থা ভিত্তিক প্রতিজ্ঞার এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দানকারী; তিনি ব্যবস্থার ক্যাননের যথার্থতা দানকারী। তিনি আমাদের অনুগ্রহের পূর্ণতা দানকারী। তিনি তার লোকদের আত্মায় তার বিশ্বাসের শক্তিশালী কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। তিনিই তাদের বিশ্বাসের বিচারকর্তা এবং পুরস্কার দানকারী। তিনি নির্ধারণ করে থাকেন যে, কে নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছেছে এবং তার কাছে থেকে ও তাতে কে কে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়েছে।

(২) খ্রীষ্ট তার প্রতিযোগিতা এবং দৌড়ের ক্ষেত্র থেকে ঠিক কী ধরনের পরীক্ষা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

[১] তিনি নিজের বিরুদ্ধে পাপীদের এত বড় শত্রুতা সহ্য করেছিলেন (পদ ৩); তিনি তাদের সৃষ্টি করা বিরোধিতা সহ্য করেছিলেন, যা ছিল একাধারে কথায় এবং কাজে। তারা ক্রমাগতভাবে তাঁর বিরোধিতা করে যাচ্ছিল এবং তাঁর মহান পরিকল্পনাকে বার বারই লঙ্ঘন করছিল; আর যদিও তিনি সহজেই তাদেরকে প্রতিহত এবং পরাভূত করতে পারতেন এবং কখনো কখনো তিনি তার ক্ষমতার নিদর্শন তাদেরকে দেখিয়েছেনও, তথাপি তিনি দারুন ধৈর্য সহকারে তাদের মন্দ আচরণ সকল সহ্য করলেন। তাদের বিরোধিতা ছিল খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে, ঈশ্বর মানুষ হিসেবে তাঁর সত্ত্বার বিরুদ্ধে, তাঁর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, তাঁর প্রচারের বিরুদ্ধে, এবং তিনি সমস্ত কিছু সহ্য করেছেন।

[২] তিনি ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করলেন – সকল দুর্দশা সহ্য করলেন যা তিনি এই পৃথিবীতে সম্মুখীন হয়েছিলেন; কারণ তিনি তাঁর নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর ক্রুশ তুলে নিয়েছিলেন এবং তিনি তাতে পেরেক বিদ্ধ হয়েছিলেন, এবং এক যন্ত্রণাদগ্ধ, অবমাননাকর এবং অভিশাপযুক্ত মৃত্যু ভোগ করেছিলেন, যেখানে তিনি পাপী ও অপরাধীদের সাথে গণিত হয়েছিলেন, যারা ছিল ঘৃণ্যতম পাপী ও দোষী ব্যক্তি; আর তথাপি তিনি এই সকল অসীম ধৈর্য এবং প্রত্যয় সহকারে সহ্য করেছিলেন।

[৩] তিনি তাঁর অপমান তুচ্ছ করলেন। তাঁর উপরে যত তিরস্কার আনা হয়েছিল, তাঁর জীবন কালে এবং মৃত্যুর পর, তার সবই তিনি তুচ্ছ করেছিলেন; তিনি এ সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে ছিলেন; তিনি জানতেন তার নিজ নির্দোষিতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই কারণে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের অজ্ঞতা এবং অপরাধকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন।

(৩) এই সকল অসহনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে গিয়ে খ্রীষ্টের মানবীয় আত্মাকে কী সাহায্য করেছিল: এবং সেটি ছিল সেই আনন্দ যা তাঁর সামনে অপেক্ষা করছিল। তাঁর সমস্ত কষ্টের মাঝেও তাঁর দৃষ্টির সামনে এমন কিছু ছিল যা তাঁর কাছে ছিল মনোমুগ্ধকর। তিনি এটি দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তাঁর এই সমস্ত কষ্ট ও দুঃখকে তিনি ঈশ্বরের বিচার ও তাঁর সুরক্ষার নিশ্চয়তায় সন্তুষ্টিতে রূপান্তর করতে পেরেছিলেন, যা ছিল তাঁর সম্মান ও তাঁর

কর্তৃত্বের নিশ্চয়তা, যাতে করে তিনি ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করেন, যাতে করে দিনি অনুগ্রহের চুক্তি সীলমোহর করেন এবং তার মধ্যস্থতাকারী হন, যাতে করে তিনি সকল পাপীদের জন্য পরিত্রাণের একটি পথ উন্মোচন করে দেন; যাতে করে তিনি কার্যকরভাবে তাদের সকলকে রক্ষা করেন যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর কাছে দিয়েছেন, এবং যিনি নিজে তার বহু ভাইদের মধ্যে প্রথম জাত হয়েছেন। এই সম্মান ও গৌরবই ছিল সেই আনন্দ যা তার সম্মুখে অবস্থান করছিল।

(৪) তার এই কষ্টভোগের পুরস্কার: তিনি ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে উপবিষ্ট হয়েছেন। খ্রীষ্ট একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মহান ও সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে উপনীত হয়েছেন, তিনি সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন; তিনি এখন তার পিতার ডান পাশে উপবিষ্ট রয়েছেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্য দিয়ে এখন প্রবাহিত হবে না; যা কিছু সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল তার সমস্তই তিনি সম্পন্ন করেছেন; তিনি চিরকাল সেখানে তার লোকদের জন্য মধ্যস্থতা করে যাবেন।

(৫) যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের সম্মান জ্ঞাপনপূর্বক দায়িত্ব সমূহ কী কী। আমাদেরকে অবশ্যই:-

[১] তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে; এর অর্থ হচ্ছে, আমাদেরকে অবশ্যই সার্বক্ষণিকভাবে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে। তাঁকে আমাদের মহান আদর্শ হিসেবে স্থাপন করতে হবে এবং আমাদের মহান উৎসাহের উৎস হিসেবে তাঁকে নির্ধারণ করতে হবে; আমাদের অবশ্যই তাঁর দিকে তাকাতে হবে যেন আমরা তাঁর কাছ থেকে সকল নির্দেশনা লাভ করতে পারি, তাঁর সাহায্য লাভ করতে পারি, তাঁর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারি, আমাদের সকল দুঃখ ও কষ্টভোগের মাঝে।

[২] আমাদের অবশ্যই তাঁর কথা বিবেচনা করতে হবে, তাঁর প্রতি বেশি করে আমাদের মনযোগ স্থাপন করতে হবে এবং আমাদের নিজেদেরকে সমস্ত চিন্তার ভার তাঁর উপরে অর্পণ করতে হবে, যেন তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন। আমাদেরকে অবশ্যই এভাবে আমাদের মধ্যে সমস্ত যে সব বিষয়ে চিন্তা রয়েছে তার ভার যীশু খ্রীষ্টের উপরে অর্পণ করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই তুলনা করতে হবে, এর অর্থ হচ্ছে; আমাদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্টের কষ্টভোগের সাথে আমাদের কষ্টভোগের তুলনা করতে হবে; এবং আমরা দেখতে পাব যে, তার কষ্ট আমাদের চাইতে অনেক অনেক গুণে বেশি, প্রকৃতিতে এবং পরিমাণে উভয় দিক থেকে, এই কারণে তাঁর ধৈর্য আমাদের চাইতে অনেক গুণ বেশি এবং তা আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত অনুকরণ করার জন্য আদর্শ।

(৬) এই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা যে সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হব: এটি হবে আমাদের দুর্দশা ও সমস্ত অজ্ঞানতাকে প্রতিরোধ করার মাধ্যম (পদ ৩): যেন তোমরা প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে না পড়। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] আমাদের খুব সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের পরীক্ষা, প্রলোভন এবং যন্ত্রণার সময় অবসন্ন হয়ে পড়ার এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ার, বিশেষ করে যখন তা আমাদের উপরে ভারী এবং দীর্ঘ

বোঝার মত চেপে বসবে। এতে করে আমরা অনুগ্রহ লাভে পিছিয়ে পড়বো এবং আমাদের মধ্যে কলুষতা দেখা দেবে।

[২] এই অবসন্নতা প্রতিরোধ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের দিকে লক্ষ্য দেওয়া এবং তাঁকে বিবেচনা করা। বিশ্বাস এবং ধ্যান আমাদেরকে যথাযথ শক্তি, সান্ত্বনা এবং সাহস দান করবে; কারণ তিনি এই নিশ্চয়তা তাদেরকে দান করেছেন যে, যদি তারা তাঁর সাথে কষ্ট ভোগ করে, তাহলে তারা অবশ্যই তাঁর সাথে রাজত্ব করতে পারবে এবং এই আশাই হচ্ছে তাদের রক্ষা কবচ।

ইব্রীয় ১২:৪-১৭ পদ

লেখক এখানে তার পাঠকদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছেন যেন তারা ধৈর্য ধারণ করে এবং অধ্যবসায়ী হয়, বিশেষভাবে তিনি যে মৃদ্যু স্বভাবে এবং অনুগ্রহ পূর্ণ প্রকৃতি নিয়ে তার সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, যা বিশ্বাসী ইব্রীয়রা সহ্য করেছে তাদের খ্রীষ্টান জীবন যাপন করতে গিয়ে।

ক. তাদের কষ্ট ভোগের মৃদু স্তর এবং পরিমাণের শিথিলতাঃ তোমরা পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এখনও পর্যন্ত এমন প্রতিরোধ কর নি, যাতে তোমাদের রক্তপাত হতে পারে, পদ ৪। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তিনি এ কথা স্বীকার করছেন যে, তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেছে, তাদেরকে পাপের তীব্র আক্রোশের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়তে হচ্ছে। এখানে দেখুন:-

(১) তাদের এই কষ্ট ও সংঘাতের কারণ ছিল পাপ, এবং তারা এই পাপের বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ে সমবেত হয়েছে তা অত্যন্ত উত্তম এক কারণ, কারণ পাপ হচ্ছে ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ের সবচেয়ে গুরুতর শত্রু। আমাদের আত্মিক যুদ্ধ যেমন সম্মানজনক তেমনই প্রয়োজনীয়; কারণ আমরা নিজেদেরকে সেই বিষয় থেকে রক্ষা করছি যা আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে, কারণ তা প্রতি মুহূর্তে আমাদের উপরে বিজয় অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে; আমরা নিজেদের জন্য লড়াই করছি, আমাদের জীবনের জন্য, এবং সেই কারণে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে।

(২) প্রত্যেক খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টের পতাকা তলে দাঁড়াতে হবে, পাপের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হবে, পাপপূর্ণ শিক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, পাপপূর্ণ কাজের বিরুদ্ধে এবং অভ্যাসের বিরুদ্ধে এবং প্রথা ও নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, আর এই যুদ্ধ তাকে সংঘটিত করতে হবে একাধারে নিজের ভেতরে এবং অন্যদের মাঝে।

২. তিনি তাদের অন্তরে এই কথা জানিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই আরও বেশি কষ্ট ভোগ করতে হতে পারে, আর সেই কষ্ট ভোগ এমন হতে পারে যা অন্য কেউ ভোগ করে নি; কারণ তারা এখন পর্যন্ত পাপ প্রতিরোধ করতে গিয়ে রক্তপাত করে নি, তাদেরকে

এখনও কোনভাবে শহীদ হতে হয় নি। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

(১) আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের পরিত্রাণের নেতা, তিনি তার লোকদেরকে প্রথমেই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার জন্য ডাকেন না, বরং তিনি প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে কম পরিমাণ কষ্ট ভোগ করা থেকে ধীরে ধীরে আরও বড় কষ্ট ভোগের দিকে নিয়ে যান। তিনি পুরাতন বোতলে নতুন আঙ্গুর রস ঢালেন না, তিনি বিনম্র মেষপালক, যিনি তার কম বয়সী মেষ শাবকদেরকে বেশি পথ চলতে দেন না।

(২) খ্রীষ্টানদের উচিত খ্রীষ্টের নম্রতা তাদের নিজেদের ভেতরে ধারণ করা যাতে করে তারা তাদের পরীক্ষার সময় শক্তি পেতে পারে। তাদেরকে অবশ্যই তাদের নিজেদের পীড়ন ও কষ্টের প্রতি অধিক মনযোগী হওয়ার উচিত নয়, বরং তাদেরকে মনযোগ দিতে হবে সেই দয়ার প্রতি, যা তাদেরকে দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে অবশ্যই সেই করুণা লাভ করতে হবে, যার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে তাদের রক্তপাতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে। তারা যে তাদের শত্রুদের রক্ত পাত করবে তা নয়, বরং তারা তাদের নিজেদের রক্ত পাতিত করে তাদের শত্রুদের সামনে সাক্ষ্য উপস্থাপন করবে।

(৩) খ্রীষ্টানদেরকে অবশ্যই তাদের পরীক্ষার মাঝে পড়ে অবসন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে লজ্জিত হতে হবে, বিশেষ করে যখন তারা মহা পরীক্ষায় পতিত হয় এবং তাদের আরও বড় পরীক্ষা সামনে থাকার সম্ভাবনা থাকে। যদি আমরা পদাতিকদের সাথে দৌড়ায় এবং তারা আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলে থাকে, তাহলে ঘোড় সওয়ারদের দেখে আমরা কীভাবে সান্ত্বনা পাব? যদি আমরা শান্তির ভূমিতে অশান্তিতে থাকি, তাহলে কীভাবে আমরা কম্পমান জর্ডানে শান্ত ও স্থির হব? যিরমিয় ১২:৫।

খ. তিনি সেই সমস্ত দুঃখ কষ্টের অসাধারণ এবং অনুগ্রহ পূর্ণ প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা ঈশ্বরের লোকদের উপরে পতিত হয়। যদিও তাদের শত্রুরা এবং নির্যাতনকারীরা তাদের উপরে এ ধরনের কষ্ট ও দুঃখের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তথাপি তারা স্বর্গীয় শাস্তির অধীনে পতিত হয়েছে। তাদের স্বর্গীয় পিতার হাতেই সমস্ত কিছু রয়েছে এবং তিনি তার প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা তাদের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করবেন। এই বিষয়ে তিনি তাদেরকে যথাযথ চিহ্ন জ্ঞাপন করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের মোটেও তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, পদ ৫। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. সেই সমস্ত কষ্ট ও দুঃখ যা সত্যিকার অর্থে তাদের জন্য নির্যাতনস্বরূপ, যেহেতু তারা তাদের স্বর্গীয় পিতার তিরস্কার এবং শাস্তি সম্পর্কে অবগত নয়। ধর্মের জন্য নির্যাতন অনেক সময় অনুগামীদের পাপ এবং অপরাধের জন্য সংশোধনস্বরূপ। মানুষ তাদেরকে নির্যাতন করে কারণ তারা ধর্মের পথে চলে; ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি দেন কারণ তারা আর সেই পথে থাকে না। মানুষ তাদেরকে নির্যাতন করে যাতে করে তারা ধর্মের পথ থেকে সরে দাড়ায়; ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি দেন যেন তারা তাদের ধর্মের জীবন যাপনের পথ থেকে সরে না যায়।

২. ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, কীভাবে তারা তাদের এই সমস্ত

নির্যাতনের মধ্যেও নিজেদেরকে স্থির করে রাখবে; তাদেরকে অবশ্যই সেই সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করতে হবে যার কারণে তারা পতিত হতে পারে।

(১) তাদেরকে কোনভাবেই ঈশ্বরের শাস্তি ও বিচারকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তাদেরকে কোনভাবেই এই শাস্তিকে হালকাভাবে দেখলে চলবে না; এর মাঝে থেকে নিজেকে অজ্ঞ এবং অনুভূতি হীন করে রাখলে চলবে না, কারণ তারা এখন ঈশ্বরের হাতে ও বিচারের দণ্ডের অগ্রভাগে রয়েছে এবং তিনি তাদের পাপের জন্য তাদেরকে তিরস্কার করছেন। যারা নির্যাতনের সুযোগ খুলে দেয়, ঈশ্বর দেখিয়ে দেন যে, কীভাবে তারা তাদের জীবনে পাপ প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিল।

(২) তাদের অবশ্যই অবসন্ন হয়ে পড়া উচিত নয়, যখন তাদেরকে তিরস্কার করা হবে; তাদেরকে অবশ্যই এই পরীক্ষায় পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়লে এবং সমস্ত আশা হারিয়ে ফেললে চলবে না; তাদের কোনভাবেই সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে পড়লে চলবে না, বরং তাদেরকে বিশ্বাস ও ধৈর্যে ভর করে আবার জেগে উঠতে হবে।

(৩) যদি তারা এই সমস্ত চরম অবস্থার একটিতে পতিত হয়, তাহলে এটি সেই চিহ্ন বহন করবে যে, তারা তাদের স্বর্গীয় পিতার উপদেশ শোনে নি এবং তার কথায় কর্ণপাত করে নি, যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন সত্যিকার এবং স্নেহপূর্ণ ভালবাসার জন্য।

৩. সকল নির্যাতন আমরা সহ্য করতে পারবো, যদিও তা হয়তো আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অসন্তোষের ফলাফল, আর তথাপি আমরা তার পিতৃ সুলভ ভালবাসার ফল লাভ করি এবং তার লোকদের প্রতি ও তাদের প্রতি তার ভালবাসার প্রমাণ আমরা লাভ করি (পদ ৬, ৭): কেননা প্রভু যাকে ভালবাসা করেন, তাকেই শাসন করেন, সন্তান হিসাবে যাকে গ্রহণ করেন, তাকেই শাস্তি দেন। লক্ষ্য করুন:-

(১) ঈশ্বরের সন্তানদের মঙ্গলের জন্য অবশ্যই শাস্তির প্রয়োজন রয়েছে। তারা তাদের ভুল এবং ভ্রান্তি করতে পারে, যার অবশ্যই সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

(২) যদিও ঈশ্বর হয়তোবা অন্যদেরকে পাপের মাঝেই রেখে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তার নিজ সন্তানদেরকে পাপের মাঝে রাখতে পারেন না এবং তিনি তাদেরকে সংশোধন করাবেন। তারা তার নিজ পরিবার, এবং তিনি যখন তাদেরকে তিরস্কার করেন তখন তারা পালাতে পারবে না, বরং তাদেরকে সেই তিরস্কার গ্রহণ করতে হবে।

(৩) এক্ষেত্রে তিনি ঠিক একজন পিতার মতই তার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তার সন্তান হিসেবে দেখেছেন। কোন জ্ঞানী এবং উত্তম পিতা তার সন্তানদেরকে মন্দতায় পতিত থাকতে দেখেও চুপ করে থাকবে না অন্যদের মত। সন্তানদের প্রতি তার সম্পর্ক ও তার স্নেহের কারণে অবশ্যই তিনি অন্যদের চাইতে তাদের প্রতি অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন।

(৪) পাপে পতিত হওয়ার পরও কোনভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে তিরস্কার ও শাস্তি না পাওয়ার অর্থ হল ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্যুত হওয়ার চিহ্ন; যারা আসলে জারজ সন্তান, বৈধ

সন্তান নয়। তারা তাকে পিতা বলে ডাকতে পারে, কারণ তারা মণ্ডলীর ছত্রছায়ায় জন্ম গ্রহণ করেছে; কিন্তু তারা আসলে ভিন্ন পিতার ঔরসে জন্ম নিয়েছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নয়, পদ ৭, ৮।

৪. যারা তাদের স্বর্গীয় পিতার শৃঙ্খলা ও শাসনের অধীনে থেকে অধৈর্য হয়ে ওঠে তাদের প্রতি তাদের স্বর্গীয় পিতা এমন আচরণ করেন যা তাদের কাছে তাদের পার্থিব পিতা-মাতার আচার আচরণের চেয়ে মারাত্মক মনে হবে, পদ ৯, ১০। এখানে দেখুন:-

(১) লেখক পার্থিব পিতা-মাতার অধীনে বাধ্যগত ও বশীভূত থাকার জন্য সকল সন্তানদেরকে আদেশ জানাচ্ছেন। আমরা তাদেরকে সম্মান জ্ঞাপন করবো, এমন কি যখন তারা আমাদেরকে সংশোধনের জন্য শাস্তি দেবেন তখনও। এটি সন্তানদের দায়িত্ব যেন তারা তাদের পিতা-মাতার আদেশ নির্দেশ পালন করে এবং তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং তারা যখন অবাধ্য হয় তখন তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে যে শাস্তি দিয়ে থাকেন তার প্রতি তারা যেন আনুগত্য দেখায়। পিতা-মাতারা যে কেবলমাত্র সেই ক্ষমতা লাভ করেছেন তা নয়, সেই সাথে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশেষ দায়িত্ব ভারও গ্রহণ করেছেন যেন তারা তাদের সন্তানদেরকে সমস্ত প্রকার ভুল ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। যখন সন্তানদেরকে ভুলে জন্য শাস্তি দেওয়া হয় এবং সংশোধন করা হয়, তখন এর বিপক্ষে বেকে বসা এবং তা না শোনা আরও দ্বিগুণ অপরাধী করে তোলে সেই সন্তানকে; কারণ সংশোধনের অর্থ হচ্ছে ইতোমধ্যে সে একটি ভুল করে ফেলেছে এবং সেই কারণে যে পিতা -মাতার কাছ থেকে এর জন্য সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা বা শাস্তি গ্রহণ করতে বাধ্য, আর তাই পিতা-মাতার সমস্ত সংশোধনী শাস্তিকে সন্তানের শান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সম্মানসূচক মনোভাব বজায় রাখতে হবে।

(২) তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন যেন ঈশ্বরের সংশোধধনী কাজের আওতায় থাকার সময় আমরা নিজেদেরকে নত ও নম্র রাখি এবং নিজেদের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাই; আর এটিই আমাদের সংশোধনের জন্য সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বিষয়।

[১] আমাদের পার্থিব পিতা আমাদের মাংসিক পিতা, কিন্তু ঈশ্বর হলেন আমাদের আত্মিক পিতা। আমাদের পিতারা পৃথিবীতে আমাদের মাংসিক দেহের জন্ম দানের সহায়ক হিসেবে কাজ করেন, যা কেবলই মাংসিক, অর্থাৎ মরণশীল, অসার বস্তু, যা এই পৃথিবীর ধুলা থেকে উৎপন্ন হয়, যেভাবে পশুদের দেহও গঠিত হয়; কিন্তু তথাপি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন পৃথক এবং আমাদের মনন ও অন্তরকে ভিন্নভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, আমাদের ব্যক্তিত্বকে ভিন্নভাবে গঠন করা হয়েছে, এক যথাযথ ও উপযুক্ত তাবু আমাদের জন্য গঠন করা হয়েছে যেন আমরা আমাদের আত্মা নিয়ে এখোনে বসবাস করতে পারি এবং এই দেহকে আমাদের আত্মার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করতে পারি। আমরা তাদের প্রতি সম্মান এবং স্নেহ পোষণ করার জন্য দায়বদ্ধ, যারা আমাদের দৈহিক সৃষ্টি দানের জন্য অবদান রেখেছেন; কিন্তু আমাদেরকে একই সাথে অবশ্যই তার প্রতি আমাদের যথাযথ মর্যাদা ও শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জ্ঞাপন করতে হবে, যিনি আমদের আত্মিক পিতা, যিনি আমাদের প্রকৃত

জন্মদাতা। আমাদের আত্মা কখনোই সামান্য বস্তুগত কোন উপাদান নয়, কিংবা তা উন্নত ও পরিশুদ্ধ কোন পার্থিব উপকরণ নয়, এটি কোন *ex traduce* – হাতের বানানো বস্তু নয়। আমাদেরকে অবশ্যই নির্ধারণ করার শক্তি থাকতে হবে যে, কোনটি উত্তম দর্শন এবং মন্দ স্বর্গীয় সত্তা। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সন্তানেরা রয়েছেন, যারা মাটি থেকে ঈশ্বর কর্তৃক দেহ সৃষ্টি করার পর তার ভেতরে আত্মিক বায়ু প্রবেশ করিয়েছেন এবং তাকে জীবন্ত দেহে রূপ দান করে পৃথিবীতে জীবন ধারণ করতে শিখিয়েছেন, আর এভাবেই মানুষ জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

[২] আমাদের পার্থিব পিতা-মাতা তাদের নিজেদের সন্তুষ্টির জন্য আমাদেরকে শাস্তি দিতে ও প্রহার করতে পারেন না। অনেক সময় তারা তা করে থাকে তাদের নিজেদের বিকৃত মানসিকতা ও রুচির খোরাক মেটাতে, আবার অনেক সময় তারা তা করে থাকে আমাদের আচার আচরণকে ভাল করে তোলার জন্য। এটি হচ্ছে পিতাদের দুর্বলতা যে, তারাও আমাদের মতই মাংসিকতার অধীন। আর তাই তাদেরকে অবশ্যই আমাদের শাস্তি দানের ও শাসন করার ক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে, কারণ এর মধ্য দিয়ে তারা সেই পিতৃসুলভ অধিকারের অপব্যবহার করবে যা ঈশ্বর তাদেরকে দান করেছেন এবং তারা তাদের প্রদত্ত শাসনের অবমাননা করবে, যার কোন মূল্য থাকবে না। কিন্তু আমাদের আত্মিক পিতা কখনোই তার মানব সন্তানদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে শাস্তি দেন না কিংবা যন্ত্রণা দেন না, কারণ তারা তো আসলে তারই সন্তান। এটি সব সময় আমাদের মঙ্গলের জন্য হয়ে থাকে। তিনি সব সময়ই আমাদের সুফল দানের জন্য এবং আমাদের পবিত্রতা ও ধার্মিকতাকে উদ্ধারের জন্য আমাদের শাসন করে থাকেন। তিনি আমাদেরকে শাসন করে থাকেন যেন আমরা সংশোধিত হই এবং আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে প্রতিমূর্তি ছিল এবং তাঁর যে অনুগ্রহ ছিল তাঁকে আরও বেশি উন্নত করি এবং বৃদ্ধি দান করি। আমাদেরকে এই লক্ষ্যে সংশোধনীও আওতায় আসতে হবে যেন আমরা আরও বেশি করে আমাদের স্বর্গীয় পিতার অনুকরণে কাজ করতে পারি। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদেরকে ভালবাসেন যেন তিনি নিজে তাদেরকে তার মত করতে পারেন এবং এই লক্ষ্যে তিনি তাদেরকে প্রয়োজন অনুসারে শাস্তি দেন।

[৩] আমাদের পার্থিব পিতা আমাদেরকে সামান্য কয়েক দিনের জন্য সংশোধন করে থাকেন, বিশেষত যখন আমরা শিশু ও বাল্যকাল কাটাই, যখন আমরা ছোট থাকি, আর যদিও আমরা তখন দুর্বল ও অপরিপক্ক অবস্থায় থাকি, তথাপি আমাদের দায়িত্ব তাদের প্রতি দায়িত্বশীল থাকা এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করা। আর যখন আমরা পরিপক্কতা লাভ করতো তখন আমাদের উচিত তাদেরকে এর জন্য আরও বেশি করে ভালবাসা এবং সম্মান জানানো, কারণ সে সময় আমরা সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের সম্পূর্ণ জীবন এখানে কাটে শৈশব, অপরিপক্কতা এবং অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়ে, আর সেই কারণে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে, যখন আমরা একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থানে উপনীত হব। যখন আমরা পূর্ণাঙ্গ একটি অবস্থানে এসে পৌঁছাবো, তখন আমাদের অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে সমস্ত দিক থেকে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার আওতায় এসে উপনীত হতে হবে।

[৪] ঈশ্বরের সংশোধনী মোটেও কোন শাস্তি নয়। তার সন্তানেরা প্রথমে হয়তো বা এই ভয় পেতে পারে যে, পাছে তারা কোন ভয়ঙ্কর পরিণতিতে গিয়ে উপনীত হয় এবং আমরা এই বলে ক্রন্দন করি, আমাকে অভিযুক্ত কোরো না, বরং আমাদের সেই পথ দেখাও যে পথে গেলে তুমি সন্তুষ্ট হও, ইয়োব ১০:২। কিন্তু এটি ঈশ্বরের নিজের লোকদের জন্য তাঁর যে পরিকল্পনা তার থেকে অনেক অনেক আলাদা, কারণ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন যাতে করে তাদেরকে পৃথিবীর লোকেরা আর কোনভাবে অভিযুক্ত করতে না পারে, ১ করি ১১:৩২। তিনি এই কাজ করেন তাদের মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে এবং তাদের আত্মার ধ্বংসকে প্রতিহত করতে, যাতে করে তারা ঈশ্বরের জন্য বাঁচে এবং ঈশ্বরের মত হয় এবং চিরকাল তার সাথে থাকে।

৫. ঈশ্বরের সন্তানেরা তাদের সমস্ত যন্ত্রণা ও কষ্টের মাঝে তার আচরণকে তাদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত নয়, বরং তাদেরকে যুক্তি দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে তা বিবেচনা করতে হবে: কোন শাসনই আপাততঃ আনন্দের বিষয় বলে মনে হয় না; কিন্তু দুঃখের বিষয় বলে মনে হয়, তবুও শাসনের মধ্য দিয়ে যাদের অভ্যাস জন্মেছে, তা পরে তাদেরকে ধার্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল প্রদান করে, পদ ১১। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) এই ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের বিচার – দুঃখ কষ্ট ইন্দ্রিয়ের কাছে কৃতজ্ঞতার বিষয় নয়, বরং যন্ত্রণার বিষয়; মাংস তাদেরকে অনুভব করে এবং এর কারণে পীড়িত হয়, এবং যন্ত্রণায় আর্তস্বর করে।

(২) বিশ্বাসের বিচার, যা আসে ইন্দ্রিয়কে সংশোধন করার জন্য এবং যা ঘোষণা করে এক পবিত্র দুঃখ কষ্টের কথা, যা ধার্মিকতা ফল উৎপন্ন করে; এই ফল শান্তি যুক্ত এবং তা আত্মাকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা দান করে; কারণ ধার্মিকতার ফল হচ্ছে শান্তি। আর যদি শরীরের বেদনা এভাবে মনের শান্তি আনে এবং সামান্য দৈহিক পীড়ন দীর্ঘ সময়ের জন্য মানসিক ও আত্মিক ফল দান করে। তাহলে এমন কোন কারণ নেই যে, আমরা এর অধীনে থেকে অবসন্ন বা ক্লান্ত হয়ে যাব। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় যেটি হওয়া উচিত তা হচ্ছে, আমরা যেন এই শাস্তির অধীনে থেকেও ধৈর্য ধারণ করতে শিখি এবং সেভাবেই আমাদের জীবনকে যেন পরিচালনা দান করি ও এক মহান ধার্মিকতা ও পবিত্রতা অর্জন করি।

[১] তাদের পীড়ন ধৈর্যের সাথে সহ্য করতে হবে, এটি হচ্ছে এই অংশে লেখকের মূল বিবেচ্য বিষয়বস্তু, যা নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান এবং আবারও তিনি ফিরে এসেছেন এই বিষয়ে জোর দিয়ে গুরুত্ব দান করার জন্য যে, তারা যেন তাদের শিথিল হস্ত ও অবশ হাঁটু সবল করে, পদ ১২। এ ধরনের দুঃখ কষ্টের বোঝার কারণে খ্রীষ্টানদের হাত শিথিল হয়ে পড়তে পারে এবং তাদের হাটু দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, তারা নিরুৎসাহ এবং নির্জীব হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে হবে এবং এর দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে:-

প্রথমত, তাকে অবশ্যই তার আত্মিক দৌড় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্বাস, ধৈর্য এবং পবিত্র সাহস ও প্রত্যয়, এগুলো তাকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে সাহায্য করবে এবং তাকে সোজা পথে এগিয়ে যেতে ও সেই সাথে সমস্ত বাধা বিঘ্ন ও বিপত্তি এড়িয়ে চলতে সাহায্য করবে।

দ্বিতীয়ত, যেন সে সাহস ও উদ্দীপনা লাভ করে এবং অন্যদেরকে একইভাবে উদ্দীপিত করে। এমন অনেকেই রয়েছে যারা স্বর্গের পথে এখনো হাঁটছে, কিন্তু তারা দুর্বলভাবে এবং পঙ্গুর মত করে সেই পথ ধরে হাঁটছে। এই সমস্ত লোকেরা এক অপরকে নিরুৎসাহিত করে তোলে এবং পরস্পরের চলার পথে বাধা দেয়; কিন্তু তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সাহস বুকে ধারণ করা এবং বিশ্বাসে চলা ও কাজ করা এবং এভাবেই পরস্পরকে স্বর্গের পথে এগিয়ে চলার জন্য সাহায্য করা।

[২] তাদের নির্যাতন এক নিদারুন পবিত্রতার আদলে রূপ ধারন করতে পারে। যেহেতু এটি ঈশ্বরের পরিকল্পনা, সেহেতু এটি তার সন্তানদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার অংশ হওয়া উচিত যে, তারাও যেন সেই শক্তি এবং ধৈর্যে নতুন রূপ লাভ করে সকলের সঙ্গে শান্তি ও পবিত্রতার অনুধাবন করতে পারে, পদ ১৪। যদি ঈশ্বরের সন্তানেরা যন্ত্রণা ও দুঃখ কষ্টের মাঝে অধৈর্য হয়ে পড়ে, তাহলে তারা মানুষের দিকে কোনভাবেই শান্তি পূর্ণভাবে ও নীরবে অগ্রসর হতে পারবে না, কিংবা ঈশ্বরের দিকে যথাযথ ধার্মিকতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারবে না, যা তাদের করা উচিত। কিন্তু বিশ্বাস এবং ধৈর্য তাদেরকে শান্তি ও পবিত্রতার দিকে ধাবিত করে, যেভাবে একজন মানুষ তার আহ্বানের প্রতি ধাবিত হয়, একাগ্রতার সাথে, অনবরতভাবে এবং আনন্দের সাথে। লক্ষ্য করুন:-

প্রথমত, এটি হচ্ছে খ্রীষ্টানদের দায়িত্ব যেন তারা যখন কষ্টভোগের মধ্যে থাকেন সে সময় যেন তারা সকলের সঙ্গে শান্তির অনুধাবন করেন। হ্যাঁ, এমন কি যারা তাদের এই কষ্টের কারণ তাদের সাথেও যেন তা অনুসরণ করেন। এটি একটি কঠিন শিক্ষা এবং অত্যন্ত উঁচু স্তরের একটি পবিত্রতা অর্জনের পদক্ষেপ, কিন্তু এই পদক্ষেপই খ্রীষ্ট তার লোকদেরকে অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছেন। কষ্ট ভোগ আমাদের আত্মাকে তীক্ষ্ণ করে এবং আমাদের আকাঙ্খাকে আরও জোরালো করে তোলে; কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানদেরকে অবশ্যই সকল মানুষের সাথে শান্তির অন্বেষণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, শান্তি এবং পবিত্রতা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত; পবিত্রতা ব্যতীত সত্যিকার কোন শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। আমাদের মাঝে অনেক প্রজ্ঞা, এবং উল্লেখযোগ্য দীর্ঘসহিষ্ণুতা এবং সকলের প্রতি বন্ধুত্ব ও মঙ্গল মনোভাবের নিদর্শন থাকতে পারে; কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের সত্যিকার শান্তিময়তাকে কখনো পবিত্রতা থেকে পৃথক করা যাবে না। আমাদের কখনোই পবিত্রতার পথ পরিত্যাগ করে সকল মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করার ভান করা উচিত নয়, বরং আমাদের উচিত হবে পবিত্রতার পথে শান্তির অনুসন্ধান করা।

তৃতীয়ত, পবিত্রতা ব্যতীত কোন মানুষই প্রভুকে দেখাতে পাবে না। আমাদের পরিত্রাণকর্তা প্রভুর দর্শন লাভ করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পবিত্রতার পুরস্কার লাভ

করতে হবে এবং আমাদের পবিত্রতার উপরে পরিত্রাণের ফল আরোপ করতে হবে, যদিও স্বর্গের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ প্রত্যাদেশ আমাদেরকে স্বর্গের স্বাদ পেতে সাহায্য করে।

৬. যেখানে খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করাকে স্বর্গীয় পিতার দত্ত শাস্তির মত মানুষ বিবেচনায় আনে না, সেখানে তারা এক ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পতিত হয় এবং ধর্মভ্রষ্টতার ঝুঁকিতে পতিত হয়, যার জন্য প্রত্যেক খ্রীষ্টানকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে (পদ ১৫, ১৬): দেখো, কেউ যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হয়।

(১) এখানে লেখক ধর্মভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে একটি সাংঘাতিক সতর্ক বাণী উল্লেখ করেছেন এবং এর সাথে উল্লেখ করেছেন মারাত্মক কিছু উদাহরণের কথা।

[১] তিনি ধর্মভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে বিদ্বেষসূচক কথা বলেছেন, পদ ১৫। এখানে আপনার লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন:-

প্রথমত, ধর্মভ্রষ্টতার স্বরূপ: এটি হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে পতিত হওয়া; এটি হচ্ছে ধর্মের দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া, যা ঘটে থাকে উত্তম ভিত্তি, যথাযথ যত্নশীলতা এবং অধ্যবসায়ের অভাবের কারণে। এটি হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়া, যার অর্থ হচ্ছে আত্মায় প্রকৃত অনুগ্রহের নীতি হারিয়ে ফেলা, এখানে ধর্মীয় নীতিবোধের পাশাপাশি সম্যক যে অনুগ্রহ ও আনুকূল্য থাকে তার কথা বোঝানো হয়েছে এবং সেই সাথে ঈশ্বরের যে ভালবাসা ও অনুগ্রহ আমাদের জন্য এখন ও ভবিষ্যতে রয়েছে তা হারিয়ে ফেলার কথাও বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ধর্মভ্রষ্টতার ফলাফল: যেখানে একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলে, সেখানে এক তিক্ততার মূল উৎপন্ন হয়, মন্দতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তা ছড়িয়ে পড়ে। এক তিক্ততার মূল, একটি তেতো শেকড়, যা তেতো ফল উৎপন্ন করে তার নিজের জন্য ও অপরের জন্য। এটি উৎপন্ন করে মন্দ নীতি ও আদর্শ, যা মানুষকে ধর্মভ্রষ্টতার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং যা ধর্মভ্রষ্টতাকে মারাত্মকভাবে প্ররোচিত করে তোলে – যা ক্ষমার অযোগ্য পাপ (খ্রীষ্টান মণ্ডলীর শিক্ষা এবং উপাসনাকে কলুষিত করা) এবং যা মন্দ কাজ। সাধারণত ধর্মভ্রষ্টতা বাড়তে বাড়তে ক্রমাগতভাবে আরও খারাপ অবস্থানে যায় এবং তা অত্যন্ত মন্দতায় শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়, যা সাধারণত শেষ হয় এক নাস্তিকতা বাদের মধ্যে গিয়ে, নতুবা তা হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এর সাথে তা অন্যদের জন্যও তেতো ফল উৎপন্ন করে, অর্থাৎ মণ্ডলীর জন্য এবং মানুষের জন্য, যা এক মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। এর মন্দ ও কলুষিত নীতি ও কাজের কারণে অনেকে সমস্যার সম্মুখীন হয়, মণ্ডলীর শান্তি ভঙ্গ হয়, মানুষের মনের শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং অনেকে নাপাক হয়, তারা সেই মন্দ নীতির দ্বারা কালিমাগ্রস্ত হয় এবং মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়ে; এই কারণে মণ্ডলী একাধারে তাদের পবিত্রতা ও শান্তির বিঘ্নতায় জটিলতায় পতিত হয়। কিন্তু ধর্মভ্রষ্ট যারা তারা নিজেরাই শেষে সবচেয়ে বড় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

[২] লেখক এক সাংঘাতিক উদাহরণ দ্বারা আমাদেরকে সাবধান বাণী জানিয়েছেন, আর তা হচ্ছে এষৌ এর উদাহরণ, যে যদিও মণ্ডলীর অধীনে জন্ম গ্রহণ করেছিল এবং জ্যেষ্ঠ সন্তান

হিসেবে তার জন্মগত অধিকার লাভ করেছিল, সেই সাথে তার পরিবারের ভাববাদী, পুরোহিত এবং রাজা হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিল, তথাপি সে অতি মন্দ কাজ করেছিল এবং সে তার এই পবিত্র সুযোগকে হেলায় হারিয়ে ফেলেছিল। সে সামান্য মাংসিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য তার জন্মগত অধিকার, জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করে দিয়েছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

প্রথমত, এষৌ এর পাপ। সে তার জন্মগত অধিকারকে চরমভাবে অবজ্ঞা করেছিল এবং তা বিক্রি করে দিয়েছিল এবং সেই সাথে এর আনুষাঙ্গিক যত সুযোগ সুবিধা ছিল তার সবই দিয়ে দিয়েছিল। ধর্মভ্রষ্টরাও তাই করে, যারা নির্যাতন এড়াতে চায় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথা মাংসিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে চায়, যদিও তারা ঈশ্বরের সন্তানের চরিত্র ধারণ করে এবং তাদের দৃশ্যনীয় অধিকার রয়েছে এবং আশীর্বাদ ও উত্তরাধিকার লাভ করার এবং সেই সাথে এর সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করার।

দ্বিতীয়ত, এষৌর শাস্তি, যা তার সন্তান হিসেবে যথাযোগ্য ছিল। তার বিবেক তার সমস্ত পাপ ও বোকামিকে সমর্থন জানিয়েছিল, কিন্তু সে সময় তার ফিরে আসার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল: যখন সে আশীর্বাদের অধিকারী হতে বাসনা করলো, তখন সজল নয়নে সযত্নে তার চেষ্টা করলেও তাঁকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। তার শাস্তির ক্ষেত্রে আমরা দুটি বিষয় দেখতে পাই:-

১. সে তার নিজ বিবেকের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল; সে এখন দেখতে পেয়েছে যে, সে যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করেছিল তাকে সে অতি হালকাভাবে দেখেছে এবং সে তার যথাযথ মূল্য ও গুরুত্ব দেয় নি। সে তার কাছে যা ছিল তা দিয়ে দিয়েছে, আর এখন তা সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যা সে কখনোই পাবে না, অনেক সাধ্য সাধনা করে এবং অনেক চোখের জল ফেলেও পাবে না।

২. সে ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল: সে ঈশ্বরের কাছে বা তার পিতার কাছে অনুশোচনার কোন স্থান পায় নি। সেই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এমন কি তার কাছে, যাকে সে তা বিক্রি করে দিয়েছিল কেবল মাত্র এক পাত্র ডালের জন্য। এষৌ তা ভয়াবহ মন্দতার কারণে এই দর কষাকষি করেছিল এবং সে তার প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বরের মহান ধার্মিকতার বিচারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আর তাই তার উপরে তাঁর অপরিবর্তনীয় শাস্তি নেমে এসেছিল এবং ইসহাককে এই বিষয়টি অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল।

(২) এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে:-

[১] খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্যুত হওয়ার অর্থ হচ্ছে মাংসিক জীবনে ঈশ্বর আমাদেরকে যে সমস্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করেন সেগুলোর মহান ফল হারিয়ে ফেলা এবং সেই সাথে তিনি আমাদের জন্য স্বর্গে যে উত্তরাধিকার রেখেছিলেন তা থেকেও বঞ্চিত হওয়া।

[২] পাপীরা সব সময় স্বর্গীয় আশীর্বাদ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে নীচ চিন্তা-ভাবনা করতো না যা তারা এখন করে থাকে। এমন এক সময় আসছে যখন তারা চিন্তা করবে যে, কোন ব্যথা

বেদনাই আর গুরুতর নয়, তারা আর কোন অশ্রুপাতকে মূল্য দেবে না এই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করার জন্য।

[৩] যখন এই অনুগ্রহের দিন শেষ হয়ে যাবে (যা মাঝে মাঝে আমাদের এই জীবনে ঘটে থাকে), তারা দেখতে পাবে যে, তাদের আর অনুতাপ করার কোন অবকাশ নেই: তারা আর তাদের পাপের জন্য কোন অনুশোচনা করতে পারবে না; এবং ঈশ্বর সেই শাস্তির জন্যও আর আফসোস করবেন না, যা তিনি সেই পাপীদের উপরে আরোপ করবেন। আর সেই কারণে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রের মত খ্রীষ্টানদের কখনোই তাদের খ্রীষ্টান নাম ত্যাগ করা উচিত নয় এবং তাদের পিতার আশীর্বাদ ও উত্তরাধিকার লাভের জন্য আশা ত্যাগ করা উচিত নয়। তাদের উচিত নয় নিজেদেরকে অমোচনীয় পাপের অভিশাপ ও অভিশাপে নিজেদেরকে জর্জরিত করা, যা তারা করে থাকে তাদের ধর্মকে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে, কষ্টভোগ করা থেকে দূরে সরে থাকার জন্য, যা যদিও মন্দ লোকদের কাছে নির্যাতন ও দুঃখ কষ্ট বলে মনে হয়, কিন্তু এটি আসলে তাদের স্বর্গীয় পিতার হাতের বিচারের দণ্ড থেকে আসা একটি সংশোধনের এবং বিচারের শাস্তি, যা তাদেরকে তার আরও কাছে ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এবং যত্নের অধীনে নিয়ে আসে। এখানে লেখক ঈশ্বরের লোকদের সেই দুঃখ কষ্টের প্রকৃতির বিষয়ে বলতে গিয়ে যুক্তি উত্থাপন করেছেন, যখন তারা তাদের ধার্মিকতার জন্য কষ্ট ভোগ করে; এবং এই বিপরীত মুখী যুক্তি অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং শক্তিশালী।

ইব্রীয় ১২:১৮-২৯ পদ

লেখক এখানে ঘোষিত ইব্রীয় খ্রীষ্টানদেরকে তাদের খ্রীষ্টান জীবনের গতিপথ এবং এর মধ্যকার বিভিন্ন সংঘাতে একাগ্র থাকার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন এবং আবারও যিহূদী ধর্মে ফিরে না যাওয়ার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। তিনি তা করেছেন তাদেরকে এটি দেখানোর মধ্য দিয়ে যে, যিহূদী ধর্ম বিশ্বাসের চাইতে সুসমাচারের মণ্ডলীর অবস্থার পার্থক্য কতটুকু, এবং তা স্বর্গে অবস্থিত মণ্ডলীকে কতটা প্রকাশ করে এবং তা অর্জন ও ধারণের জন্য আমাদের খ্রীষ্টান জীবনে একাগ্রতা, অধ্যবসায় এবং ধৈর্য কতটুকু প্রয়োজন।

ক. তিনি দেখিয়েছেন যে, সুসমাচারের মণ্ডলী যিহূদী মণ্ডলী থেকে কতটা আলাদা এবং তা আরও কত না শ্রেষ্ঠ। আর এখানে আমরা মোশির ব্যবস্থার অধীনে যিহূদী ধর্মের একটি বিশেষ বর্ণনা দেখতে পাই, পদ ১৮-২১।

১. এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি অবস্থা। সিনাই পর্বত, যেখানে মণ্ডলীর বিধান স্থাপন হয়েছিল, তা ছিল এমন এক পর্বত যা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যেত (পদ ১৮), এটি একটি পার্থিব স্থান ছিল; এই কারণে তা আমাদের চোখের সামনে উন্মুক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছিল পুরোপুরি বাহ্যিক এবং পার্থিব এবং আরও অনেক বেশি ভারবহ। কিন্তু সিয়োন পর্বতে স্থিত সুসমাচারের মণ্ডলী আরও বেশ আত্মিক, যুক্তি সঙ্গত এবং সহজ।

২. এটি ছিল একটি অন্ধকার বা অস্পষ্ট প্রত্যাদেশ। সেই সিনাই পর্বতের উপরে ছিল ঘোর অন্ধকার এবং চারপাশ ছিল কালো ছায়াঘেরা, আর সেই মণ্ডলীর অবস্থানটি ঘন কালো ছায়া এবং প্রতিচ্ছায়া দ্বারা ঘেরা ছিল। ওদিকে সুসমাচারের মণ্ডলীর অবস্থান অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট।

৩. এটি ছিল এক ভয়ঙ্কর এবং ভয়াবহ প্রত্যাদেশ। যিহূদীরা এর প্রতিমূর্তির আতঙ্ক সহ্য করতে পারে নি। বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ চমক, তূরীর ধ্বনি, ঈশ্বরের নিজ কণ্ঠস্বর যা তাদের সাথে কথা বলেছিল, এর সমস্ত কিছু তাদেরকে করে তুলেছিল অত্যন্ত ভয়ার্ত ও আতঙ্কিত, যার কারণে সেই আওয়াজ যারা শুনেছিল, তারা প্রার্থনা করেছিল, যেন তাদের কাছে আর কথা বলা না হয়, পদ ১৯। হ্যাঁ, মোশি নিজে বলেছিলেন, আমি খুবই ভয় পাচ্ছি এবং কাঁপছি। এই পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষও সরাসরি ঈশ্বরের সামনে এবং তার পবিত্র স্বর্গদূতগণের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলতে সমর্থ নয়। সুসমাচারের মণ্ডলীর অবস্থান মৃদু, ও সদয়, ও বোধগম্য, যা আমাদের দুর্বল কাঠামোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

৪. এটি ছিল একটি সীমাবদ্ধ প্রত্যাদেশ: সকলে এই পর্বতে আরোহণ করার যোগ্য ছিল না, শুধুমাত্র মোশি এবং এবং হারুন এই পর্বতে আরোহণ করতে পারতেন। সুসমাচারের অধীনে আমরা সকলে ঈশ্বরের সামনে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার সাহস ও যোগ্যতা ধারণ করি।

৫. এটি ছিল একটি বিপজ্জনক প্রত্যাদেশ। সেই পর্বত আগুনে প্রজ্জ্বলিত ছিল এবং যে মানুষ বা পশুই সেই পর্বত স্পর্শ করতো না কেন, সে পাথর হয়ে যেত কিংবা ধুলার স্তূপে পরিণত হয়ে যেত, পদ ২০। এটি সত্য যে, ঈশ্বরের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করা ভয়ঙ্কর অপরাধী ও পাপীদের জন্য মারাত্মক বিষয় এবং তা অনেক সময় মৃত্যু ডেকে আনে; কিন্তু এখানে যেমন বলা হচ্ছে, সেটি তেমন আকস্মিক এবং তাৎক্ষণিক মৃত্যু নয়। এটিই ছিল যিহূদী ধর্মের অবস্থা, যারা এতটাই গোড়া এবং কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিল যে, ঈশ্বরের কঠিন ও ভয়ঙ্কর শাস্তিকে তাদের জন্য স্থির করা হয়েছিল, যাতে করে ঈশ্বরের লোকদেরকে এই প্রত্যাদেশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা যায় এবং তাদেরকে সত্যিকার অর্থে সুসমাচারের মণ্ডলীর সুমিষ্ট এবং মৃদু পরিবেশের জন্য প্রস্তুত করে তোলা যায়।

খ. তিনি দেখিয়েছেন যে, সুসমাচারের মণ্ডলী স্বর্গে স্থিত মণ্ডলীর বিজয় উল্লাসকে কতটা দারুনভাবে উপস্থাপন করে, যে মণ্ডলী এই পৃথিবীর সাথে স্বর্গীয় মণ্ডলীর যোগসূত্র। সুসমাচারের মণ্ডলীকে বলা হয়ে থাকে সিয়োন পর্বত, স্বর্গীয় যিরূশালেম, যা মুক্ত, যা সিনাই পর্বতের বিপরীত, যা প্রকাশ করে বন্দীত্ব, গালা ৪:২৪। এটি ছিল সেই পাহাড় যার উপরে ঈশ্বর তাঁর রাজা যীশু খ্রীষ্টকে স্থাপন করেছিলেন। এখন, সিয়োন পর্বতে আসার জন্য বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই একটি স্বর্গীয় স্থানে উপনীত হতে হবে, এবং একটি স্বর্গীয় সমাজে স্থাপিত হতে হবে।

১. স্বর্গীয় স্থানের অভ্যন্তরে।

(১) জীবন্ত ঈশ্বরের শহরের অভ্যন্তরে। ঈশ্বর সুসমাচারের মণ্ডলীতে তাঁর গৌরবময় আবাস

গড়েছেন, যা সেই অর্থে স্বর্গের প্রতিকৃতি। সেখানে তাঁর লোকেরা তাঁকে দেখতে পাবে শাসনকারী, নির্দেশনা দানকারী, পবিত্রকারী এবং সান্ত্বনা দানকারী হিসেবে; সেখানে তারা তাঁর কাছে কথা বলে থাকে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এবং তিনি তাদের কথা শ্রবণ করেন; সেখানে তিনি তাদেরকে স্বর্গের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন এবং তাদেরকে সেই যথাযথ উত্তরাধিকার দান করেন।

(২) সেই স্বর্গীয় যিরূশালেমে তারা জন্ম গ্রহণ করবে এবং সেখানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, স্বাধীন নাগরিকের মত। এখানে বিশ্বাসীরা স্বর্গের পরিষ্কার দর্শন লাভ করবে, স্বর্গের আরও সুস্পষ্ট অস্তিত্বের প্রমাণ লাভ করবে এবং আরও মহান অবস্থান ও আরও পবিত্র আত্মা লাভ করবে।

২. এক স্বর্গীয় সমাজে।

(১) অগণিত স্বর্গদূতদের মাঝে, যারা পবিত্র ব্যক্তিদের সাথে একই পরিবারের সদস্য হবেন, একই মস্তকের অধীনে থাকবেন এবং একই কাজে নিযুক্ত থাকবেন, বিশ্বাসীদের মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের পরিচর্যা কাজ করবেন, তাদেরকে সঠিক পথে বজায় রাখবেন এবং তাদের তাঁবু গাঁথার জন্য সাহায্য করবেন। এই সকল সংখ্যা আমাদের জন্য পরিমাপ করার সাধ্যাতীত, এবং তা আমাদের শৃঙ্খলা ও সংযুক্তি ঘটায়, আর তা আমাদের জন্য গৌরবময় অবস্থান সৃষ্টি করে। আর যারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সুসমাচারের মণ্ডলীতে যুক্ত হয়, তারা স্বর্গদূতদের সাথে যুক্ত হয় এবং তারা এভাবেই তাদের মতই সত্তা বিশিষ্ট হয়ে পড়েন। তারা স্বর্গদূতদের সম অবস্থানের ও সম মর্যাদা বিশিষ্ট হতে সক্ষম হন।

(২) প্রথম জাতদের সমাবেশ ও মণ্ডলী, যা স্বর্গে রচিত হয়েছে, আর তা হচ্ছে, সেই সার্বজনীন মণ্ডলী, যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা এই মণ্ডলীর কাছে আসতে পারি এবং তাদের সাথে একই মস্তকের অধীনে সংযুক্ত হতে পারি, একই আশায় আবদ্ধ হতে পারি এবং একই পবিত্রতায় পথ চলতে পারি, একই আত্মিক শত্রুর বিরুদ্ধে একাত্ম হয়ে দাড়াতে পারি এবং একই বিশ্রাম, বিজয় ও গৌরবময় জয়োল্লাসে একত্রিত হতে পারি। এখানে প্রথম জাতদের সাধারণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে, যারা অতীতের ও বিগত সময়ের পবিত্র ব্যক্তিবর্গ, যারা সুসমাচারের রাজ্যের প্রতিজ্ঞা সমূহ দেখেছিলেন, কিন্তু তা গ্রহণ করেন নি এবং সেই সাথে যারা প্রথমেই তা সুসমাচারের অধীনে থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন এবং এভাবে প্রথম জাত হয়েছিলেন এবং সুসমাচারের প্রথম ফল লাভ করেছিলেন; আর সেই কারণে প্রথম জাতের মত আমাদেরকে বাকি পৃথিবীর চাইতে আরও বেশি মহান সম্মান ও সুযোগ লাভের সম্ভাবনা এসেছিল। নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সকল সন্তান তার উত্তরাধিকারী এবং প্রত্যেকেরই প্রথম জাত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাদের নাম স্বর্গে লেখা রয়েছে, আর এখানে তা মণ্ডলীতে লেখা রয়েছে: ঈশ্বরের গৃহে তাদের নাম লিখিত রয়েছে, আর তা যিরূশালেমে বাসকারীদের মধ্যে লিখিত রয়েছে। তাদের বিশ্বাস ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য তাদের ভাল সুনাম রয়েছে এবং তাদের নাম মেষ শাবকের জীবন পুস্তকে লেখা রয়েছে, আর এর নাগরিক হিসেবে তাদের নাম জীবন পুস্তকের লেখা রয়েছে।

(৩) ঈশ্বরের কাছে, যিনি সকলের বিচারকর্তা, সেই মহান ঈশ্বর, যিনি একাধারে যিহূদী ও অযিহূদী সকলেরই বিচার করবেন সেই আইন অনুসারে, যার অধীনে তারা রয়েছে: বিশ্বাসীরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে আসে, তাদের বিচারের ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে এবং সুসমাচারের অধীনে তাদের সমস্ত শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে এবং তাদের বিবেকের আদালতে তারা তাদের নিজেদের বিচার সাধন করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিচারের ফলাফল জানতে পারে, যার মাধ্যমে তারা চিরকালের জন্য বিচারিত হয়।

(৪) পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিদের আত্মা তা যথার্থ করে তোলে। সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ, ধার্মিক মানুষ, যারা তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে উত্তম। ধার্মিক ব্যক্তির সর্বোত্তম অংশটির কাছে, যা হচ্ছে তাদের আত্মা, যা করে তোলা হয়েছিল যথার্থ করে। বিশ্বাসীদের মৃত পবিত্র ব্যক্তিদের সাথে সংযুক্ত হতে হবে একই পবিত্র মস্তক ও আত্মার অধীনে এবং তারা একই উত্তরাধিকার লাভ করবে, যার উপরে ভিত্তি করে পৃথিবীতে যারা রয়েছে তারা হবে উত্তরাধিকারী এবং যারা স্বর্গে রয়েছে তারা হবে অধিকারী।

(৫) নতুন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু এবং সিঞ্চিত রক্ত, যা হেবলের রক্ত থেকেও উত্তম কথা বলে। এটি হচ্ছে সেই সমস্ত উৎসাহের মধ্যে অন্যতম, যা আমাদেরকে সুসমাচারের রাজ্যে উদ্যোগী ও অধ্যবসায়ী হতে সাহায্য করে, প্রেরণা যোগায়, যেহেতু এটি নতুন নিয়মের মধ্যস্থতাকারী যীশু খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার এমন একটি পথ এবং তার রক্তের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপায়, যা হেবলের রক্তের চুক্তির চেয়ে আরও উত্তম কথা বলে।

[১] সুসমাচারের চুক্তি হচ্ছে নতুন চুক্তি, যা কাজের চুক্তি থেকে আলাদা; আর এটি এখন একটি নতুন প্রত্যাদেশের অধীনে রয়েছে, যা পুরাতন নিয়ম থেকে একেবারেই পৃথক।

[২] খ্রীষ্ট হলেন নতুন নিয়মের মধ্যস্থতাকারী; তিনি হলেন সেই মধ্যস্থ ব্যক্তি যিনি উভয় পক্ষের মধ্য দিয়ে যান, এই পক্ষ দ্বয় হলেন ঈশ্বর ও মানুষ। তিনি চান যেন তিনি তাদেরকে এই চুক্তির অধীনে আনতে পারেন, যে কোন মূল্যে পাপীদের পাপ মোচন করে এবং ঈশ্বরের কাছে এই পাপের জন্য যে বিঘ্ন রয়েছে তা দূর করে দিয়ে তিনি সকলকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসতে পারেন, যাতে করে আমাদের প্রার্থনা তিনি ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের জন্য বয়ে নিয়ে আসতে পারেন, আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করতে পারেন এবং আমাদের কাছে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। আর তিনি এভাবেই তার লোকদেরকে ঈশ্বরের সাথে স্বর্গে বসবাস করার সুযোগ লাভ করিয়ে দিতে চান এবং তাদের মাঝে চিরকালের জন্য মধ্যস্থ হতে চান, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপভোগ করছে এমসন দৃশ্য দেখতে চান এবং ঈশ্বর তারই মধ্য দিয়ে লোকদেরকে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দান করছে এমন নিশ্চয়তা লাভ করতে চান।

[৩] এই চুক্তি খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা ধৌত করা হয়েছে, যা আমাদের চেতনার উপরে সেচন করা হয়েছে, যেভাবে উৎসর্গের রক্ত বেদীর উপরে এবং উৎসর্গের পশুর উপরে সেচন করা

হত। খ্রীষ্টের এই রক্ত ঈশ্বরকে শান্ত করে এবং মানুষের চেতনাকে পরিশুদ্ধ করে।

[৪] এই রক্ত কথা বলে এবং তা হেবলের রক্তের চেয়ে আরও উত্তম কথা বলে।

প্রথমত, এটি পাপীদের পক্ষে ঈশ্বরের সাথে কথা বলে; এটি প্রতিশোধ পরায়ণ হওয়ার কথা চিন্তা করে না, যেভাবে হেবলের রক্ত যে ঝরিয়েছিল তার উপরে তা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছিল; বরং তা চিন্তা করে দয়া, করুণা ও ক্ষমার কথা।

দ্বিতীয়ত, পাপীদের কাছে ঈশ্বরের নামে কথা বলে। এটি তাদের পাপের ক্ষমা ঘোষিত হওয়ার কথা বলে, তাদের আত্মার শান্তির কথা বলে; এবং তাদের কঠিনতম বাধ্যতা এবং সর্বোচ্চ ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার কথা বলে।

গ. লেখক এভাবে সুসমাচারের মণ্ডলীর স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আমাদেরকে অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য এভাবেই তার বক্তব্য দান করেছেন এবং এই বক্তব্যকে তিনি বিশেষভাবে সারগর্ভ বাণীতে সংক্ষেপিত করার মধ্য দিয়ে তার যুক্তিকে আরও শক্তিশালী করেছেন (পদ ২৫): দেখো, যিনি কথা বলেন, তাঁর কথা শুনতে অসম্মত হয়ো না – যিনি তার রক্তের মধ্য দিয়ে কথা বলেন; এবং শুধুমাত্র হেবলের রক্ত যেভাবে ভূমি থেকে কথা বলে উঠেছিল সেভাবেই তিনি কথা বলেন না, বরং সেই সাথে ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়েও কথা বলেন এবং সিনাই পর্বতের উপরে মোশির মধ্য দিয়ে কথা বলেন; এরপর তিনি পৃথিবীতে কথা বলেছেন, আর এখন তিনি স্বর্গ থেকে কথা বলছেন। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. যখন ঈশ্বর মানুষের সাথে সবচেয়ে দারুন উপায়ে কথা বলেছেন সে সময় তিনি ন্যায্যভাবে আশা করতেই পারেন যে, তিনি তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে একাগ্র ও আন্তরিক মনযোগ লাভ করবেন। এখন ঈশ্বর সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তার লোকদের সাথে সবচেয়ে উত্তম প্রক্রিয়ায় কথা বলছেন। কারণ:-

(১) তিনি এখন এক সুউচ্চ এবং আরও গৌরবময় এক স্থান ও সিংহাসন থেকে কথা বলছেন, সিনাই পর্বত থেকে নয়, যা এই পৃথিবীতে অবস্থিত ছিল, বরং তিনি স্বর্গ থেকে কথা বলছেন।

(২) তিনি এখন আরও সরাসরি কথা বলছেন তাঁর অনুপ্রাণিত বাক্য এবং তাঁর পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে, যা তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহনকারী। তিনি এখন মানুষের কাছে কোন নতুন বিষয়ে কথা বলছেন না, বরং তিনি তাঁর পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সেই এককই বাক্য উচ্চারণ করছেন যা তাদের জন্য উপযোগী।

(৩) তিনি এখন আরও ক্ষমতার সাথে এবং আরও কার্যকারিতার সাথে কথা বলছেন। এই কারণে নিশ্চয়ই তার কণ্ঠ এই পৃথিবীকে প্রকম্পিত করবে, কিন্তু এখন সুসমাচারের অবস্থানকে মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলার মধ্য দিয়ে তিনি এই পৃথিবীকেই শুধু প্রকম্পিত করেন নি, সেই সাথে স্বর্গেও প্রকম্পিত করেছেন, শুধুমাত্র পাহাড় এবং পর্বতকে কম্পিত করেন নি, কিংবা মানুষের আত্মাকে কম্পিত করেন নি, কিংবা কনান দেশের

নাগরিকদের আবাস স্থল প্রকম্পিত করেন নি, তাঁর লোকদের স্থান করে নেওয়ার জন্য, – তিনি শুধু এই পৃথিবীকে কাপিয়ে তোলেন নি, যা তিনি সে সময় করেছিলেন, বরং তিনি মণ্ডলীকেই প্রকম্পিত করেছেন, অর্থাৎ যিহূদী জাতিকে এবং তাদের মণ্ডলীর অবস্থানকেও কাঁপিয়ে তুলেছেন, যা পুরাতন নিয়মের সময়ে ছিল পৃথিবীতে উপস্থিত স্বর্গের তুল্য। তিনি এখন তাদের এই স্বর্গীয় আত্মিক অবস্থানকে প্রকম্পিত করছেন। এটি স্বর্গ থেকে আগত সুসমাচারের, মধ্য দিয়ে সুসসম্পন্ন হয়ে, যা দিয়ে ঈশ্বর যিহূদী জাতির নাগরিক ব্যবস্থা ও উপদেশকের অবস্থানকে কম্পমান করে তুলেছেন এবং এক নতুন মণ্ডলীগত অবস্থান লাভ করেছে, যা কখনো মুছে ফেলা যাবে না, যা কখনো পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন কোন পৃথিবীতে রূপ লাভ করবে না, বরং চিরকাল স্বর্গে নিখুঁত অবস্থানে থাকবে।

২. যখন ঈশ্বর মানুষের সাথে সবচেয়ে উপযুক্তভাবে কথা বলবেন, সে সময় যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তাদের দোষই সবচেয়ে বেশি গুরুতর এবং তাদের শাস্তি হবে আরও বেশি অমোচনীয় এবং অসহনীয়; তাদের কোন পালিয়ে যাওয়ার জায়গা থাকবে না, কিংবা তা সহ্য করার শক্তি থাকবে না, পদ ২৫। সুসমাচারের অধীনে মানুষের সাথে ঈশ্বরের ভিন্ন প্রক্রিয়ায় কথা বলার এই প্রক্রিয়া হচ্ছে অনুগ্রহের প্রক্রিয়া, যা আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে, তিনি সুসমাচারের অবজ্ঞাকারীদেরকে অন্য যে কারও চেয়ে ভিন্নভাবে দেখবেন ও বিচার করবেন। সুসমাচারের মহিমা, যা আমাদের দারুন সম্মানের ও মর্যাদার বিষয়, তা তিনটি বিষয়ের মঝে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়:-

(১) সুসমাচারের তূরীর মাধ্যমে, যার ধ্বনিতে পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশ এবং ঈশ্বরের মণ্ডলী কম্পিত হয়েছিল এবং বিমোচিত হয়েছিল; এবং আমরা কি ঈশ্বরের সেই কণ্ঠস্বরকে অবজ্ঞা করবো, যা ঈশ্বরের নিজ কণ্ঠস্বর এবং যা সেই মণ্ডলীকে বিলুপ্ত করেছিল, যা দীর্ঘদিন ঈশ্বরের নিজ ভবন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল?

(২) সুসমাচারের তূরীর ধ্বনিতে ঈশ্বরের জন্য এই পৃথিবীতে একটি নতুন মণ্ডলী উত্থাপিত হয়েছিল, যা কখনো কম্পিত কর যাবে না, যা মুছে ফেলা যাবে না। এই পরিবর্তন একবারই কিন্তু চিরকালের জন্য সাধন করা হয়েছে; অন্য কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হবে না যে পর্যন্ত না এর সময় পূর্ণ হয়। এখন আমরা একটি রাজ্য পেয়েছি যা কখনোই বিলুপ্ত হবে না, যা কখনোই মুছে যাবে না, যার আর কোন নতুন প্রত্যাদেশের সুযোগ নেই। পবিত্র শাস্ত্রের ক্যানন এখন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা নির্বাপিত হয়েছে, ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব এখন পূর্ণতা লাভ করেছে, তিনি এখন এতে তার হাত শেষ বারের মত রেখেছেন। সুসমাচারের মণ্ডলীকে আরও বড় করে তোলা সম্ভব, আরও বেশি সমৃদ্ধশালী এবং আরও পবিত্র করে তোলার সম্ভব, যেন তা কোনভাবেই কলুষিত হয়ে না পড়ে, বরং তা কখনোই এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে রূপ নেবে না। তা ভিন্ন কোন প্রত্যাদেশে রূপ ধারণ করবে না। যারা সুসমাচারের অধীনে ধ্বংস হবে তাদের জন্য আর কোন প্রতিকার নেই। আর এই কারণে লেখক ন্যায্য ভাবেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে:-

[১] আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করা কতটা আবশ্যকীয়, যাতে করে

আমরা তাকে গ্রহণযোগ্যতার সাথে সেবা ও পরিচর্যা করতে পারি: যদি আমরা এই প্রত্যাদেশের অধীনে ঈশ্বরের কাছে গৃহীত না হই, আমরা কখনোই গৃহীত হব না; এবং আমরা ধর্মের জন্য আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ বলে প্রমাণ করবো, যদি আমরা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য না হই।

[২] আমরা গ্রহণযোগ্যতার সাথে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি না, যদি না আমরা তাকে ঐশ্বরীক মর্যাদা ও ভীতি সহকারে উপাসনা ও বন্দেগী না করি। বিশ্বাসের মত পবিত্র ভীতিরও গ্রহণযোগ্য উপাসনার প্রয়োজন রয়েছে।

[৩] কেবল মাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহই পারে আমাদেরকে সঠিকভাবে ঈশ্বরের উপাসনা পরিচালনা করার জন্য সমর্থ করে তুলতে: প্রকৃতি এখানে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না, বিশেষ করে তা আমাদের মহামূল্যবান বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে না এবং পবিত্র ভীতিও তৈরি করতে পারে না, যা আমাদের উপাসনাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজন।

[৪] ঈশ্বর হলেন সেই একই ধার্মিক ও ন্যায় বিচারক ঈশ্বর, যিনি সুসমাচারের ঈশ্বর হলেও আমাদের কাছে ব্যবস্থার অধীনে উপস্থিত হয়েছিলেন। যদিও তিনি খ্রীষ্টে আমাদের ঈশ্বর এবং এখন তিনি আমাদের সাথে আরও বেশি দয়া ও অনুগ্রহপূর্ণ এক উপায়ে আচরণ করছেন, তথাপি তিনি নিজে এক অনির্বান অগ্নি; এর অর্থ হচ্ছে তিনি আমাদের ন্যায় বিচারের ঈশ্বর, যিনি তার প্রতি ও তার অনুগ্রহের প্রতি সকল অবজ্ঞাকারীদের বিরুদ্ধে এবং সেই সাথে তার ধর্মভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। সুসমাচারের অধীনে ঈশ্বরের বিধান আরও সাংঘাতিক উপায়ে প্রদর্শিত হয়েছে, কারণ এখানে আমরা দেখতে পাই এক স্বর্গীয় বিচার, যা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের সামনে দৃশ্যমান করে তুলেছে এবং তাকে এক শান্তি স্থাপনকারী উৎসর্গ হিসেবে উপস্থাপন করেছে, তাঁর আত্মা ও দেহকে পাপের জন্য উৎসর্গ করেছে, যা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সময়ে সিনাই পর্বতে আমরা ন্যায় বিচারের যে ধ্বজ্জা দেখেছি, তার চাইতে অনেক গুণ বেশি মহিমা মণ্ডিত এবং গৌরবোজ্জ্বল।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্র

অধ্যায় ১৩

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, বিশ্বাস, বিনামূল্যে দত্ত অনুগ্রহ ও সুসমাচারের দত্ত সুফলসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং স্বধর্মত্যাগ সম্পর্কে ইব্রীয়দেরকে সতর্ক করে দেওয়ার পর এখন লেখক তাঁর পত্রটির শেষ অধ্যায়ে এসে উপনীত হয়েছেন। আর এখানে তিনি ইব্রীয়দের একাধিক অসাধারণ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তাদের বিশ্বাসের প্রকৃত ফলাফল (পদ ১-১৭)। এরপর তিনি তাঁর জন্য তাদের প্রার্থনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন, তিনি নিজে ও তীমথি তাদের সাথে দেখা করতে পারেন এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং সার্বিক সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করেছেন, পদ ১৮-২৫।

ইব্রীয় ১৩:১-১৭ পদ

আমাদের জন্য খ্রীষ্টের নিজেকে উৎসর্গ করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি যেন নিজেকে একটি বিশেষ জাতির জন্য ক্রয় করে নিতে পারেন, যারা ঈশ্বরের বেছে নেওয়া জাতি এবং যারা ভাল কাজ করার জন্য সর্বদা আগ্রহী। এখানে লেখক বিশ্বাসী যিহূদীদেরকে আরও বহুবিধ অসাধারণ দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, যার মধ্য দিয়ে তারা খ্রীষ্টান হিসেবে অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হবে।

ক. ভ্রাতৃত্বসুলভ ভালবাসা (পদ ১), যার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্কীয়দের প্রতি ভালবাসা ও ভালবাসার প্রকাশের কথাই বলা হয় নি, বরং আরও বৃহত্তর অর্থে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা যারা একই সহভাগিতায় সম্মিলিত হয়েছি ও খ্রীষ্টের মণ্ডলীর অংশীদার হয়েছি, তাদের সকলের প্রতি ভালবাসার কথা বোঝানো হয়েছে।

১. এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ইব্রীয়দের একের অন্যের প্রতি এই ভালবাসা ইতোমধ্যে ছিল। যদিও এ সময় এই জাতিটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং নিজেদের মাঝে নানাভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় দিক থেকে, তথাপি তাদের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেম ঠিকই অটুট ছিল, যারা যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিল। এই বিষয়টি প্রগাঢ়ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণের পর, যখন তারা সকলে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে একটি সাধারণ ভাণ্ডারে জমা করেছিলেন, যেন সমস্ত বিশ্বাসী ভাইয়েরা এক সাথে বাস করতে পারেন। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের চেতনা হচ্ছে প্রকৃত ভালবাসার চেতনা। বিশ্বাস কাজ করে ভালবাসার মধ্য দিয়ে। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে বন্ধুত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। যদি তা না হত, তাহলে ধর্মের কোন সত্যতাই আর থাকতো না।

২. এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসা হারিয়ে যেতে বসেছে এবং তা নির্যাতনের সময়ে, যখন এই ভ্রাতৃপ্রেম সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। মোশির ব্যবস্থা তাদের মানা উচিত কি উচিত নয়, এই নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় তাদের মধ্য থেকে এই ভ্রাতৃপ্রেম হারিয়ে যেতে বসেছিল। ধর্ম নিয়ে বিতর্ক অনেক সময়ই খ্রীষ্টীয় ভালবাসার মাঝে ফাটল ধরায় ও ক্ষয় সৃষ্টি করে। কিন্তু এই বিভেদের বিপক্ষে অবশ্যই প্রতিরোধ তৈরি করা উচিত এবং ভ্রাতৃপ্রেম রক্ষা করার জন্য যে কোন মূল্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবশ্যই সব সময় ভাইদের মত করে ভালবাসা ও বসবাস করা উচিত এবং তারা যত বেশি করে তাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হবে, তত বেশি উচিত হবে তাদের একে অন্যের প্রতি ভালবাসায় ও মমতায় বৃদ্ধি পাওয়া।

খ. আতিথেয়তা: তোমরা অতিথিদের সেবা করতে ভুলে যেও না, পদ ১। আমাদের অবশ্যই ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসার সাথে সাথে অতিথিদারীর জন্যও নিজেদেরকে প্রস্তুত রাখতে হবে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. যে দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন – অতিথিদের সেবা করা। যারা সামগ্রিক অর্থে খ্রীষ্টান সমাজের অতিথিস্বরূপ এবং যারা আমাদের ব্যক্তিগত অতিথি, উভয়ের সেবা করা আমাদের কর্তব্য, বিশেষ করে যারা খ্রীষ্টান সমাজের কাছে একেবারে নতুন এবং যারা আমাদের সাথে পরিচিত হতে চায়। যারা আমাদের অপরিচিত তাদেরকে আমরা চিনি না এবং তারা কোথা থেকে এসেছে তাও জানি না। তথাপি খ্রীষ্টান পরিচর্যা ও ভালবাসার খাতিরে আমাদের উচিত নিজেদের অন্তরে ও গৃহে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া, যদি আমাদের সেই সুযোগ থাকে।

২. উদ্দেশ্য: *কেননা কেউ কেউ না জেনে এভাবে স্বর্গদূতদেরও আতিথ্য করেছেন*। এভাবে অব্রাহাম আতিথ্য করেছিলেন (আদিপুস্তক ১৮ অধ্যায়), এবং লোটও করেছিলেন (আদিপুস্তক ১৯ অধ্যায়), এবং অব্রাহাম যাদের আতিথ্য করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। যদিও আমরা সেভাবে নিশ্চিত হতে পারি না যে, আমাদের ক্ষেত্রেও তেমনটা ঘটবে কি না, কিন্তু তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে তিনি অবশ্যই নিজে আমাদের কাছে দর্শন দেবেন এবং আমাদেরকে যথাযোগ্য পুরস্কার দান করবেন। মথি ২৫:৩৫ পদে প্রভু নিজে এ বিষয়ে ধারণা দিয়েছেন: আমি অতিথি *হয়েছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে*। ঈশ্বর অনেক সময়ই তাঁর বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের অজান্তেই তাদেরকে যোগ্য সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে থাকেন।

গ. খ্রীষ্টান সহানুভূতি: *তোমাদের নিজেদের সহবন্দী জেনে বন্দীদের স্মরণ করো*।

(১) ঈশ্বর অনেক সময় এমনটা আদেশ দিয়েছেন, কারণ কোন কোন খ্রীষ্টান মণ্ডলী শান্তি ও স্বাধীনতা উপভোগ করতে থাকাকালে অন্য অনেক মণ্ডলী বন্দীত্ব ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে থাকে। সকল মণ্ডলীকেই এমন সময়ে আহ্বান করা হয় নি যে, তারা প্রত্যেকে শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।

(২) যারা নিজেরা স্বাধীনতা উপভোগ করছে তাদের অবশ্যই সেই সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতে হবে, যারা বন্দীত্ব ও প্রতিকূলতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের

জায়গায় নিজেদেরকে কল্পনা করে এই সহানুভূতি অন্তরে জাগ্রত করতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই সহ-বিশ্বাসী ভাইদের কষ্ট অন্তরে অনুভব করতে হবে।

২. তাদের এই দায়িত্ব পালনের কারণ: যারা অত্যচারিত হচ্ছে তাদের সঙ্গে যেন তোমরাও অত্যচারিত হচ্ছ, এভাবে তাদের স্মরণ করো। তারা যেভাবে অত্যাচার ও কষ্ট ভোগ করছে তা চিন্তা করে আমাদের অনুভব করা প্রয়োজন এবং তাদের জন্য সহানুভূতি ও সহমর্মিতা পোষণ করা প্রয়োজন, যেন আমরা নিজেরা যখন পরীক্ষায় পড়বো সেই সময়ে জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি। আমাদেরকে একই মাণ্ডলিক দেহের অংশীদার হয়ে তাদের কষ্ট অনুভব করতে হবে, কারণ একটি অঙ্গ দুঃখ পেলে তার সঙ্গে সকল অঙ্গই দুঃখ পায়, ১ করি ১২:২৬। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যদি একে অন্যের ভার বহন না করে, তাহলেই বরং তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে।

ঘ. পবিত্রতা ও নৈতিক শুদ্ধতা, পদ ৪। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. বিয়ের বিধানের ব্যাপারে ঈশ্বরের বিশেষ নির্দেশ। তিনি এই বৈবাহিক সম্পর্ককে অন্য যে কোন সম্পর্কের চেয়ে আদরণীয় করেছেন। সবার চোখেই এই সম্পর্ক সম্মানজনক হওয়া উচিত এবং যারা ঈশ্বরের সন্তান তাদের কারও এই সম্পর্কের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করা উচিত নয়। এই সম্পর্ক আদরণীয়, কারণ ঈশ্বর নিজে স্বর্গে মানুষের মাঝে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন, কারণ তিনি জানতেন পুরুষের একা থাকা ভাল নয়। তিনি প্রথম দম্পতি, মানব জাতির আদি পিতা-মাতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, যেন তারা প্রভুতে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং প্রভুর সৃষ্টিকর্মের তত্ত্বাবধান করে। খ্রীষ্ট তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজ একটি বিয়ে বাড়িতে করার মধ্য দিয়ে বিয়েকে সম্মানিত করেছেন। এই সম্মান ও মর্যাদার কারণেই আমাদের উচিত শয্যা নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখা। নৈতিকভাবে শুদ্ধ ও পবিত্র দুই জন মানুষ যখন বৈবাহিক বন্ধনে মিলিত হয়, তখন তা অত্যন্ত সম্মানের ও আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্ক থেকে এই বৈবাহিক শয্যাকে রক্ষা করা ও পবিত্র রাখা।

২. অনৈতিকতা ও লাম্পট্যের বিরুদ্ধে কড়া সাবধানবাণী: *ব্যভিচারীদের ও পতিতাগামীদের বিচার ঈশ্বর করবেন*।

(১) ঈশ্বর জানেন কারা এমন পাপের জন্য দায়ী। কোন অন্ধকার ও আড়ালই তাদেরকে তাঁর চোখ থেকে পালাতে দেবে না।

(২) তিনি এ ধরনের পাপকে উপযুক্ত নামেই সম্বোধন করবেন। তিনি এই সম্পর্ককে কোনভাবেই ভালবাসা ও আদরণীয় সম্পর্ক হিসেবে সম্বোধন করবেন না। বরং তিনি এই সম্পর্ক একান্তই ব্যভিচার ও গতিতাগমন বলে আখ্যা দেবেন। অবিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রে পতিতাগতমন ও বৈবাহিক জীবনের ক্ষেত্রে ব্যভিচার বলা হয়েছে।

(৩) তিনি তাদেরকে বিচারের অধীনে নিয়ে আসবেন। তিনি তাদের বিচার করবেন তাদেরই বিবেককে অভিযুক্ত করার মাধ্যমে। তিনি তাদের সামনে তাদের সমস্ত পাপ উপস্থাপন

করবেন, যেন তারা নিজেদের বিবেকের অন্তর্জ্বালায় দংশিত হয়। কিংবা তিনি তাদেরকে শেষ বিচারের দিনে মৃত্যুর দণ্ড দেবেন। তিনি তাদেরকে বিচারে দাঁড় করাবেন, তাদেরকে অভিযুক্ত করবেন এবং তাদের এই পাপের জন্য চিরতরে তাদেরকে মৃত্যুর মুখে পতিত করবেন।

ঙ. খ্রীষ্টান সংযম, পদ ৫,৬। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. যে পাপ এই মহা অনুগ্রহ ও দায়িত্বের বিপরীত – *লোভ*, এই পৃথিবীর সম্পদ হস্তগত করার এক একাগ্র আকাঙ্ক্ষা, যাদের আমাদের চেয়ে বেশি আছে তাদের প্রতি ঈর্ষা করা। আমাদের জীবনে কোথাও এই পাপকে স্থান দেওয়া উচিত নয়, কারণ এই পাপ অন্তরে এক গোপন পাপ হয়ে অবস্থান করতে থাকে। যদি আমরা এই পাপকে দমন করতে না পারি আমাদের জীবনকে এই পাপ আষ্টেপৃষ্টে বন্দী করে ফেলবে এবং তখন আমাদের আর কোনভাবেই এই পাপের কবল থেকে বেরিয়ে আসার উপায় থাকবে না। আমাদের চলায় ও বলায় সব সময় এই পাপ প্রকাশ পাবে। আমাদের অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে যেন কোনভাবেই এই পাপ আমাদের আত্মার দখলদারিত্ব নিয়ে না নেয়।

২. সংযমপূর্ণ দায়িত্ব ও অনুগ্রহ এই পাপের ঠিক বিপরীত – আমাদের যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। বর্তমান বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কারণ অতীতকে আমরা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারব না এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কিছু একমাত্র ঈশ্বরের হাতে রয়েছে। ঈশ্বর আমাদেরকে প্রতি দিন যা দিচ্ছেন তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যদিও আমরা এর আগে যা পেয়েছি তার থেকে বর্তমান প্রাপ্তির পরিমাণ স্বল্প হতে পারে এবং ভবিষ্যতে যা পাব তা হয়তো আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ নাও করতে পারে। আমাদের মনকে এমনভাবে গড়ে নিতে হবে যেন আমরা বর্তমান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি, আমাদের চাহিদা যেন আকাশচুম্বী না হয়, ঈশ্বর আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার সাথে যেন আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গতি থাকে। হামান ছিল রাজার রাজ-দরবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কিন্তু তারপরও সে তা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। আহাব নিজে রাজা ছিলেন, কিন্তু তারপরও তার চাহিদার শেষ ছিল না। আদম এদোন বাগানে বসবাস করতেন, তারপরও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এমনকি যে স্বর্গদূতেরা স্বর্গে সব সময় বাস করেন, তাদের মধ্যেও অনেকে তাদের সন্তুষ্টি ধরে রাখতে পারেন নি। কিন্তু প্রেরিত পৌলের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, যদিও তিনি সারা জীবন খালি হাতে ছিলেন ও নিঃস্ব জীবন-যাপন করেছেন, তথাপি তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন তাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

৩. যে কারণে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা প্রয়োজন:-

(১) কারণ ঈশ্বর নিজেই বলেছেন, "আমি কোনক্রমে তোমাকে ছাড়বো না ও কোনক্রমে তোমাকে ত্যাগ করবো না" (পদ ৫,৬)। এই উক্তিটি করা হয়েছিল যিহোশূয়কে সম্বোধন করে। কিন্তু ঈশ্বরের সকল বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীর ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য। পুরাতন নিয়মের প্রতিজ্ঞাও নতুন নিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই প্রতিজ্ঞাটি ঈশ্বরের অন্য সকল প্রতিজ্ঞার মূল সার প্রকাশ করে। *আমি কোনক্রমে তোমাকে ছাড়বো না ও কোনক্রমে*

তোমাকে ত্যাগ করবো না। এখানে প্রায় চারটি নেতিবাচক শব্দের উল্লেখ রয়েছে প্রতিজ্ঞাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য। প্রকৃত বিশ্বাসীরা তাদের জীবনে, মরণে ও চিরকালের জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতির মহান অনুগ্রহ লাভ করে যাবেন।

(২) এই চমৎকার প্রতিজ্ঞা থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, আমরা সব সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর সাহায্য লাভ করব। *অতএব আমরা সাহসপূর্বক বলতে পারি*, "*প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করবো না; মানুষ আমার কি করতে পারে?*" পদ ৬। মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না এবং মানুষ তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে যা কিছুই করুক না কেন ঈশ্বর তা মঙ্গলসূচক কাজে পরিণত করতে পারেন।

চ. যে সকল খ্রীষ্টান পরিচর্যাকারী ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যাঁরা জীবিত রয়েছেন, তাঁদের প্রতি বিশ্বাসীদের যে দায়িত্ব রয়েছে:-

১. যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন: *যাঁরা তোমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য বলে গেছেন, তোমাদের সেই নেতাদেরকে স্মরণ কর*, পদ ৭। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) তাঁদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ছিলেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নেতা এবং তাঁরা বিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলতেন। তাঁরা লোকদেরকে ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে নির্দেশনা ও পরিচালনা দান করতেন। এখানে আমরা দেখি তাঁরা কী ধরনের সম্মানে ভূষিত ছিলেন – তাঁরা ছিলেন লোকদের নেতা ও শাসক। তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায় এই পদ ধারণ করেন নি, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বাক্য অনুসারেই তাঁরা এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁরা উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তাঁদের পদের সার্থকতা নিরূপণ করেছেন। তাঁরা অন্য কারও অধীনে বা পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দেন নি, বরং তাঁরা ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

(২) জীবিত ও মৃত সকল নেতার প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে:-

[১] "*সেই নেতাদেরকে স্মরণ কর* – তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের প্রার্থনা, তাঁদের ব্যক্তিগত উপদেশ, তাঁদের দৃষ্টান্ত।"

[২] "*তাঁদের বিশ্বাসের অনুকারী হও*; তাঁরা যে বিশ্বাসের অধীনে থেকে তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই বিশ্বাসে নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে স্থির রাখতে চেষ্টা কর এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে জীবন ধারণ কর। *তাঁদের আচরণের শেষগতি আলোচনা কর*, কতটা দ্রুততার সাথে, কতটা সন্তুষ্টির সাথে এবং কতটা আনন্দের সাথে তাঁরা তাঁদের দায়িত্বশীল জীবন অতিবাহিত করেছেন!" এই যে বিশ্বাসের অনুকারী হয়ে জীবন পরিচালনা করার জন্য লেখক বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং পাঠকদেরকে বিশেষ নির্দেশনা দিচ্ছেন, তা শুধুমাত্র পরিচর্যাকারী নেতাদের সম্মানার্থে তাঁদের বিশ্বস্ত জীবনকে অনুসরণ করার জন্য নয়, বরং সেই সাথে আরও বেশ কিছু উদ্দেশ্য এখানে বিদ্যমান।

প্রথমত, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অপরিবর্তনীয়তা ও অনন্তকালীন স্থায়িত্ব। যদিও এই পরিচর্যাকারীদের অনেকেই ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং যাঁরা আছেন তাঁরাও একে

একে মৃত্যুবরণ করবেন, তথাপি খ্রীষ্টান মণ্ডলীর মস্তক এবং মহা-পুরোহিত, আমাদের আত্মার পালনকর্তা সব সময় জীবিত আছেন এবং তিনি অপরিবর্তনীয়। খ্রীষ্টের অনুকরণ করে তাঁদেরও সব সময় অটল ও অপরিবর্তনীয় হওয়া উচিত এবং স্মরণে রাখা উচিত যে, খ্রীষ্ট সব সময়ই তাঁর সত্যের প্রতি অনুকারী ও বিশ্বাসীদেরক পুরস্কৃত করেন এবং তাঁর কাছ থেকে পাপপূর্ণ প্রস্থানকে তিনি শাস্তি দেন। পুরাতন নিয়মের যুগে, সুসমাচারের যুগে খ্রীষ্ট একই রকম ছিলেন এবং তিনি সকল যুগেই তাঁর অনুসারীদের কাছে একই রকম থাকবেন।

দ্বিতীয়ত, যে সকল ভুল ও বিকৃত শিক্ষায় তাদের আকৃষ্ট হওয়ার মত বিপদের আশঙ্কা রয়েছে সে সব শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা।

ক.) এই সমস্ত শিক্ষা বহুবিধ ও বহুরূপী (পদ ৯): তারা তাদের বিশ্বস্ত শিক্ষক ও পরিচর্যাকারীদের কাছ থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছিল তার থেকে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা কোনক্রমেই তাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

খ.) এই সকল শিক্ষা অদ্ভুত: সুসমাচারের মণ্ডলীর কাছে এই সকল শিক্ষা একান্তই অপরিচিত ও অদ্ভুত।

গ.) এই সকল শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অস্থিরতাপূর্ণ ও সব সময় পরিবর্তনশীল, ঠিক যেন ঝড়ো হাওয়ার মত, যা জাহাজকে টালমাটাল করে তোলে এবং নোঙ্গর ছিঁড়ে ফেলে, যেন জাহাজটি পাথরে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে যায়। ঈশ্বরের অনুগ্রহের একেবারেই বিপরীত এই শিক্ষা, কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ মানুষের অন্তরকে স্থিরতা দান করে ও বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যা আত্মার জন্য মঙ্গলজনক। এই সকল অদ্ভুত শিক্ষা অন্তরকে সব সময় অস্থির ও বিশৃঙ্খল করে রাখে।

ঘ.) এই সকল শিক্ষার বিষয়বস্তুও অত্যন্ত হীন ও নিচু স্তরের। পৃথিবীবী, ক্ষুদ্র ও ক্ষয়িষ্ণু বস্তুই এর বিষয়বস্তু, যেমন খাদ্য ও পানীয়।

ঙ.) এই সকল শিক্ষার কোন সুফল নেই। যারা এই শিক্ষা গ্রহণ করে ও সেই অনুসারে চলে, তারা নিজেদের আত্মার জন্য কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে পারে না। এই শিক্ষা পেয়ে মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পবিত্র, নম্র, কৃতজ্ঞ ও স্বর্গীয় স্বভাব বিশিষ্ট করে তুলতে পারে না।

চ.) এই শিক্ষা যারা গ্রহণ করে তারা খ্রীষ্টান বেদীর সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় (পদ ১০): *আমাদের একটি বেদী আছে*। এই বক্তব্যের এক নিগূঢ় অর্থ রয়েছে এবং সে কারণেই লেখক এই অংশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লক্ষ্য করুন:-

(ক) খ্রীষ্টান মণ্ডলীর একটি বেদী রয়েছে। আদি খ্রীষ্টানদেরকে এই বলে বিদ্রুপ করা হত যে, তাদের কোন বেদী নেই। কিন্তু এ কথা সত্য নয়। আমাদের একটি বেদী আছে। এটি কোন বস্তুগত বেদী নয়, বরং একটি ব্যক্তিক বেদী, আর সেই বেদী হলেন যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং। তিনি একাধারে আমাদের বেদী এবং আমাদের উৎসর্গ। তিনি নিজে এই দানকে পবিত্রীকৃত করেছেন। ব্যবস্থার অধীনে যে বেদী ছিল তা ছিল খ্রীষ্টের প্রতীক। পিতলের বেদী তাঁর

উৎসর্গ এবং স্বর্গের বেদী তাঁর মধ্যস্থতাকে নির্দেশ করে।

(খ) এই বেদী প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য এক ভোজ তৈরি করে, যা বিশ্বাসীদের আত্মিক শক্তি ও বৃদ্ধিকে সমৃদ্ধ করে এবং তাদেরকে পবিত্রতায় ও আনন্দে পূর্ণ করে। প্রভু ভোজের টেবিল আমাদের বেদী নয়, কিন্তু সেই টেবিলের ভোজ আমাদের খ্রীষ্টের বেদীর সামগ্রী দিয়ে সজ্জিত করা হয়। *আমাদের ঈদুল ফেসাখের মেষশাবক উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গীকৃত হয়েছেন, তিনি খ্রীষ্ট* (১ করি ৫:৭)। *অতএব এসো, আমরা . . . পর্বটি পালন করি*। প্রভুর ভোজ হচ্ছে সুসমাচারের নিস্তার পর্বের ভোজ।

(গ) যারা লেবীয় প্রথা অনুসারে আবাস-তাঁবু মান্য করেন, তারা নিজেদেরকে এই নতুন বেদীর সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্যুত করেন, যা খ্রীষ্ট কর্তৃক আমাদের জন্য ক্রয় করা হয়েছে। যদি তারা আবাস-তাঁবুর সেবা করেন, তাহলে তারা নিজেদেরকে পুরাতন নিয়মের অসার আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব রীতি-নীতির সাথে জড়িয়ে ফেলেন এবং তাদের খ্রীষ্টান বেদীর অধিকার প্রত্যাখ্যান করেন। বক্তব্যের এই অংশটিকে লেখক প্রমাণিত করেছেন।

[ক] তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যিহূদী ধর্মের প্রতি এই আকৃষ্টতা সুসমাচারের বেদীর সুফল লাভ করা থেকে আমাদেরকে বাধা দেয়। তিনি এভাবে তাঁর যুক্তি দেখিয়েছেনঃ- যিহূদী আইনের অধীনে কোন পাপ-উৎসর্গই খাওয়া যেত না, বরং যে শিবিরে তারা বাস করতো তার বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে দিতে হত এবং যদি শহরে বসবাস করা হয় সেক্ষেত্রে নগরদ্বারের বাইরে নিয়ে ফেলে আসতে হত। এখন যদি তারা এখনো সেই আইন-কানুনের অধীনেই থাকে, তাহলে তারা সুসমাচারের বেদীর খাদ্য সামগ্রী ভোজন করতে পারবে না; কারণ সেই ভোজে যা কিছু খাওয়া হয় তা খ্রীষ্টের দেহ থেকে আসে, যিনি আমাদের মহা পাপ-উৎসর্গ। এমন নয় যে, এই খাবারই পাপ-উৎসর্গ; কারণ সেক্ষেত্রে এই খাবার খাওয়া হত না, বরং তা পুড়িয়ে ফেলা হত। কিন্তু সুসমাচারের ভোজ হচ্ছে উৎসর্গের ফল। যারা সুসমাচারের উৎসর্গ স্বীকার করে না, এই ভোজ্য সামগ্রীর প্রতি তাদের কোন অধিকার নেই। আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে এমনটা মনে হতে পারে যে, খ্রীষ্টই বুঝি প্রকৃতপক্ষে পাপ-উৎসর্গের প্রতিরূপ ছিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি শিবিরের কষ্টভোগ করে তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা তাঁর লোকদেরকে পাক-পবিত্র করার মধ্য দিয়ে নিজেকে এর যথাযোগ্য প্রতীক হিসেবে স্থাপন করেছেন। এটি ছিল খ্রীষ্টের অসাধারণ নম্রতার পরিচয়, যেন তিনি পবিত্র ও সুশীল সমাজে বসবাসের জন্য উপযুক্ত ছিলেন না। এটি আমাদেরকে দেখায় যে, খ্রীষ্টের এই কষ্টভোগের যে মূল কারণ পাপ, সেই পাপ কীভাবে পবিত্র ও সুশীল সমাজের সকল অধিকার ক্ষুণ্ন করে এবং পাপীরা সকল সমাজের জন্য একটি সার্বজনীন ব্যাধি। কাজেই এর মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায় যে, যারা লেবীয় আইন অনুসারে চলে তারা খ্রীষ্টান বেদীর সমস্ত সুফল লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়।

[খ] লেখক বিভিন্ন উপদেশের মধ্য দিয়ে এই আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন (পদ ১৩-১৫)।

প্রথমত, *অতএব এসো, আমরা শিবিরের বাইরে তাঁর কাছে গমন করি*। তিনি যখন আমাদেরকে আহ্বান জানাবেন, তখন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থী আইন, পাপ, এই পৃথিবী,

আমাদের নিজেদের ব্যক্তিসত্তা, আমাদের দেহ, এই সমস্ত কিছু থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং তাঁর কাছে যেতে হবে।

দ্বিতীয়ত, *অতএব এসো, আমরা তাঁর দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরে তাঁর কাছে গমন করি*। তাঁর দুর্নাম বহন করার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমরা যে বেঁচে থাকার যোগ্য নই, আমাদের যে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করার মত কোন যোগ্যতা নেই তা মেনে নেওয়ার জন্য আমাদের ইচ্ছুক থাকতে হবে। এটাই ছিল তাঁর দুর্নাম এবং আমাদেরও অবশ্যই তাঁর সেই দুর্নাম মাথা পেতে নিতে হবে। এর পেছনে আরও যুক্তি আমাদের জন্য রয়েছে, কারণ আমরা এই পৃথিবী থেকে খ্রীষ্টের কাছে যাই আর না যাই, আমাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতেই হবে; কারণ আমরা কেউই এই পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসি নি। *এখানে আমাদের চিরস্থায়ী নগর নেই; কিন্তু আমরা সেই ভাবী নগরের খোঁজ করছি*। পাপ, পাপী ও মৃত্যু আমাদেরকে এই পৃথিবী খুব বেশি দিন কষ্ট দিতে পারবে না। আর সে কারণেই আমাদেরকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে এবং খ্রীষ্টের মাঝে আমাদের সেই বিশ্রাম ও স্থায়ী আবাস খুঁজে পেতে হবে যা এই পৃথিবী আমাদেরকে দিতে পারে না, পদ ১৪।

তৃতীয়ত, আমাদের এই বেদী যথাযোগ্য উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। খ্রীষ্ট আমাদেরকে এই বেদীর পুরোহিত হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছেন, এভাবে বিবেচনা করেই আমাদের এই বেদীর সমস্ত সুফল ভোগ করতে হবে এবং বেদীর সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই বেদীতেই আমাদের সকল ব্যক্তিগত উৎসর্গ করতে হবে এবং আমাদের মহা-পুরোহিত যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং এই উৎসর্গ করবেন, পদ ১৫,১৬। তাহলে কী ধরনের উৎসর্গ আমাদের এই বেদীতে নিয়ে আসতে হবে ও উপস্থাপন করতে হবে? কোন প্রায়শ্চিত্তমূলক উৎসর্গ নয়, সেসবের কোন প্রয়োজন নেই। খ্রীষ্ট নিজে আমাদের প্রত্যেকের জন্য নিজেকে প্রায়শ্চিত্তমূলক উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গ করেছেন। তাই আমাদের উৎসর্গ হবে শুধুমাত্র তা স্বীকৃতি জানানোর মাধ্যম। এই উৎসর্গগুলো হচ্ছে:-

১.) ঈশ্বরের কাছে প্রশংসাসূচক উৎসর্গ, যা আমাদের প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ হিসেবে উৎসর্গ করা উচিত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের সকল উপাসনা ও প্রার্থনা, সেই সাথে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা। এগুলো হচ্ছে আমাদের *ওষ্ঠাধরের ফল*। আমাদের অবশ্যই নিষ্কলুষ ও আন্তরিক ঠোঁট দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা উচ্চারণ করতে হবে। এই প্রশংসার দাবীদার কোন স্বর্গদূত নয়, কোন পবিত্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি নয়, অন্য কোন সৃষ্ট জীব নয়, বরং কেবল ঈশ্বর একা। আর এই প্রশংসা প্রদান করা যাবে একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, তাঁর মধ্যস্থতা ও সন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে।

২.) উপকার ও সহভাগিতার কাজ করা: *আর উপকার ও সহভাগিতার কাজ ভুলে যেও না, কেননা সেই রকম উৎসর্গতে ঈশ্বর প্রীত হন*, পদ ১৬। আমাদের অবশ্যই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে মানুষের আত্মা ও দেহের উপকার করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা যেন শুধুমাত্র আমাদের মুখের কথায় মানুষের উপকার করতে চেষ্টা না করি, বরং সেই সাথে যেন আমরা ভাল কাজ করি। এই সকল ভাল কাজ আমরা উৎসর্গ হিসেবে আমাদের সুসমাচারের বেদীর

উপরে উপস্থাপন করব। তবে আমাদের ভাল কাজের ভিত্তিতে আমরা অনুগ্রহ লাভ করি না, বরং আমরা তা আমাদের মহা-পুরোহিত প্রভু খ্রীষ্টের কারণেই পেয়ে থাকি। তিনি আমাদের এই উৎসর্গ আনন্দের সাথে গ্রহণ করে থাকেন। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই আমাদের উৎসর্গ গৃহীত হয় ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়।

২. প্রয়াত পরিচর্যাকারীদের বিশ্বাসের অনুকারী হওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি আমাদের খ্রীষ্টান দায়িত্ব পালনের উপদেশ দিয়ে লেখক আমাদের বলছেন যে, পরিচর্যাকারীদের মধ্যে যারা এখনো আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন তাদের প্রতি কী কী দায়িত্ব রয়েছে (পদ ১৭) এবং এই দায়িত্ব পালনের যুক্তিগুলো কী:-

(১) দায়িত্ব – তাদেরকে মান্য করা এবং তাদের অনুগত হওয়া। এটি কোন চূড়ান্ত সমর্পণ বা নিঃশর্ত আনুগত্য নয়, বরং তাদের কথার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে আদেশ উচ্চারিত হবে তা মান্য করা। তথাপি অবশ্যই তাদের প্রতি সত্যিকার অর্থেই বাধ্য ও অনুগত হতে হবে, কারণ শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ও আনুগত্যই যে এখানে প্রকাশ পায় তা নয়, সেই সাথে তাদের পদমর্যাদার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্মানও এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। পার্থিব পিতা-মাতা বা রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গের প্রতি যেমন আমাদের আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য, তেমনি খ্রীষ্টান পরিচর্যাকারীদের ক্ষেত্রে আমাদের একই রকম দায়িত্ব রয়েছে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত নিজেদেরকে অতি বিজ্ঞ, অতি উত্তম বা মহান না ভেবে পরিচর্যাকারীদের নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া। বিশ্বাসীরা যখন দেখবেন যে, পরিচর্যাকারীদের নির্দেশ পবিত্র শাস্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তখন অবশ্যই তাদের তা মান্য করা উচিত।

(২) তাদের এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য:-

[১] তারা লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করবেন। তাদের পদমমর্যাদা বিচার সংক্রান্ত না হলেও তা কর্তৃত্বপূর্ণ। লোকদের উপরে প্রভুত্ব করার কোন অধিকার তাদের নেই, কিন্তু তারা লোকদেরকে শিক্ষা ও নির্দেশনা দানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে প্রভুর পথে পরিচালিত করবেন, ঈশ্বরের বাক্য তাদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সামনে তা প্রয়োগ করবেন। তারা নিজেদের মনগড়া আইন তৈরি করবেন না, বরং ঈশ্বরের যে আইন ও বিধান রয়েছে সেটাই প্রয়োগ করবেন।

[২] তারা মানুষের আত্মার প্রতি যত্ন নেবেন। আত্মাকে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং আত্মাকে রক্ষা করবেন। তাদের কাজ হবে মানুষের আত্মাকে খ্রীষ্টের জন্য জয় করা, নিজেদের জন্য নয়। তারা তাদেরকে জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও পবিত্রতায় বৃদ্ধি দান করবেন। মানুষের আত্মার জন্য ক্ষতিকর এমন যে কোন কিছু থেকে তারা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখবেন এবং তাদেরকে বিপজ্জনক নানা বিষয়ের জন্য সাবধান বাণী প্রদান করবেন। শয়তানের প্রলোভন ও আসন্ন বিচার সম্পর্কে তারা মানুষকে সচেতন করবেন। মানুষকে স্বর্গের পথে এক পা এগিয়ে নেওয়া যায় এমন যে কোন সুযোগ তারা কোনমতেই গ্রহণ করতে ভুলবেন না।

[৩] কীভাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন সে সম্পর্কে সঠিক জবাবদিহিতা তাদেরকে

অবশ্যই করতে হবে। তাদের উপরে বিশ্বাস করে যে সমস্ত আত্মার দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল তাদের কী ঘটেছে, অবহেলার কারণে তাদের একটিরও বিনাশ সাধন হয়েছে কি না এবং তাদের মধ্যে কেউ তাদের পরিচর্যার অধীনে থেকে বৃদ্ধি লাভ করেছে কি না এর সবই হিসাব নেওয়া হবে।

[৪] তারা নিজেদের ও তাদের শ্রোতাদের সম্পর্কে ভাল কথা শুনতে পেলে খুশি হবেন। যদি তারা পারেন তাহলে তারা নিজেদের শুদ্ধতা ও সাফল্যের বর্ণনা দেবেন। সেই দিন হবে তাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। যে সকল আত্মা তাদের অধীনে ও পরিচর্যায় থেকে পরিবর্তিত হবে ও বৃদ্ধি লাভ করবে, সেগুলো প্রভু যীশুও দিনে হয়ে উঠবে তাদের আনন্দ ও তাদের মুকুটস্বরূপ।

[৫] যদি তারা দুঃখের সাথে তাদের কাজের বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহলে তা তাদের অনুসারীদের জন্য এবং তাদের নিজেদের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পরিচর্যাকারীদের উচিত সব সময় আনন্দের সাথে তাদের কথা বলা, দুঃখের সাথে নয়। বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা যদি সফল না হন, তাহলে তারা দুঃখিত হবেন, কিন্তু তাদের অনুসারী বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইব্রীয় ১৩:১৮-২৫ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. লেখক তাঁর নিজের ও তাঁর সহ-দুঃখভোগকারীদের জন্য প্রার্থনা করতে ইব্রীয় বিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন (পদ ১৮): “আমাদের জন্য প্রার্থনা করা; আমার জন্য এবং তীমথির জন্য” (যাঁর কথা ২৩ পদে উল্লেখ করা হয়েছে), “এবং আরও অন্যান্যদের জন্য, যাঁরা আমাদের সাথে সাথে সুসমাচারের পরিচর্যা কাজের জন্য পরিশ্রম করে চলেছেন।”

১. পরিচর্যাকারীদের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব রয়েছে তার মধ্যে এটি একটি। পরিচর্যাকারীদের জন্য লোকদের প্রার্থনার প্রয়োজন রয়েছে। যত আন্তরিকতার সাথে লোকেরা পরিচর্যাকারীদের জন্য প্রার্থনা করবে তত বেশি পরিচর্যাকারীরা তাদের দায়িত্ব থেকে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন। তাদের উচিত এই প্রার্থনা করা যেন তাদেরকে যারা শিক্ষা দেবেন তাদেরকে ঈশ্বর শিক্ষা দেন, যেন তিনি তাদেরকে সতর্ক, জ্ঞানী, আন্তরিক ও সফল করে তোলেন। তিনি যেন তাদেরকে সকল কাজে সাহায্য করেন, তাদের সকল ভার বহনে সহায় হন এবং সকল প্রলোভনে তাদেরকে শক্তিশালী করে তোলেন।

২. পরিচর্যাকারীদের জন্য কেন লোকদের প্রার্থনা করা উচিত সে সম্পর্কে দুটো ভাল যুক্তি রয়েছে। লেখক এখানে যুক্তি দুটো উল্লেখ করেছেন:-

(১) কেননা আমরা নিশ্চয় জানি, আমাদের সৎবিবেক আছে, পদ ১৮। যিহূদীদের মধ্যে

অনেকেরই পৌলের সম্পর্কে বাজে ধারণা ছিল, কারণ তিনি ইব্রীয়দের নিকট প্রেরিত একজন ইব্রীয় হয়েও লেবীয় আইন ত্যাগ করেছিলেন এবং খ্রীষ্টের নাম প্রচার করেছিলেন। এখন তিনি অত্যন্ত নম্রতার সাথে তাঁর নিজ পবিত্রতার কথা ঘোষণা করছে: *কেননা আমরা নিশ্চয় জানি, আমাদের সৎবিবেক আছে, সমস্ত বিষয়ে সদাচরণ করতে ইচ্ছা করছি*। তিনি নম্রতার সাথে আমাদেরকে এ কথা জানাচ্ছেন। সেই সাথে তিনি আমাদেরকে এই ইঙ্গিতও দিচ্ছেন যেন আমরা নিজেদের বিষয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী না হই, বরং অন্তরে বিশ্বাসের শক্তিতে প্রাপ্ত জ্ঞান ধারণ করি। "আমরা নিশ্চিতভাবে জানি ও বিশ্বাস করি যে, আমাদের সৎবিবেক রয়েছে, যা এক আলোকিত ও সুপরিপক্ক বিবেক, এক শুদ্ধ ও খাঁটি বিবেক, এক স্নেহশীল ও বিশ্বস্ত বিবেক, যে বিবেক আমাদের সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে, বিপক্ষে নয়। এটি সমস্ত বিষয়ে সদাচরণের সৎ বিবেক। এই সদাচরণের সাথে যুক্ত রয়েছে মোশির দশ আজ্ঞার হুকুমগুলো, যা ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব প্রকাশ করে, বিশেষ করে যেগুলো আমাদের পরিচর্যা কাজের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।" এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] একটি সৎবিবেকের ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ এবং আমাদের সকল দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।

[২] যাদের মধ্যে এই সৎ বিবেক রয়েছে তাদেরও অন্যদের করা প্রার্থনার প্রয়োজন রয়েছে।

[৩] সৎবিবেক সম্পন্ন পরিচর্যাকারীগণ সাধারণ মানুষের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ এবং তাদের জন্য লোকদের প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

(২) কেন তিনি তাদের প্রার্থনা কামনা করেছেন তার আরেকটি কারণ হল, তিনি আশা করেছিলেন যে, খুব দ্রুত তিনি আবার তাদের কাছে ফিরে যেতে পারবেন (পদ ১৯)। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, তিনি এর আগে তাদের কাছেই ছিলেন। এখন যেহেতু তিনি তাদের কাছ থেকে অনুপস্থিত রয়েছেন সে কারণে তাদের কাছে আবারও ফিরে যাওয়ার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভেতরে রয়েছে। আর এই কাজটিকে সবচেয়ে সুন্দর উপায়ে সফল করে তোলার জন্য একমাত্র পথ হচ্ছে তাদের সমবেত প্রার্থনা। পরিচর্যাকারীরা যখন কোন একটি জনপদের কাছে তাদের প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ ফিরে আসেন, তখন তারা নিজেদের জন্য মহা সন্তুষ্টি এবং সেই লোকদের জন্য সাফল্য নিয়ে ফিরে আসেন। আমাদের উচিত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রকারে পরিচর্যাকারীদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনা করা।

খ. তিনি তাদের জন্য সকল প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাদের কাছ থেকে যেমনটা চান তেমনটা তিনি নিজে করে দেখিয়েছেন, পদ ২০। এই চমৎকার প্রার্থনায় আমরা দেখতে পাই:-

১. ঈশ্বরকে যে উপাধি দেওয়া হয়েছে: *শান্তির ঈশ্বর*। তিনি নিজের ও পাপীদের মাঝে সম্মিলনের জন্য একটি মাধ্যম বা দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যারা পৃথিবীতে শান্তি ভালবাসে তারা সকলেই তাঁর মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. তাঁর মহান কাজ: তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন।

যীশু খ্রীষ্ট তাঁর নিজ ক্ষমতায় পুনরুত্থিত হয়েছে, কিন্তু পিতার সম্মতি ব্যতিত তা সম্ভব ছিল না। আর সে কারণেই পুত্রের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি পুনরায় আমাদের ধার্মিক গণিত করার জন্য পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ পেয়েছিল যে, তিনি যে স্বর্গীয় শক্তির মধ্য দিয়ে পুনরুত্থিত হয়েছেন সেই শক্তি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক এমন সমস্ত কিছু করতে পারে।

৩. যে উপাধি খ্রীষ্টকে দেওয়া হয়েছে – আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আমাদের সার্বভৌম প্রভু, আমাদের পরিত্রাণকর্তা এবং মেষপালের মহান পালক, যার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যিশা ৪০:১১ পদে। তিনি নিজেও যোহন ১০:১৪,১৫ পদে এই ঘোষণা দিয়েছেন। পরিচর্যাকারীরা হলেন মেষপালকের অধীনস্থ ব্যক্তি, আর খ্রীষ্ট হলেন প্রধান পালক। এতে করে তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়। তারা তাঁর পালের মেষ। তিনি তার চারণভূমিতে তাদেরকে চরান এবং তাদের যত্ন নেন। তিনি তাদেরকে খাওয়ান, তাদের পরিচালনা দান করেন এবং তাদের উপরে নজর রাখেন।

৪. যে উপায়ে ও পদ্ধতিতে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলনের পথ তৈরি হল ও খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন: *অনন্তকালস্থায়ী নিয়মের রক্ত দ্বারা*। খ্রীষ্টের রক্ত স্বর্গীয় বিচারকে প্রশমিত করেছে। আর এভাবেই খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন, আমাদের পাপের মূল্য দেওয়ার জন্য যে বন্দীত্বে তিনি আবদ্ধ হয়েছিলেন তা থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার আবার ফিরে পেয়েছেন। এর সব কিছুই সম্ভব হয়েছে পিতা ও পুত্রের মধ্যকার এক অনন্তকাল স্থায়ী চুক্তি ও প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে।

৫. যে অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে: *তিনি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তোমাদেরকে সমস্ত উত্তম বিষয়ে পরিপক্ক করুন*, পদ ২১। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) প্রতিটি উত্তম বিষয়ে ও কাজে পরিপক্ক ও যথার্থ হয়ে ওঠা ঈশ্বরভক্ত লোকদের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয়। তাদের অবশ্যই প্রার্থনা করা উচিত যেন তারা পবিত্রতায় পরিপক্কতা অর্জন করে, একটি পরিষ্কার মন, একটি শুদ্ধ হৃদয়, আন্তরিক ভালবাসা এবং যে কোন ভাল কাজের জন্য ইচ্ছুক মন ও একাগ্রতাপূর্ণ প্রত্যাশা লাভ করেন, যে কাজের জন্য তাদেরকে ঈশ্বর আহ্বান করেছেন।

(২) যে উপায়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে পরিপক্ক করেছেন: যা তাঁর চোখে সন্তোষজনক, সেভাবেই তিনি তাদের মধ্যে কাজ করেছেন। তিনি যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তা আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করেন। লক্ষ্য করুন:-

[১] ঈশ্বর কর্তৃক না হলে কোন ভাল কাজ আমাদের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হতে পারে না। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা কোন ভাল কাজ করার জন্য উপযুক্ত হতে পারি না।

[২] আমাদের মধ্যে ঈশ্বর যদি কোন ভাল কাজ সাধিত করেন তবে তা অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ও তাঁর আত্মার অনুপ্রেরণায় সাধিত হবে।

[৩] এ কারণে অনন্তকাল স্থায়ী গৌরব একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের প্রাপ্য, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

সকল উত্তম বিষয় সাধন করেন ও আমাদেরকে পবিত্রতায় পরিপক্ক করে তোলেন। এই কারণে আমরা সবাই আসুন বলি, *আমেন*।

গ. লেখক ইব্রীয়দেরকে তীমথির মুক্তির বিষয়ে বলেছেন ও খুব অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাদের সাথে দেখা হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, পদ ২৩। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে, তীমথি বন্দী অবস্থায় ছিলেন। কোন সন্দেহ নেই যে, সুসমাচার প্রচার করতে গিয়েই তাঁকে বন্দী হয়ে হয়েছিল। কিন্তু এখন তিনি মুক্ত হয়েছেন। বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের বন্দীত্ব তাদের জন্য সম্মানের বিষয় এবং তাদের অনুসারীদের জন্য আনন্দের বিষয় হওয়া উচিত। লেখক শুধু তীমথি নয়, সেই সাথে সকল ইব্রীয়দের সাথে দেখা করার কথা ভেবে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছিলেন। খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সাথে সাক্ষাৎ করাটা বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের জন্য শুধু কাঙ্ক্ষিত নয়, অত্যন্ত আনন্দেরও বিষয়।

ঘ. পত্রটির বিষয়ে আরেকবার উল্লেখ করে লেখক তাঁর পাঠকদের কাছে মনোযোগ যাচঞা করছেন, পদ ২২। এরপর তিনি সম্ভাষণ জানিয়ে ও শুভেচ্ছা ব্যক্ত করে তাঁর পত্রটি শেষ করেছেন।

১. সম্ভাষণ।

(১) তিনি নিজের পক্ষ থেকে মণ্ডলীর নেতৃত্ব প্রদানকারী সকল পরিচর্যাকারী ও সকল ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

(২) ইতালিতে বসবাসকারী সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অন্তরে একে অপরের প্রতি স্নেহপূর্ণ খ্রীষ্টীয় ভালবাসা ও দয়া থাকাটা অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। ধর্ম মানুষকে প্রকৃত সভ্যতা ও ভাল আচরণ শেখায়।

২. সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আশীর্বাদ-বাণী (পদ ২৫): অনুগ্রহ *তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক*। *আমেন*। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য তোমাদের প্রতি সব সময় বর্ষিত হতে থাকুক। মানুষ যখন মুখের কথা ও চিঠির মধ্য দিয়ে পরস্পরের সাথে ভাব বিনিময় করে, সে সময় প্রার্থনাপূর্বক পরস্পরের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ উপস্থিতি কামনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন, যেন তারা সকলেই প্রশংসা ও অনুগ্রহে পূর্ণ অনন্তকাল স্থায়ী স্বর্গীয় রাজ্যে একসাথে চিরকাল বসবাস করতে পারে।